66 seats up for grabs in Phase II

Nadia 15 seats

Hooghly 19 seats

Howrah 16 seats

East Midnapore 16 seats

Howrah, Hooghly, Nadia and East Midnapore have turned into virtual fortresses as the Election Commission has moved all its forces to the four districts for the second phase of the election on Saturday. HT takes a look at what's at stake:

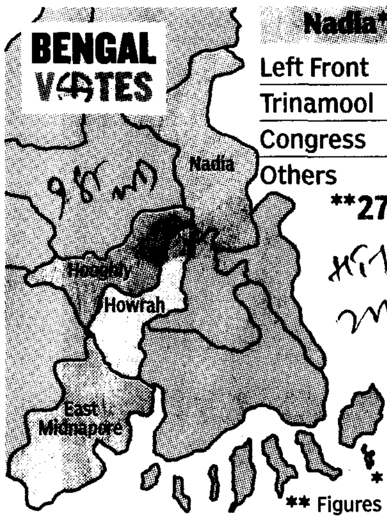

Hooghly*

Left Front	13
Trinamool	3
Congress	2
Others	1
	**33.15

Nadia*

Left Front	10
Trinamool	3
Congress	2
Others	0
	**27.19

Howrah*

Left Front	10
Trinamool	5
Congress	1
Others	0
	**27.20

East Midnapore*

Left Front	8
Trinamool	7
Congress	0
Others	1
	**25.60

* Figures in red: 2001 results
** Figures in blue: 2006 voters, in lakh

GRAPHIC: SANTANU MALLICK

22 APR 2006

THE HINDUSTAN TIMES

Much too airy-fairy

Proposed Bill on urban street vendors

West Bengal's Chief Minister and Kolkata's Mayor can only feel encouraged by the Centre's plan to introduce a Bill to protect "urban street vendors" in the next session of Parliament. Such legislation would have raised no cavil had it been properly thought through with sufficient planning in tangible terms. Of which there is no indication in the draft policy framework. If the statement of intent gets reflected in the Bill, the project may turn out to be another pie in the sky. The concern for the unorganised sector is almost comforting. A database is proposed to be created of what has traditionally been an indeterminate group. This sounds fine. What raises misgivings is that the labour ministry's move is clearly intended to first recognise and then formalise this system of trade. The task of the National Commission on Enterprises in the Unorganised Sector may turn out be particularly intricate in Kolkata where a sizeable percentage of hawkers are illegal migrants from Bangladesh. They have often been referred to as "stranded Pakistanis" who were in East Pakistan during the liberation war and didn't know which way to turn post-December 1971. It may be a different matter altogether that they remained unscathed as bulldozers rumbled during Operation Sunshine a decade ago.

The commission's plan to ensure social security and general uplift may on the face of it fit into the scheme of things of a Left municipality and government. For it to be implemented at the national level, the labour ministry must first spell out how it intends to provide training skills to make the registered street vendor employable. Another nebulous concept, if seemingly appealing as a welfare measure, is that of the base fund that will take care of the vendor's pension and insurance. The plan appears lofty as much as it is thoughtless. The Centre doesn't have a clue on the approximate number of urban street vendors. Registration, like perhaps the voters' identity card, is unlikely to cover all of them. Nor for that matter have the states been consulted on their contribution. The proposed Bill is much too airy-fairy. What is necessary most of all is a halfway-house between street vendors and shopping malls.

07 MAY 2005

টাটা-সালিমের

প্রথম পাতার পর

আবির। দোতলায় উঠেই বললেন, "অনিলের ছবিটা কোথায়? ওর ছবিতে মালা দিতেই ছুটে এলাম।"

রমলাদেবী বাড়িয়ে দিলেন লাল গোলাপের মালা। অনিলবাবুর ছবিতে সেই মালাটা পরিয়ে দিয়েই দ্রুত আলিমুদ্দিন ছাড়লেন সুভাষবাবু। যাওয়ার আগে বললেন, "বিরাট জয়। কিন্তু জ্যোতিবাবুর কথা মনে রাখতে হবে। বিরোধীরা কিন্তু আছে। আমাদের ভোটও প্রচুর বেড়েছে, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। ভোট কাটাকাটিতে অনেক আসন জিতেছি।" বলেই সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতপদে নেমে গেলেন সব সময়ে বিতর্কে থাকতে প্রস্তুত সুভাষবাবু। আর বিকেলে জোতি বসু এসে বললেন, "এত দিন যে-সব রিগিংয়ের কথা বলা হত, বোঝা গেল, সে-সবই মিথ্যা। অতীতেও আমাদের এখানে সব সময়েই শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে।"

এই জয়ের সুবাদে জ্যোতিবাবুও তাঁর সময়ের বিভিন্ন নির্বাচনের উপরে কোনও প্রশ্নচিহ্ন রাখার সুযোগ দিলেন না। বললেন মোক্ষম কথা: "বুদ্ধকে তো আমিই মুখ্যমন্ত্রী করেছিলাম। এত ভোটে আমিও কখনও জিতিনি।"

অর্থাৎ তাঁর আমলেই যে-শিল্পনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, তার পূর্ণ ফসল তুললেন উত্তরসূরি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

12 MAY 2006

শিল্পে জমি নিলে দ্রুত ক্ষতিপূরণ, বাড়তি টাকাও

সুপ্রকাশ চক্রবর্তী

শিল্পায়নই রাজ্য সরকারের লক্ষ্য। তবে শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের ফলে যাঁদের উচ্ছেদ হতে হবে, তাঁদের ক্ষতিপূরণ দিতে সার্বিক ও সুনির্দিষ্ট প্যাকেজ তৈরি করবে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার। জমি অধিগ্রহণ নিয়ে বিতর্ক এড়াতে শুধু ক্ষতিপূরণ নয়, উচ্ছেদ হওয়া মানুষজনের প্রতি সহানুভূতির নিদর্শন হিসেবে বাড়তি কিছু টাকা দেওয়ার কথাও ভাবা হয়েছে।

শিল্পায়নের জন্য যাঁরা জমি বা বাড়ি হারাবেন, তাঁদের জমি বা বাড়ির দাম পুরো মিটিয়ে দেওয়া হবে। ক্ষতিপূরণের প্যাকেজের আওতা থেকে বাদ পড়বেন না জবরদখলদার, ঝুপড়িবাসীরাও। সংশ্লিষ্ট এলাকায় যাঁদের জমি ছিল না, অথচ যাঁরা সেখানে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে দিন চালান, বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য তাঁদেরও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

শিল্পের জন্য প্রচুর জমি অধিগ্রহণে হাত দেওয়ার আগে ক্ষতিপূরণের বহর এবং নীতি পরিষ্কার করে জানিয়ে দেবে সরকার। কারণ, সালিম গোষ্ঠীর জন্যই হোক বা অন্য শিল্প প্রকল্প, সর্বাগ্রে প্রয়োজন জমি অধিগ্রহণ। বিধানসভার ভোটের আগে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে যে-বিতর্ক দানা বেঁধেছিল, সপ্তম বার ক্ষমতায় এসে প্রথমেই সেই বিতর্কে জল ঢেলে দিতে চায় বামফ্রন্ট সরকার। তাই নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম অথবা দ্বিতীয় বৈঠকেই জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত পুনর্বাসনের নীতি ও ক্ষতিপূরণের প্যাকেজ অনুমোদন করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা চলছে।

ওই প্যাকেজ তৈরির সময় দারিদ্রসীমার নীচের মানুষের কথাই সব চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হয়েছে। কারণ, সরকারের মতে, শিল্পায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণের ফলে কারও দোতলা, তেতলা পাকাবাড়ি ভাঙা পড়লে তিনি জমি ও বাড়ির দাম বাবদ মোটা ক্ষতিপূরণ পাবেন। তা দিয়ে তিনি অন্যত্র বিকল্প বাসস্থান তৈরি করে নিতে পারবেন। কিন্তু দারিদ্রসীমার নীচের মানুষের কুঁড়েঘর ভাঙা পড়লে যে-সামান্য ক্ষতিপূরণ মিলবে, তা দিয়ে নতুন জায়গায় জমি কিনে বাড়ি তৈরি করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। সেই জন্যই দারিদ্রসীমার নীচের মানুষের জন্য ক্ষতিপূরণের সম্ভাব্য প্রস্তাবে পরিবার-পিছু দু'কাঠা জমি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, সেই জমিতে বাড়ি তৈরির জন্যও অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।

দারিদ্রসীমার নীচের উচ্ছেদ হওয়া মানুষের বাড়ির কিছুটা পাকা কাঠামোর হলে তাঁকে বাড়ি তৈরির জন্য বাড়তি ২৫ হাজার টাকা এবং যাঁদের কাঁচাবাড়ি ছিল, তাঁদের নতুন বাড়ি তৈরির জন্য বাড়তি ১৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে। যাঁরা ওই সব এলাকায় ঝুপড়ি বানিয়ে থাকতেন বা জবরদখল জমিতে ছিলেন, তাঁদেরও ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব আছে। সবটাই অবশ্য মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনসাপেক্ষ।

ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মন্ত্রিসভার শেষ দিকের দু'টি বৈঠকে ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। প্রথম বার মন্ত্রিসভা 'উপযুক্ত' ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সব রাজ্যকে পুনর্বাসন ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত যে-নীতি গ্রহণ করতে বলেছে, 'উপযুক্ত' ক্ষতিপূরণ কথাটি তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না-হওয়ায় সেই প্রস্তাব ধোপে টেকেনি। কেন্দ্র সেই নীতিতে ক্ষতিপূরণের স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিতে বলেছিল। মন্ত্রিসভার সর্বশেষ বৈঠকে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্যাকেজ অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। কিন্তু ভোট এগিয়ে আসায় বিধিভঙ্গের আশঙ্কায় সেটি মুলতুবি রাখা হয়।

কাল, বৃহস্পতিবার সপ্তম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শপথ নেবে। তার পরে শুরু হবে ক্ষতিপূরণের প্যাকেজ চূড়ান্ত করার প্রয়াস। এ ব্যাপারে কেন্দ্রেরও চাপ রয়েছে। কেন্দ্র বলেছে, ২০০৩ সালেই তারা পুনর্বাসন সংক্রান্ত জাতীয় নীতি গ্রহণ করতে বলেছিল সব রাজ্যকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ-সহ অনেক রাজ্যে এখনও তা গৃহীত হয়নি।

17 MAY 2006

সহজ রাজনীতি, সহজ জয়

গাঁধীকে ছেড়ে নেহরুর পথ ধরেছিলাম। নেহরুর পথে ছিল কলকারখানার ছবি, উন্নয়নের ছবি, গাঁধীর পথে নিজেদের বদলানোর, কিছু ছাড়ার দাবি ছিল। সেটা জটিল পথ। সে পথ জেতে না। আজ বাংলাতেও আপাতত-র রাজনীতিই জিতছে। লিখছেন **রংগন চক্রবর্তী**

আর একটা নির্বাচন পেরিয়ে এলাম। এই নির্বাচন নিয়ে নোট রাখতে গেলে নিশ্চয়ই প্রথমেই আমরা বলব, সত্যিই, কী অসাধারণ কাজ করলেন কমিশন। আচ্ছা, পাশাপাশি যদি এটাও ভাবি যে, এই অফিসাররা, এই রাষ্ট্র যখন কয়েক মাসে এ রকম একটা কাণ্ড ঘটাতে পারেন, তখন দারিদ্রসীমার নীচে কারা আছেন, সেটা মাপার জন্য এই ভাবে মাঠে নামা যায় না কেন? কেন পণপ্রথা, নারী নির্যাতন, শিক্ষা, চিকিৎসা আর আরও হাজার সামাজিক সমস্যার মোকাবিলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এই উদ্যম দেখি না? এত কম সময়ে এত বড় একটা কাজ যাঁরা করতে পারেন, তাঁদের ঠিক ভাবে ব্যবহার করা হয় না কেন?

অনেকে লক্ষ করেছেন, নির্বাচন কমিশনের অসাধারণ কাজটা সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করতে হাজির হলেন হাজার হাজার মেশিনগানবাহী সৈন্য। বন্দুকের অভয়মন্ত্রে বন্দনা হল গণতন্ত্রের। গণতন্ত্রকে রক্ষা করার গণতান্ত্রিক নাগরিক শক্তি স্বাধীনতার ঊনষাট বছর পরেও তৈরি হল না। উল্লাসের ফাঁকে এই নিয়ে আমরা ভাবব কী? মাও জে দং বলেছিলেন, বন্দুকের নলই রাজনৈতিক শক্তির উৎস। তাঁর কথা ফলে যাক, এটা তো আমরা চাই না একেবারে, তাই না?

বামফ্রন্টের জয় এসেছে ৫০ শতাংশের কিছু বেশি ভোট পাওয়ার ফলে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এই বাজারেও ৪৯ শতাংশ ভোটার এঁদের ভোট দেননি। এই বেশ বড়সংখ্যক মানুষের নানান আগোছাল কারণে, নানান শিবির বা ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ফল হিসেবে আজকের 'অফার অব দ্য ডে' বামদের ভোট না দেওয়া নিয়ে আমরা অবশ্যই ভাবতে পারি। তবে এই ফলের মুখে দাঁড়িয়ে বামফ্রন্টের ভোট পাওয়ার কারণগুলো বোঝা, তাঁদের ভোট না পাওয়ার কারণ খোঁজার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি, যদিও কেউ কেউ বিরোধীদের ভোট ভাগাভাগি না হলে তাদের ক'টা আসন বাড়ত ইত্যাদি নিয়ে খুব হিসেব কষছেন। মেনে নেওয়া ভাল যে, সব হিসেবেই এই রায় পরিষ্কার ভাবেই বামফ্রন্টের পক্ষে। আর কেন মানুষ বামফ্রন্টের পক্ষে রায় দিলেন, সেটা একটু ভাল করে বোঝার চেষ্টা করলে বিরোধীরা কেন ছন্নছাড়া, সেটাও গভীরতর রাজনৈতিক, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে সুবিধা হবে। সবটাকেই ওই 'প্রণব-অধীর-মমতা কোন্দল' ধরনের শিশুসুলভ বোধের স্তরে নামিয়ে রেখে দিতে হবে না।

এই নির্বাচনে বামফ্রন্টের জয়ের মূল কারণ সম্ভবত এটাই যে, ওঁরা শ্রেণিভিত্তিক রাজনীতির মঞ্চকে হিমঘরে রেখে প্রদেশভিত্তিক একটা রাজনৈতিক কর্মসূচিকে মানুষের সামনে তুলে আনতে পেরেছেন। একটা প্রদেশ, যেখানে প্রায় গত চল্লিশ বছর ধরে দৃশ্যত নতুন কিছু ঘটেনি, বরং ক্রমাগত মনে হয়েছে দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, বাঙ্গালোর তুলনায় এগিয়েই চলেছে, সেখানে হঠাৎ একটা নতুন কর্মকাণ্ডের চেষ্টা যেন টের পাওয়া যাচ্ছে। এখানেই এই রাজনীতির প্রতি মিডিয়ার উৎসাহ। মিডিয়া পণ্যসংস্কৃতির অংশ, বাজার বৃদ্ধি তার বৃদ্ধির শর্ত, সে স্থানীয় অর্থনীতির উন্নতি চায়। তাই এই উন্নয়ন-মঞ্চ তারও মনোমত।

আমরা বাঙালি

একটা কঠিন বাস্তব অবশ্যই এ রাজ্যে আছে। হাজার হাজার কারখানা বন্ধ, বর্গাদাররা পেটের দায়ে জমি বিক্রি করে দিচ্ছেন, লক্ষ লক্ষ চা-পাট-ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকের জীবন-জীবিকা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কিন্তু এমন একটা সময়ে যখন বিশ্বায়নের কাঠামো স্থানীয় অর্থনীতিগুলোকে আরও বেশি-বেশি করে বিশ্ববাজারে জুড়ে দিচ্ছে, এই সমস্যাগুলোর সমাধান একটা প্রদেশে কী ভাবে হবে? চেনা বাম রাজনীতিতে এ প্রশ্নের আশু উত্তর নেই। শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার দূরপাল্লার লড়াইয়ের জন্য জরুরি রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও সংগঠন এই মুহূর্তে সুলভ নয়। অন্য দিকে, আমাদের ভিসুয়াল মিডিয়াশাসিত দিন-রাতে ওই সব বন্ধ কারখানা, ধর্মঘটী শ্রমিক, উচ্ছেদ হওয়া মানুষের ছবি যেন দমবন্ধ আবহাওয়াকেই আরও শক্ত করে, আমরা সে সব দেখতে চাই না। প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করতে চাই। এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা একটা পজিটিভ ইমেজের বাতাস খুঁজছি। রবীন্দ্রনাথ নেই, সত্যজিৎ নেই, সৌরভেরও সময় খারাপ চলছে। বলো, তবু আমরা শেষ হয়ে যাইনি। বলো, বাঙালি আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

বাঙালির কাছে বরাবরই বাইরের সমাদর জরুরি। নোবেলে রবীন্দ্রনাথের কদর বেড়েছিল। সত্যজিতের আন্তর্জাতিক খ্যাতি আমাদের কাছে তাঁর মান্যতা বাড়ায়। 'দেখেছিস সৌরভ সম্পর্কে বয়কট কী বলেছে', আমাদের কাছে দামি। ভোটের ফল বেরোনোর দিন মুখমন্ত্রীকে রতন টাটার চিঠি, আজিম প্রেমজির ফোন, সালেমের অভিনন্দন দামি লাগে। বিশ্বায়নের মানে আমরা করে নিয়েছি 'কেন্দ্রের বঞ্চনা' বলে না কেঁদে নিজেরাই বাইরে হাত বাড়ানোর

সুযোগ। বাঙালি এ বার দুনিয়ার সঙ্গে হটলাইনে। লর্ডসে সেঞ্চুরি চলছে, চলবে। শিলিগুড়িতে লাল আলো জ্বলছে, জ্বলবে।

এই প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সব বাঙালির কাছে এক ভাবে পৌঁছয়নি। মানুষ নানা সামাজিক-ভৌগোলিক-অর্থনৈতিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে আলাদা আলাদা মানে করে নিয়েছেন। এই নিয়ে খুব জরুরি গবেষণা হতে পারে। আপাতত নিজেদের অভিজ্ঞতা আর অনুমান নিয়েই কেবল কথা বলতে পারি। চাকরির বাজারে যত 'নলেজ-ভিত্তিক' কাজের খোঁজ বাড়ছে, মধ্যবিত্ত বাঙালির আত্মধারণা-ভিত্তিক আশা ততই বাড়ছে। আমরা মনে করি, আমরা সহজাত ভাবে জাতি হিসেবে শিক্ষার সংস্কৃতিতে এগিয়ে, তাই এই বাজারে আমাদের ছেলেমেয়ের সুবিধা হবে বেশি। নতুন বামফ্রন্ট, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী বার বার এই কাজের শিক্ষার কথা বলছেন। যাঁরা এই শিক্ষা অবধি পৌঁছবেন না, তাঁরাও ভাবছেন, সুপার মল হলে দারোয়ানের চাকরি তো বাড়বে। কারখানা হলে একটা ছোট ব্যবসা। বামফ্রন্টের প্রাদেশিক জাতীয়তাবাদ অ-বাঙালি বঙ্গবাসীদেরও টেনে নিতে পেরেছে। এখানে চটকলের শ্রমিকদের কথা বলছি না। বলছি উচ্চবিত্ত অ-বাঙালি উদ্যোগী ও তাঁদের নতুন প্রজন্মের কথা। আজকের ফ্লাইওভার, সুপারবাজার, হাইরাইজ, দামি কাফে-ভিত্তিক উন্নয়ন বাংলার দামি নাগরিকদের জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আধুনিকতার ম্যাপে তুলে আনছে, বাঙ্গালোরের নিশা এলে কলকাতার রাহুল আর দিশাহারা হচ্ছে না। মাল্টিপ্লেক্স আছে, তাই ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স নেই। গল্পটা সিম্পল হয়ে গেছে।

প্রশ্ন তুললে রাগ করবেন না

অস্বস্তি যখন অনেক থাকে, তখন প্রশ্ন করলে আমরা আরও রেগে যাই। তবু নোট যখন নিচ্ছি, নিয়েই রাখি। আমরা তো ইতিহাস বুঝতে চাইছি। এ প্রশ্ন এখন করব না যে, লাগামহীন বিশ্বায়নের পেছনে ছুটে আমরা কি একটা ভাসমান শিলায় পা রাখছি, যা যে-কোনও দিন আমাদের শুকনো ঘাটে ফেলে সরে যাবে? বিশ্বায়নের ব্যবসায়ীদের মানবিক বা শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার ইতিহাস কী? কৃষির কাজে রোজগার কম মানছি। কিন্তু কত রোজগার, কোন ভাগের জন্য কোন হিসেবে আমাদের কোন রসদ ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে? এই ভোগবাদী আধুনিকতাই উন্নয়নের একমাত্র মাপকাঠি? স্পষ্টতই ধনীদের জন্য তৈরি এই বিশাল বাড়ি-রাস্তা-বাজারের উন্নয়ন আমাদের অধিকাংশকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করে দেবে না তো? আমাদের বাম নেতারা পারবেন সেই পরিখা পেরিয়ে সাম্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে? আজকের দিনে দাঁড়িয়ে 'আগে ধনতন্ত্রের বিকাশ করি, সমাজতন্ত্র পরে দেখা যাবে' জাতীয় কথা কি গত এক শতাব্দীতে নানান আন্দোলন সমাজবিকাশের পথ নিয়ে যে অনেক নতুন ভাবনা তুলে এনেছে, সেগুলো নিয়ে ভাবতে রাজনৈতিক অনীহার পরিচয় নয়?

আমেরিকার ইন্ডিয়ান সর্দার এক চিঠিতে সাদাদের চিফকে বলেছিলেন, "গাছের শেষ পাতাটা পড়ে গেলে, নদীর জলের শেষ বিন্দুটা শুকিয়ে গেলে বুঝবে ডলার খেয়ে বাঁচা যায় না।" ভয় হয়, এই লোকটার কথা ফলে না যায়।

এ সব কথা তুলে লাভ নেই। সহজ রাজনীতিই সহজে জেতে। মানুষ পাওয়ার প্রতিশ্রুতিতেই বিশ্বাস রাখে। স্বাধীন ভারতে আমরা গাঁধীকে ছেড়ে নেহরুর পথ ধরেছিলাম। কারণ, নেহরুর পথে ছিল উন্নয়নের ছবি, গাঁধীর পথ ছিল জটিল। তাতে নিজেদের বদলানোর, কিছু ছাড়ার, লোভ সংবরণের দাবি ছিল। সেটা জটিল পথ। সে পথ জেতে না। আজকের স্বাধীন বাংলাতেও সহজ রাজনীতি, আপাতত-র রাজনীতিই জিতছে। যদি সবার ভাল হয় ক্ষতি নেই। শুধু এক জন লোকের কথা মনে পড়ে, আমেরিকার আদি অধিবাসী ইন্ডিয়ান সর্দার এক চিঠিতে সাদাদের চিফকে বলেছিলেন, 'গাছের শেষ পাতাটা পড়ে গেলে, নদীর জলের শেষ বিন্দুটা শুকিয়ে গেলে বুঝবে ডলার খেয়ে বাঁচা যায় না।' ভয় হয়, এই লোকটার কথা ফলে না যায়। বাকিদের মতো তিনি শিগগিরই না বলে বসেন,'আমি আগেই বলেছিলাম।'

আশা করি তার আগে আমরা আরও কয়েকটা ভোট পেরিয়ে যাব। জিততে জিততে।

18 MAY 2006

রাজারহাটে জমি দেখল ইনফোসিস

আজকালের প্রতিবেদন: রাজারহাটের কাছে জমি দেখলেন ইনফোসিস কর্তারা। এ রাজ্যে বিনিয়োগে আগ্রহী ইনফোসিস। মঙ্গলবার ইনফোসিসের দুই কর্তা জমি দেখার জন্য রাজ্যে আসেন। তাঁরা বিমানবন্দর-রাজারহাটের মাঝে জমি দেখেন। এদিকে রাজ্যে প্রায় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাল মার্কিন সংস্থা পার্সিয়াস। তারা এখানে মেটালিক সিলিকন তৈরি করবে। এই কারখানা তৈরি হলে তা হবে এশিয়ার দ্বিতীয় মেটালিক সিলিকন তৈরির কারখানা। রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরের সচিব সব্যসাচী সেন জানান, বিখ্যাত সফটঅয়্যার প্রস্তুতকারক সংস্থা ইনফোসিসের কর্তারা রাজ্যে জমি দেখছেন। এর আগেও তাঁরা জমি দেখতে এসেছিলেন। এই নিয়ে তাঁরা তৃতীয়বার জমি দেখতে এলেন। প্রায় ১০০ একর জমি চাইছে ইনফোসিস। রাজ্য সরকারও চাইছে, এখানে বড় ক্যাম্পাস গড়ুক এই সংস্থা। তাহলে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। ইনফোসিসের ব্যাপারে আগ্রহী রাজ্য সরকারও। প্রসঙ্গত, সংস্থার কর্তা এন আর নারায়ণমূর্তি সম্প্রতি রাজ্যে আসেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করেন। এর পরই সংস্থার কর্তারা রাজ্যে জমি দেখতে আসতে শুরু করেছেন। মঙ্গলবার দুই কর্তা জমি দেখে ফিরে যান। তাঁরা জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে তাঁদের মতামত রাজ্যকে জানিয়ে দেবেন। এদিকে সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল তৈরির জন্য ব্যবহৃত মেটালিক সিলিকন এ রাজ্যে প্রস্তুত করতে যায় মার্কিন সংস্থা পার্সিয়াস। সিলিকন ফটোভেলটেক তৈরির খরচও খুবই বেশি। এর জন্য তারা কলকাতার সংস্থা এনভায়রন এনার্জিটেক-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এ রাজ্যে শিল্প গড়তে চায়। এর জন্য প্রায় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। কর্মসংস্থানও হবে হাজারেরও বেশি। মার্কিন সংস্থার কর্তারা মহাকরণে শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন ও দপ্তরের সচিব সব্যসাচী সেনের সঙ্গে বৈঠক করেন। তাঁরা উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও খড়্গপুরে জমি দেখছেন। এই শিল্প গড়তে প্রায় ২৫০ একর জমি প্রয়োজন।

জমি কিনবে রাজ্য: শিল্পের জন্য আগে থেকে জমি কিনে রাখতে চায় রাজ্য সরকার। সেই জমিতে শিল্পের পরিকাঠামো ব্যবস্থা তৈরি করে রাখা হবে। শিল্পসংস্থা জমি চাইলে তাকে সেই জায়গায় জমি দেওয়া হবে। এর জন্য একটি আলাদা তহবিল গড়া হবে। রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগম বা রাজ্য সরকার নিজেই জমি কিনে রাখতে পারে। যেভাবে শিল্পের জন্য বিনিয়োগকারীরা জমি চাইছেন, তার জন্য পরিকল্পিতভাবে জমি দিতে চাইছে রাজ্য সরকার। জাতীয় সড়কের পাশে ও বিভিন্ন জায়গায় জমির দাম বেড়ে চলেছে। শিল্পসংস্থাগুলি নিজেরা জমি কিনলে অপরিকল্পিতভাবে শিল্প গড়ে উঠবে। রাজ্যের শিল্প সচিব সব্যসাচী সেন জানান, রাজ্য সরকার চাইছে পরিকল্পিতভাবে শিল্প গড়ে উঠুক। এর জন্য আগে থেকে জমি কিনলে সুবিধা হবে। রাজ্য সরকার বা শিল্প উন্নয়ন নিগম সেই জমিতে শিল্পের পরিকাঠামো তৈরি করে রাখবে। শিল্প সংস্থা সেখানে শিল্প গড়বে। প্রসঙ্গত রাজ্যে শিল্পের জন্য আগামী ৬ মাসের মধ্যে প্রায় ৭ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। এর বাইরে হলদিয়াতে কেমিক্যাল হাব তৈরির জন্য ২৫ হাজার একর জমি প্রয়োজন।

31 MAY 2006

No Singur blushes: Salim sails smoothly

ANIRBAN Roy
Balughata (East Midnapore), June 15

NO GHERAO, no slogans, no belligerent farmers refusing to part with their land — Benny Santoso had a dream recce on Thursday of the sites where his Salim Group would sink money at the invitation of Buddhadeb Bhattacharjee's "investor-friendly" government.

That it bore all signs of an impeccably scripted play was thanks largely to Haldia strongman Lakshman Seth who had express instructions to avoid any possible glitch and pre-empt a repeat of Singur in Hooghly where local farmers geheraoed Tata Motors officials who went there to look for a site for their small car project.

On Thursday, when Santoso visited East Midnapore to inspect land for the proposed Special Economic Zone (SEZ), the villagers rolled out the red carpet. The welcome show, choreographed by Seth, got off to a flying start when Santoso's black Mercedes Benz, followed by a long fleet of luxury cars, reached Balughata. Lined up along the road, euphoric villagers said they had no problem giving up their land for industry.

Slogans, festoons and the sound of conch shells greeted the Salim boss as flower petals rained down on him. Before reaching Haldia, Santoso had a brief halt at Uluberia Industrial Growth Centre. Here, too, there was no opposition. "We are ready to hand over our land to Salim for the SEZ," farmer Ganesh Maiti said.

Seth led the Indonesian to Keshpur to show him around the land on the bank of the Haldi, a place comprising betel leaf farms. Accompanied by Jakarta-based NRI Prasun Mukherjee, Santoso had a look at the sitemap. He also had an aerial view of the area from a 12-storey tower. He looked happy after he got off but refused to comment. "We have just arrived. Let's see what happens," he told *HT*.

Seth, however, was confident that Santoso had liked the land. He was certain Santoso would seal the deal at his meeting with the chief minister on Friday afternoon.

Santoso visited Kukrahati and crossed the Hooghly to reach Raichak. The government is trying to talk the Salim Group into building a bridge from Raichak to Kukrahati.

Santoso is likely to submit to chief minister Buddhadeb Bhattacharjee a composite concept of the project, including his vision and plans for Haldia. The new composite concept will be an add-on to an MoU signed earlier in Singapore and covering the knowledge hub, the health city, the SEZ and a township.

Earlier, the SEZ along with the health city, the knowledge hub and the township were projected to be set up across the two 24-Parganas. But following resistance, the Salim Group has decided to shift some of its focus to Haldia.

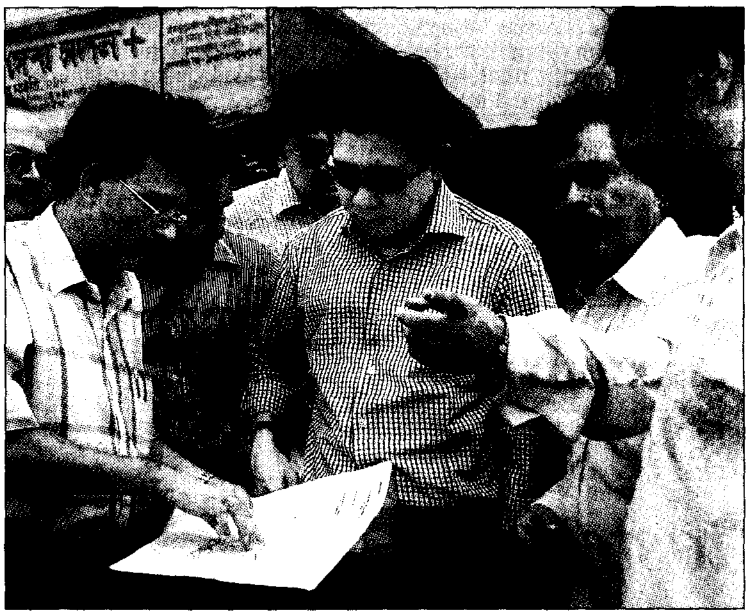

SUBHENDU GHOSH/HT

Lakshman Seth shows Benny Santoso (centre) the sitemap in Haldia.

Coming up

- SEZ in Haldia
- Four-lane expressway from Barasat to Raichak
- Bridge over Haldi river from Raichak to Kukrahati
- Knowledge city in South 24-Parganas
- Health City
- Township around SEZ and chemical hub
- Food Park at Sankrail

Hope for landless at Tata plant site

Ratan Tata

THERE'S some good news for Singur's poor. The state government, with help from the Tatas, will do its best to arrange a job for at least one person from each family dependent on its land as the sole source of livelihood and yet will have to give it up for the Tatas' small car project.

"We have no doubt about the Tatas' deep social commitment. They are surely the best in the country on this count. They will certainly ensure that the distressed land-losers have an alternative livelihood," principal secretary (commerce and industry) Sabyasachi Sen said.

The Tatas will soon set up an office at Singur to identify the most needy families from amongst the land-losers. The company will then coordinate with local ITIs and other vocational training centres so that the necessary training can be imparted to short-listed youths in accordance with each one's aptitude and learning skill. These youths will be trained in various trades to make them eligible for suitable jobs in the mother plant or other ancillary units.

16 JUN 200
THE HINDUSTAN TIMES

হলদিয়ায় নতুন শহর গড়ার প্রস্তাব সান্তোসোদের

জমির ম্যাপ দেখছেন সান্তোসো। পাশে প্রসূন মুখোপাধ্যায়।

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ও হলদিয়া: মুম্বইয়ের ভাসির ধাঁচে হলদিয়ায় বিশেষ আর্থিক অঞ্চলের পাশাপাশি নতুন শহর গড়ে তুলতে চায় ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠী ও অনাবাসী বাঙালি প্রসূন মুখোপাধ্যায়ের ইউনিভার্সাল সাক্সেস। এই প্রস্তাব নিয়ে আজ শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন সালিম প্রতিনিধি বেনি সান্তোসো ও প্রসূনবাবু।

প্রসূনবাবুদের প্রস্তাব অনুযায়ী ২৭ হাজার ৫০০ একরের একাংশে শিল্পাঞ্চলটি গড়ে উঠবে। বাকি অংশে তৈরি হবে শহরটি। প্রসূনবাবুর দাবি, সর্বার্থে আধুনিক এই শহরটি কলকাতার সঙ্গে যুক্ত করতে ১২০ কিলোমিটারের প্রধান সড়কটি নদীর উপরে সেতু-সহ গড়ে তুলতে ৩৫০০ কোটি টাকা খরচ হবে। বারো থেকে তেরো হাজার কোটি টাকা লাগবে সামগ্রিক জমির জন্য। ৪৬০০ কোটি টাকার মতো খরচ হবে বিদ্যুৎ ও আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে। সব মিলিয়ে বিনিয়োগের অঙ্ক ঠিক কত হবে তা এখনই স্পষ্ট বলতে পারেননি প্রসূনবাবু। তাঁর ব্যাখ্যায় এ ধরনের প্রকল্পে প্রথম পাঁচ বছরে যেহেতু কোনও আয় আশা করা যায় না, তাই লগ্নির খরচটা সুদের হিসাব ধরে অন্য প্রকল্পের তুলনায় একটু বেশি দাঁড়ায়।

এই প্রকল্পে রাজ্য সরকারের উৎসাহকে মাথায় রেখেই আর্থিক অঞ্চলের বিনিয়োগ টানতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা শুরু করে দিয়েছে সালিম গোষ্ঠী। এ ধরনের প্রকল্পে রাজ্য যে ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, তাতে প্রস্তাবিত এই শহর যে পরিকল্পিত পথেই হাঁটবে, তা নিয়ে নিঃসংশয় প্রসূনবাবু।

বৃহস্পতিবার সকালে হলদিয়ায় গিয়ে প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য জমিও দেখেন বেনি এবং প্রসূনবাবু। সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠ নিজেই তাঁদের জমি দেখান। বেনি বলেন, "জমি দেখছি। আলোচনা চলছে। দেখা যাক কী হয়।" প্রসূনবাবু জানান মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। হলদিয়া-নন্দীগ্রামের জমিতে বিশেষ আর্থিক অঞ্চল এবং মেগা কেমিক্যাল হাবের ডেভেলপারের কাজ করবে সালিম গোষ্ঠী বলে জানান তিনি। কুকড়াহাটি-হলদিয়া প্রস্তাবিত সেতুর ব্যাপারেও এ দিন খোঁজখবর নিয়েছেন বেনি।

লক্ষ্মণবাবু বলেন, "প্রয়োজনীয় ২৭ হাজার একর জমির মধ্যে ১২ হাজার একর নন্দিগ্রামে। এ জন্য সেখানকার দাউদপুর,

এর পর সাতের পাতায়

হলদিয়ায় নতুন শহর গড়বেন সান্তোসোরা

প্রথম পাতার পর

সোনাচূড়া ও চর কেন্দেমারির জমি নেওয়া হবে। বাকি জমি পাওয়া যাবে হলদিয়াতেই।" মহিষাদলের কাপাসএড়ার সীমা বাঁধের কাছে প্রায় ১০০০ একর ফাঁকা জমি সান্তোসোকে দেখান লক্ষ্মণ শেঠ। এর পর হলদিয়ার বাঁশখানা এলাকায় ব্রজবিনোদ চকের ৫০০০ একর জমি দেখানো হয় তাঁকে। হলদি নদীর ধারে ঈশ্বরদহ-জালপাই, কাষ্ঠখালি, আনন্দপুর, বাড় সুন্দরা ও কুমারপুর এলাকায় প্রায় ১০ হাজার একর জমিও দেখানো হয়। উপকূলরক্ষী বাহিনীর অফিস সংলগ্ন হলদিয়া-নন্দীগ্রাম জেটিঘাট ঘুরে দেখেন সান্তোসো। সময়ের অভাবে এ দিন নন্দীগ্রামে জমি দেখতে যেতে পারেননি সান্তোসো। তবে হলদিয়া বন্দরের প্রশাসনিক ভবন জওহর টাওয়ারের ১১ তলার উপরে উঠে নন্দীগ্রাম ও হলদি নদী সংলগ্ন জমি তাঁকে দেখান বন্দরের আধিকারিকেরা।

সালিম গোষ্ঠী আজ, শুক্রবার ফুড পার্কের প্রস্তাব পেশ করতে পারে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের শিল্পবাণিজ্য সচিব সব্যসাচী সেন। তিনি বৃহস্পতিবার জানান, বিশেষ আর্থিক অঞ্চল, হেলথ সিটি ও উপনগরী সংক্রান্ত প্রকল্পের পাশাপাশি বারাসত থেকে রায়চক রাস্তা বানিয়ে দেবে সালিম গোষ্ঠী। এই রাস্তা জাতীয় সড়ক মানের হওয়া জরুরি বলেই জানিয়ে দিয়েছে রাজ্য।

ছবি: আরিফ ইকবাল খান

ANADABAZAR PATRIKA

বুঝিয়ে মার্কিন লগ্নি আনাই পরীক্ষা বুদ্ধের

জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

১৫ জুন: ভাগ্যবানের বোঝা নাকি ভগবানে বয়। কিন্তু বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে বইতে হচ্ছে পলিটব্যুরোর বোঝা!

দলের কট্টরপন্থীদের সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কারমুখী মুখ্যমন্ত্রীর ঘাড়ে এই বোঝা এমনই চেপেছে যে, রাজ্যে বিনিয়োগ করতে যাওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন মার্কিন শিল্পপতিরা। রাজ্যে বিনিয়োগ এবং শিল্পের জোয়ার আনতে মুখ্যমন্ত্রী যতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকুন, বামেদের বিঘ্ন ঘটানোর রাজনীতি এখনও তাঁর পথে অন্তরায় হয়ে থাকছে।

কতটা অন্তরায়, তার হাতেগরম উদাহরণ নিয়ে ফিরেছেন পশ্চিমবঙ্গের দুই সচিব অমিতকিরণ দেব ও সব্যসাচী সেন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবিত মার্কিন সফরের আগে প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে বুশের দেশে গিয়েছিলেন মুখ্যসচিব ও শিল্পসচিব। ওয়াশিংটনে তাঁদের বৈঠক হয় মার্কিন-ভারত বিজনেস কাউন্সিল, ইউ এস ট্রেড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং তৎসহ বেশ কিছু শিল্পসংস্থার কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে। আর সেখানেই প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হয় দুই আমলাকে।

প্রথম এবং মোক্ষম প্রশ্নটাই হল, পশ্চিমবঙ্গে মার্কিন বিনিয়োগ চাওয়া হচ্ছে কীসের ভিত্তিতে? বামেরা বিমা ক্ষেত্র মুক্ত করে দেওয়ার বিপক্ষে, বামেরা শ্রম সংস্কারে বাধা দিচ্ছে, বামেরা খুচরো বিপণনে বড় সংস্থাকে ঢুকতে দিতে চায় না— এই রকম একের পর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে মার্কিন শিল্পপতিরা প্রশ্ন তুলেছেন, তা হলে আর কী ভাবে বাম-রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আশা করছে?

এমন প্রশ্ন-স্রোতের মুখে রাজ্যের দুই আমলার পাল্টা যুক্তি ছিল, পশ্চিমবঙ্গের মতো এমন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ভারতের অন্য কোনও রাজ্যেই পাওয়া দুষ্কর। বিনিয়োগের পক্ষে সেটা তো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাক্-শর্ত। তা ছাড়া, শিল্পোপযোগী পরিবেশ তৈরিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারেরও একটা ভূমিকা থাকে। এবং সর্বোপরি রাজ্যের দুই সচিব বোঝানোর চেষ্টা করেন, তাঁরা কোনও দলের প্রতিনিধি হয়ে মার্কিন সফরে আসেননি। তাঁরা এসেছেন সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ভূমিকায়।

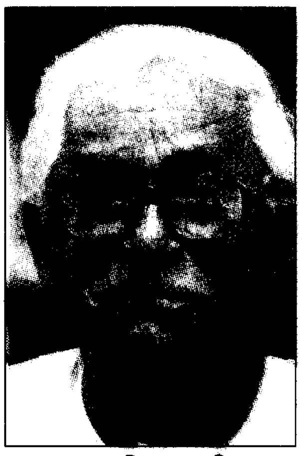

এর পরের পরিস্থিতি হল, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বুঝতে পারছেন, শেষ পর্যন্ত আমেরিকা সফরে যাওয়ার আগে তাঁকে কতটা 'হোমওয়ার্ক' করতে হবে। যে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে তাঁর সরকারের আমলারা ফিরে এলেন, সেই সব প্রশ্নের উত্তর এখন তাঁকে তৈরি করে নিয়ে যেতে হবে। দলের কট্টরপন্থী অংশকে বোঝাতে হবে যে, তাদের একরোখা মনোভাবের জন্য কী ভাবে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের স্বপ্ন বাধা পেতে চলেছে।

আমন্ত্রণ থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী এমনি এমনি আমেরিকা যেতে চাননি। সেখান থেকে লগ্নি আদায় করার সম্ভাবনা কতটা আছে, তার আন্দাজ পেলে তবেই সফর শুরু করতে চেয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বার্তা এসেছে যে, নির্মাণ শিল্প এবং পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে মার্কিনেরা বিনিয়োগে আগ্রহী। লগ্নি আকর্ষণের জন্য তাঁরা কতটা কাজ করতে পেরেছেন, সেই ইতিবাচক তথ্য দিয়েই বুদ্ধবাবু বিনিয়োগ-আগ্রহীদের বোঝাতে চাইবেন। যেমন তিনি বলতে চাইবেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রায় ৫০০০ একর জমি নিয়ে নতুন বিমানবন্দর (গ্রিনফিল্ড) তৈরির চেষ্টার কথা। বলবেন, কলকাতা শহর তথা রাজ্যের ছবিটা কী ভাবে বদলাতে শুরু করেছে। হায়দরাবাদ, বাঙ্গালোর কাজ শুরু করে দেওয়ার পরে বুদ্ধবাবু পশ্চিমবঙ্গে নতুন বিমানবন্দর তৈরির কাজে বিশেষ বিলম্বও চান না।

চলতি মাসের গোড়ায় অমিতকিরণ-সব্যসাচীরা যে দলের সঙ্গে আমেরিকায় গিয়েছিলেন, তাতে অন্য প্রতিনিধিরাও ছিলেন। গুজরাত, অন্ধ্রপ্রদেশের মতো যে সব রাজ্যে পেট্রো-কেমিক্যাল 'হাব' গড়ার তোড়জোড় চলছে, সেখানকার প্রতিনিধিরা 'প্রেজেন্টেশন' দিয়ে এসেছেন। বুদ্ধবাবুর প্রস্তাবিত সফরের দিনক্ষণ সম্পর্কেও কথাবার্তা হয়েছে। অগস্টে সফর হওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আমেরিকায় জুলাই-অগস্টে বিবিধ রকমের ছুটির জন্য দিন বার করা একটু মুশকিল। সেপ্টেম্বরে আবার প্রধানমন্ত্রী যেতে পারেন। সে ক্ষেত্রে নভেম্বরে বুদ্ধবাবুর সফর হতে পারে বলে প্রাথমিক কথা হয়েছে।

তবে যবেই যান, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মাথায় এখন 'হোমওয়ার্ক'!

16 JUN 2006 ANADABAZAR PATRIKA

পরিকাঠামোয় লগ্নিতে বেনির সঙ্গে চুক্তি জুলাইয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা: মোটরসাইকেল কারখানা প্রকল্পের সুবাদে পশ্চিমবঙ্গের বিনিয়োগ-মানচিত্রে আগেই ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীর উপস্থিতি ছিল। এ বার রাজ্যে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বড় লগ্নির রাস্তা পাকা করতে ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সালিম গোষ্ঠীর চূড়ান্ত চুক্তি সই হবে।

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের সঙ্গে বৈঠক করেন সালিম গোষ্ঠীর প্রতিনিধি বেনি সান্তোসো এবং অনাবাসী বাঙালি শিল্পপতি প্রসূন মুখোপাধ্যায়। আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানান নিরুপমবাবু। এ দিনের বৈঠকে মূল আলোচ্য ছিল হলদিয়ায় কেমিক্যাল হাব-সহ বিশেষ আর্থিক অঞ্চল ও উপনগরী, বারাসত থেকে রায়চক পর্যন্ত ১২০ কিলোমিটার রাস্তা, রায়চক-কুঁকড়াহাটি সেতু প্রকল্প। এ ছাড়াও রাজারহাটে নলেজ ও হেলথ সিটি, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় উপনগরী প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও বেনি সান্তোসো। শুক্রবার মহাকরণে। — নিজস্ব চিত্র

নিরুপমবাবু বলেন, "হলদিয়ায় ওঁরা ২৫ হাজার একর জমি চেয়েছেন বিশেষ আর্থিক অঞ্চলের জন্য। সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য চেয়েছেন আরও কিছু জমি। রাস্তা তৈরি করতে তিন হাজার একর এবং উপনগরী গড়ে তুলতে সাত হাজার একর জমি চাওয়া হয়েছে।" কোথায় কতটা জমি দেওয়া যাবে, তা খতিয়ে দেখে ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তি তৈরি হয়ে যাবে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের নীতি অনুযায়ী এক-ফসলি ও নিচু জমিই দেওয়া হবে। রাস্তা তৈরির পরে বাড়তি জমি রাজ্যের হাতেই ফেরত দিয়ে দেবে সালিম গোষ্ঠী। শিল্প দফতর সূত্রের খবর, ওই রাস্তার পার্শ্ববর্তী কিছু জমিও বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য চেয়েছে তারা।

হলদিয়ায় লগ্নি ও কর্মসংস্থান কতটা হবে? সরাসরি উত্তর দেননি বেনি। তিনি বলেন, "এ-সব তথ্য 'ডিটেলড প্রজেক্ট রিপোর্ট'-এ দেওয়া হবে।" ওই রিপোর্ট তৈরি করতে প্রাইসওয়াটার হাউস কুপার্সকে নিয়োগ করা হয়েছে। বিশেষ আর্থিক অঞ্চল ও কেমিক্যাল হাব তৈরির ব্যাপারে সালিম গোষ্ঠী আগ্রহী বলে তিনি জানান। বেনি বলেন, কেমিক্যাল হাবের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বুঝে তাঁরা অন্য বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। বিশেষ আর্থিক অঞ্চলে কী ধরনের শিল্প গড়ে উঠবে? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রসূনবাবু বলেন, "রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই তা ঠিক করা হবে।"

নিরুপমবাবু জানান, কেমিক্যাল হাবে প্রধান লগ্নিকারী হিসেবে ইন্ডিয়ান অয়েলের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে রাজ্য। তবে অন্যান্য বিনিয়োগকারী আনার দায়িত্ব হাবের ডেভেলপারেরই। শিল্পসচিব সব্যসাচী সেন জানান, কেমিক্যাল হাবের পরিকাঠামো তৈরি হলে প্রধান বিনিয়োগকারী হিসেবে আই ও সি-র সুবিধা হবে। কেমিক্যাল হাবে 'মাদার প্লান্ট' হিসেবে দেড় কোটি টনের একটি গ্রিনফিল্ড রিফাইনারি গড়ে তোলার কথা আই ও সি-র।

এ দিকে, বেনি সন্তোসোদের সম্পর্কে তাঁর অবস্থান কিছুটা বদলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বছর বেনি যখন কলকাতায় পা দেন, সে-দিন তাঁর হোটেলের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী। এ বার কিন্তু তৃণমূল কোথাও বিক্ষোভ দেখায়নি। বেনি সর্ম্পকে মমতা এ দিন বলেন, "আমরাও চাই, এখানে শিল্প গড়ে উঠুক। কিন্তু রাজ্য সরকার বেনিকে লুকিয়ে-চুরিয়ে জমি দেখাচ্ছে কেন? বেনি চোর না ডাকাত?'

তৃণমূল নেত্রী জানিয়েছেন, পতিত জমি বা বন্ধ শিল্পের জমিতে কারখানা গড়ে তুললে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু কৃষিজমির উপরে শিল্প গড়ে তোলার বিরোধী তাঁরা। আর এই কারণেই সিঙ্গুরে কৃষির জমিতে শিল্প গড়ার বিপক্ষে তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই সেখানে 'কৃষি জমি বাঁচাও' কমিটি তৈরি করে আন্দোলন গড়ে তুলেছে তারা। কাল, রবিবার মমতা সিঙ্গুরে যাচ্ছেন। সেখানে কৃষিজমি বাঁচানোর দাবিতে সম্মেলনে বক্তৃতা দেবেন তিনি।

17 JUN 2006
ANADABAZAR PATRIKA

30 July deadline for Salim projects

Statesman News Service

KOLKATA, June 16: The hour-long meeting between Salim Group chief Mr Benny Santoso and chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee merely managed to set a deadline for a final settlement by 30 July on projects the Indonesian conglomerate is eyeing in the state, including the mega chemical hub at Nandigram.

Mr Benny Santoso.

The Salim Group today submitted only a preliminary report instead of Detailed Project Reports for its proposed projects and asked the state for close to 40,000 acres of land, including 25,000 acres for the mega chemical hub and Special Economic Zone in Haldia. The Salim Group chief, however, didn't spell out the quantum of investment for these projects.

Besides, the group sought another 7,000 acres in South 24 Parganas for a township and 3,000 acres for construction of a road between Barasat and Raichak.

The group has also agreed to construct the Raichak-Kukrahati bridge and has sought land to set up another township in Haldia to make the deal economically viable. They are also looking for land at Rajarhat extension area for setting up the proposed knowledge city and health city.

The group has shown interest in developing the proposed mega chemical hub for which the state government has already

Turn to page 5

17 JUN 2006 THE STATESMAN

Identification parade in Meher case today

LUCKNOW: Police will conduct an identification parade tomorrow of Sunny Rawat, accused of murdering Meher Bhargava on February 28.

According to police sources, the parade would take place at the district jail here, where Sunny is presently lodged. Ganga Prasad, driver of Meher, who is the prime witness to the incident, is likely to attend the parade.

However, a section of the police were confident that Sachin Pahari, who was still at large even after being shot during a police encounter on Wednesday last, was the main accused in the case and the name of Sunny was dragged just out of confusion.

A senior police official maintained that identification of the main accused during the parade would decide the fate of the case as another prime accused Sachin Pahari was still at large. Finger print experts have also been engaged to find out the real culprit behind the incident.

Inspecter General of Police (Lucknow Zone) O P Tripathi said here that the probe was progressing at a normal pace and now finger prints of Sachin Pahari would be examined to ascertain as to whether he was the real culprit behind the killing or not.

Congressmen holding a protest against the murder of Meher Bhargava in Lucknow.

Earlier, the driver had claimed that Sunny had pulled the tigger on Meher and the accused also had later conceded of committing the crime. Later, Sunny, retracted from his statement by saying that he had admitted of committing the crime under pressure town police.

Sunny alongwith Sachin Pahari was present when Meher (50), wife of Congress leader Luv Bhargava, was shot at by four persons in Lucknow on February 28. She succumbed to her injuries at Apollo Hospital in New Delhi on March 25.

Pahari, along with three other persons, had shot at Meher in the busy Shahnajaf road area outside Dilip Pur Towers when she protested against their passing lewd remarks at her daughter-in-law.

The Special Task Force is now assisting the district police in the investigation. - UNI

02 APR 2006

Dance of democracy

A political-bureaucratic rigmarole

As an instance of hedging a little over a fortnight before the elections, the Chief Electoral Officer's interaction with the media would be difficult to beat. One is prepared to acknowledge that he has a delicate, even unenviable, task at hand. Much as Mr Debashis Sen will have to abide by the directives of the Election Commission, the fact remains that he holds a tenure post and as an IAS officer of the West Bengal cadre he must be acutely aware that he simply can't afford to ignore, far less offend, his political masters. He is unable to guarantee a "free and fair" election in terms of the EC's definition, somewhat pathetically describing the poser as a googly. And one can only sympathise with his predicament when he admits, as the EC's august envoy, that he is not in a position to say that the elections would not be fair. He appears to be caught in the cross-fire. And as the dance of democracy gets more and more complex, the voter can well do without this political-bureaucratic rigmarole. He can also spare us the knowledge that distribution of T-shirts isn't tantamount to defacement of walls. But he can scarcely be unaware of the fact such handing over of freebies — whether in the Chief Minister's Jadavpur constituency or anywhere else — is doubtless a violation of the model code. He seems only too anxious not to antagonise the party when he favours selective (aka subjective) evaluation of case studies. Even on the vital aspect of security, he was strikingly evasive on the presence of central observers. Cadres must feel reassured with his commitment that the state police would also be involved. But he need not have ducked the question on the report that the EC has sought details of political affiliation of state government employees, who are ever so useful on polling day.

Rather than trying to please two masters, greater attention ought to have been given to the arrangements that are still not in place. There is no indication of the alternative documents that will be permissible for the eight per cent of the voters who are yet to be photographed. And it must be intriguing that digital cameras, intended to record snapshots of impersonation and other irregularities, are woefully short of demand. While this may suit the party in power, the Chief Electoral Officer is pretty much helpless.

03 APR 2006

POLL:

date and state tribal welfare minister Mr Upen Kisku is contesting. They alleged that their names figured in the draft voters' list. The DM, Mr Mishra said he would inquire into the matter.

The Election Commission drafted 171 companies of Central paramilitary forces to ensure smooth polling. Frequent helicopter surveillance, especially villages near jungles in Ranibandh and Barikul. The areas witnessed more than 60 per cent turn out this time.

The widows of slain CPI-M leaders, Raghunath Murmu and Gatilal Tudu and their family members cast their votes.

Parents of Bimala Sardar, the Maoist cadre arrested from Belpahari, also cast their votes at Dhojuri village.

A villager Harisadhan Goswami (65) died on the spot when a vehicle carrying Central paramilitary forces collided head-on with another vehicle in Bhagjol village.

Continued from page 1

police station. While one of the booths witnessed 17 per cent polling till this afternoon, the turnout was even less in the other. Bandwan has borne the brunt of Maoists' terror in the district. Polling was completely suspended at two booths of Jhalda constituency as the electronic voting machines there didn't function. A repoll will be held in these booths.

Central paramilitary personnel with self-loading rifles and carbines spread out in the forests bordering Jharkhand to thwart any attempt by Maoists' to disrupt polling. The jeeps the security men drove carried light machine guns.

Polling was peaceful in West Midnapore's Belpahari area, another hotbed of the ultras. Voters, barring some 170 residents of two villages of Simulpal gram panchayat in Binpur constituency, didn't respond to the Maoists' boycott call. People turned out to vote at Amlasole village, which has witnessed starvation deaths in the past. Asked how he had mustered the courage to vote in spite of the boycott call, Nitya Sakha Das, a villager, said: "We were merely asked not to cast our votes in favour of the CPI-M."

The turnout was as high as 95 to 98 per cent in some polling booths of Kespur constituency in Midnapore West. Last night, CPI-M cadres allegedly threatened residents of some 20 to 25 villages warning them against venturing out to vote. No Opposition polling agent was seen in any of the booths in Garbeta East constituency, where minister Mr Sushanta Ghosh is the CPI-M candidate.

In Bankura, the 1,133 voters of Chalta booth in Ranibandh constituency boycotted the election. Emulating them were voters of Alijhara booth in Chatna constituency. Voting began at 8.55 a.m., almost two hours after the official commencement, in a booth in Khamani village in Raipur constituency as the EVM broke down at the start and had to be set right.

1 8 APR 2006

THE STATESMAN

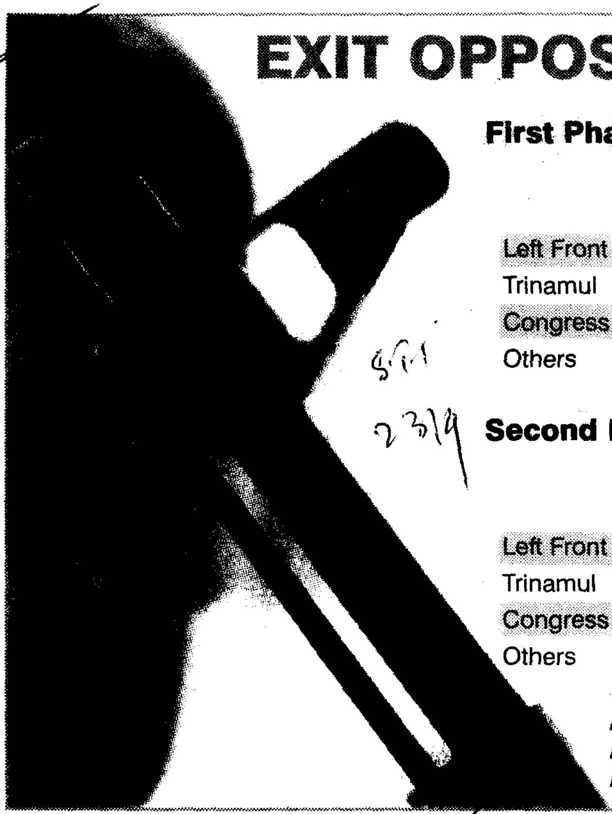

EXIT OPPOSITION HOPE?

First Phase **Bankura, Purulia and West Midnapore. Seats ~ 45**

	Star Ananda	Kolkata TV	Chobbish Ghonta
Left Front	40	40	38
Trinamul	1	2	4
Congress	3	2	3
Others	1	1	0

Second Phase **East Midnapore, Howrah, Hooghly and Nadia. Seats ~ 66**

	Star Ananda	Kolkata TV	Chobbish Ghonta
Left Front	50	47	45
Trinamul	12	14	17
Congress	3	4	4
Others	1	1	0

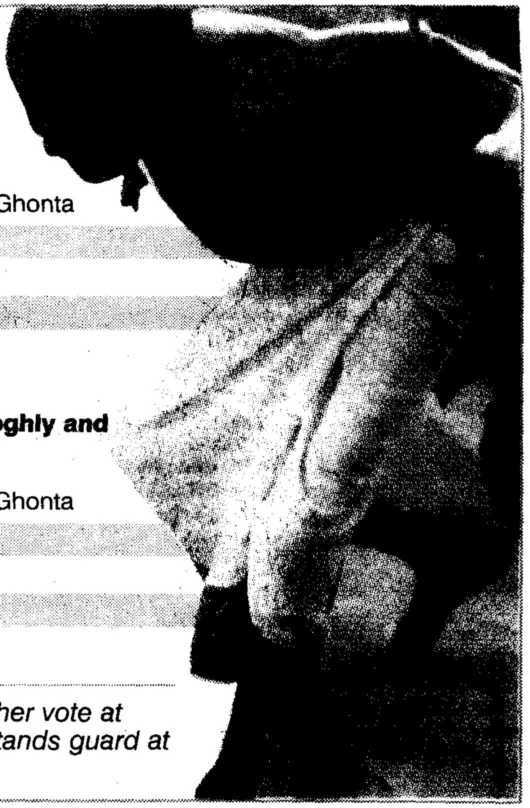

Mukhia Hembram (100) after casting her vote at Haripal, Hooghly. (Left) A policeman stands guard at Polba. On Saturday. **The Statesman**

23 APR 2006
THE STATESMAN

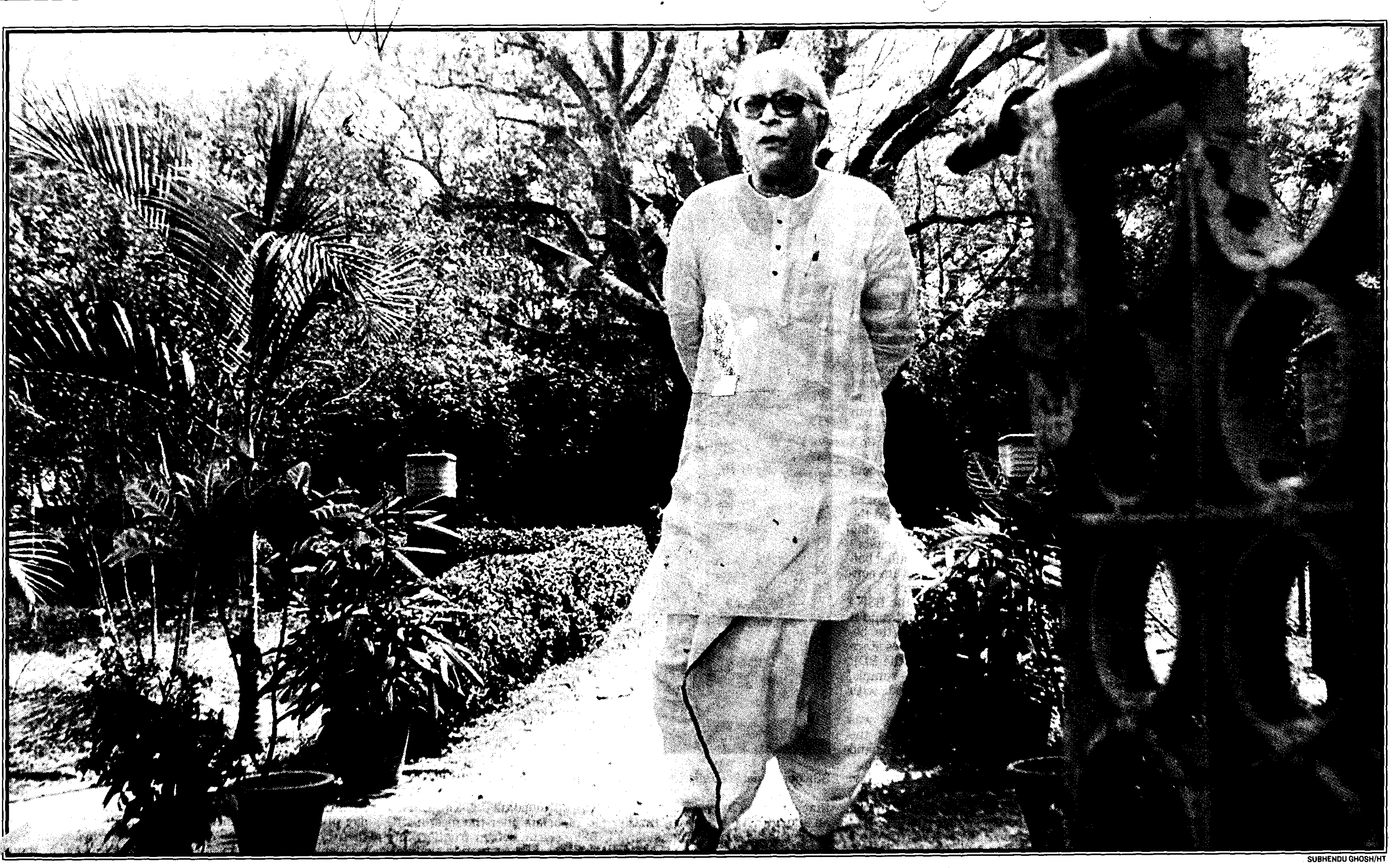

SUBHENDU GHOSH/HT

'My priority is to stop the brain drain from Bengal'

Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee on education, health, party equations, literature and much more. He speaks to **Romita Datta**, who trailed him on his Purulia-Bankura campaign

'The quality of teaching in primary schools, especially in the villages, is poor. Had there been private schools in rural Bengal, parents would have opted for those. Why should it be so?'

• Is it not too hot for campaigning? Don't you wish it hadn't been April? (It was 42°C at Durgapur when he stepped out of the train on April 13)

(Quoting from T.S. Eliot) *April is the cruellest month*...What to do?

He is whisked away in a modest convoy of seven cars speeding through the red belt of Bankura and Purulia on his way to the Purulia Circuit House. The long drive, through areas infested with Maoist rebels, saw small groups of party supporters waving red flags. There were passers-by, who had emerged out of their homes out of curiosity to watch a fleet of cars streak past at 100 kmph.

• It is a long 163 km drive... What do you usually do on long drives, between campaigns?

Think. (Smiles).

• What do you normally think about? Your speeches?

Not really. Yes, sometimes, I have to work it out in my head, what to highlight where. It is no use talking of IT and industry or FDI here. Normally, either I look around or keep my eyes shut and think...

• You have already started a massive overhaul of the education system. What have you been thinking about the education department apart from that?

There are three critical areas that I would have to set right. The quality of teaching in primary schools, especially in the villages, is poor. Had there been private schools in rural Bengal, parents would have opted for those. Why should it be so? The British Council is helping us train and teach the primary teachers about improving the quality of education.

In China, I have seen a TV programme in English — *Follow Me*. It is a 24-hour programme, teaching the Chinese to be familiar with the language in their day-to-day life. I wish we could have something similar for the students of both rural and urban areas.

It is necessary, in fact essential, to know English. I really fell for the language in class XI, when I was exposed to *Ivanhoe*. My father, who was from Scottish Church College, would often boast of being taught by *sahib*s. Dropping English from the primary level was not right. I have introduced English part-time in classes in University of Technology to teach the engineering and medical students. (Many of them suffered as a result of the government's decision to drop English in 1981).

• What is the second area of concern?

In the secondary stage, training for the teachers would be required. We have to ensure that there are adequate vocational training centres in each block to ensure a secure future for the not-so-bright students. Higher education would have to be freed from politicisation. I have made it clear that there should be no compromise on the quality of teaching.

• What about colleges and private engineering colleges?

Last time I made it clear to our higher education minister that if we don't have the fund for setting up laboratories or other facilities required for science subjects, we won't go for any new ones. Moreover, we have enough private engineering colleges. Imagine 68 from 9, but many are without laboratory facilities, proper infrastructure. There are 12 at least, which can be faulted for this and that. It is a teething problem. We have to set it right. First we have to strengthen them and ensure that our children, boys and girls, find accommodation in the state. Two private medical colleges are also coming.

(He takes a long drag on a cigarette but ensures that photographers are looking the other way.)

• There had been a brain drain and exodus in the past because of lack of opportunities and, of course, to some extent because of quality. What do you have to say to that?

My primary concern would be to stop the exodus. True, one section has left, but we have to stop further movement. If we manage to hold back talent by ensuring proper environment, the state would go for a complete image-changeover.

• What would be your Vision Bengal from 2006 onwards?

Quite a number of things. But, most importantly, I would love to depend on the educated young generation, who with their talent and knowledge would help raise the head of our state high...and the sky is the limit.

• What else?

Try my best to maintain the momentum in industry and investment, both FDI and domestic as well as consolidate our success in agriculture by diversifying into agro-business.

• Health had given you a back-pain despite your promises to set it right last term (2001-2006)? Would you infuse fresh blood in the health department?

Commitment, discipline are lacking among a section of doctors, paramedics and Group D staff. Right now, I won't say anything. But Surya is overworked. He has his hands full.

• Do you feel the posts of ministers of state are necessary?

Necessary if the departments are big and have loads of work. Such posts are necessary, where there is proper allocation of work.

• Tell me something about your childhood?

I was born in north Kolkata. A typical *Syambajarer Syampukurer chhele* (he says this with a north Kolkata accent). North Kolkata had a close-knit *para* feeling, something that's difficult to come by in south Kolkata.

• You must be having a sweet tooth, since you belong to the North.

Not at all. I am a small eater.

• Why?

Because I'll be able to do more running around and work. But, yes, of course I eat in thoughts *(chuckles)*.

Birendra Krishna Bhadra used to be our neighbour. There used to be a nameplate, where it was written K.K. Bhadra. You know someone had written just below it "*KEU Bhadra Noi.*"

(Photographers ask him to stand under a tree for a photo session. Do you want me to sing around trees, he asks.)

• Why not?

People will rush for cover. Tell me the name of that tree and that one.

(There's no response.) Oh you Kolkata girls. That is Saptaparni. In Nandan, I have planted two. And that is Sirish. He breaks into a Tagore poem: *"Ore Sirish, ore Sirish..."*

• Tell something about your love for Tagore.

Oh *"I am growing old, I am growing old...Shall I part my hair behind?...Do I dare eat a peach..."* that's *Prufrock*). I keep forgetting, but I cannot forget Tagore. He's there in my head, in my heart. He's all over me.

Yes, my love for Tagore dates back to the time I was a child, listening to my mother and sister sing. My sister is no more. She died of malaria in London. I used to indoctrinate her in our philosophy and my father used to get mad.

• Why?

I was not helping him in business. I was simply absorbed in politics. He used to feel sad and say: *"Baanshi tomaye diye jabo kar hate, aamar raat pohalo sharado prate..."* Thoughts of Anil keep coming like a flood. *(He grows pensive.)*

• You, as the head of the government, and Anil Biswas, as the head of the party, used to have a perfect working equation. What would it be like with Biman Bose as the new party chief? Bose being a hardliner, are you confident about pushing through your pro-reformist plans?

I am missing Anil badly. We have worked together for 42 years. Bimanda is senior to me. I have also worked with him for many years and I can understand him. I am hopeful of arriving at a consensus in our thoughts and action. Bimanda is leading the team and we'll continue to function democratically and unitedly.

• In Jyoti Basu's time it used to be different. He used to have the last word in the party as well as in the government. You seem to be moving in that direction.

I am not a person of Jyoti Basu's stature. I try to function collectively. I make it a point to listen to other opinions and achieve a consensus. Jyoti Basu is a veteran and as an experienced chief minister it was obvious that he would mould decisions of the party and the government, in his own way, but without dictating terms.

• How do you find time to read amidst you busy schedule?

Yes, I do read a lot. But I am unable to find time to write.

• You began with Eliot, how would you like to flag it off...

"Let us go then You and I/ when the evening is spread in the sky/ Like a patient etherised upon a table (*Prufrock*, one of my favourites.)

The evening was a solid spread of black, dark, not like a pale, etherised patient. The kalboishaki clouds had gathered at the corner. There were rumblings, lightning and hailstorm. Buddhadeb Bhattacharjee brought the first spell of kalboisakhi on April 13, the first day he hit the campaign trail in the parched lands of rural Purulia and Bankura.

There were a lot of worry lines and creases on his forehead, the constant thought of Jharkhand water, and quick calls to the headquarters on mobiles. But as the showers came, the CM's assurances and commitments poured.

When the rally ended, a party worker presented him a bunch of fresh roses. The chief minister at once asked whether such flowers could be grown in large quantities for being exported.

The following day, a 50,000-strong crowd had gathered even as the mercury touched 47°C at Khatra, in Bankura. The election rally went off without a hitch even in the killing heat. And when it was over, the clouds formed, the wind rose and the kalboisakhi arrived, bringing down the temperature. The crowd went back home, feeling relieved that showers had drenched the fields after a long dry spell.

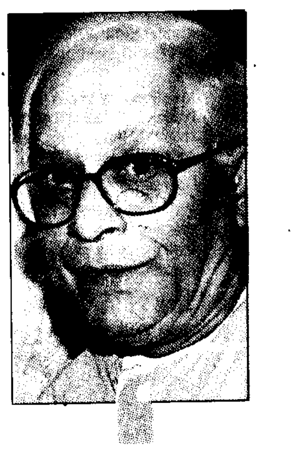

'I would love to depend on the educated young generation, who with their talent and knowledge would help raise the head of our state high ...and the sky is the limit'

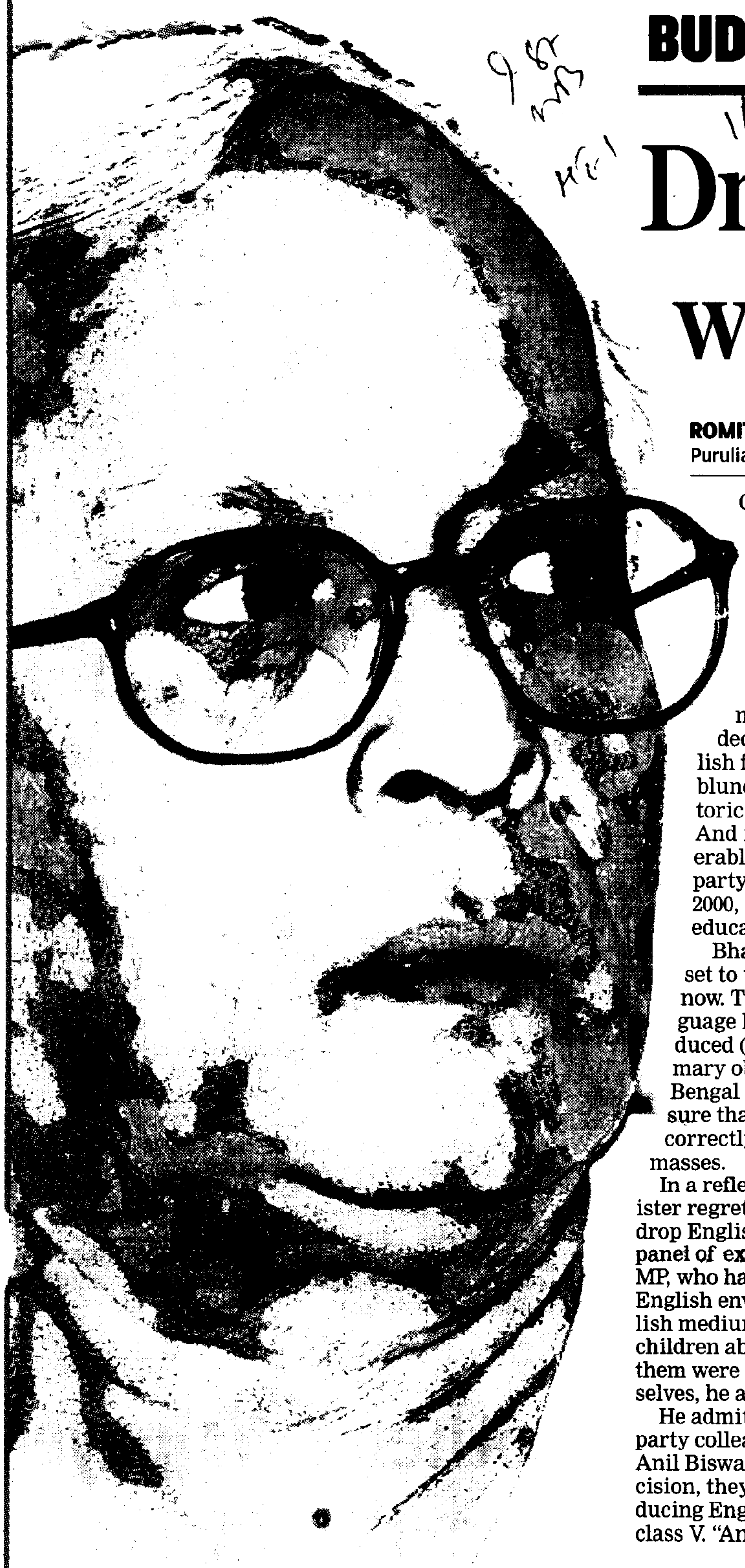

BUDDHA'S CANDID CONFESSION

Dropping English was a big mistake

ROMITA Datta
Purulia, April 15

CHIEF MINISTER Buddhadeb Bhattacharjee has a vision and a few regrets. Dropping English from primary school curricula was a big mistake, he feels. In an exclusive interview to *HT*, the chief minister admitted that the Left Front's decision to do away with English from Class I was one big blunder, if not a historic one.

And it caused considerable damage to the party from 1981 to 2000, alienating the educated middle class.

Bhattacharjee is all set to undo that wrong now. Though the language has been reintroduced (since 2004), one of the primary objectives of his Vision Bengal (2006-2011) would be to ensure that it is spoken and written correctly, and available to the masses.

In a reflective mood, the chief minister regretted that the decision to drop English had been taken by a panel of experts, including a party MP, who had been brought up in an English environment — went to English medium schools and sent their children abroad. In fact, some of them were English scholars themselves, he added.

He admitted also that while some party colleagues, including the late Anil Biswas, initially backed the decision, they later saw reason in introducing English from class I instead of class V. "Anil played a great role in convincing party people in this regard," Bhattacharjee said.

ONLY IN HT

Though English did make a comeback in Class I from 2004, Bhattacharjee is appalled at the quality of English taught at the 54,000 primary schools, where 90 per cent of Bengal's rural children — most of them first generation learners — study. Had there been private schools in the villages, many government schools would have closed shop there, he said.

Upset at the way the education department had so far functioned, Bhattacharjee admitted there had been "politicisation" of education. But, he asserted that from now on there would be no more compromise on quality, so far as higher education is concerned.

He is introducing English classes in the University of Technology to train those bright students of engineering and medicine, who lost out on English because of the policies of the past. This course correction should enable them to face the world with ease, he added.

He has identified lacunae in the health sector too, namely lack of commitment, discipline, will and emphasis on cleanliness among a section of doctors, paramedics and Group D staff.

Overhauling the health system is also on his agenda. He, however, refused to divulge if that would mean infusing fresh blood in the department. "I wouldn't say anything right now. Surya (health minister) is overburdened. After all panchayat is a big area."

Full text of the interview in Kolkata Live, p3

First Phase Polling in WEST BENGAL

Date of Poll:	April 17, 2006
Seats Polling:	45
Total Candidates:	227
Women Candidates:	27
Male Voters	34,77,623
Female Voters	33,30,444
Service Voters	5,917
Total Voters:	68,13,984
Polling Stations:	7,911

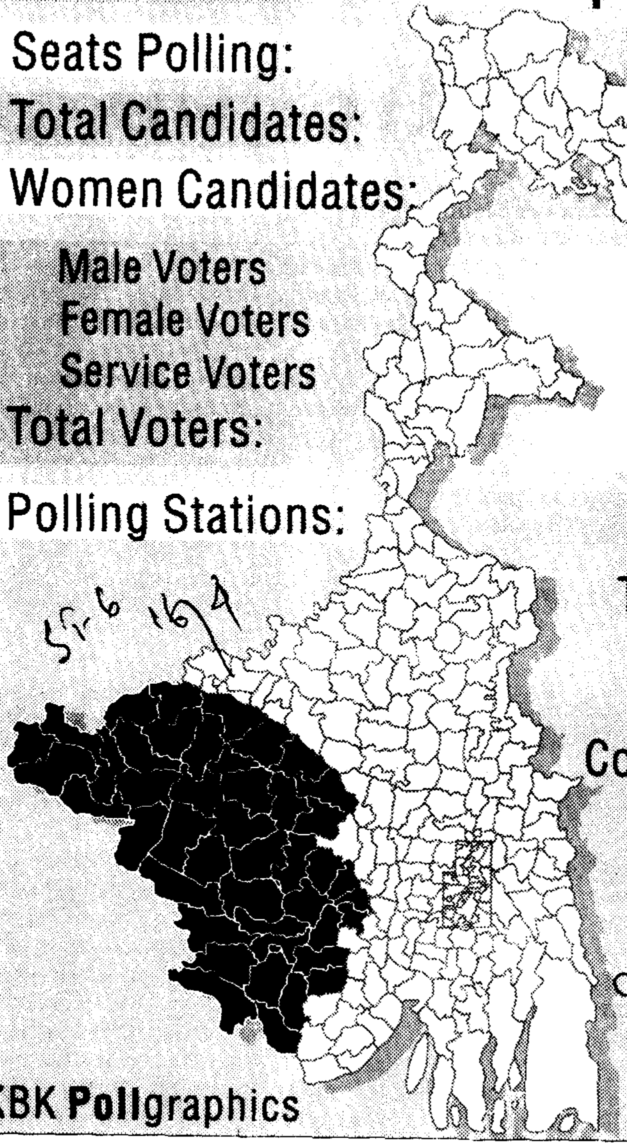

Total Seats: 294

■ Constituencies going to poll

KBK **Poll**graphics

[illegible]

THE HINDU

2 3 APR 2006

Nepal developments "in the right direction": Manmohan

"The important thing is restoration of multi-party democracy and a government in place to exercise all executive powers"

N. Ram

ON BOARD AIR INDIA ONE: Developments in Nepal seem to be rapidly overtaking the Indian Government's ineffective — too little, too late — attempt to keep up with a fast-changing situation that may spell the end of an akratic and hated monarchy. The flat rejection of King Gyanendra's proclamation by the Seven Party Alliance (SPA) — for failing to address "the parties' roadmap and the aspirations of the people" — mirrored the popular revolution on the streets.

On Friday, the King, stating that he was returning executive power to the people of Nepal, to be exercised in accordance with Article 35 of the 1990 Constitution, asked the SPA to recommend as early as possible a name for the post of Prime Minister so that a Council of Ministers could be constituted. This was an implicit rejection of the alliance's roadmap that requires the revival of the dissolved House of Representatives and a constituent assembly to settle the future of Nepal's polity.

Meanwhile, in an on-the-record interaction with journalists on the Air India flight taking him to Germany, Prime Minister Manmohan Singh gave a low-key demonstration of how much official India was lagging behind a polity and people in full-scale revolt. Characterising the latest developments in Nepal as being "in the right direction," he clarified that India's role was "to ensure that all elements of the Nepali polity are talking to each other." It was "the role of a conciliator" and the important thing was to ensure the restoration of multi-party democracy. Dr. Singh also said, in response to a pointed question about the future of the monarchy, that there was "no change" in the Indian Government's policy position that a constitutional monarchy and multi-party democracy were "the two pillars of the Nepali polity."

Here is the relevant transcript of the Q&A on Nepal:

Question: There has been a major development in Nepal. But on the street the mood seems sour. The Government of India has come out with an endorsement of the King's action. Could you give us an update on this?

Answer: Dr. Karan Singh went as my *special envoy. He gave his* assessment of the situation in Nepal to his Majesty. I think by *and large whatever moves* the King has made, they are in the right direction. The important thing is there should be the restoration of multi-party democracy, that there should be a government in place which exercises *all* executive *powers.* I think the process has begun.

As for the demand for the revival of *Parliament* and, further down the road, for the constitution of a constituent assembly, the King has said nothing about it and, in fact, seems to be against it.

Well, our role is to ensure that all elements of the Nepali polity are talking to each other. We are not dictating to them. Our role is *the role of a conciliator, to en*sure that the democratic process is restored. Now I hope the King and the political parties will be talking about the future consequential steps.

The future of the monarchy *itself* is up in the air. It's a question mark. Are we keeping our position open or do we stay with the old position — *a constitutional* monarchy and multi-party democracy?

So far our position has been that constitutional monarchy and multi-party democracy are the two pillars of the Nepali polity. *There is no change in that* position.

Do you think Nepal is a failed state?

No, no, we cannot afford to have Nepal as a failed state. Whatever we can do as Nepal's close neighbour, we'll strengthen it in every possible way. I'm not saying that Nepal is a failed state. We have to help Nepal deal with the difficulties it has got into.

Civilian nuclear cooperation

In response to another question, the Prime Minister indicated that energy security and civilian nuclear cooperation would have priority in the list of items he would be discussing with the German Chancellor. "We will be discussing all elements of our strategic partnership with Germany. And therefore energy security will be high on the list of issues that will figure in my discussions," Dr. Singh observed. "I hope Germany can use its influence as a member of the Nuclear Suppliers' Group in support of India being given the treatment that the U.S. has promised us. What we are seeking is that India should not be denied the benefits of trade in civilian nuclear technology, products, and processes. That's what we are seeking. We're not asking the world to supply us bombs! All we're asking for is cooperation in the civilian nuclear field."

Asked about the Government's reported unhappiness over a United States move to introduce in the draft agreement on civilian nuclear cooperation an external restraint on nuclear testing in a context where the Indian Government has declared a unilateral moratorium on nuclear testing, the Prime Minister responded: "That's all. Nothing that is not mentioned in the July 18 [2005] joint statement — we are not obliged to accept anything which is not part of the July 18 statement. We have stated there that we have declared unilaterally a moratorium on further tests."

In response to a question whether the nuclear testing issue could become "a sticking point," Dr. Singh commented: "I hope not. I'm not an astrologer but I hope not."

দ্রুত কাজ সারতে গিয়েই ভুল কমিশনের

কাজী গোলাম গউস সিদ্দিকী

এত দিন ধরে ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে যে ত্রুটি ছিল, তাড়াহুড়ো করে তার সংস্কার করতে গিয়েই এ বারে সব তালগোল পাকিয়ে ফেলল নির্বাচন কমিশন।

রাজ্য নির্বাচন দফতরের তথ্য অনুযায়ী, এ রাজ্যে প্রতি বছর গড়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ ভোটার মারা যান। কিন্তু গত বছর মৃত ভোটারের নাম বাদ পড়েছিল মাত্র আড়াই লক্ষ। ২০০২-০৩ সালে শেষ বার ভোটার তালিকার 'নিবিড় সংশোধন' হয়েছিল। তার পর থেকে 'আংশিক সংশোধন' হচ্ছে। নির্বাচন দফতরের তথ্য বলছে, গত চার বছরের হিসেব ধরলে, এ রাজ্যে মারা গিয়েছেন প্রায় ২০ লক্ষ ভোটার । কিন্তু নাম বাদ গিয়েছে বছরে গড়ে আড়াই লক্ষ করে। প্রায় ১০ লক্ষ মৃত ভোটারের নাম তালিকায় রয়েই গিয়েছে।

রাজ্য নির্বাচন দফতরের খবর, বাস্তবে এ রাজ্যে ১৭ লক্ষের মতো মৃত ভোটারের নাম খসড়া তালিকা পর্যন্ত ছিল। সেই সব নামের অধিকাংশই বাদ গিয়েছে। মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটারের নাম বাদ দিতে গিয়ে ১ শতাংশের কিছু বেশি ভুল হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছেন নির্বাচন দফতরের আধিকারিকেরা। এত বড় কাজের ক্ষেত্রে এটা কোনও ভুল নয় বলেই তাঁদের দাবি।

তবে ভুলটা শহরাঞ্চলে এবং কলকাতাতেই বেশি হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার, কলকাতায় ভোটের দিন ব্যাপারটা ধরা পড়েছে। বৃহস্পতিবারের পর থেকে রোজই রাজ্য নির্বাচন দফতরে 'বৈধ' ভোটারদের অভিযোগ আসছে। আর ওই সব অভিযোগের অধিকাংশই যে সত্যি, তা নির্বাচন দফতরও স্বীকার করে নিয়েছে। এ

ভোটার তালিকায় বিভ্রাট

ব্যাপারে ১১ টি মামলাও হয়েছে।

মুখ রক্ষার জন্য এখন নির্বাচন দফতর সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কাঠগড়ায় তুলতে চাইছে। পাশাপাশি, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ যে ভুল ছিল, তা-ও স্বীকার করেছে নির্বাচন দফতর। পরবর্তী সময়ে এই 'ভুল' এড়াতে কী করা যায়, তা-ও বিবেচনা করে দেখছে কমিশন। আর ওই সব ভুলের জন্য কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্মীদের শাস্তি দেবে।

শুদ্ধ ভোটার তালিকা তৈরির অভিযানে বিভিন্ন বিচ্যুতির জন্য চলতি বছরেই শাস্তি পেয়েছেন ২৫ জন ভোট কর্মী। তিন পর্যায়ের ভোটের শেষে দেখা যাচ্ছে, সময়সীমার মধ্যে 'অতি শুদ্ধ' ভোটার তালিকা তৈরি করতে গিয়ে বেশ কিছু বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিয়েছেন নির্বাচন কর্মীরা। ফলে, কমিশনের দেওয়া 'অবাধ ও সুষ্ঠু' নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি অনেকটাই মার খেয়েছে শহরাঞ্চলে এসে।

'অতি শুদ্ধ' ভোটার তালিকা তৈরি করতে গিয়ে এত ভুল কেন হল?

প্রাথমিক তদন্তে রাজ্য নির্বাচন দফতর দেখেছে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর, পর্যবেক্ষকেরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের থেকে যে সব অভিযোগ পেয়েছিলেন, সে গুলি তদন্ত করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ নামের যে তালিকা কর্মীদের দেওয়া হয়েছিল, তা তদন্ত করে দেখার মতো যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়নি। একই সঙ্গে, কমিশনের রক্তচক্ষুর ভয়ে, তদন্ত ছাড়াই পর্যবেক্ষকদের দেওয়া তালিকা মেনে ভোটারদের নাম বাদ দিতে বাধ্য হয়েছেন কর্মীরা।

গাফিলতির জন্য দায়ী কর্মীদের যে শাস্তি দেওয়া হবে, তা আগেই জানিয়েছেন উপ নির্বাচন কমিশনার আনন্দ কুমার। তবে রবিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসার দেবাশিস সেন বলেন, "কী ভাবে তদন্ত হবে, তার নির্দেশ এখনও দিল্লি থেকে আসেনি। কমিশনের নির্দেশ মেনেই কাজ করব।"

'অতি শুদ্ধ' ভোটার তালিকা তৈরির সময় বেছে বেছে বাম বিরোধী ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে কি না, সে প্রশ্নও উঠেছে। এ ব্যাপারে রাজ্য নির্বাচন দফতরের বক্তব্য, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। দল দেখা হয়নি। নির্বাচন দফতর সূত্র অনুযায়ী, নাম বাদ নিয়ে যত অভিযোগ জমা পড়েছে, বেশির ভাগই সিপিএমের পক্ষ থেকে এসেছে। তবে অন্যরাও বাদ যায়নি। নাম বাদ যাওয়ার তালিকায় প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী ও প্রাক্তন সাংসদ ফুলরেণু গুহও রয়েছেন।

আসলে এত বছর ধরে নির্বাচন দফতর ভোটার তালিকা সংশোধনে যে গাফিলতি করেছে, তার কুফলই ভোগ করতে হচ্ছে এ বারের নির্বাচন কর্মীদের। অন্যের পাপের বোঝা বইতে হচ্ছে তাঁদের।

01 MAY 2006

পরীক্ষা রক্ষার, পরীক্ষা দখলের

লোকসভা ২০০৪-এর নিরিখে এগিয়ে | **বিধানসভা ২০০১**

বীরভূম

লোকসভা ২০০৪: বামফ্রন্ট ১২

বামফ্রন্ট	১০
কংগ্রেস	১
তৃণমূল কংগ্রেস	১
অন্যান্য	০

মুর্শিদাবাদ

লোকসভা ২০০৪: কংগ্রেস ১৮, বামফ্রন্ট ২

বামফ্রন্ট	১১
কংগ্রেস	৬
তৃণমূল কংগ্রেস	০
অন্যান্য	২

বর্ধমান

লোকসভা ২০০৪: বামফ্রন্ট ২৫*, তৃণমূল কংগ্রেস ১

বামফ্রন্ট	২১
কংগ্রেস	১
তৃণমূল কংগ্রেস	৪
অন্যান্য	০

* ২০০৫ আসানসোল উপনির্বাচন ধরে

বামফ্রন্ট · কংগ্রেস · তৃণমূল কংগ্রেস

0 3 MAY 2006
ANADABAZAR PATRIKA

Asim clarifies stand on ADB

Statesman News Service

HYDERABAD, May 4: While Left parties took to the streets against an ADB meet, West Bengal's finance minister Mr Asim Dasgupta today categorically volunteered to meet the bank's conditions in the event of its lending money to the state.

"The total investment in the spheres of irrigation, drainage, roads, bridges, industrial estates and technical education would be around Rs 5,830 crore or $1.3 billion over the next five years. We intend to propose this for ADB loan assistance on conditions which are mutually agreeable", he told a seminar on 'Advantage India' during the ADB meet here.

He spoke of the Left Front government's plans to implement public-private partnership to develop infrastructure projects like roads, ports, special economic zones, among others. In this regard he said the elevated light rapid transit system in Kolkata, Kulpi Port and the green field international airport needed an investment of Rs 25,000 crore or $5.6 billion. The Left had been mocking similar projects on similar implementation methods across the country.

He also made a lofty projection of the state while pitching for investments. "By investing in West Bengal, you are not only investing in a state, but in a place which is the hub of the bigger quadrangle and a gateway to South East and Far East Asia", he said.

"We sincerely welcome investments in industries and infrastructure in WB, particularly in context to the 'Look East' policy of the Centre", he said. Already the state ranks second with nearly Rs 29,000 crore in respect to realised investment since 1991.

He said West Bengal was the third largest state economy maintaining a consistent growth rate of 7.4 per cent and aiming at eight per cent this year. The state has the highest rate of agriculture production at 3.5 per cent.

■ More reports on page 11

5 MAY 2006

THE STATESMAN

গনির কাজ আমি করব, মালদহে ঘোষণা বুদ্ধের

নিজস্ব সংবাদদাতা: শুরু হয়েছিল জীবন মৈত্র, শৈলেন সরকারকে দিয়ে। শনিবার ভোটপ্রচারের চূড়ান্ত পর্বে গনি-হাইজ্যাক বৃত্ত সম্পূর্ণ করলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। গনির জেলা মালদহের কালিয়াচকে সভা করতে এসে তিনি বললেন, “আমাকে দায়িত্ব দিন, বরকত সাহেবের অসম্পূর্ণ কাজ আমিই সম্পূর্ণ করব।”

আবু বরকত আতাউল গনি খান চৌধুরীর মৃত্যুর পরে সহানুভূতির হাওয়া পালে লাগিয়ে মালদহে ভোট বৈতরণী পার হওয়ার অঙ্ক কষেছিল কংগ্রেস। কিন্তু রীতিমতো পরিকল্পনা করে একেবারে গোড়া থেকে সেই আশায় ছাই দিতে আসরে নামে সিপিএম। গনির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পাশাপাশি দলের জেলা সম্পাদক জীবন মৈত্র এবং জেলার মন্ত্রী শৈলেন সরকারকে সামনে রেখে সিপিএম বলতে শুরু করে, গনির স্বপ্নপূরণ তাদের পক্ষেই করা সম্ভব। সেই কৌশলে শনিবার ওস্তাদের মার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

পঞ্চম তথা শেষ দফার ভোটের অন্তিম লগ্নে কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি কালিয়াচকে বুদ্ধবাবুর সভায় ছিল উপচে পড়া ভিড়। ‘গনির স্বপ্নের ফেরিওয়ালা’ হিসাবে নিজেকে মেলে ধরার এমন সুবর্ণ সুযোগ স্বাভাবিক ভাবেই হাতছাড়া করেননি তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “বরকত সাহেব বড় মাপের নেতা ছিলেন। আমরা তাঁকে সম্মান করতাম। আমি কথা দিচ্ছি, তাঁর অবর্তমানে মালদহকে কোনও দিন বঞ্চনা করব না। আপনারা যদি বরকত সাহেবের প্রতি সত্যিই শ্রদ্ধা জানাতে চান, তবে কালিয়াচক আর সুজাপুর আমাদের হাতে তুলে দিন।”

মুখ্যমন্ত্রীর মুখে গনি খানের প্রশংসা শুনে বারেবারে হাততালিতে ফেটে পড়ে সভা। আর সেই সুযোগে বুদ্ধবাবু শুনিয়ে দেন, এখন যাঁরা কংগ্রেসে রয়েছেন তাঁরা মালদহের জন্য কিছুই করতে পারবেন না। এই কৌশলের ফল হাতেনাতেই পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সভার শেষে মঞ্চ থেকে নেমে নিরাপত্তার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে বাঁশের ব্যারিকেডের ও পারে থাকা জনতার দিকে এগিয়ে যান বুদ্ধবাবু। সদ্য ১৮ থেকে ৬০, সবার সঙ্গে হাত মেলান। কুশল বিনিময় করেন। প্রত্যেকের কাছেই মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, “কী, এ বার আমাদের ভোট দেবেন তো?” ঘাড় নেড়ে, হর্ষধ্বনি করে জনতা জবাব দেওয়ার পরে বুদ্ধবাবুকে বেশ তৃপ্ত দেখাচ্ছিল।

চূড়ান্ত পর্বের প্রচারে নিজেকে গনি খানের বিকল্প হিসাবে তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী যে চাল দিয়েছেন, তার প্রভাব যে উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই কমবেশি পড়বে, তা অবশ্য ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেননা, গনি মালদহের বাসিন্দা হলে উত্তরবঙ্গের বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছে তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণার উৎস। তেমনই শাসক বামফ্রন্টের কাছে হয়ে উঠেছিলেন অলঙ্ঘ্য পাঁচিল। বয়সের ভার তাঁর শারীরিক সক্ষমতা অনেকটাই কেড়ে নিয়েছিল সত্যি, তবু গনি ছিলেন গনিই। সেটা বুঝে ভোটবাজারে বিরোধী দলের প্রয়াত নেতার স্বপ্ন ফেরি করতে এতটুকুও দ্বিধা করেননি মুখ্যমন্ত্রী। গনি খানের পরে কংগ্রেস মালদহের দায়িত্ব দিয়েছে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সিকে। মুখ্যমন্ত্রী যখন গনি-হাওয়া নিজেদের পালে টানছেন, তখন তিনি জেলাতেই নেই। গোয়ালপোখরে স্ত্রী দীপা দাশমুন্সির হয়ে প্রচারে ব্যস্ত। ঘর সামলানোর তাগিদে। বুদ্ধবাবুর প্রচারের উত্তর দেন কংগ্রেস মুখপাত্র মানস ভূঁইঞা, কলকাতায় বসে। তাঁর অভিযোগ, মালদহের উন্নয়নের জন্য গত ২৯ বছরে বামফ্রন্ট সরকার কিছুই করেনি। এখন গনি খানের ‘স্বপ্নপূরণ’-এর কথা বলে তিনি যে আসলে সস্তা রাজনীতি করছেন, তা মানুষ বুঝবে।

উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বিমান বসুর দাবিও এ দিন খারিজ করেছেন মানসবাবু। তিনি বলেন, “এ সব হল এত দিনের বঞ্চনা ঢাকার মরিয়া চেষ্টা। প্রায় প্রতি বছর উত্তরবঙ্গে বন্যা হয়, অথচ রাজ্য সরকার একটা মাস্টার প্ল্যান পর্যন্ত তৈরি করেনি। প্রণববাবু যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান থাকার সময় তিস্তা প্রকল্পের জন্য ৩২০ কোটি টাকা দিয়েছিলেন। এ ছাড়া কেন্দ্র দিয়েছিল ১৫০ কোটি টাকা। রাজ্য সব টাকাই জলে দিয়েছে।”

মুখ্যমন্ত্রীর জনসংযোগ। কালিয়াচকে। —মনোজ মুখোপাধ্যায়

উত্তরবঙ্গে শেষ বেলায় প্রচারে উন্নয়ন প্রসঙ্গের ধারপাশ মাড়ালেন না তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের প্রায় অস্তিত্ব না থাকা এলাকায় তিনি যেন কিঞ্চিৎ ম্রিয়মানই। প্রচার শেষের কয়েক ঘণ্টা আগে জলপাইগুড়ির ঘুঘুডাঙায় আক্ষেপের সুরে মমতা বললেন, “বহু অপেক্ষা করেছি। তবু আসল মহাজোট হল না। অথচ সিপিএম এবং কংগ্রেসের মধ্যে বহু জায়গায় জোট হয়ে গেল। দিল্লিতে দোস্তির সুবাদেই যে কংগ্রেস-সিপিএম অনেক জায়গায় এক সঙ্গে আমাদের বিরোধিতা করছে, তা মানুষও এখন বুঝছেন।”

07 MAY 2006

ANADABAZAR PATRIKA

Final phase of polling

KOLKATA, May 7: The fifth and final phase of the state Assembly election will be held in 49 constituencies in six districts of north Bengal tomorrow. A total of 308 candidates are in the fray.

Thirty-six seats went to the ruling Left Front's kitty in 2001. The Congress had won nine seats, while Trinamul could manage to get only one in the entire region.

Major contestants include seven ministers. Siliguri, Jalpaiguri, Balurghat, Goal—pokhor, Itahar, Dinhata, Falakata and Ratua are among the key constituencies.

Complaints of step-motherly treatment to north Bengal, regional underdevelopment and the plight of sick and closed tea gardens as well as demands related to ethnic aspirations were among the issues raised during the campaign.

■ SNS

08 MAY 2006

THE STATESMAN

Left set for landslide in West Bengal

The Hindu-CNN-IBN Poll predicts 53 % vote share and 230-240 seats for the ruling Front

Sanjay Kumar, Rajeeva L. Karandikar, Supriyo Basu and Yogendra Yadav

NEW DELHI: The ruling Left Front (LF) in West Bengal is headed for its seventh successive win, and by a massive majority. *The Hindu*-CNN-IBN Poll, conducted by the Centre for the Study of Developing Societies, suggests the Left's performance may approximate its best-ever showing, in the 1987 Assembly elections.

The main poll finding is that the LF will win about 53 per cent of the total vote, way ahead of the Trinamool Congress-Bharatiya Janata Party alliance (27 per cent) and the Congress (16 per cent). This translates into anything between 230 and 240 seats for the LF in the 294-member Assembly.

THE FORECAST

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Left Front	49.1	50.7	53	199	223	230-240
Trinamool-BJP	[illegible]	29.1	27	60	[illegible]	32-40
Congress	8	14.6	16	26	35	17-23
Others	7.1	5.6	4	9	1	[illegible]

Note: Trinamool Congress and BJP contested separately. Figures here are aggregates of their performance.

This represents an improvement on the two-thirds majority it enjoys in the existing Assembly, a gain of more than 30 seats over its tally of 199. The LF's performance resembles that of 1987, when it won 251 seats with 52.9 per cent of the vote.

These findings are not very different from those of the pre-poll survey. In this highly polarised State, most voters made up their mind well before the campaign began. Nothing appears to have happened to make them change their mind.

Pre-poll survey

The pre-poll survey, carried out in the first week of April, reported a massive lead for the LF, which would mean a harvest of three-fourths of the seats. The latest poll is a combination of post-poll surveys and exit polls. A total of 4,529 respondents spread across 224 locations in 56 Assembly constituencies were polled on whom they voted for and why.

The poll is bad news for the non-Left parties. In 2001, Mamata Banerjee's Trinamool Congress won 60 seats in alliance with the Congress. This time, in alliance with the BJP, the party is expected to get only 32-40 seats. The Congress, which showed signs of revival by winning six parliamentary seats and leading in 35 Assembly segments in the 2004 Lok Sabha elections, is likely to win 17 to 23 seats, less than the 26 it won in the last Assembly elections. The party's worst-ever performance was in 1977, when it won only 20 seats.

Several factors are behind the landslide victory for the Left. The first is the significantly higher vote share. Secondly, it has gained in areas where it needed to gain, notably in urban areas where it has been traditionally vulnerable. Thirdly, the opposition vote is more fragmented than ever.

This projection is subject to greater error than in other States, for surveys in West Bengal face the problem of "over-reporting" in favour of the Left Front. The poll has adjusted for this, but the estimates would need marginal correction if the over-reporting is higher than before.

Details of survey on Page 12

0 9 MAY 2006
THE HINDU

কেন্দ্রভিত্তিক জয়ী প্রার্থী

কোচবিহার

১। মেখলিগঞ্জ
গত বারের জয়ী: ফব
এ বার জয়ী: পরেশচন্দ্র অধিকারী (ফব)

২। শীতলকুচি
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: হরিশচন্দ্র বর্মণ (সিপিএম)

৩। মাথাভাঙা (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: অনন্ত রায় (সিপিএম)

৪। কোচবিহার উত্তর
গত বারের জয়ী: ফব
এ বার জয়ী: দীপকচন্দ্র সরকার (ফব)

৫। কোচবিহার পশ্চিম
গত বারের জয়ী: ফব
এ বার জয়ী: অক্ষয় ঠাকুর (ফব)

৬। সিতাই
গত বারের জয়ী: ফব
এবার জয়ী: ফজলে হক (কংগ্রেস)

৭। দিনহাটা
গত বারের জয়ী: ফব
এবার জয়ী: অশোক মণ্ডল (তৃণমূল)

৮। নাটাবাড়ি
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এবার জয়ী: তামসের আলি (সিপিএম)

৯। তুফানগঞ্জ (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এবার জয়ী: অলকা বর্মণ (সিপিএম)

জলপাইগুড়ি

১০। কুমারগ্রাম (তফ-উ)
গত বারের জয়ী: আরএসপি
এ বার জয়ী: দশরথ তিরকি (আরএসপি)

১১। কালচিনি (তফ-উ)
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: মনোহর তিরকি (আরএসপি)

১২। আলিপুরদুয়ার
গত বারের জয়ী: আরএসপি
এ বার জয়ী: নির্মল দাস (আরএসপি)

১৩। ফালাকাটা (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: যোগেশ বর্মন (সিপিএম)

১৪। মাদারিহাট (তফ-উ)
গত বারের জয়ী: আরএসপি
এ বার জয়ী: কুমারী কজুর (আরএসপি)

১৫। ধূপগুড়ি (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: লক্ষ্মীকান্ত রায় (সিপিএম)

১৬। নাগরাকাটা (তফ-উ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: সুখমইত ওঁরাও (সিপিএম)

১৭। ময়নাগুড়ি (তফ)
গত বারের জয়ী: আরএসপি
এ বার জয়ী: বাচ্চামোহন রায় (আরএসপি)

১৮। মাল (তফ-উ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: সোমরা লাকড়া (সিপিএম)

১৯। ক্রান্তি
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: ফজলুল করিম (সিপিএম)

২০। জলপাইগুড়ি
গত বারের জয়ী: ফব
এ বার জয়ী: দেবপ্রসাদ রায় (কংগ্রেস)

২১। রাজগঞ্জ (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: মহেন্দ্র রায় (সিপিএম)

দার্জিলিং

২২। কালিম্পং
গত বারের জয়ী: জিএনএলএফ
এ বার জয়ী: গৌলান লেপচা (জিএনএলএফ)

২৩। দার্জিলিং
গত বারের জয়ী: জিএনএলএফ
এ বার জয়ী: প্রণয় রাই (জিএনএলএফ)

২৪। কার্শিয়াং
গত বারের জয়ী: জিএনএলএফ
এ বার জয়ী: শান্তা ছেত্রী (জিএনএলএফ)

২৫। শিলিগুড়ি
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: অশোক ভট্টাচার্য (সিপিএম)

২৬। ফাঁসিদেওয়া (তফ-উ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: ছোটন কিসকু (সিপিএম)

উত্তর দিনাজপুর

২৭। চোপরা
গত বারের জয়ী: নির্দল
এ বার জয়ী: আনোয়ারুল হক (সিপিএম)

২৮। ইসলামপুর
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: ফারুক আজম (সিপিএম)

২৯। গোয়ালপোখর
গত বারের জয়ী: ফব
এ বার জয়ী: দীপা দাশমুন্সি (কংগ্রেস)

৩০। করণদিঘি
গত বারের জয়ী:ফব
এ বার জয়ী: গোকুল রায় (ফব)

৩১। রায়গঞ্জ (তফ)
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: চিত্তরঞ্জন রায় (কংগ্রেস)

৩২। কালিয়াগঞ্জ (তফ)
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী : ননীগোপাল (সিপিএম)

৩৪। ইটাহার
গত বারের জয়ী: সিপিআই
এ বার জয়ী: শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায় (সিপিআই)

দক্ষিণ দিনাজপুর

৩৩। কুশমন্ডি (তফ)
গত বারের জয়ী: আরএসপি
এ বার জয়ী: নর্মদা রায় (আরএসপি)

৩৫। গঙ্গারামপুর
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: নারায়ণ বিশ্বাস (সিপিএম)

৩৬। তপন (তফ-উ)
গত বারের জয়ী: আরএসপি
এ বার জয়ী: খাড়া সোরেন (আরএসপি)

৩৭। কুমারগঞ্জ
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: মাফুজা খাতুন (সিপিএম)

৩৮। বালুরঘাট
গত বারের জয়ী: আরএসপি
এ বার জয়ী:বিশ্বনাথ চৌধুরী (আরএসপি)

মালদহ

৩৯। হাবিবপুর (তফ-উ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: খগেন মুর্মু (সিপিএম)

৪০। গাজোল (তফ-উ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: সাধু টুডু (সি পি এম)

৪১। খরবা
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: মহবুবুল হক (কংগ্রেস)

৪২। হরিশচন্দ্রপুর
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: তজমুল হোসেন (ফব)

৪৩। রতুয়া
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: শৈলেন সরকার (সিপিএম)

৪৪। আড়াইডাঙা
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: সাবিত্রী মিত্র (কংগ্রেস)

৪৫। মালদা (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: শুভেন্দু চৌধুরী (সিপিএম)

৪৬। ইংলিশ বাজার
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী (কংগ্রেস)

৪৭। মানিকচক
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: অসীমা চৌধুরী (সিপিএম)

৪৮। সুজাপুর
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: রুবি নুর (কংগ্রেস)

৪৯। কালিয়াচক
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: বিশ্বনাথ ঘোষ (সিপিএম)

মুর্শিদাবাদ

৫০। ফরাক্কা
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: মইনুল হক (কংগ্রেস)

৫১। ঔরঙ্গাবাদ
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: তোয়াব আলি (সিপিএম)

৫২। সুতি
গত বারের জয়ী: আরএসপি
এ বার জয়ী: জানে আলম (আরএসপি)

৫৩। সাগরদিঘি (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: পরীক্ষিৎ লেট (সিপিএম)

৫৪। জঙ্গিপুর
গত বারের জয়ী: আরএসপি
এ বার জয়ী: আবুল হাসনাত খান (আরএসপি)

৫৫। লালগোলা
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: আবু হেনা (কংগ্রেস)

৫৬। ভগবানগোলা
গত বারের জয়ী: ডব্লিউবিএসপি
এ বার জয়ী: চন্দন মহম্মদ (সপা)

৫৭। নবগ্রাম
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: মুকুল মণ্ডল (সিপিএম)

৫৮। মুর্শিদাবাদ
গত বারের জয়ী: ফব
এ বার জয়ী: বিভাস চক্রবর্তী (ফব)

৫৯। জলঙ্গি
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: ইউনুস সরকার (সিপিএম)

৬০। ডোমকল
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: আনিসুর রহমান (সিপিএম)

৬১। নওদা
গত বারের জয়ী: নির্দল
এ বার জয়ী: আবু তাহের খান (কংগ্রেস)

৬২। হরিহরপাড়া
গত বারের জয়ী: নির্দল
এ বার জয়ী: ইনসার আলি বিশ্বাস (সিপিএম)

৬৩। বহরমপুর
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: মনোজ চক্রবর্তী (নির্দল)

৬৪। বেলডাঙা
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: মহম্মদ রফাতুল্লা (আরএসপি)

৬৫। কান্দি
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: অপূর্ব সরকার (নির্দল)

৬৬। খড়গ্রাম (তফ)
গত বারের জয়ী: সি পি এম
এ বার জয়ী: মানব সাহা (সিপিএম)

৬৭। বড়ঞা
গত বারের জয়ী: আরএসপি
এ বার জয়ী: বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আরএসপি)

৬৮। ভরতপুর
গত বারের জয়ী: আরএসপি
এ বার জয়ী: ঈদ মহম্মদ (আরএসপি)

নদিয়া

৬৯। করিমপুর
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: প্রফুল্ল ভৌমিক (সিপিএম)

৭০। পলাশিপাড়া
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: বিশ্বনাথ ঘোষ (সিপিএম)

৭১। নাকাশিপাড়া
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: কল্লোল খান (তৃণমূল)

৭২। কালিগঞ্জ
গত বারের জয়ী: আরএসপি
এ বার জয়ী: ধনঞ্জয় মোদক (আরএসপি)

৭৩। চাপড়া
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: সামসুল ইসলাম মোল্লা (সিপিএম)

৭৪। কৃষ্ণগঞ্জ (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: বিনয় বিশ্বাস (সিপিএম)

৭৫। কৃষ্ণনগর পূর্ব
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: সুবিনয় ঘোষ (সিপিএম)

৭৬। কৃষ্ণনগর পশ্চিম
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (সিপিএম)

৭৭। নবদ্বীপ
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: পুন্ডরীকাক্ষ সাহা (তৃণমূল)

৭৮। শান্তিপুর
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: অজয় দে (কংগ্রেস)

৭৯। হাঁসখালি (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: নয়ন সরকার (সিপিএম)

৮০। রানাঘাট পূর্ব (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: দেবেন বিশ্বাস (সিপিএম)

৮১। রানাঘাট পশ্চিম
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: অলোক দাস (সিপিএম)

৮২। চাকদহ
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: মলয় সামন্ত (সিপিএম)

৮৩। হরিণঘাটা
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: বঙ্কিম ঘোষ (সিপিএম)

উত্তর চব্বিশ পরগনা

৮৪। বাগদা (তফ)
গত বারের জয়ী: ফব
এ বার জয়ী: দুলালচন্দ্র বর (তৃণমূল)

৮৫। বনগাঁ
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: ভূপেন্দ্রনাথ শেঠ (তৃণমূল)

৮৬। গাইঘাটা
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক (তৃণমূল)

৮৭। হাবড়া
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: প্রণব ভট্টাচার্য (সিপিএম)

৮৮। অশোকনগর
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: সত্যসেবী কর (সিপিএম)

৮৯। আমডাঙা
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: আবদুস সাত্তার (সিপিএম)

৯০। বারাসত
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: বীথিকা মন্ডল (ফব)

৯১। রাজারহাট (তফ)
গত বারের জয়ী:তৃণমূল
এ বার জয়ী: রবিন মণ্ডল (সিপিএম)

৯২। দেগঙ্গা
গত বারের জয়ী: ফব
এ বার জয়ী: মোর্তাজা হোসেন (ফব)

৯৩। স্বরূপনগর
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: মুস্তাফা বিন কাসেম (সিপিএম)

৯৪। বাদুড়িয়া
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: মহম্মদ সেলিম (সিপিএম)

৯৫। বসিরহাট
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: নারায়ণ মুখোপাধ্যায় (সিপিএম)

৯৬। হাসনাবাদ
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: গৌতম দেব (সিপিএম)

৯৭। হাড়োয়া (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: অসীম দাস (সিপিএম)

৯৮। সন্দেশখালি (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: অবনী রায়(সিপিএম)

৯৯। হিঙ্গলগঞ্জ (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: গোপাল গায়েন (সিপিএম)

১২৮। বীজপুর
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: নির্ঝরিণী চক্রবর্তী (সিপিএম)

১২৯। নৈহাটি
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: রঞ্জিত কুণ্ডু (সিপিএম)

১৩১। জগদ্দল
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: হরিপদ বিশ্বাস (ফব)

১৩২। নোয়াপাড়া
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: কে ডি ঘোষ (সিপিএম)

১৩৩। টিটাগড়
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: প্রবীণ কুমার শাহ (সিপিএম)

১৩৪। খড়দহ
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: অসীম দাশগুপ্ত (সিপিএম)

১৩৫। পানিহাটি
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: গোপাল ভট্টাচার্য (সিপিএম)

১৩৬। কামারহাটি
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: মানস মুখোপাধ্যায় (সিপিএম)

১৩৭। বরাহনগর
গত বারের জয়ী: আরএসপি
এ বার জয়ী: অমর চৌধুরী (আরএসপি)

১৩৮। দমদম
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: রেখা গোস্বামী (সিপিএম)

১৩৯। বেলগাছিয়া পূর্ব
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: সুভাষ চক্রবর্তী (সিপিএম)

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

১০০। গোসাবা (তফ)
গত বারের জয়ী: আরএসপি
এ বার জয়ী: চিত্তরঞ্জন মণ্ডল (আরএসপি)

১০১। বাসন্তী (তফ)
গত বারের জয়ী: আরএসপি
এ বার জয়ী: সুভাষ নস্কর (আরএসপি)

১০২। কুলতলি (তফ)
গত বারের জয়ী: এসইউসি
এ বার জয়ী: জয়কৃষ্ণ হালদার (এসইউসি)

১০৩। জয়নগর
গত বারের জয়ী: এস ইউ সি
এ বার জয়ী: দেবপ্রসাদ সরকার (এসইউসি)

১০৪। বারুইপুর
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: রাহুল ঘোষ (সিপিএম)

১০৫। ক্যানিং পশ্চিম (তফ)
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: দ্বিজপদ মন্ডল (সিপিএম)

১০৬। ক্যানিং পূর্ব
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা (সিপিএম)

১০৭। ভাঙড়
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: আরাবুল (তৃণমূল)

১০৮। যাদবপুর
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (সিপিএম)

১০৯। সোনারপুর (তফ)
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: শ্যামল নস্কর (সিপিএম)

১১০। বিষ্ণুপুর পূর্ব (তফ)
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: আনন্দ বিশ্বাস (সিপিএম)

১১১। বিষ্ণুপুর পশ্চিম
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: রথীন সরকার (সিপিএম)

১১৫। মহেশতলা
গত বারের জয়ী: সি পি এম
এ বার জয়ী: মুরসালিন মোল্লা (সিপিএম)

১১৬। বজবজ
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: অশোক দেব (তৃণমূল)

১১৭। সাতগাছিয়া
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: সোনালী গুহ (তৃণমূল)

১১৮। ফলতা
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: চন্দনা ঘোষ দস্তিদার (সিপিএম)

১১৯। ডায়মন্ড হারবার
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: ঋষি হালদার (সিপিএম)

১২০। মগরাহাট পশ্চিম
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: আবুল হাসনাৎ (সিপিএম)

...লানো হয়। বিভিন্ন রাজ্য

১২১। মগরাহাট পূর্ব (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: বাঁশরী কাজি (সিপিএম)

১২২। মন্দিরবাজার (তফ)
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: তপতী সাহা(সিপিএম)

১২৩। মথুরাপুর
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় (সিপিএম)

১২৪। কুলপি (তফ)
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: শকুন্তলা পাইক (সিপিএম)

১২৫। পাথরপ্রতিমা
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: যজ্ঞেশ্বর দাস (সিপিএম)

১২৬। কাকদ্বীপ
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: অশোক গিরি (সিপিএম)

১২৭। সাগর
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: মিলন পড়ুয়া (সিপিএম)

কলকাতা

১১২। বেহালা পূর্ব
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: কুমকুম চক্রবর্তী (সিপিএম)

১১৩। বেহালা পশ্চিম
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: পার্থ চট্টোপাধ্যায় (তৃণমূল)

১১৪। গার্ডেনরিচ
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: জনাব আবদুল খালেক মোল্লা (কংগ্রেস)

১৪০। কাশীপুর
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: তারক বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল)

১৪১। শ্যামপুকুর
গত বারের জয়ী: ফব
এ বার জয়ী: জীবন সাহা (ফব)

১৪২। জোড়াবাগান
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: পরিমল বিশ্বাস (সিপিএম)

১৪৩। জোড়াসাঁকো
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: দীনেশ বাজাজ (তৃণমূল)

১৪৪। বড়বাজার
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: মহম্মদ সোহরাব (আরজেডি)

১৪৫। বউবাজার
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (কংগ্রেস)

১৪৬। চৌরঙ্গি
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: সুব্রত বক্সি (তৃণমূল)

১৪৭। কবিতীর্থ
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: রাম পেয়ারে রাম (কংগ্রেস)

১৪৮। আলিপুর
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: তাপস পাল (তৃণমূল)

১৪৯। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় (তৃণমূল)

১৫০। টালিগঞ্জ
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: অরূপ বিশ্বাস (তৃণমূল)

১৫১। ঢাকুরিয়া
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: ক্ষিতি গোস্বামী (আরএসপি)

১৫২। বালিগঞ্জ
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: জাভেদ আহমেদ খান (তৃণমূল)

১৫৩। এন্টালি
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: হাসিম আবদুল হালিম (সিপিএম)

১৫৪। তালতলা (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: দেবেশ দাস (সিপিএম)

১৫৫। বেলেঘাটা
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: মানব মুখোপাধ্যায় (সিপিএম)

১৫৬। শিয়ালদহ
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: সোমেন মিত্র (কংগ্রেস)

১৫৭। বিদ্যাসাগর
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: অনাদি শাহু (সিপিএম)

১৫৮। বড়তলা
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: সাধন পান্ডে (তৃণমূল)

১৫৯। মানিকতলা
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: রূপা বাগচী (সিপিএম)

১৬০। বেলগাছিয়া পশ্চিম
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: মালা সাহা (তৃণমূল)

এর পর সাতের পাতায়

কেন্দ্রভিত্তিক জয়ী প্রার্থী

ছয়ের পাতার পর

হাওড়া

১৬১। বালি
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: কণিকা গঙ্গোপাধ্যায় (সিপিএম)

১৬২। হাওড়া উত্তর
গত বারের জয়ী: সি পি এম
এ বার জয়ী: লগনদেও সিংহ (সিপিএম)

১৬৩। হাওড়া মধ্য
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: অরূপ রায় (সিপিএম)

১৬৪। হাওড়া দক্ষিণ
গত বারের জয়ী: সি পি এম
এ বার জয়ী: কৃষ্ণকিশোর রায় (সিপিএম)

১৬৫। শিবপুর
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: জগন্নাথ ভট্টাচার্য (ফব)

১৬৬। ডোমজুড়
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: মহন্ত চট্টোপাধ্যায় (সিপিএম)

১৬৭। জগৎবল্লভপুর
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: বিপ্লব মজুমদার (সিপিএম)

১৬৮। পাঁচলা
গত বারের জয়ী: ফব
এ বার জয়ী: ডলি রায় (ফব)

১৬৯। সাঁকরাইল (তফ)
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: অনির্বাণ হাজরা (সিপিএম)

১৭০। উলুবেড়িয়া উত্তর (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: মোহনচন্দ্র মণ্ডল(সিপিএম)

১৭১। উলুবেড়িয়া দক্ষিণ
গত বারের জয়ী: ফব
এ বার জয়ী: রবীন্দ্র ঘোষ (ফব)

১৭২। শ্যামপুর
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: কালীপদ মণ্ডল (তৃণমূল)

১৭৩। বাগনান
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: আকিল আলি (সিপিএম)

১৭৪। কল্যাণপুর
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: রবীন্দ্রনাথ মিত্র (সিপিএম)

১৭৫। আমতা
গত বারের জয়ী: সি পি এম
এ বার জয়ী: প্রত্যুষ মুখোপাধ্যায় (সিপিএম)

১৭৬। উদয়নারায়ণপুর
গত বারের জয়ী: সি পি এম
এ বার জয়ী: চন্দ্রলেখা বাগ (সিপিএম)

হুগলি

১৭৭। জাঙ্গিপাড়া
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: সুদর্শন রায়চৌধুরী (সিপিএম)

১৭৮। চণ্ডীতলা
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: ভক্তরাম পান (সিপিএম)

১৭৯। উত্তরপাড়া
গত বারের জয়ী: তৃণমূল। উপনির্বাচনে সিপিএম। এ বার জয়ী: শ্রুতিনাথ প্রহরাজ (সিপিএম)

১৮০। শ্রীরামপুর
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: রত্না দে নাগ (তৃণমূল)

১৮১। চাঁপদানি
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: জীবেশ চক্রবর্তী (সিপিএম)

১৮২। চন্দননগর
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: রতন বন্দ্যোপাধ্যায় (সিপিএম)

১৮৩। সিঙ্গুর
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (তৃণমূল)

১৮৪। হরিপাল
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: ভারতী মুখোপাধ্যায় (সিপিএম)

১৮৫। তারকেশ্বর
গত বারের জয়ী: মার্ক্সবাদী ফব
এ বার জয়ী: প্রতীম চট্টোপাধ্যায় (নির্দল)

১৮৬। চুঁচুড়া
গত বারের জয়ী: ফব
এ বার জয়ী: নরেন দে (ফব)

১৮৭। বাঁশবেড়িয়া
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (সিপিএম)

১৮৮। বলাগড় (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: দিবাকান্ত রাউত (সিপিএম)

১৮৯। পাণ্ডুয়া
গত বারের জয়ী: সি পি এম
এ বার জয়ী: শেখ মাজেদ আলি (সিপিএম)

১৯০। পোলবা
গত বারের জয়ী: সি পি এম
এ বার জয়ী: শক্তিপদ খাঁড়া (সিপিএম)

১৯১। ধনেখালি (তফ)
গত বারের জয়ী: ফব
এ বার জয়ী: অজিত পাত্র (ফব)

১৯২। পুরশুড়া
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (সিপিএম)

১৯৩। খানাকুল (তফ)
গত বারের জয়ী: সি পি এম
এ বার জয়ী: বংশীবদন মৈত্র (সিপিএম)

১৯৪। আরামবাগ
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: বিনয় দত্ত (সিপিএম)

১৯৫। গোঘাট (তফ)
গত বারের জয়ী: ফব
এ বার জয়ী: নিরঞ্জন পণ্ডিত (ফব)

মেদিনীপুর

১৯৬। চন্দ্রকোণা
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: গুরুপদ দত্ত (সিপিএম)

১৯৭। ঘাটাল (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: রতন পাখিরা (সিপিএম)

১৯৮। দাসপুর
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: সুনীল অধিকারী (সিপিএম)

১৯৯। নন্দনপুর
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: বুলা চৌধুরী (সিপিএম)

২০০। পাঁশকুড়া পশ্চিম
গত বারের জয়ী: সি পি আই
এ বার জয়ী: চিত্তরঞ্জন দাস ঠাকুর (সিপিআই)

২০১। পাঁশকুড়া-পূর্ব
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: অমিয় সাহু (সিপিএম)

২০২। তমলুক
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: জগন্নাথ মিত্র (সিপিএম)

২০৩। ময়না
গত বারের জয়ী: সি পি এম
এ বার জয়ী: মুজিবর রহমান (সিপিএম)

২০৪। মহিষাদল
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: তমালিকা শেঠ (সিপিএম)

২০৫। সুতাহাটা (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: নিত্যানন্দ বেরা (সিপিএম)

২০৬। নন্দীগ্রাম
গত বারের জয়ী: সিপিআই
এ বার জয়ী: ইলিয়াস মহম্মদ শেখ (সিপিআই)

২০৭। নরঘাট
গত বারের জয়ী: ডব্লিউ বি এস পি
এ বার জয়ী: ব্রহ্মময় নন্দ (ডব্লিউবিএসপি)

২০৮। ভগবানপুর
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: অর্ধেন্দু মাইতি (তৃণমূল)

২০৯। খেজুরি (তফ)
গত বারের জয়ী: ডব্লিউ বি এস পি
এ বার জয়ী: স্বদেশ পাত্র (ডব্লিউবিএসপি)

২১০। কাঁথি উত্তর
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: চক্রধর মাইকাপ (সিপিএম)

২১১। কাঁথি দক্ষিণ
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: শুভেন্দু অধিকারী (তৃণমূল)

২১২। রামনগর
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: স্বদেশ নায়ক (সিপিএম)

২১৩। এগরা
গত বারের জয়ী: ডিএসপি
এ বার জয়ী: শিশির অধিকারী (তৃণমূল)

২১৪। মুগবেড়িয়া
গত বারের জয়ী: ডব্লিউ বি এস পি
এ বার জয়ী: কিরণময় নন্দ (ডব্লিউবিএসপি)

২১৫। পটাশপুর
গত বারের জয়ী: সি পি আই
এ বার জয়ী: কামাখ্যানন্দন দাস মহাপাত্র (সিপিআই)

২১৬। সবং
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: মানস ভুঁইঞা (কংগ্রেস)

২১৭। পিংলা
গত বারের জয়ী: ডিএসপি
এ বার জয়ী: রামপদ সামন্ত (ডিএসপি)

২১৮। ডেবরা
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: শেখ জাহাঙ্গির করিম (সিপিএম)

২১৯। কেশপুর (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: রামেশ্বর দলুই (সিপিএম)

২২০। গড়বেতা পূর্ব
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: সুশান্ত ঘোষ (সিপিএম)

২২১। গড়বেতা পশ্চিম (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: কৃষ্ণপ্রসাদ দুলে (সিপিএম)

২২২। শালবনি
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: খগেন্দ্রনাথ মাহাতো (সিপিএম)

২২৩। মেদিনীপুর
গত বারের জয়ী: সিপিআই
এ বার জয়ী: সন্তোষ রাণা (সিপিআই)

আলিমুদ্দিনে বিমান বসু। — অশোক মজুমদার

২২৪। খড়্গপুর টাউন
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: জ্ঞানসিংহ সোহনপাল (কংগ্রেস)

২২৫। খড়্গপুর রুরাল
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: নাজমুল হক (সিপিএম)

২২৬। কেশিয়ারি (তফ-উ)
গত বারের জয়ী: সি পি এম
এ বার জয়ী: মহেশ্বর মুর্মু (সিপিএম)

২২৭। নারায়ণগড়
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: সূর্যকান্ত মিশ্র (সিপিএম)

২২৮। দাঁতন
গত বারের জয়ী: সিপিআই
এ বার জয়ী: নন্দগোপাল ভট্টাচার্য (সিপিআই)

২২৯। নয়াগ্রাম (তফ-উ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: ভুতনাথ সোরেন (সিপিএম)

২৩০। গোপীবল্লভপুর
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: রবিলাল মৈত্র (সিপিএম)

২৩১। ঝাড়গ্রাম
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: অমর বসু (সিপিএম)

২৩২। বিনপুর (তফ-উ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: চুনীবালা হাঁসদা (ঝাড়খণ্ড পার্টি)

পুরুলিয়া

২৩৩। বান্দোয়ান (তফ-উ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: উপেন হাঁসদা (সিপিএম)

২৩৪। মানবাজার
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: সাম্য প্যারী মাহাতো (সিপিএম)

২৩৫। বলরামপুর (তফ-উ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: ভণ্ডু মাঝি (সিপিএম)

২৩৬। আরশা
গত বারের জয়ী: ফব
এ বার জয়ী: প্রভাত মাহাতো (ফব)

২৩৭। ঝালদা
গত বারের জয়ী: নির্দল
এ বার জয়ী: নেপাল মাহাতো (কংগ্রেস)

২৩৮। জয়পুর
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: বিন্ধেশ্বর মাহাতো (ফব)

২৩৯। পুরুলিয়া
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: নিখিল মুখোপাধ্যায় (সিপিএম)

২৪০। পাড়া (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: বিলাসীবালা সহিস (সিপিএম)

২৪১। রঘুনাথপুর (তফ)
গত বারের জয়ী: সি পি এম
এ বার জয়ী: উমা রানি বাউরি (সিপিএম)

২৪২। কাশীপুর (তফ-উ)
গত বারের জয়ী: সি পি এম
এ বার জয়ী: রবীন্দ্রনাথ হেমব্রম (সিপিএম)

২৪৩। হুড়া
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: সুভাষ মাহাতো (সিপিএম)

বাঁকুড়া

২৪৪। তালডাংরা
গত বারের জয়ী: সি পি এম
এ বার জয়ী: মনোরঞ্জন পাত্র (সিপিএম)

২৪৫। রায়পুর (তফ-উ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: উপেন কিসকু (সিপিএম)

২৪৬। রানিবাঁধ (তফ-উ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: দেবলীনা হেমব্রম (সিপিএম)

২৪৭। ইঁদপুর (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিআই
এ বার জয়ী: ইন্দ্রজিৎ টাঙ্গি (সিপিআই)

২৪৮। ছাতনা
গত বারের জয়ী: আরএসপি
এ বার জয়ী: অনাথবন্ধু মণ্ডল (আরএসপি)

২৪৯। গঙ্গাজলঘাটি (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: অঙ্গদ বাউরি (সিপিএম)

২৫০। বড়জোড়া
গত বারের জয়ী: সি পি এম
এ বার জয়ী: সুস্মিতা বিশ্বাস (সিপিএম)

২৫১। বাঁকুড়া
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: পার্থ দে (সিপিএম)

২৫২। ওন্দা
গত বারের জয়ী: ফব
এ বারের জয়ী: তারাপদ চক্রবর্তী (ফব)

২৫৩। বিষ্ণুপুর
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: স্বপন ঘোষ(সিপিএম)

২৫৪। কোতুলপুর
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: কল্পনা কোলে (সিপিএম)

২৫৫। ইন্দাস (তফ)
গতবারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: মহাদেব পাত্র (সিপিএম)

২৫৬। সোনামুখী (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: নীরেশ বাগদি (সিপিএম)

বর্ধমান

২৫৭। কুলটি
গত বারের জয়ী: ফব
এ বার জয়ী: উজ্জ্বল উপাধ্যায় (তৃণমূল)

২৫৮। বারাবনি
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: দিলীপ সরকার (সিপিএম)

২৫৯। হীরাপুর
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: অমিতাভ মুখোপাধ্যায় (সিপিএম)

২৬০। আসানসোল
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: পি আর মুখোপাধ্যায় (সিপিএম)

২৬১। রানিগঞ্জ
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: হারাধন ঝাঁ (সিপিএম)

২৬২। জামুরিয়া
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: ধীরাজলাল হাজরা (সিপিএম)

২৬৩। উখরা (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: মদন বাউরি (সিপিএম)

২৬৪। দুর্গাপুর-১
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সিপিএম)

২৬৫। দুর্গাপুর-২
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী (সিপিএম)

২৬৬। কাঁকসা (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: সরেশ আঁকুড়ে (সিপিএম)

২৬৭। আউশগ্রাম (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: কার্তিক বাগ (সিপিএম)

২৬৮। ভাতার
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: সৈয়দ মহম্মদ মসিহ (সিপিএম)

২৬৯। গলসি
গত বারের জয়ী: ফব
এ বার জয়ী: মেহবুব মণ্ডল (ফব)

২৭০। বর্ধমান উত্তর
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: প্রদীপ তা (সিপিএম)

২৭১। বর্ধমান দক্ষিণ
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: নিরুপম সেন (সিপিএম)

২৭২। খণ্ডঘোষ (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: প্রশান্ত মাজি (সিপিএম)

২৭৩। রায়না
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: স্বপন সামন্ত (সিপিএম)

২৭৪। জামালপুর (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: সমর হাজরা (মাঃ ফব)

২৭৫। মেমারি
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: সন্ধ্যা ভট্টাচার্য (সিপিএম)

২৭৬। কালনা
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: অঞ্জলি মণ্ডল (সিপিএম)

২৭৭। নাদনঘাট
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: স্বপন দেবনাথ (তৃণমূল)

২৭৮। মন্তেশ্বর
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: মহম্মদ হেদায়েতুল্লা (সিপিএম)

২৭৯। পূর্বস্থলী
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: সুব্রত ভাওয়াল (সিপিএম)

২৮০। কাটোয়া
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (কংগ্রেস)

২৮১। মঙ্গলকোট
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: সাধনা মল্লিক (সিপিএম)

২৮২। কেতুগ্রাম (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: তমালচন্দ্র মাঝি (সিপিএম)

বীরভূম

২৮৩। নানুর (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: জয়দেব হাজরা (সিপিএম)

২৮৪। বোলপুর
গত বারের জয়ী: আরএসপি
এ বার জয়ী: তপন হোড় (আরএসপি)

২৮৫। লাভপুর
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: নবনীতা মুখোপাধ্যায় (সিপিএম)

২৮৬। দুবরাজপুর
গত বারের জয়ী: ফব
এ বার জয়ী: ভক্তিপদ ঘোষ (ফব)

২৮৭। রাজনগর (তফ)
গত বারের জয়ী: ফব
এ বার জয়ী: বিজয় বাগদি (ফব)

২৮৮। সিউড়ি
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: তপন রায় (সিপিএম)

২৮৯। মহম্মদবাজার
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: ধীরেন বাগদি (সিপিএম)

২৯০। ময়ূরেশ্বর (তফ)
গত বারের জয়ী: সিপিএম
এ বার জয়ী: সাধুচরণ বাগদি (সিপিএম)

২৯১। রামপুরহাট
গত বারের জয়ী: তৃণমূল
এ বার জয়ী: আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল)

২৯২। হাঁসন (তফ)
গত বারের জয়ী: কংগ্রেস
এ বার জয়ী: অসিতকুমার মাল (কংগ্রেস)

২৯৩। নলহাটি
গত বারের জয়ী: ফব
এ বার জয়ী: দীপক চট্টোপাধ্যায় (ফব)

২৯৪। মুরারই
গত বারের জয়ী: সি পি এম
এ বার জয়ী: কামরে ইলাহি (সিপিএম)

৮৫ বর্ষ ৫৯ সংখ্যা শুক্রবার ২৮ বৈশাখ ১৪১৩ কলকাতা

উন্নয়ন, উন্নয়ন

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বামফ্রন্ট অ-পূর্ব সংখ্যাগরিষ্ঠতা লইয়া ক্ষমতায় ফিরিয়া আসিল। যেহেতু এই নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ কট্টরতম বিরোধী নেতৃত্বও আনেন নাই, তাই এই নির্বাচনের ফলকে নিঃসন্দেহে মানুষের প্রকৃত রায় বলা চলে। পশ্চিমবঙ্গে এই নির্বাচনে উন্নয়নের প্রশ্নটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য গত পাঁচ বৎসরে উন্নয়নের নির্দিষ্ট পথে চলিয়াছেন। তিনি শুধু মুখে উন্নয়নের কথা বলেন নাই, প্রকৃতই এই রাজ্যে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আসিতেছে, শিল্প বাড়িতেছে, ফলে বাড়িতেছে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও। বিনিয়োগকারীরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাইয়াছেন, বুদ্ধদেববাবুর প্রতি বিশ্বাসই তাঁহাদের এ রাজ্যে বিনিয়োগ করিতে উৎসাহিত করিয়াছে। বুদ্ধদেববাবু তাঁহার দলকেও এই উন্নয়নমুখী রাজনীতির যৌক্তিকতা বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছেন। যে কোনও দেশে, যে কোনও সময়েই উন্নয়নের জন্য কিছু মূল্য দিতে হয়: ইহা উন্নয়নের একটি অনিবার্য চরিত্র। এই রাজ্যও সে নিয়মের ব্যতিক্রম নহে। বুদ্ধদেববাবুর সাফল্য, তিনি এই মূল্যের ভয়ে উন্নয়নের প্রক্রিয়াটিকে অসমাপ্ত রাখেন নাই। এই নির্বাচনের ফল স্পষ্টতই বুঝাইয়া দিল, রাজ্যবাসীও তাঁহার উন্নয়ন নীতি সমর্থন করেন। এই জয় সি পি আই এম-এর দলগত রাজনীতির যতটা, তাহার অধিক সরকারের উন্নয়ন নীতির।

অন্য দিকে, বিরোধী দলগুলির কার্যত অস্তিত্বহীন হইয়া যাওয়ার কারণ বিকল্প উন্নয়ন নীতির অভাব। এ রাজ্যে বিরোধী দলগুলি বামফ্রন্টের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা ভিন্ন অন্য কিছু করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহারা উন্নয়নের ভিন্নতর পথ খুঁজিয়া পায় নাই, ফলে তাহাদের নিজস্ব রাজনীতিও গড়িয়া উঠে নাই। অগত্যা তাহারা সি পি আই এম-এর ত্যাগ করা জুতায় পা গলাইয়াছে, চরম বামপন্থার নীতি আঁকড়াইয়া দুই দশকেরও বেশি পুরাতন বামপন্থী স্লোগান আউড়াইয়া চলিতেছে। রাজ্যবাসী স্বভাবতই এই 'বামপন্থীতর' বিরোধী রাজনীতিকে গ্রহণ করেন নাই। বিরোধী নেতৃত্ব বোঝেন নাই, শুধু স্লোগানে চিঁড়া ভিজিবার দিন গিয়াছে, এখন সাধারণ মানুষ উন্নয়ন দেখিতে চাহেন, যথার্থ উন্নয়নমুখী রাজনীতি ব্যতীত তাঁহাদের মন পাওয়া দুষ্কর। তাহার বিবিধ নিদর্শন এই নির্বাচনে মিলিয়াছে। যথা কলিকাতার ঢাকুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের ফল। কিছু কাল পূর্বে ঢাকুরিয়া লেক সংস্কারের জন্য সংলগ্ন এলাকা হইতে বে-আইনি দখলকারীদের উচ্ছেদের প্রক্রিয়ায় বিধায়ক সৌগত রায় প্রবল প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এমনকী তিনি লেকের জলেও নামিয়া পড়িয়াছিলেন। সেই উচ্ছেদ কিন্তু উন্নয়নের স্বার্থেই হইতেছিল। সৌগতবাবু তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু বিকল্প নীতির কথা বলেন নাই। এই নির্বাচনে তাঁহার পরাজয় ইঙ্গিত দেয়, রাজ্যবাসী আর উন্নয়নের প্রশ্নে সমঝোতায় রাজি নহেন।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের জয় রাজ্যবাসীর আশার বহিঃপ্রকাশ। আশা উন্নয়নের, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির, আশা উন্নততর জীবনের। গত পাঁচ বৎসরে নিরবচ্ছিন্ন ও প্রবল ভাবে প্রচারিত উন্নয়নচিন্তার মাধ্যমে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আপনাকে সেই আশার প্রতীক করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। ফলে, জনসমর্থন তাঁহাদেরই দিকে। দুইটি উদাহরণ। কলিকাতায় বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী ছিলেন মানব মুখোপাধ্যায়, যিনি বামফ্রন্ট সরকারের তথ্য প্রযুক্তি (ও পরিবেশ) মন্ত্রী হিসাবে অন্যতম উন্নয়নবাদী রূপে সুপরিচিত। গত নির্বাচনের তুলনায় এই নির্বাচনে তাঁহার জয়ের ব্যবধান উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়িয়াছে। লক্ষণীয়, বিগত কয়েক বৎসরে বেলেঘাটা অঞ্চলে উন্নয়নের স্বার্থেই উচ্ছেদও হইয়াছে। এই প্রেক্ষিতে মানববাবুর জয় বুঝায়, জনসমর্থন উন্নয়নের পক্ষেই। আবার, মালদহ কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত ছিল। মালদহের এক বিরাট জনগোষ্ঠীর চোখে সদ্য প্রয়াত কংগ্রেস নেতা বরকত গণি খান চৌধুরি ছিলেন আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রতীক। তাঁহার মৃত্যুর পরে বুদ্ধদেববাবু মালদহে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে গণি খানের অসমাপ্ত কার্য তাঁহারা সম্পূর্ণ করিবেন। মালদহে বামফ্রন্ট ভাল ফল করিয়াছে। স্পষ্টত, মালদহের সাধারণ মানুষ উন্নয়নের পক্ষেই রহিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে এখন বুদ্ধদেববাবু সেই উন্নয়নের ভগীরথ হিসাবে বিশ্বাসযোগ্য। মানুষের এই আস্থা অর্জন করা বড় সহজ নহে। বুদ্ধদেববাবু গত পাঁচ বৎসরে সেই আস্থা অর্জনে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু, এই বার তাঁহার দায়িত্ব কঠিনতর। উন্নয়নের প্রক্রিয়া যাহাতে ত্বরান্বিত হয়, তাহা সুনিশ্চিত করিতে হইবে। বুদ্ধদেববাবু রাজ্যবাসীকে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখাইয়াছেন, স্বপ্ন পূরণও তাঁহারই দায়িত্ব।

ANADABAZAR PATRIKA 12 MAY 2006

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে লগ্নি টানতে সমীক্ষা

দেবপ্রিয় সেনগুপ্ত

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ১৫ হাজার কোটি টাকার লগ্নি টানতে বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে দিয়ে সমীক্ষা করাচ্ছে রাজ্য সরকার। কৃষি ও প্রাণী সম্পদ উৎপাদনের সঙ্গে এই শিল্পের সম্ভাবনার সামগ্রিক চিত্র লগ্নিকারীদের সামনে তুলে ধরতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান দফতর সমীক্ষার দায়িত্ব দিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল কনসালট্যান্সি অর্গানাইজেশন (ওয়েবকন)-কে।

আগামী দশ বছরে ওই বিপুল পরিমাণ লগ্নির সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করে রাজ্য। কিন্তু বর্তমানে মোট উৎপাদনের মাত্র ২ শতাংশ শেষ পর্যন্ত প্রক্রিয়াকরণ হয়। ওই পরিমাণ বিনিয়োগ রাজ্যে আনতে হলে সরকারি হিসাবেই প্রক্রিয়াকরণের মাত্রা ১০ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে।

সমীক্ষকরা জানান, কাঁচামালের জোগান, পরিকাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিল্প পরিস্থিতি— এই তিনটি বিষয় সমীক্ষায় গুরুত্ব পাচ্ছে। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ-সহ নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার তথ্য জোগাড় করেছেন তাঁরা। এই শিল্পের প্রযুক্তি ও রফতানি বাজারের বিষয়টিও মাথায় রয়েছে। তিন মাসে সমীক্ষা শেষ হবে বলে ওয়েবকন ডিরেক্টর অসীম মহাপাত্রের আশা।

অন্য দিকে, প্রক্রিয়াকরণে নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করতেও বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি স্তরে উদ্যোগ শুরু হয়েছে। 'মেজর ফ্রুটস' বা 'স্বীকৃত' ফলগুলি ছাড়াও 'মাইনর' অর্থাৎ, এখনও যে সব ফল প্রক্রিয়াজাত হয়নি, সেগুলির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে ওই দফতরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নভেম্বরে জাতীয় আলোচনাচক্রের আয়োজন করছে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল ও উদ্যান পরিচর্যা বিভাগের অধ্যাপক সত্যনারায়ণ ঘোষ বলেন, ডালিম, আঙুর, বেল, কুল, কাঁঠাল, ফলসা, মুসাম্বি, কমলালেবু ইত্যাদি সম্পর্কে প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত তথ্য নেই বললেই চলে। বাণিজ্যিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে প্রক্রিয়াকরণ দফতরের সহযোগিতায় ঝাড়গ্রামে ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রে আঙুর, ডালিম ও মুসাম্বি নিয়ে কাজ চলছে। অন্য রাজ্য থেকে বীজ এনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে কয়েকটি থেকে ভাল জাতের ফলন মিলেছে। গবেষণা ফলপ্রসূ হলে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেও শিল্পোদ্যোগীর ভূমিকা নিতে পারে।

12 MAY 2006

ANANDABAZAR PATRIKA

এগিয়ে চলার জয়

প্রত্যাশা, বিশ্বাস থেকেই বুদ্ধের শরণে বাংলা

দেবাশিস ভট্টাচার্য

পরিস্থিতি অনেকটাই অনুকূল ছিল। দুর্বল বিরোধী পক্ষ, শাসকদের বিরুদ্ধে বলার মতো উপযুক্ত বিষয়ের অভাব, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের গ্রহণযোগ্য ভাবমূর্তি। তবু রেকর্ড ভাঙা হল না। ১৯৮৭-র দাগে পৌঁছতেই পারল না বামফ্রন্ট। ২০০৪-এর লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে আরও খানিকটা এগিয়ে থেকেই শেষ করতে হল ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ইনিংস। যদিও ফলপ্রকাশ শুরু হওয়ার পরে বামফ্রন্টের জয়ের বহর দেখে এক সময় মনে হয়েছিল, তাঁরা হয়তো ছুঁয়ে ফেলতেও পারেন ১৯৮৭-র ২৫১। কিন্তু হল না। লারা-সচিনদের রান অতিক্রম করতে না-পারার এই 'গরিমা' তাই উপভোগ করতেই পারেন দলের ১৯৮৭-র কাণ্ডারীরা, যাঁদের অন্যতম অবশ্যই জ্যোতি বসু।

কিন্তু ২৩৫-এ পৌঁছেও এই জয় অর্থবহ। কারণ এই প্রথম রাজ্যে নির্বাচন নিয়ে কোথাও কোনও বড় অনিয়মের অভিযোগ নেই। এই রায় যে স্বচ্ছ জনমতের প্রকাশ, তা অস্বীকার করতে পারেনি বিরোধী দলগুলিও। আর তাতেই স্পষ্ট হয়ে যায়, এ বার বিধানসভা নির্বাচনের ফল আসলে এক প্রত্যাশা এবং বিশ্বাসের প্রতিফলন। তিনিই পারবেন— এমন এক বিশ্বাসযোগ্যতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বামফ্রন্টকে এই সাফল্য এনে দিয়েছে।

তাঁর পাঁচ বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বে বুদ্ধবাবু যা করেছেন, তা হল সাধারণ লোকের মধ্যে উন্নয়নের পক্ষে এক ইতিবাচক ধারণা তৈরি করা। উন্নয়নের স্লোগান তাঁর দল এবং সরকার এর আগেও বারবার দিয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে মিশে থাকত এক ধরনের সংশয়। এর পিছনে সদিচ্ছা কতটা কাজ করছে, আদৌ তা কতটা কার্যকর হবে, এই সব কিছু নিয়ে প্রশ্ন উঠত নানা মহলে। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে বুদ্ধবাবু তাঁর প্রথম দফাতেই এই ধারণা থেকে সাধারণ মানুষকে বার করে আনতে পেরেছেন। 'বাংলার কিছু হবে না'র বদলে 'আমরা পিছিয়ে থাকব না'র আস্থা ক্রমে বেড়েছে সংস্কারমুখী বুদ্ধদেবকে ঘিরে। মানুষ বিশ্বাস করেছেন, উন্নয়নের স্বার্থে তিনি আন্তরিক। শুধু বামফ্রন্টেরই নয়, একা সি পি এমেরও এ বারের সাফল্যে 'ব্র্যান্ড বুদ্ধ'-এর ভূমিকা এই ভাবেই স্বীকৃত হয়ে গেল।

বামফ্রন্টের নির্বাচনী লেখচিত্র অবশ্য ১৯৯৯-এর লোকসভা থেকেই ঊর্ধ্বমুখী। সে-বার তারা এগিয়েছিল ১৮৯টি বিধানসভা আসনে। ফ্রন্ট ২০০১-এ বুদ্ধবাবুকে সামনে রেখে বিধানসভায় পায় ১৯৯টি আসন। ২০০৪-এর লোকসভায় আরও এগিয়ে বামফ্রন্ট আধিপত্য রাখতে পারে ২২৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে। এ বার বিধানসভায় তা-ও ছাপিয়ে গিয়েছে।

জয়ের ধারা

সাল	আসন
১৯৮৭	২৫১
১৯৯১	২৪৫
১৯৯৬	২০৩
২০০১	১৯৯
২০০৬	২৩৫

এর পিছনে বুদ্ধবাবুর উন্নয়নমুখী ভূমিকা যেমন কাজ করেছে, তেমনই কাজ করেছে বিরোধীদের উন্নয়ন-বিরোধী কাজকর্ম। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদেরও অভিমত, মানুষ উন্নয়নের পক্ষে রায় দিয়েছেন বলেই এ বারের সাফল্য এত অনায়াস। অর্থনীতির শিক্ষক অনুপ সিংহ বলেন, "উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ, আধুনিকীকরণ— এই সব যুগোপযোগী কর্মধারাই বুদ্ধবাবুর উপরে মানুষের আস্থা বাড়াতে সহায়ক হয়েছে। 'ব্র্যান্ড বুদ্ধ' অবশ্যই আছেন। তবে এর পিছনে তাঁর দলের সাংগঠনিক শক্তি এবং সমর্থনও এক অনিবার্য উপকরণ। সেট না-থাকলে বুদ্ধবাবু এত দূর এগোতে পারতেন না। কিন্তু আমরা পিছিয়ে থাকব ন জনমনে এই বিশ্বাস তৈরিতে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বুদ্ধবাবু সফল হয়েছেন বলেই তাঁ প্রতি সমর্থনের পাল্লা এত ভারী হয়েছে।" প্রায় একই সুরে কথা বলেছে ইতিহাসবিদ বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "বুদ্ধবাবু আন্তরিকতা দিয়ে ব অংশের মানুষকে নতুন বাংলার স্বপ্ন দেখাতে পেরেছেন। লোক বিশ্বাস করে তাঁর দেখানো স্বপ্নকে ছোঁয়া যায়, এটা অলীক নয়। দলের সমর্থনও তি পেয়েছেন। দরকারে দলকে রাজি করিয়ে তাঁর পথে এনেছেন। আর যা তাঁর প কাজ করেছে, তা হল, বিকল্পহীন বিরোধী পক্ষ। সেখানে না আছে কোনও তুলনী ব্যক্তি, না কোনও বলার মতো গ্রহণযোগ্য নীতি।"

বস্তুত, সময়ের দাবি মেনে উন্নয়নের পক্ষে বুদ্ধবাবু যতটা আন্তরিক, উন্নয়নে বিরুদ্ধে বিরোধীরা যে ততটাই উৎসাহী, তার এক উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যা ঢাকুরিয়া কেন্দ্রে তৃণমূলের পরাজয়ে। সেখানে গোবিন্দপুরের জবরদখল রে কলোনি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন তৃণমূলের বারবার জেতা বিধায়ক সৌগ রায়। কলোনির বাসিন্দাদের পুনর্বাসন দিয়ে সরিয়ে নিয়েছে সরকার। কলোনি ভোট-ব্যাঙ্ক ভেঙেছে। সৌগতবাবুও হেরে গিয়েছেন এই বার।

পাশাপাশিই তুলনীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায়ের জয়। মন্ত্রী হিসেবে তাঁর কাজের মূল্যায়ন নিয়ে প্রশ্ন আছে অনেক। কিন্তু বুদ্ধবাবুর 'হাই-টেক' স্বপ্নের এক কারিগর হিসেবেই তিনি তাঁর বহু না-পারা অতিক্রম করে এ বারেও জিতে গিয়েছেন কলকাতার বেলেঘাটা থেকে। একই ভাবে প্রয়াত কংগ্রেস নেতা বরকত গনি খান চৌধুরীর উন্নয়নের স্লোগান কার্যত 'হাইজ্যাক' করে বুদ্ধবাবু মালদহে এগিয়ে দিতে পেরেছেন সি পি এম-কে।

তবে এই জয়ের পরে বৃহস্পতিবার প্রথম সাংবাদিক বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার করে দিয়েছেন, শুধু প্রত্যাশার স্বপ্ন দেখানো নয়, এ বার প্রত্যাশা পূরণের কাজ শুরু করার সময়। আগামী দিন তাই কাজ করে দেখানোর, নিজেদের প্রমাণ করার। পরীক্ষা সেখানেও।

হাতে হাত। এগিয়ে যাওয়ার পথে অভিনন্দনে অভিভূত জয়ের কাণ্ডারী। — অশোক মজুমদার

টাটা-সালিমের অভিনন্দন, সঙ্গে কাজের কথাও

প্রসূন আচার্য

বিপুল জয়ের আনন্দে কয়েক হাজার ওয়াটের আলোয় উদ্ভাসিত তাঁর মুখ।

এই জয় শিল্পায়নের জয়। রাজ্যের উন্নয়নের জন্য পুঁজিকে আমন্ত্রণ জানানোই এই মুহূর্তে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। তাঁর বিভিন্ন নীতি নিয়ে দলের মধ্যে বিতর্ককেও তিনি সুস্থ ও স্বাভাবিক বলে মনে করেন। সাংবাদিক বৈঠকে এমনই কথাবার্তার মধ্যে থামতে হল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। তাঁর আপ্ত-সহায়ক কানের কাছে এসে বললেন, "রতন টাটার বার্তা আছে।" হাসিতে ভরে উঠল বুদ্ধবাবুর মুখ। ঐতিহাসিক মুহূর্তে এমন একটা বার্তা— কেবল শুষ্ক অভিনন্দন নয়। শুক্রবার দুপুরেই রতন টাটা তাঁর টাটা মোটরসের এক বড় কর্তাকে পাঠাচ্ছেন মহাকরণে। রাজ্যে ছোট মোটরগাড়ি তৈরির কারখানা স্থাপন নিয়ে কথা বলতে।

এক গাল হেসে বুদ্ধবাবু বললেন, "ভেবেছিলাম, শুক্রবার মহাকরণে যাব না। একেবারে শপথের পরে যাব। কিন্তু এই ব্যাপারে কথা বলতে যেতেই হবে। উপায় নেই!" মুখ্যমন্ত্রীর কথা: "পুঁজি, লগ্নি, বিদেশি পুঁজি— এ-সব নিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে আমার কোনও বড় বিরোধ নেই। হ্যাঁ, রাজ্যের উন্নয়নের জন্য অবশ্যই দেশি পুঁজির মতো বিদেশি লগ্নি চাই। আমরা শুধু খুচরো ব্যবসায় বিদেশি লগ্নিতে আপত্তি করছি। অন্য কিছুতে নয়।" আশপাশের দলীয় কর্মীরা মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছিলেন।

বুদ্ধবাবুর বিপুল জয়ের খবর পেয়ে যাঁদের ফোন এসেছে, তাঁদের মধ্যে আছেন কংগ্রেসের সভানেত্রী সনিয়া গাঁধী এবং প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। রায়বরেলী কেন্দ্রে বিপুল জয়ের জন্য তিনিও পাল্টা অভিনন্দন জানিয়েছেন সনিয়াকে। সর্বোপরি জাকার্তা থেকে সালিম গোষ্ঠীর প্রধান বেনি সান্তোসো তাঁকে ফোন করেছিলেন। বুদ্ধবাবু সালিম-প্রধানকে আশ্বাস দিয়েছেন, যত দ্রুত সম্ভব তিনি পূর্ণাঙ্গ প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করে কাজে হাত দেবেন। অর্থাৎ এই বিপুল জয় সালেম-প্রকল্পকেও তরান্বিত করল।

কেবল বুদ্ধবাবু নয়, সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক তথা বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসুও শিল্পায়নের হাওয়ায় ভাসছেন বললে নিশ্চয় সংবাদমাধ্যমের দফতরে কোনও প্রতিবাদপত্র আসবে না। তখন দুপুর। জয়ের প্রাথমিক আনন্দ সামলে বিমানবাবু 'বিপুল জয়ের বিরাট দায়িত্ব' নিয়ে যেন একটু চিন্তিত। বললেন, "বিরোধীরা তো রইল না। আমাদেরই গঠনমূলক সমালোচকের ভূমিকা নিতে হবে।" বিমানবাবু যখন এ কথা বলছেন, তখন তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছেন এক শিল্পপতি।

আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের দোতলার যে-ঘরে নেতারা প্রায়ই বসে বামফ্রন্টের বৈঠক করেন, সেখানে ফুট চারেক লম্বা তিনটি পুষ্পস্তবক শোভা পাচ্ছিল। একটি বিমানবাবুর নামে, অন্য দু'টি বুদ্ধবাবু ও নিরুপম সেনের নামে। তিনটি স্তবকই দেওয়া হয়েছে ইস্পাত কারখানার পক্ষ থেকে। এটাও আজ আলিমুদ্দিনের বাস্তবতা।

বামফ্রন্টের জয় নিয়ে নেতাদের মনে কোনও আশঙ্কা ছিল না। ২০০-র কোটা পেরিয়ে কত আসন পাবে, তা নিয়েই চিন্তা ছিল। তাই সকাল থেকেই সেক্রেটারিয়েট রুমে টিভি-র পর্দায় বুদ্ধ-বিমান-শ্যামল চক্রবর্তীদের চোখ। দুপুর ১২টা নাগাদ নিশ্চিন্ত হয়ে বুদ্ধবাবু তাঁর জয়ের সার্টিফিকেট আনতে গেলেন। বাইরে কখনও বাজছে তাসা। কখনও চলছে আবির খেলা। কিন্তু সবই কেমন যেন মাপা ছন্দে।

এত দিনে নির্বাচন কমিশন আর পর্যবেক্ষকদের বিরুদ্ধে মনের ক্ষোভ সুদে-আসলে মিটিয়ে বিমানবাবু বললেন, "ওঁদের জন্য দু'মাস ধরে রাজ্যের উন্নয়নের কর্মধারা স্তব্ধ হয়ে ছিল। স্কুলে-কলেজে পড়াশোনা বন্ধ। বিরোধীদের সুবিধার জন্য তাঁরা এ-সব করেছেন কি না জানি না। তবে নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারের ব্যাপারে রাজ্যের হাতে রক্ষাকবচ থাকা উচিত। বিধিসম্মত ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা এই নিয়ে সংসদে আলোচনা করব।"

নির্বাচন পর্বেই হঠাৎ চলে গিয়েছেন দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। আজ যদি তিনি থাকতেন! নেতা-কর্মীদের মধ্যে তা নিয়ে মৃদুস্বরে আলোচনা চলছিল। অনিলবাবুর মেয়ে অজন্তা সকাল থেকেই বুদ্ধ-বিমানের সঙ্গে বসে ছিলেন। কাঁদছিলেনও। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পরে জয়ী সুভাষ চক্রবর্তী অবশেষে বিজয়ীর ভঙ্গিতে আলিমুদ্দিনে এলেন। সঙ্গে স্ত্রী রমলা। গায়ে সাদা জামায় লাল

এর পর আটের পাতায়

● টাটার গাড়ি কারখানা নিয়ে বুদ্ধের বৈঠক আজ...পৃঃ ৫

~~11 MAY 2006~~
12 MAY 2006
TRIKA

THE RED SWEEP: A BREAK-UP

District	2001 LEFT	2001 TMC	2001 CONG	2001 OTHERS	2006 LEFT	2006 TMC	2006 CONG	2006 OTHERS
COOCH BEHAR (9)	9	0 (Trinamul)	0	0	7	1	1	0
JALPAIGURI (12)	11	0	1	0	11	0	1	0
DARJEELING (6)	2	0	0	3	2	0	0	3
N DINAJPUR (7)	3	1	2	1	5	0	2	0
S DINAJPUR (5)	5	0	0	0	5	0	0	0
MALDA (11)	6	0	5	0	7	0	4	0
MURSHIDABAD (19)	11	0	6	2	14	0	3	2
NADIA (15)	10	0	5	0	12	2	1	0
W MIDNAPORE (21)	18	2	1	0	18	0	2	1
E MIDNAPORE (16)	9	7	0	0	13	3	0	0
BANKURA (13)	12	1	0	0	13	0	0	0
BIRBHUM (12)	10	1	1	0	10	1	1	0
BURDWAN (26)	21	4	1	0	23	2	1	0
PURULIA (11)	9	0	1	1	10	0	1	0
HOOGHLY (19)	14	3	2	0	17	2	0	0
HOWRAH (16)	10	5	1	0	14	2	0	0
SOUTH 24-PGNS (28)	12	14	0	2	21	4	1	2
NORTH 24-PGNS (28)	19	8	1	0	24	3	0	0
CALCUTTA (21)	8	11	2	0	9	9	3	0

2006: Election to one seat countermanded

Mamata: chalenge in & out

THE BIG WINNERS
On Judgement Day

BELGACHHIA EAST

***Subhas Chakraborty**, CPM*

Nearest rival: **Sujit Bose,** Trinamul

First feeling: The margin (around 1,700) is not good enough

First thanks to: Mentor Jyoti Basu and late comrade Anil Biswas

Why 2006 was doubly sweet: The EC and the Opposition had tried to make me a scapegoat. I've overcome their joint hurdles

ALIPORE

***Tapas Paul**, Trinamul*

Nearest rival: **Biplab Chatterjee,** CPM

First feeling: I can't express

First thanks to: The people

First talisman: I'm very superstitious and so did the morning puja before leaving home

First task: I need time for the victory to sink in before saying what I'll do

CHOWRINGHEE

***Subrata Bakshi**, Trinamul*

Nearest rival: **Narayan Jain,** CPM

First feeling: Obviously feels good to see people still have faith in Mamata Banerjee

First thanks to: Who else but the people

First task ahead: Whatever I had promised

JORASANKO

***Dinesh Bajaj**, Trinamul*

Nearest rival: **Shyamsundar Gupta,** Forward Bloc

First feeling: Great

First thanks to: My voters

First task: For the next few days, I'm just going to sleep

BOWBAZAR

***Sudip Bandopadhyay**, Cong*

Nearest rival: **Rekha Singh,** CPM

First feeling: Very happy

First regret: The Congress's performance. If Mamata and the Congress had joined hands, there would have been a new chief minister

First task: Ensuring power and water in all slums

BURRABAZAR

***Mohammad Sohrab**, RJD*

Nearest rival: **Tapas Roy,** Trinamul

First feeling: I had put in all my effort and it paid off

First thanks to: The Almighty, party workers and the people

First task: Going around my constituency to thank voters

KHARDAH

***Asim Dasgupta**, CPM*

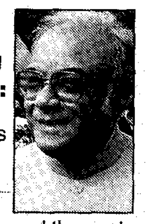

Nearest rival: **Gurupada Biswas,** Cong

First feeling: Overwhelmed by the people's continuous support

First thanks to: The people and the party

First task ahead: To solve some problems

Not in hiding, but in crisis

INDRANIL GHOSH

Calcutta May 11: When it became clear around noon that the Left Front was triggering a landslide, a Congressman thought of finding out what Mamata Banerjee was up to.

He called up his opposite number in Mamata's party.

"They (the CPM) appear to have shrunk her this time," he said. "How has she taken the blow? Tell me if I need to look her up and offer a few words of comfort."

"It's a big blow," came the reply. "But sorry to disappoint you, Didi has neither bolted the door nor gone to her uncle's at Rampurhat to satisfy the CPM. And nor will she turn to you for solace."

It was a riposte to state CPM secretary Biman Bose's dig at Mamata a few days ago that the CPM-led front's performance would be formidable enough to make Mamata flee to her uncle in the Birbhum town, about 270 km from Calcutta.

"*Uni Rampurhat-e mamar bari palaben,*" Bose had said.

Congress and Trinamul insiders, who were privy to several unpublicised developments during the day, said Trinamul functionaries, jolted by the rout, tried to ascertain:

- What the future holds for Mamata and her party
- Whether Mamata, now a large number of legislators short, would be able to keep Trinamul together and blunt a possible challenge to her leadership from within
- Whether Mamata still occupies space in Congress president Sonia Gandhi's mind and
- Whether she would be able to ride out the opposition from two Union ministers, Pranab Mukherjee and Priya Ranjan Das Munshi, and join hands with the Congress to attempt a return to political centre stage.

"We'll have to analyse the reasons for the debacle," Mamata told a news conference.

She had come to know earlier that the split in anti-Left votes between the Congress and Trinamul had swung the scale in favour of the CPM and its partners in at least 50 seats.

Two of her admirers in the Congress, Abdul Mannan and Shankar Singh, who even risked a confrontation with the party brass by advocating an alliance with Trinamul, lost Champdani and Ranaghat West to the CPM.

The not-so-prominent Trinamul candidates whom Mamata had fielded there actually mopped up a sizeable number of anti-Left votes to cause the upsets.

The Trinamul rout has definitely put a question mark on her ability to reinvigorate the party and hold it together through a crisis of survival.

Two incidents summed up the unfolding situation. Minutes after securing a second term, a Trinamul MLA from South 24-Parganas told the party chief's confidants: "I managed my own funds and manpower without any help from Didi. I can say I won on my merit."

A Trinamul MLA from north Calcutta said: "Now we'll have to tell her that Trinamul needs to be run like an organised political party and not to be appended to someone's apron-strings."

IT'S A TEAM GAME: CPM state secretary Biman Bose and chief minister Buddhadeb Bhattacharjee at the party headquarters in Calcutta. Picture by Amit Datta

The comments are indicative of a not-so-certain future for Mamata, whose leadership, according to signals, might come under attack from a large section of the party.

Her aides quoted her as saying that she expected the CPM-Congress relationship to be strengthened at the Centre thanks to the Bengal election outcome. "She said she would watch the course of national politics for the next one year before making any move," another aide added.

Adhir beats Cong at home

OUR CORRESPONDENT

Behrampore, May 11: The Bengal Congress today learnt the hard way that it cannot afford to cold shoulder Adhir Chowdhury on his home turf.

The two Independents fielded by the local MP and Murshidabad Congress president trounced the party's official candidates, Atish Sinha and Mayarani Pal, both sitting MLAs.

Sinha lost in Kandi and Pal in Behrampore.

Sinha, who had not lost Kandi since 1991, was crestfallen in defeat. More so because around noon he and his associates had started celebrations as

in defeat. More so because around noon he and his associates had started celebrations as word spread that he had won by about 3,000 votes. Supporters flocked to the Kandi Rajbari, from where their leader's zamindar ancestors used to control their fief.

Around 12.30 pm, Sinha, the leader of the Congress legislature party, learnt about his defeat. It wasn't a rumour this time. Sinha refused to speak.

In 2001, he had won by nearly 27,000 votes and Pal by a margin of about 30,000.

Although senior Congress leaders like former state chief Somen Mitra had campaigned for Sinha and Pal this time, both ended up third. Pal forfeited her deposit.

Manoj Chakraborty won Behrampore by 25,726 votes. His nearest rival was the RSP's Amal Karmakar. In Kandi, Independent candidate Apurba Sarkar's nearest rival was the CPI's Abdul Hamid.

State Congress president Pranab Mukherjee, who resigned today, admitted that infighting had taken its toll in Murshidabad.

State Congress working president Pradip Bhattacharya admitted that the leadership should have been able to rein in Chowdhury when he put up the Independent candidates against party nominees.

Chowdhury said he fielded candidates of his choice against Sinha and Pal because "they had damaged the organisation in Murshidabad in connivance with a section of state Congress leaders".

Asked if his action amounted to anti-party activity, the MP said: "I helped the Congress by fielding candidates against Atish Sinha and Mayarani Pal, who were stooges of the ruling front."

I TOLD YOU SO: Adhir Chowdhury

HOW THE LEFT STORMED SOUTH

Total seats: 245

2006: Elections countermanded in Bhatpara, North 24-Pgns, following a candidate's death

2001	
Left	163
Trinamul	59
Cong	18
Others	5

2006	
Left	198
Trinamul	28
Cong	13
Others	5

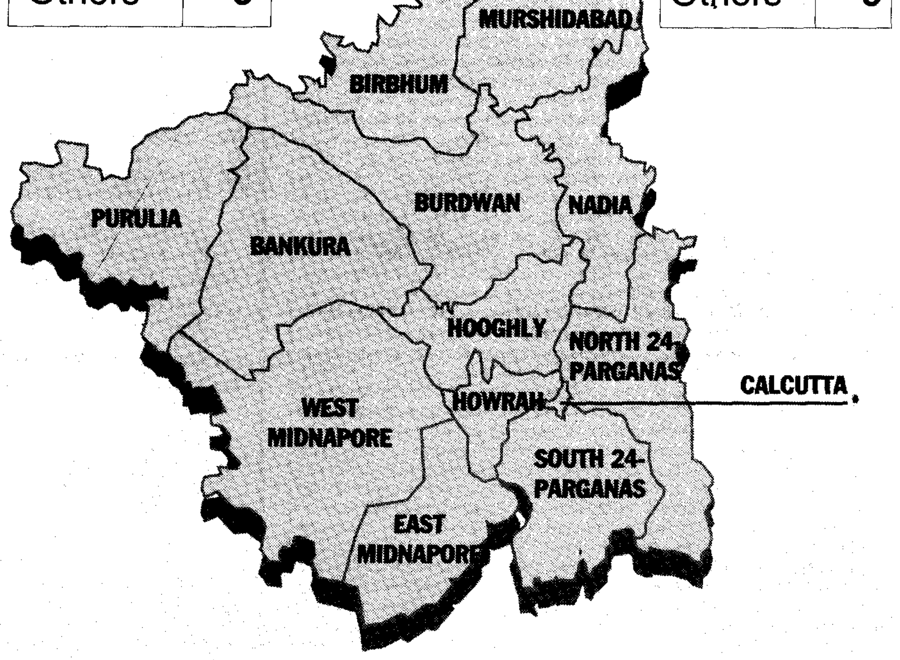

Trinamul tower tilts

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Calcutta, May 11: Even its centre did not quite hold for the Trinamul Congress. The Left sweep of the state hurt Mamata Banerjee most where her strength lay. Not even Calcutta, her fort, was safe any more from the Left onslaught.

The urban voters, in Calcutta and its neighbouring districts, seem to have swung substantially in favour of Buddhadeb Bhattacharjee's pro-development politics.

Mamata's politics came to be increasingly seen as disruptive, populist and anti-development. Ironically, these were once the hallmarks of Left politics in old Bengal.

At a time when an economic resurgence of Bengal coloured politics as well, her attempt to hold on to old-style street politics could not be much of a draw.

Not only the upper and middle classes but also the poor increasingly identified more with Bhattacharjee's promises of better days in their lives.

Mamata missed the changing mood even in her own social constituency.

The tally of the 21 seats in Calcutta tells the story only partially. In 2001, Trinamul secured 11 seats, the Left eight and the Congress two.

This time, Trinamul was down to nine, while the Left improved its score to nine. The Congress, too, added one to its 2001 score.

For all of the nine years of its existence, Trinamul has been a party of south Bengal. Mamata's appeal and influence have been confined primarily to five districts in south Bengal — Calcutta, South 24-Parganas, North 24-Parganas, Nadia and East Midnapore, which together have 143 seats.

Calcutta, of course, remained her area of hope. When she got 11 seats in the city in 2001, the vote share of the Trinamul-Congress alliance rose to nearly 48 per cent, the highest for the Opposition in any district over the past 29 years. That is clearly now the story of the past.

The defeat of the Trinamul candidate, Tapas Roy, at Burrabazar suggests that even traditional anti-Left voters among the non-Bengali communities are moving towards the Left. Obviously, these people are not enamoured of the Left ideology; they now see the Left as business-friendly and more dependable for growth and stability.

Similar sentiments may have caused another Trinamul heavyweight, Paresh Pal, to lose at Manicktala.

Mamata's two main consolations were the victory of Javed Khan at Ballygunge and Subrata Bakshi at Chowringhee.

The Chowringhee victory must have tasted sweeter as her nominee defeated former mayor and her one-time mentor, Subrata Mukherjee, whose defection from Trinamul caused the party's loss of the Calcutta Municipal Corporation in the civic elections last year.

But Calcutta was no isolated story. The Left's near-clean sweep in North 24-Parganas shrunk Trinamul's area of hope.

Although it did somewhat better in South 24-Parganas, the feat did not quite fulfil the promise it had shown in the district in 2001, when it was the only district other than Calcutta where Trinamul was ahead of the Left.

RUBBED DOZEN

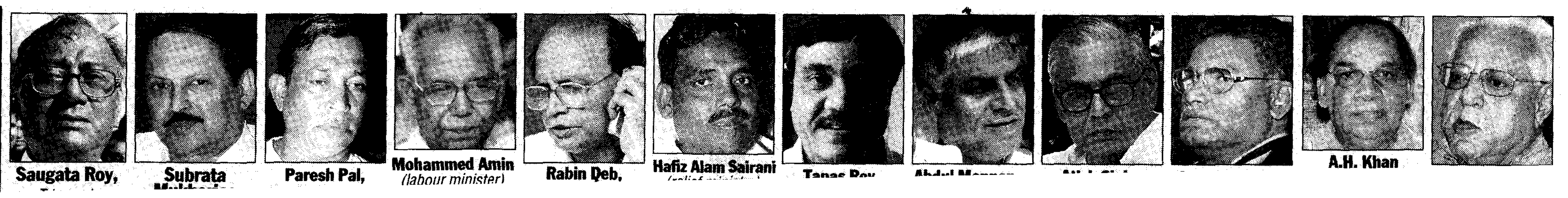

Saugata Roy, | Subrata | Paresh Pal, | Mohammed Amin (labour minister) | Rabin Deb, | Hafiz Alam Sairani | A.H. Khan

কেরলে বাম

তামিলনাড়ুতে করুণা-ঝড়, ত্রিশঙ্কু আসাম ঝুঁকে থাকল কংগ্রেসের দিকে
পন্ডিচেরিতে থাকল কংগ্রেস, রায়বেরিলিতে বিপুল জয় সোনিয়া গান্ধীর

আজকাল

● কলকাতা ● শিলিগুড়ি ● আগরতলা

আজ আজকাল ১২ পাতা

২৮ বৈশাখ ১৪১৩ শুক্রবার ১২ মে ২০০৬ কলকাতা সংস্করণ ২.৫০ টাকা * *

কানে শোনার মেশিন

SIEMENS

SRA-BONI

Ph-25330079, (M) 9830074043

পেপার কাটিং সঙ্গে আনুন

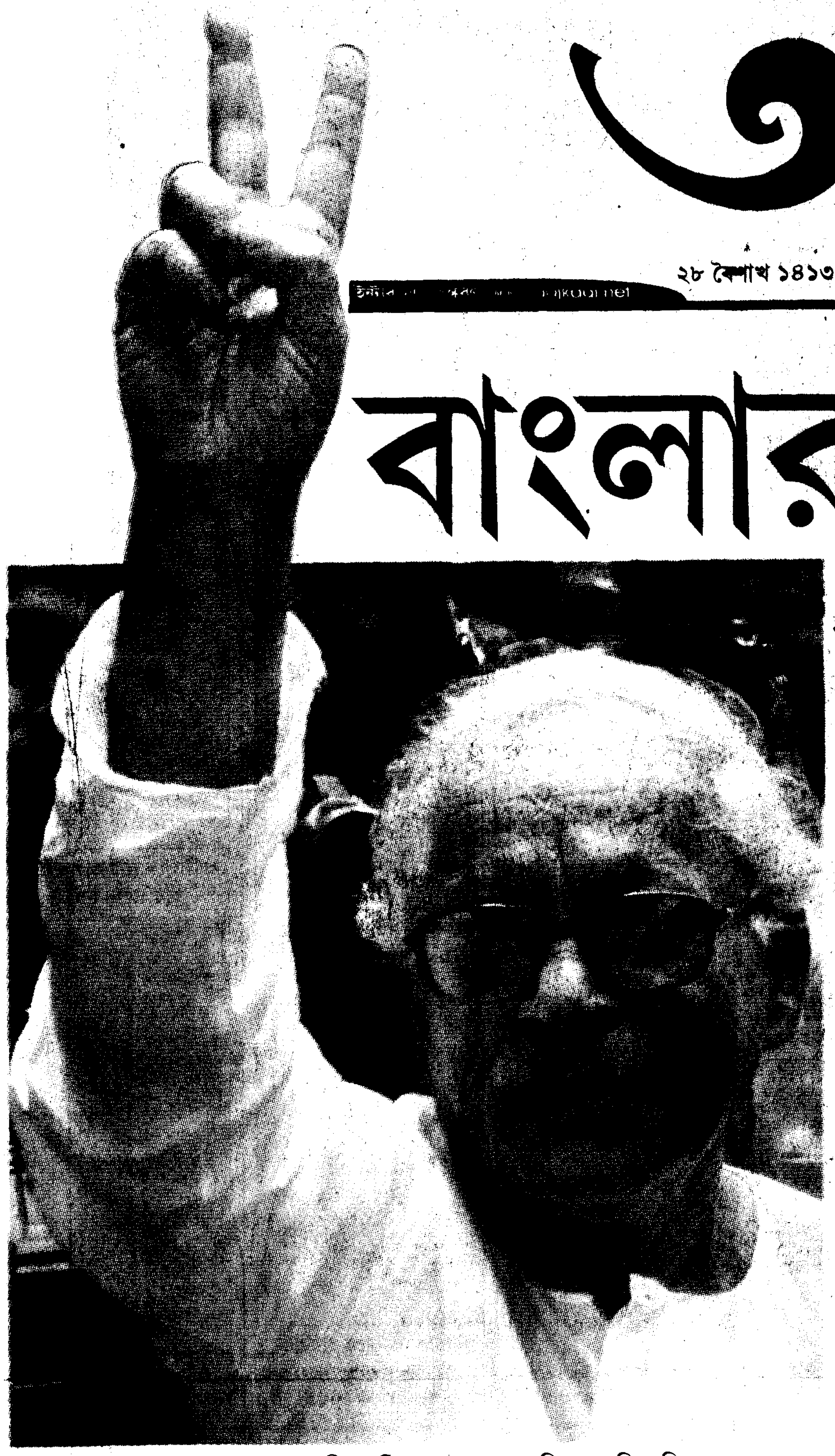

জয়ের পর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। হেস্টিংস হাউসে বৃহস্পতিবার। ছবি: অমিত ধর

বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি

বামফ্রন্ট ২৩৫, সি পি এম ১৭৬

অরুন্ধতী মুখার্জি, বিপ্লব সরকার, সন্দীপ চক্রবর্তী

বামফ্রন্ট সরকারের কাজ, সি পি এমের সংগঠন, ফ্রন্টের ঐক্য— সব মিলিয়ে এবারের নির্বাচনে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল মমতার তৃণমূল। প্রমাণিত হল বাংলার মাটি বামফ্রন্টের দুর্জয় ঘাঁটি। সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার শপথ নেবে ক'দিন পরই। গতবার ১৯৯ আসনে বামফ্রন্টের বিজয়রথ থমকে দাঁড়ায়। এবার বামফ্রন্ট পেয়েছে ২৩৫। আগেরবার সি পি এম একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। তাদের আসনসংখ্যা ছিল ১৪৩। এবার সি পি এম ১৭৬ আসন পেয়ে একাই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ বা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার থেকেও অনেক বেশি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যাদবপুর কেন্দ্র থেকে জিতেছেন ৫৮,১৬৯ ভোটের ব্যবধানে। তবে রাজ্যে সবথেকে বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের নান্টু পালকে ৭৪,৯৭১ ভোটে হারিয়েছেন। সবথেকে কম ভোটে জিতেছেন হরিহরপাড়ায় সি পি এমের ইনসার আলি বিশ্বাস। মাত্র ৯৭ ভোটে। এবারে বামফ্রন্টের বিপুল বিজয়ের মধ্যে তিন মন্ত্রী হারলেন— শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিন, ত্রাণমন্ত্রী হাফিজ আলম সাইরানি, পরিষদীয় মন্ত্রী প্রবোধ সিনহা। এছাড়া হেরেছেন বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক রবীন দেব। এবার এ রাজ্যে বামফ্রন্টের জয় নির্বাচন কমিশনকে একেবারে লিলিপুট বানিয়ে ছেড়েছে। ভোটাররা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, গণতন্ত্রে নির্বাচন কমিশন নয়, শেষ কথা জনগণ। রাজ্যে এসে 'কঠিন হাতে' হাল ধরার নামে কমিশন আসলে 'সি পি এম বিরোধী' ভূমিকাই নেয়। কিন্তু এই নির্বাচন প্রমাণ করে দিল রিগিং নয়, বামফ্রন্ট এখানে জনসমর্থনের ভিত্তিতেই এযাবৎ ভোটে জিতে এসেছে। সুভাষ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন যতই বিরূপ মন্তব্য করুক ও কড়া ব্যবস্থা নিক, তিনি পূর্ব বেলগাছিয়া থেকে জিতে গেলেন।

আসন সংখ্যার বিচারে এবার কংগ্রেস পেয়েছে ২১। গতবার ছিল ২৬। তৃণমূল ছিল ৬০। কমে হল ২৯। দু'টি বিরোধী দলেরই আসন কমেছে। তৃণমূলের আসন ৫০ শতাংশেরও বেশি কমেছে। তবুও তারা রাজনৈতিক শক্তিতে এ রাজ্যে দ্বিতীয়ই রয়ে গেল। অন্যান্য দল মিলিতভাবে পেয়েছে ৮। এর মধ্যে রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং আসনে বিজয়ী জি এন এল এফ-এর তিন প্রার্থী। এস ইউ সি আই জিতেছে জয়নগর ও কুলতলিতে। ঝাড়খণ্ড পার্টির (নরেন গোষ্ঠী) হয়ে বিনপুর থেকে বিজয়ী হয়েছেন চুনীবালা হাঁসদা। বাকি দু'টি মুর্শিদাবাদ জেলায় পেয়েছে অধীর গোষ্ঠী। কান্দিতে অধীর গোষ্ঠীর অপূর্ব সরকার অতীশ সিনহাকে হারিয়েছেন। বহরমপুরে কংগ্রেসের মায়ারানী পালকে অধীর গোষ্ঠীর মনোজ চক্রবর্তী হারিয়েছেন। এই দু'টি আসনে নিজের প্রার্থীদের জিতিয়ে অধীর চৌধুরি মুর্শিদাবাদে নিজের প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করলেন। এবার বামফ্রন্টের ২৩৫ আসনের মধ্যে সি পি এম পেয়েছে ১৭৬ ফরওয়ার্ড ব্লক ২৩, আর এস পি ২০, সি পি আই ৮, সোশালিস্ট পার্টি ৪, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক ২, লালুপ্রসাদের আর জে ডি ১, ডেমোক্রেটিক সোশালিস্ট পার্টি ১। এবারই প্রথম লালুর আর জে ডি এ রাজ্যে কোনও আসন পেল। বড়বাজার কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী তাপস রায়কে হারিয়েছেন মহম্মদ সোহরাব ৭৬৭ ভোটে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজ্যের ভোটগণনা কেন্দ্রগুলির সামনে ভিড় ছিল। আটটায় ভোটগণনা শুরু হয়। বুথ অনুযায়ী গণনা হয়। যন্ত্রে ভোট বলে দুপুরের মধ্যেই বোঝা যায় বামফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়ী হতে চলেছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে না হতেই রাস্তায় লাল আবিরের খেলা শুরু হয়ে যায়। কত না স্লোগান। কোথাও নির্বাচনের প্রচারে কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্ন দিয়ে যে সব টুপি, টি-শার্ট আর শাড়ি ছাপানো হয়েছিল, সেই সব পরে মিছিল বেরিয়েছিল রাস্তায় রাস্তায়। আর এই গ্রীষ্মে এমন লাল আবির উড়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন বসন্তে উড়েছে ফাগ। সেই সঙ্গে স্লোগান: বর্ধমানে জিতল কে? বামফ্রন্ট আবার কে? হুগলিতে জিতল কে? ...। হাওড়ায় জিতল কে? ...। এরকমভাবে আবিরে আর স্লোগানে বৃহস্পতিবারের রাস্তা এলো দিন লাল টুকটুকে দিন। সেই লাল টুকটুকে দিন ... শুরুটা হয়েছিল ১০টা ২৬ মিনিটে। তখন ঘোষণা হল: বীরভূমের রাজনগর কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হয়েছেন ফরওয়ার্ড ... [illegible]

সব আসনে বামফ্রন্ট হেরেছিল কিন্তু এবার জিতেছে, তার মধ্যে রয়েছে: মানিকতলা, ঢাকুরিয়া, বড়বাজার, চাঁপদানি, চন্দননগর, দাসপুর, নন্দনপুর, পাঁশকুড়া পূর্ব, মহিষাদল, তমলুক, কাঁথি উত্তর, বেহালা পূর্ব, কুলপি, কাকদ্বীপ, সাগর, ফলতা, ইসলামপুর, কালিয়াগঞ্জ, হরিশ্চন্দ্রপুর, ঔরঙ্গাবাদ, বরাবনী, হীরাপুর, আসানসোল, হরিহরপাড়া, রেজিনগর, কৃষ্ণনগর পূর্ব, রানাঘাট পশ্চিম, রাজারহাট, বাদুড়িয়া। সন্ধে ৬টা পর্যন্ত পাওয়া খবরে ২৯টি কেন্দ্র

এরপর ৭ পাতায়

আসন ঘোষিত: ২৯৩

[illegible]	২৩৫
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
অন্যান্য	৫
মোট	২৯৩

অন্যান্য

জি এন এল এফ	৩
এস ইউ সি	২
মোট	৫

বামফ্রন্ট ২৩৫, সি পি এম ১৭৬

১ পাতার পর

বামফ্রন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে, গতবার জিতেছিল কিন্তু এবার হারল, এরকম উল্লেখযোগ্য আসনের মধ্যে রয়েছে বালিগঞ্জ, গার্ডেনরিচ, গোয়ালপোখর, এগরা, বেলগাছিয়া পশ্চিম, ইংলিশবাজার, কুলটি, বাগদা, বনগাঁ। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছাড়া উল্লেখযোগ্য জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে আছেন অর্থমন্ত্রী ড. অসীম দাশগুপ্ত, শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন, পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী, আবাসনমন্ত্রী গৌতম দেব, সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি, ক্ষিতি গোস্বামী, কারামন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি, পূর্তমন্ত্রী অমর চৌধুরি, মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ, বুলা চৌধুরি, তমালিকা পণ্ডা শেঠ, তৃণমূলের শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, জাভেদ খান, কংগ্রেসের সোমেন মিত্র, দীপা দাসমুন্সি, মানস ভুঁইয়া, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গতবার বামফ্রন্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১২টি আসন পায়। ১৪টি পায় তৃণমূল। ২টি এস ইউ সি। গতবার ঠিক ভোটের আগে সি পি এমের সে সময়ের জেলা সম্পাদক সমীর পুততুণ্ড এবং সৈফুদ্দিন চৌধুরি দল থেকে বেরিয়ে নতুন দল গড়েন— পি ডি এস। এই দল গড়ার ফলে তখনকার মতো সি পি এমের কিছুটা ক্ষতি হয়। প্রচারের সময়ে জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর মতো নেতারা বলেন, এবার আমরা ভাল ফল করব। আমাদের সংগঠন আবার শক্তিশালী করে নিয়েছি। এবার সি পি এম একাই পেয়েছে ১৯। এছাড়া আর এস পি ২। বামফ্রন্ট ২১। মোট ২৮টি আসনে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যাদবপুরের ভোটারদের কাছ থেকে পেয়েছেন ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৮৩৭ ভোট। তৃণমূলের দীপক ঘোষ পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৭৬০। কংগ্রেসের ওমপ্রকাশ পান মাত্র ৭ হাজার ৯৯২। এই সংখ্যা পোস্টাল ব্যালট গোনার আগে। গার্ডেনরিচে সি পি এমের মহম্মদ আমিন পান ৩৬ হাজার ৬৮৩। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের আবদুল খালেক মোল্লা পান ৪৫ হাজার ৫৫৭। ব্যবধান ৮, ৭৭৪। গোয়ালপোখরে কংগ্রেসের দীপা দাসমুন্সি পান ৬৭,৭৮৪, ফরওয়ার্ড ব্লকের হাফিজ আলম সাইরানি পান ৫৫,৪৭৪। ব্যবধান ৮,৩১০। মেদিনীপুরে পরিষদীয় মন্ত্রী প্রবোধ সিন্‌হা পান ৬৬,১৯৬। তৃণমূলের শিশির অধিকারী পেয়েছেন ৬৭,৭৮৬। ব্যবধান ১,৫৯০। বালিগঞ্জে রবীন দেব পেয়েছেন ৫৩,২৪২, তৃণমূলের জাভেদ খান পান ৫৯,৬৬৬। ব্যবধান ৬,৪২৪। কলকাতার মোট ২১টি আসনের মধ্যে গতবার তৃণমূল ১১টি পেয়েছিল। আর বামফ্রন্ট পেয়েছিল ৮টি। কংগ্রেস ২টি। এবার কলকাতায় বামফ্রন্ট পেয়েছে ৯টি, তৃণমূল ৯টি ও কংগ্রেস ৩টি পেয়েছে। সুতরাং, শহরে বামফ্রন্টের জনপ্রিয়তা কমেনি। বরং বলা যায়, খুব সামান্য হলেও বেড়েছে। আর তৃণমূলের জনপ্রিয়তা খুব অল্প হলেও কমেছে। দেখা যাক, শিল্পাঞ্চলের ভোটের ফল কেমন হয়েছে। গতবার বর্ধমানের ২৬টি আসনের মধ্যে ২১টি পায় বামফ্রন্ট, ৪টি তৃণমূল, ১টি কংগ্রেস। হাওড়ায় ২০০১ সালে ১৬টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট পায় ১০টি, ৫টি তৃণমূল, ১টি কংগ্রেস। হাওড়ায় তৃণমূলের ফল খারাপ হয়েছে। ৫-এর জায়গায় এবার তারা জিতেছে ২টি আসন। বাকি তিনটি আসনের দু'টি ছিনিয়ে নিয়েছে সি পি এম, ১টি ফরওয়ার্ড ব্লক। মধ্য হাওড়ার তৃণমূলের দীর্ঘদিনের বিধায়ক অম্বিকা ব্যানার্জি হেরে গেলেন সি পি এমের অরূপ রায়ের কাছে। জগৎবল্লভপুরে তৃণমূল প্রার্থী হেরে গেলেন সি পি এমের বিপ্লব মজুমদারের কাছে ১১,৪০৯ ভোটে। জেলার উল্লেখযোগ্য পরাজয় শিবপুর কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী জটু লাহিড়ির। তিনি দীর্ঘদিনের বিধায়ক ছিলেন। এ কেন্দ্রে জিতলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী ড. জগন্নাথ ভট্টাচার্য। ব্যবধান ৯,৫৫৯। কংগ্রেসের এখানে একটি আসন ছিল কল্যাণপুর। তাদের সচেতক অসিত মিত্র হেরে গেছেন সি পি এমের রবীন্দ্রনাথ মিত্রর কাছে। বর্ধমানের সেই লাল দুর্গ আজও দুর্গ হিসেবেই রইল। মোট ২৬টির মধ্যে ২৩টিতে বামফ্রন্ট প্রার্থীরা জিতলেন। মাওবাদী এলাকা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর নিয়ে চিন্তিত ছিল নির্বাচন কমিশন। ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। ভোটের সময়ে এই তিন জেলায় কোনও গণ্ডগোল হয়নি। পুরুলিয়ায় বামফ্রন্ট পায় ৯টি আসন আর কংগ্রেস পায় ১টি আসন। এবার জয়পুর আসনটি কংগ্রেসের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক। বান্দোয়ানে প্রত্যাশামতো জিতেছে সি পি এম। মোট ১১টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট ১০টি আসন পেল। বাঁকুড়ায় প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ দে আবার জিতেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন তৃণমূলের কাশীনাথ মিত্র। পার্থ দে জিতেছেন ১৮,৫০০ ভোটে। এর ফলে বাঁকুড়া জেলা বিরোধীশূন্য হল। ১১টি আসনের সব ক'টিতেই বামফ্রন্ট জিতল। পশ্চিম মেদিনীপুরে বড় ধরনের ধাক্কা খেল তৃণমূল। এই জেলায় তৃণমূল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। দাসপুর ও নন্দনপুর আসনটি তাদের হাতছাড়া হল। নন্দনপুরে জিতলেন সাঁতারু বুলা চৌধুরি। সি পি এমের। দাসপুরে জিতলেন সি পি এমের সুনীল অধিকারী। কেশপুরে সি পি এম প্রার্থী ৬৬,০০০-এর বেশি ভোটে জিতেছেন। গড়বেতা পূর্বে সুশান্ত ঘোষ জিতেছেন ৬১,৪৩৪ ভোটে। সুতরাং মাওবাদীরা ওই সব জেলায় ভোটারদের ওপর বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেনি। কমাতে পারেনি সি পি এমের প্রভাব। ঝাড়গ্রাম মহকুমায় সি পি এমের নতুন দুটি মুখ। গোপীবল্লভপুরে জিতলেন বিশিষ্ট আইনজীবী রবিলাল মৈত্র। ঝাড়গ্রাম আসনে বিজয়ী হলেন অমর বসু। বিনপুর বিধানসভা সি পি এমের হাতছাড়া হয়েছে। এখানে জিতলেন কংগ্রেসের জোটসঙ্গী ঝাড়খণ্ডের চুনিবালা হাঁসদা। তিনি হারালেন শম্ভু মান্ডিকে। উত্তরবঙ্গে আসন বাড়ল বামফ্রন্টের। এ কথা বিচার করলে বোঝা যাবে কেবল পাহাড় ছাড়া দক্ষিণ থেকে উত্তরে, সাগরে— সর্বত্র বামফ্রন্ট জিতেছে। তুলেছে তাদের পতাকা। ৪৯ আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট পেয়েছে ৩৭। কংগ্রেস ৮, তৃণমূল মাত্র ১। ফলে তৃণমূলকে সেই দক্ষিণবঙ্গের রাজনৈতিক দল হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকতে হল। তৃণমূল নিজেকে প্রসারিত করতে পারল না। যদিও এবার মমতা উত্তরবঙ্গে ব্যাপকভাবে সফর করেন। তবু গতবারও তাঁর একটি আসন ছিল উত্তরবঙ্গে। এবারও তাই রইল। উত্তরবঙ্গে বামফ্রন্ট বিরোধীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে ছ'টি আসন, খুইয়েছে অন্য পাঁচটি আসন। ফলে লাভ একটি আসন। সব থেকে উল্লেখযোগ্য গনি খানের ভাই আবু হাসেম খান চৌধুরি কালিয়াচক থেকে লড়াই করে জিততে পারলেন না। গনি ফ্যাক্টর তাঁর ক্ষেত্রে কাজ না করলেও গনি খানের বোন রুবি নুর জিতলেন। ইংলিশবাজারে জিতলেন দলছুট তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দু চৌধুরি। ভোটের কিছুদিন আগে তিনি তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। হরিশ্চন্দ্রপুর হাতছাড়া হল কংগ্রেসের। প্রত্যাশা অনুযায়ী রতুয়া থেকে জিতলেন মন্ত্রী শৈলেন সরকার। উত্তর দিনাজপুরে বাম ঝড়ে উড়ে গেল কংগ্রেস ও তৃণমূল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির তালুক কালিয়াগঞ্জ জিতল সি পি এম। চোপড়ায় হেরেছে কংগ্রেস। ইসলামপুরে তৃণমূল। দুটি আসনেই জিতেছে সি পি এম। তবে গোয়ালপোখরে ত্রাণমন্ত্রী হাফিজ আলম সাইরানি হারলেন প্রিয়রঞ্জনের স্ত্রী দীপার কাছে। খুব কম ভোটে জিতলেন মন্ত্রী শ্রীকুমার মুখার্জি। ইটাহারে। দক্ষিণ দিনাজপুরে অটুট বাম দুর্গ। গতবারের তুলনায় বেশি ভোটে জিতেছেন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি ও প্রাক্তন মন্ত্রী নারায়ণ বিশ্বাস। জলপাইগুড়ির কালচিনি আসনটি ছিনিয়ে নিল আর এস পি-র প্রাক্তন মন্ত্রী মনোহর তিরকে। কিন্তু জলপাইগুড়ি আসনটি ফরওয়ার্ড ব্লকের হাতছাড়া হল কারণ জিতলেন কংগ্রেসের দেবপ্রসাদ রায় (মিঠু)। কোচবিহারের দিনহাটা সব থেকে চমকপ্রদ হারের খবর দিয়েছে। নেতা কমল গুহর রাজনীতি জড়িয়ে আছে কোচবিহারকে ঘিরে। তাঁরই ছেলে উদয়ন এবার দিনহাটায় দাঁড়ান। তিনি হেরেছেন। পাশে সিতাই কেন্দ্রটিও ফরওয়ার্ড ব্লকের হাতছাড়া হল। ফলে দুটি কেন্দ্রই ফরওয়ার্ড ব্লক হারাল। গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের এলাকা বলে পরিচিত এই জায়গা। তুফানগঞ্জ থেকে জিতলেন অলকা বর্মন। এই জেলার একমাত্র জয়ী মহিলা। উত্তরবঙ্গের মতো দক্ষিণবঙ্গেও বামেরা বেশ কিছু আসন ছিনিয়ে নিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নদীয়া জেলার রানাঘাট পশ্চিমে পরাজিত হলেন কংগ্রেসের শঙ্কর সিং। কৃষ্ণনগর পূর্বে শিবদাস ব্যানার্জি এবার দাঁড়ান কংগ্রেসের টিকিটে। তিনি তৃণমূল-ছুট হয়ে তৃতীয় স্থানে। এখানে জিতেছেন সি পি এমের সুবিনয় ঘোষ। রানাঘাট পূর্বে প্রাক্তন পুলিস অফিসার দেবেন বিশ্বাস সি পি এমের হয়ে দাঁড়িয়ে হারিয়েছেন কংগ্রেসের নীলিমা নাগ (মল্লিক)-কে। উত্তর ২৪ পরগনায় বামবিরোধী শক্তি প্রায় মুছে যাওয়ার মুখে। জেলায় ২৭টি আসনের মধ্যে ২৪টি বামেদের দখলে। তৃণমূলের ৮ আসন কমে হল মাত্র ৩। জেলায় উল্লেখযোগ্য জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে আছেন খড়দায় অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত। তিনি বিপুল ভোটে জিতেছেন। বি জে পি-র মহাদেব বসাককে তিনি ৪২,৩০৫ ভোটে হারান। গতবারের ব্যবধান ছিল ২৩,৭৪৪। এবার ব্যবধান দ্বিগুণের কাছে গেল। অসীম দাশগুপ্ত পেলেন ১,০২,৯৯৫। কামারহাটিতে প্রত্যাশামতো জিতেছেন সি পি এমের মানস মুখার্জি। তাঁরও ব্যবধান বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। এবার তিনি জিতেছেন ৩০,৬৮৬ ভোটের ব্যবধানে। বরানগরে জিতলেন পূর্তমন্ত্রী অমর চৌধুরি। বেলগাছিয়া পূর্বে সুভাষ চক্রবর্তী জিতবেন না হারবেন তা নিয়ে দোলাচলে ছিল বাম মহল। কিন্তু তিনি জিতলেন। হাসনাবাদে জিতলেন আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেব। ১৬,৩৪১ ভোটে। এর আগের বারের তুলনায় তিন গুণ ভোটে তিনি বিজয়ী হলেন। আমডাঙায় এর আগের বার হাসিম আবদুল হালিম জিতেছিলেন মাত্র ৬৪ ভোটে। কিন্তু এবার নতুন প্রার্থী সি পি এমের আবদুস সাত্তার জিতলেন ৮,৯০০ ভোটে। সি পি এম তৃণমূলের কাছ থেকে কেড়ে নিল মর্যাদার আসন— দমদম। সি পি এমের রেখা গোস্বামী হারালেন তৃণমূলের উদয়ন নাম্বুদিরিপাদকে। তিনি আগে সাংবাদিক ছিলেন। পানিহাটি কেন্দ্রটিও সি পি এম ছিনিয়ে নিল। জিতলেন গোপাল ভট্টাচার্য। নোয়াপাড়ায় হারলেন তৃণমূলের মঞ্জু বসু। বাদুড়িয়াতে প্রবীণ কংগ্রেস বিধায়ক আবদুল গফফর মাত্র ১৬৭ ভোটে সি পি এমের মহম্মদ সেলিমের কাছে হেরে গেলেন। হাবড়া কেন্দ্রটি সি পি এম তৃণমূলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এখানে জিতলেন প্রণব ভট্টাচার্য। ব্যবধান ২৭,৭০৫। তবে বামেদের দুটি আসন কেড়ে নিল তৃণমূল— বাগদা ও বনগাঁ। ফরওয়ার্ড ব্লক ও সি পি এমের কাছ থেকে আসন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরে মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি প্রত্যাশামতো জিতেছেন। ক্যানিং পূর্বে জিতেছেন ভূমিসংস্কার মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা।

BENGAL DECIDES

235

In a House of 294

LF TALLY

176

CPI(M) now has a majority on its own

29

Trinamool's ties with BJP bombed

21

Is the party over for the Congress? So it seems, with PCC chief Pranab Mukherjee quitting

LAUGHING BUDDHA

ASHOK NATH DEY/HT

BEYOND BENGAL

RAE BARELI

Sonia	1
Opposition	0

Won by **4 lakh** votes

KERALA

Seats	**140**
LDF	98
UDF	42

Change of regime: Trend of alternate governance continues

PONDICHERRY

Seats	**30**
Congress+	20
AIADMK+	7
Others	3

Congress owes its tally to allies, will form coalition government

TAMIL NADU

Seats	**234**
DMK+	163
AIADMK+	68
Others	3

Exit Jayalalithaa, enter Karunanidhi with a coalition govt

ASSAM

Seats	**126**
Results	125
Congress	52
AGP	24
Others	49

Hung Assembly, Cong looks for partners

See Pages 2&3

It was a vote for the CM's liberal industrial policy

ALOKE Banerjee
Kolkata, May 11

YES, LAUGHING. Anybody with a second term in office and 235 MLAs in a House of 294 would have laughed his head off.

But aside from that, what specific message does it have for the architect of this landslide win?

"It is a clear mandate for industrialisation," a beaming Buddhadeb Bhattacharjee said shortly after the results became official.

"Ratan Tata called to congratulate me and proposed huge investments. Benny Santoso (of the Salim Group) too called me. Frankly, I hadn't expected such a huge victory. Now we must implement our policies, faster," he said.

Is it also a mandate for reforms? "Sure," he stressed. For his ideas of development? "By all means," the chief minister said with a broad smile.

Top CPI(M) and Front leaders concurred that the huge margin was an endorsement of the CM's reform and liberalisation drive. Small wonder, even on TV, the party's hardliners looked suitably deflated as news poured in and landslide became avalanche.

Even Biman Bose, not exactly known for pro-reform sympathies, agreed that people had "voted in favour of the government's policies."

"We were expecting better results mainly in the cities because of the government's focus on industrialisation and urbanisation. But we have fared equally well in rural areas. The mandate is overwhelmingly in favour of the government's policies," a CPI(M) state secretariat member said.

Strong in rural Bengal ever since it pushed through land reforms, the Left, at least a section, had misgivings that its support base could shift towards the cities at the cost of its rural support base. The Left had begun to strengthen its hold on the cities since the last municipal polls. The huge win in the state polls this time has come as confirmation to the Left Front that the chief minister's pet package of IT, FDI and industrialisation has not alienated villagers.

CPI(M) insiders said from now on the CM would share more time with Biman Bose on party work. "He will come to the party office in the evening, at least four times a week, to assist Bimanda," a state secretariat member said. The fine print was clear. From now on, the chief minister would press ahead with his policies and brook no dissent in the party.

The CPI(M)'s Front partners virtually admitted that they would have to forget their opposition to FDI even of the Salim kind. "The CPI(M) has gone past the majority mark by itself. Now it will care little for our protests. Buddha will be all powerful in his party because he can cite this win as endorsement of his policies," a senior CPI leader said.

The CM indicated that he would carry forward his policy initiatives but would also go the extra mile to convince hardliners of the prudence of his line of governance and try to avoid needless animosity.

"In any party, which is alive, debates are natural, in fact, healthy. The same goes with the Front as well. I will try to operate on the basis of consensus. Opinions can vary. I will have to take all of them into confidence," the chief minister said.

What else had the victory done? Blown a few old myths, including one that the Left always rigged elections. "These are baseless charges. I don't know why the EC ordered a five-phase poll in the state," Jyoti Basu said. "Now such allegations (of rigging) should stop once and for all," said Biman Bose.

Another myth was Mamata Banerjee's mass appeal. "It's good that she has finally accepted defeat and has thanked the people for their verdict," Biman said tongue firmly in cheek.

The Left leaders also lashed out at the EC and said its measures for Bengal were discriminatory.

"We will seek a legislation in the current session of Parliament to make sure that the EC can't take such whimsical steps in future. It should be found out whether the five-phase poll had been ordered to help the Opposition which did not have a sufficient number of campaigners," Biman said. The Front is particularly pleased that the EC's much-vaunted Bihar model had made no impact on its vote share.

The Left also has other reasons to celebrate. At least four of its first-time candidates — Sudarsan Ray Chaudhuri, Bula Chowdhury, Anjan Bera and Abdus Sattar — have won.

Its only regret is that the result in Kolkata has been less spectacular. Manicktala, Dhakuria, Burrabazar and Behala East have voted for the Left. But in Ballygunge, its chief whip Rabin Deb has lost to Javed Khan of the Trinamool.

HOW THEY SHARED THE VOTE PIE

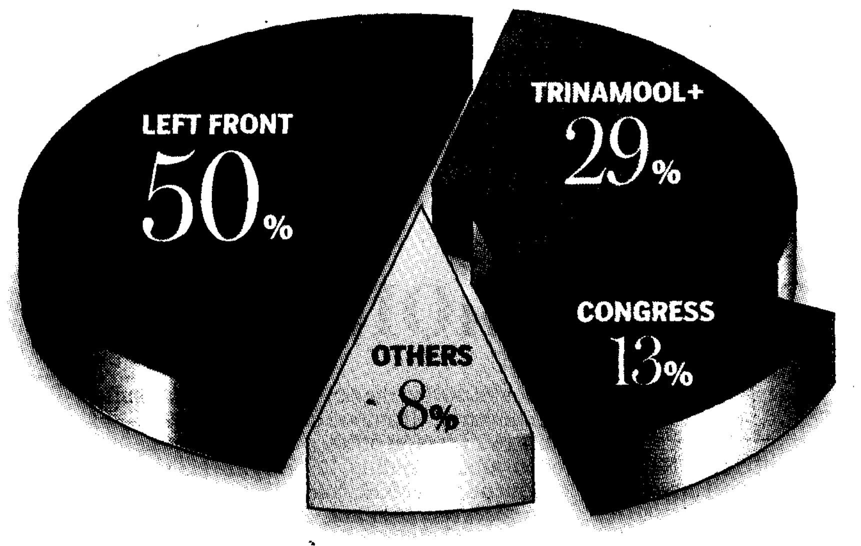

SULKING DIDI

Faced with the prospect of going into political wilderness, Mamata now blames the media for her party's rout

ARINDAM Sarkar
Kolkata, May 11

AFTER THE rout, the post-mortem. And for once Mamata Bannerjee is open to one. But even without autopsies it's not difficult to see what did her in.

If this election is a snub to her brand of politics and virtual decimation of the Trinamool, it began more than five years ago when a soft-spoken, no-nonsense man in *dhoti-kurta* took over from Jyoti Basu with a firm stress on governance and a quiet resolve to forget all disruptive forms of agitational politics. It mattered that he brought charm and a gentle persuasiveness to the task. The lady of Harish Chatterjee Street refused to see that she was fast losing relevance.

Bengal refused to be governed by a party that had no apparent discipline, no defined organisation and no answer to the Left's issue-specific policies.

In hindsight, it seems Mamata hadn't learnt from her past mistakes. The same factors that led to her defeat in

the 2001 polls have now brought her party perilously close to extinction. Last time, she went to the polls with no proper organisation in the districts; she picked candidates who had no following in their constituencies; and worse, the leaders who were given charge of the districts seldom visited their assigned areas. But more importantly, Mamata encouraged factionalism in the party to retain her hold — despite having no election machinery.

The same factors were at work this time. "When things go wrong it is easy to apportion blame. But I agree we need to change our style and take a long hard look at ourselves to find out what went wrong," she said.

In 2001, the Trinamool won 60 seats. This time, it has managed only 29.

In South Bengal, once considered a Trinamool bastion, the party has won only 19 of the more than 175 seats. It has done equally badly in North 24-Parganas, South 24-Parganas, Bankura, Hooghly, the two Midnapores, Burdwan, Nadia and Birbhum. In North Bengal, it has virtually ceased to exist.

Mamata's consolation: five of the seven Assembly seats in her South Kolkata Lok Sabha constituency. Her candidates have retained the Rashbehari, Chowringhee, Alipore, Ballygunge and Tollygunge seats. But she lost Dhakuria and Sonarpur.

What went wrong? A grim-looking Mamata blamed the Congress for denying her a Mahajot. In most seats, there were triangular contests, she said. There was also a concluding punch line: "One must thank the media. It created a pro-Left wave. This time, the media was the man of the match."

THE RISE AND FALL OF TRINAMOOL

1998 Mamata forms the party with Ajit Panja and three MLAs

1999 Mamata and seven other MPs enter the Lok Sabha

2000 Trinamool wrests the Kolkata Municipal Corporation from the Left

2001 Trinamool emerges as the largest Opposition in the Assembly with 60 MLAs

2004 Mamata manages to retain her seat in Parliament, but all other Trinamool MPs lose Lok Sabha polls

2005 Trinamool loses KMC elections. Left back in power

2006 Trinamool manages just 29 seats in the state Assembly

The Trinamool has two MPs in the Rajya Sabha

Record win for Left in West Bengal

The credit for our victory goes to the people, says Buddhadeb Bhattacharjee

Marcus Dam

LANDSLIDE WIN: *West Bengal Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee flashes the victory sign in Kolkata on Thursday after being declared elected from the Jadavpur constituency by a margin of over 58,000 votes.* — PHOTO: AP

KOLKATA: The Left Front swept to power for a record seventh successive time with more than a two-thirds majority, decimating a fragmented Opposition in the 14th West Bengal Assembly elections, results of which were announced on Thursday. While its main constituent, the Communist Party of India [Marxist], increased its share of seats to win a comfortable majority on its own, the strength of both the major Opposition parties - the Trinamool Congress and the Congress - was considerably reduced.

Tally increases

The Left Front increased its tally by 36, winning 235 seats out of the 293 constituencies which went to the polls in five phases from April 17 to May 8.

The strength of the Trinamool which could bag only 29 seats was more than halved [it won 60 in the 2001 polls] and that of the Congress which won a meagre 21 seats, reduced by five seats.

Voting in one constituency — Bhatpara — was countermanded following the death of a candidate.

Improved show

The CPI(M) which won 176 seats increased its tally by 33. As for its other major partners in the Left Front, the All India Forward Bloc won 23 as against 25 in the 2001 polls, the Revolutionary Socialist Party 20, a gain of three from the last polls and the Communist Party of India eight, a gain of one seat. The West Bengal Socialist Party, the Democratic Socialist Party and the Rashtriya Janata Dal [whose candidate the Left Front supported] won in eight seats.

The Gorkha National Liberation Front retained its hold on three seats in the Darjeeling hills, the Socialist Unity Centre of India won two seats, Independents won an equal number and the Jharkhand Party [Naren] won one.

"The credit for our victory goes to the people", Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee said. Asked whether it was "the Buddha magic" that had resulted in the resounding success of the Left Front he replied: "[it is not a case of] 'I' business but [of] 'we' business. The victory is not mine but ours."

Prime Minister Manmohan Singh and Congress president Sonia Gandhi congratulated Mr. Bhattacharjee on the Left Front victory.

Veteran Marxist leader and former Chief Minister Jyoti Basu described the Left Front's landslide win as a "victory of the common people."

Trinamool leader Mamata Banerjee said that she was "not disappointed" with the results.

In a dig at the media, of which she has been critical, particularly their exit polls, she said that "they [the media] are the Man of the Match."

Prominent losers

Despite the resounding Left success three Ministers — Labour Minister Mohd. Amin of the CPI(M), Relief Minister Hafiz Alam Sairani of the All India Forward Bloc and Parliamentary Affairs Minister Prabodh Chandra Sinha of the Democratic Socialist Party were defeated. Other prominent losers were Rabin Deb of the CPI(M), chief whip of the Left Front in the last Assembly, former Mayor of the Kolkata Municipal Corporation Subrata Mukherjee of the Congress, and leader of the Congress Legislative Party Atish Sinha.

More reports on Page 12

12 MAY 2006

THE HINDU

KOLKATA NEW DELHI SILIGURI BHUBANESWAR LC 16+4 **Re 1.50**

12 May FRIDAY 2006

website: www.thestatesman.net
email: thestatesman@vsnl.com

■ State labour minister and two-time winner Md Amin (CPI-M) lost his Garden Reach seat to Mr Abdul Khalaque Molla of the Congress by 8,874 votes.

■ Mr Asok Bhattacharya, minister and CPI-M candidate from the Siliguri Assembly constituency, recorded the highest victory margin in Bengal. He polled 74,971 votes more than his nearest rival, leading to calls in Siliguri for his elevation as deputy chief minister

■ Transport minister Mr Subhas Chakraborty retained his Assembly seat by a meagre margin of 1,749 votes

Upset set

Mr Saugata Ray (Trinamul), Mr Subrata Mukherjee (Congress), Mr Rabin Deb (CPI-M), Mr Uday Guha (Forward Bloc), Mr Shanker Singh (Congress)

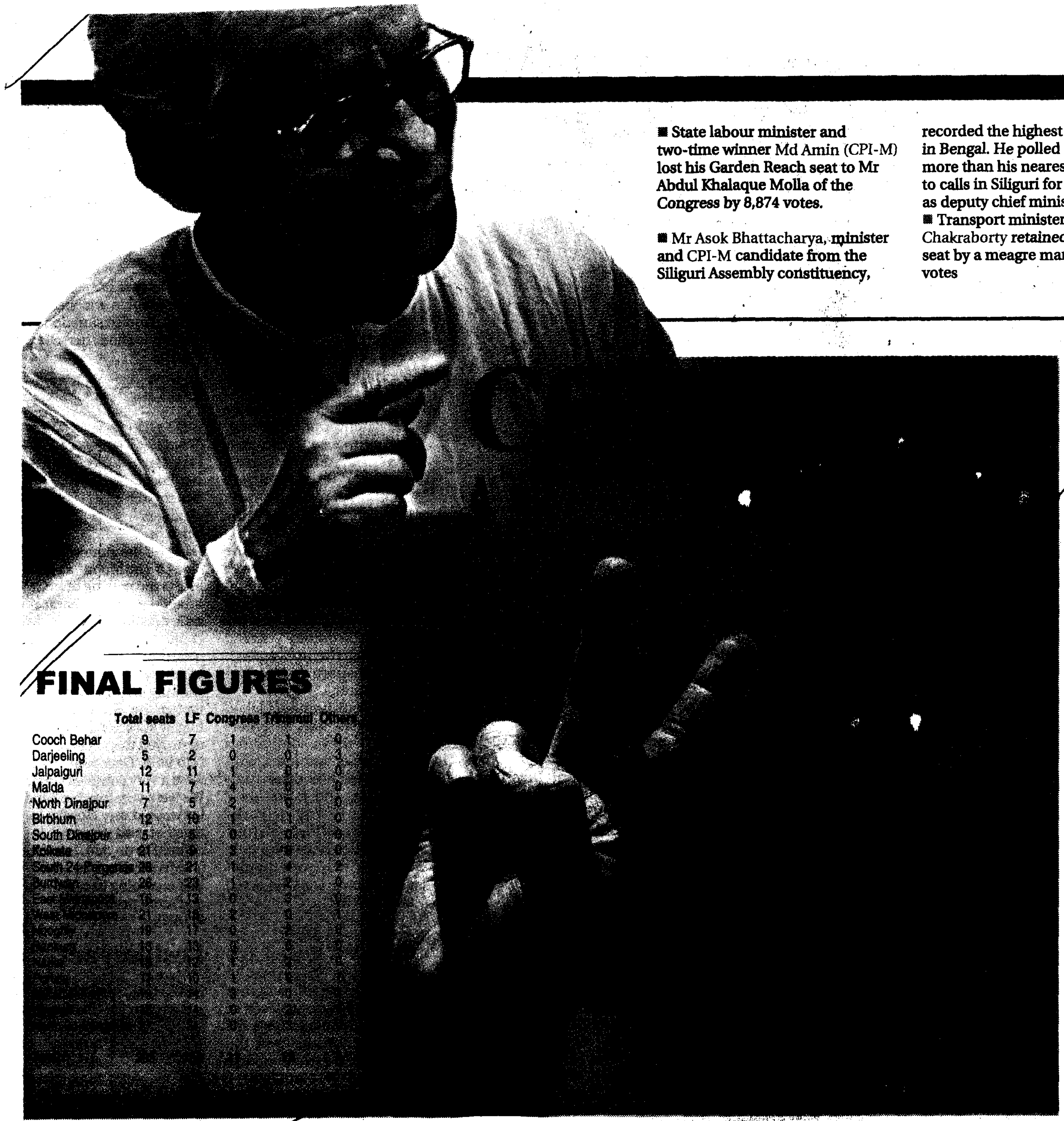

FINAL FIGURES

	Total seats	LF	Congress	Trinamul	Others
Cooch Behar	9	7	1	1	0
Darjeeling	5	2	0	0	3
Jalpaiguri	12	11	1	0	0
Malda	11	7	4	0	0
North Dinajpur	7	5	2	0	0
Birbhum	12	10	1	1	0
South Dinajpur	5	5	0	0	0
Kolkata	21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

REFORM

Statesman News Service

KOLKATA, May 11: It's proven: Brand Buddha sells. But the chief minister says he wants to do more. Having led the Left Front to an unprecedented seventh consecutive victory in West Bengal with 235 seats out of 293 for which elections were held in the kitty, a beaming Mr Buddhadeb Bhattacharjee today took his political courage in his hands and laid down what he thought the massive mandate was for: Reforms. That, indeed, was the new Code Red articulated by Mr Bhattacharjee in the customary post-results Press conference where he stated unambiguously that private capital, foreign direct investment, better work culture and agrarian reforms were the key to Bengal's development.

"I congratulate the people of Bengal. This is a significant verdict. Our responsibility becomes more. Now we have to be more active on economic reforms. We have, to improve our performance," Mr Bhattacharjee said. And he smiled in satisfaction as he confirmed that apart from Dr Manmohan Singh and Mrs Sonia Gandhi, Mr Benny Santosa and Mr Ratan Tata had sent congratulatory messages. "Tomorrow, I am meeting a Tata executive who heads their vehicles division. But don't ask me what we are going to discuss," said the chief minister with a twinkle in his eye.

He said that the results – the LF's best performance since 1991 when it garnered 245 seats – were "beyond his expectations". "We thought we would cross the 200-mark... (but) this is quite unexpected." The new government is expected to be sworn in "soon", the chief minister said. There was gloom in the Opposition camp, however, with Mr Pranab Mukherjee tendering his resignation as PCC chief following the debacle and a dejected Trinamul Congress chief Miss Mamata Banerjee accepting defeat. It is estimated that at least 72 seats were lost by the Opposition due to a split in votes.

Admitting that differences on capital investment and the path to be adopted in industrialising Bengal existed within the CPI-M as well as among LF partners, Mr Bhattacharjee indicated he was ready to steer the state towards reforms and industrialisation along the model adopted by left-leaning Latin American countries. "We have different opinions but it is not as if I am on one side and my colleagues are grouped on the other... We have healthy debates... I try to reach a consensus. The state government's policies on industry and capital are the policies of the CPI-M and the Left Front." He added: "I am in favour of socialism. I have grown up with it. I believe in the historical inevitability of socialism. But in the present situation, we have to invite private

■ Turn to page 7

12 MAY 2006

Left Front's support base widens

In West Bengal, the CPI(M)-led Left Front has consolidated its hold in the rural areas while making huge inroads in urban centres.

Marcus Dam

IN ROMPING home with a more than two-thirds majority – 235 seats out of 293 – the Left Front in West Bengal won more than 50 per cent of the votes cast, an increase of nearly four percentage points over the last time. It has consolidated its hold in the rural areas while making huge inroads in urban centres, particularly in the four southern districts.

Even in Kolkata, which the Opposition considers its bastion, the tally of the Left parties increased by two seats to nine out of 21. The two-fold increase in the margin of Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee's victory, from the pre-dominantly middle class electorate of Jadavpur in the south of the city, is symptomatic of the growing appeal of the policies of his government among the urban population.

Corporate Bengal also will be satisfied with the Left Front's success. A whopping 97 per cent had felt, in a pre-election survey, that there was no "visible alternative" to the Left Front government. It ranked West Bengal as the third most attractive destination among the States for investment. Mr. Bhattacharjee's confidence-building efforts for a more congenial business climate were largely lauded. He has promised that a priority of his next government will be to accelerate the momentum of investment in industry and agri-business.

The new government will focus on greater reforms and better performance, Mr. Bhattacharjee has promised. The "do-it-now" mantra will have to be injected with greater "work dynamism," he has said.

But the Left Front's citadel remains rural West Bengal. The government's achievements in the agrarian sector, its land reforms, its success in extending multi-cropping, and the initiatives taken to strengthen the panchayat system have all contributed to consolidating political control in rural areas. This holds true across the State – whether in Burdwan district in the south, considered the rice-bowl of the State, or the tea gardens of the Dooars in the north.

The 2003 pattern holds

The electorate in the countryside seems to have voted much along the lines it had in the 2003 panchayat elections. The Left Front had then bagged nearly 75 per cent of the gram panchayat seats. The Left Front leadership says the percentage of people living below the poverty line in the State, 20, is one of the lowest in the country. Helping this section and consolidating the success of previous governments in agriculture are high on the agenda of Mr. Bhattacharjee's next government.

Building on past successes to pave the way for future ones is, it appears, the Left Front's credo that has made possible its run of electoral victories in recent years.

Among the Left Front partners what is significant is the performance of the Communist Party of India (Marxist), which now has a comfortable majority on its own in the new State Assembly. By winning 176 seats, the party fell short of just 12 seats to break its own record set in 1991. Buoyed by a well-knit party organisation and supported by different mass organisations affiliated to it, the CPI(M)'s performance has even surprised many within the party.

Allegations of rifts within the CPI(M) over the pro-investment policies being adopted by the Left Front government have apparently not held good. Mr. Bhattacharjee does not deny differences within the party. Debates on important issues are "only healthy and natural." To him has fallen the task of trying to establish a "consensus" within the party that could facilitate the implementation by his government of development programmes connected with contentious issues. These include converting crop land to sites for new industries and getting trade unions to tone down their earlier militancy.

Even senior Left Front leaders admit that the split in the Opposition votes had helped pave the way for the massive Left Front victory "though it would have come anyway." From a combined strength of 86 in the last elections when they had an electoral alliance, the tallies of the Trinamool Congress and the Congress have fallen to 29 and 21, respectively, in the recent polls. This despite Trinamool leader Mamata Banerjee's claims of a "mahajot" (grand anti-Left alliance) formed at the "grass roots" level in at least 80 per cent of the seats, though it could not be formalised.

Besides, the stringent measures taken by the Election Commission to ensure a "level playing field for all" in these elections – resulting in the highest voter turnout in Assembly elections held in the State – has denied the Opposition the chance to explain away the defeat by pointing to election malpractices.

1 3 MAY 2006
THE HINDU

LF pins hopes on youth

Statesman News Service

KOLKATA, May 12: The seventh Left Front government will have variedly aged ministers: first-time legislators in their early 40s, senior leaders and veterans.

The CPI-M state secretary and Left Front chairman, Mr Biman Bose, said this today after an LF meeting where Mr Buddhadeb Bhattacharjee was formally chosen to lead the ministry.

Word is Mr Bhattacharjee, rather than his party, will finalise the selection, with North Bengal's CPI-M leaders wanting Mr Asok Bhattacharya included as deputy chief minister. Factions in the CPI-M want Mr Subhas Chakraborty shifted from the sport ministry and Dr Surya Kanta Mishra, from health, but Mr Bose described such talk as "idle gossip."

It was clear, though, that at least 10 newly elected legislators - among whom are Mr Manas Mukherjee, Mrs Bharati Mutsuddi, Mr Sudarshan Roychoudhury, Mr Debes Das, Mr Rabilal Moitra and Mrs Kum Kum Chakraborty - would supplant old ministers.

The CPI-M's Politburo will meet in New Delhi tomorrow to review the election results. Mr Bose said Mr Buddhadeb Bhattacharjee would meet the Governor after the EC's formal declaration of the state's electoral verdict.

"We'll have a youthful and proactive set of ministers. But we haven't discussed distribution of portfolios. I will hold bipartite meetings with our Left Front partners on Sunday for that. There'll subsequently be talks within our party," said Mr Bose.

Although he refused to say whether the CPI, RSP and the FB would be allotted ministries other than the ones they had, chances were the former PWD minister, Mr Kshiti Goswami, would rejoin the Cabinet.

Swearing-in on 18 May

KOLKATA, May 12: The new Left Front ministry will be sworn in at 11 a.m. on 18 May at Raj Bhavan, the chief secretary, Mr Amit Kiran Deb, said today. He held a meeting with the commissioner of police and other senior officials at Writers' Buildings to discuss the arrangements for the swearing-in ceremony. After the swearing in the state co-ordination committee will also hold a felicitation programme in front of Writers' Buildings. ■ SNS

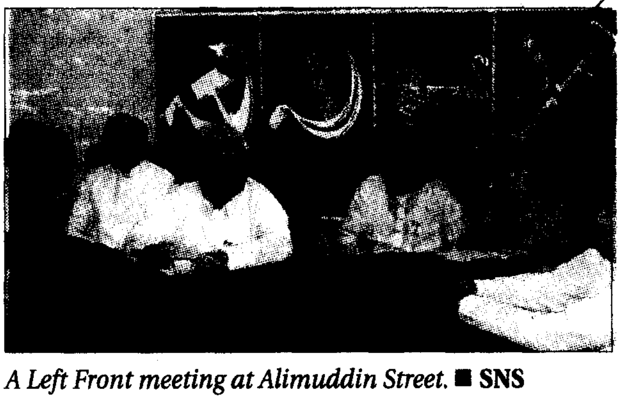

A Left Front meeting at Alimuddin Street. ■ SNS

13 MAY 2006

THE STATESMAN

Tatas to set up small car unit in state

Statesman News Service

KOLKATA, May 12: After yesterday's landslide victory, the chief minister did not waste a single day, holding a meeting today with MD Tata Motors about the possibility of setting up a Rs 1,000 crore small car manufacturing unit in West Bengal.

Mr Buddhadeb Bhattacharjee who held a meeting with Mr Ravi Kant, MD Tata Motors, later told reporters that the plans were almost finalised.

The chief minister said: "We have been having dialogues with Tata Motors over the past three months but could not announce anything as the election process was on."

He added that today they had visited different sites and the spot would soon be finalised.

Earlier, Mr Ravi Kant said: "We have short-listed West Bengal for setting up an automobile manufacturing unit but we are yet to make a final decision."

Asked when the decision will be taken, Mr Kant said: "The decision will be taken shortly but we cannot specify the date now."

Mr Nirupam Sen, state industry and commerce minister, said officials of Tata Motors have visited possible sites in Singur, Sankrail and Uluberia. Earlier they visited Kharagpur for the same purpose.

Mr Sen added that Mr Ratan Tata had sent a letter to the chief minister congratulating him and saying he will come to Kolkata on 17 or 18 May. Mr Sen said by 20 May they would inform the government about their choice of place.

Asked whether they had sought any fiscal incentives, the minister said: "Once they make the final decision they will specify all details such as the total land required for the project, fiscal and other incentives."

13 MAY 2006

THE STATESMAN

13 MAY 2006

INDIAN EXPRESS

Tata gives Buddha second reason to smile

BENGAL ▮ Tata Motors to set up plant to make its much-awaited Rs 1-lakh car in the State

SANCHITA DAS
KOLKATA, MAY 12

WHEN he addressed the media after his landslide victory in the Assembly elections on Thursday, West Bengal Chief Minister Buddadeb Bhattacharjee's private secretary handed him a note. Bhattacharjee, after reading it, said with a smile: "It's a message from Ratan Tata. But I cannot tell you what it is about."

Today he did. Tata Motors has zeroed in on West Bengal for its much-awaited Rs 1-lakh car facility.

The official announcement is expected by May 18, when Ratan Tata is scheduled to meet the Chief Minister.

While Tata Motors Managing Director Ravi Kant, who, along with his team, met the CM this morning, continued to hedge saying that West Bengal was still one of the destinations for setting up the project, the Chief Minister told newspersons after the meeting that the decision was final.

More investment rolls into reform's red country

Nirupam Sen, minister for industry, said the team would be checking out locations in Uluberia, Dankuni and Shankrail today. As added options besides Guptamani near Kharagpur—that the company had already checked out last month. Tata Motors has also been scouting for locations in Karnataka and Maharashtra. Besides the West Bengal government's pursuit of the project what has swayed the decision in favour of locating the project in the State is the presence of Tata Steel and Tata Metallics in the vicinity.

With the price tag committed at the stiff Rs 1 lakh level, the pressure is on cost. As Tata Steel is slated to supply the cold-rolled steel for the car

CONTINUED ON PAGE 2

Tata gives Buddha another reason to smile

body from its Jamshedpur plant and Tata Metallics is to provide the grey iron castings for the chassis, locating here will cut logistics cost.

In fact, for the same reason Tata Motors has been pushing for dropping anchor at Guptamani, which will be 15 km from Tata Metallics and 100 km from Jamshedpur. But the West Bengal government has been pushing for a location closer to Kolkata.

Now that it is coming, the project will doubtlessly go down as an immensely prestigious acquisition for West Bengal and Bhattacharjee and his team has been zealously pursuing it for a while. It will require a site of 7,00-1,000 acres and bring in an investment of Rs 1,000 crore.

Ratan Tata had proposed the ambitious Rs 1-lakh car (as it has come to be known) at the Frankfurt Motorshow in 2003. Since then all eyes have been trained on the progress of the project and there was perhaps no press conference where Tata had not been quizzed about it. The Maruti 800, its closest rival which almost drove out the Ambassador and Fiat from the Indian roads to emerge as the country's largest-selling car, is a 796-cc, three-cylinder car. Currently priced at over Rs 2 lakh, this small car has remained an enigma, selling almost 15,000 units per month.

Ratan Tata talked of a roomier car that would drive the imagination of the Indian middle-class. He has set himself a deadline of 2007-08 to deliver it. The Tata car is likely to be powered by a 700 cc, Euro IV compliant petrol version. It will reportedly have a rear wheel-powered engine located at the back. If and when it happens, it will be Kolkata's revenge on Maruti. After all, Hindustan Motors—the makers of Ambassador—is headquartered here at Uttarpara.

13 MAY 2006
THE HINDUSTAN TIMES

Ratan Tata's Rs 1 lakh car to roll out from Bengal

HT Correspondent
Kolkata, May 12

RATAN TATA had always wanted to come up with a dream car the middle-class would afford and adore. Those who have voted this time out of faith in the "pro-people" sixth Left Front government's industrial policy should feel vindicated. The Rs 1 lakh people's car will roll out from Bengal, bring in crores in investment and generate thousands of jobs.

Auto major Tata on Friday "almost finalised" its deal with the government to set up a small-car unit in the state.

Tata Motors MD Ravi Kant and vice-president, R.S. Thakur met Buddhadeb Bhattacharjee at Writers' with a letter from Ratan Tata congratulating the chief minister on his party's "thumping victory" and sought an appointment on May 17-18 to ink the deal.

Chief secretary Nirupam Sen, who was present at the meeting, said Ratan Tata would be in Kolkata by May 20 before the "final decision" is announced. He might also be invited to attend the 7th Left Front government's swearing-in ceremony on May 18. The chief minister and Biman Bose left for Delhi after the meeting to finalise the composition of the cabinet.

The two Tata emissaries were tight-lipped, but the chief minister declared before leaving Writers' that the car-unit deal "was almost final."

Tata Motors representatives had looked for sites in other states too. But the CM said the company had decided to set up the unit in Bengal.

To be set up over 1,000 acres of land, the unit is expected bring in investments worth Rs 1,200. Company insiders said it would provide direct employment to 1,000 people and indirect employment to another 4,000. It should also encourage a parallel growth of ancillary units creating many more jobs, they said.

Both before and after the meeting, Tata's representatives were taken around likely sites at Dankuni, Singur, Sankrail and Uluberia. They were accompanied by principal secretary of commerce and industry Sabyasachi Sen. During initial stages of talks, the government had proposed Guptamanipur near Kharagpur as a possible site. However, the Tatas pointed out that its location would be too far away from Kolkata.

State officials believe the Tatas would select one of the sites inspected on Friday. "While the Tatas' arrival is almost certain to be announced within this week, the government is also close to clinching deals for ship-building and other manufacturing units at Haldia. Some foreign companies have shown interest and the paperwork will be taken up soon," a source said.

Victory over Maoists

Time to gear up rural governance

The resounding triumph at the hustings has also brought in its wake what must be the greatest relief for the Communist Party of India (Marxist). It must be more than comforting that the Maoists have had no impact on the polls either in terms of disruption or the final outcome. There has been no psephological swing in the chronically poverty-stricken belt of Midnapore, Bankura and Purulia ~ districts that showcase the collapse of rural governance and the decline of the *panchayati raj*. Of the 37 seats in East and West Midnapore the Left has bagged 31, it has captured 10 of the 11 seats in Purulia and has won all 13 in Bankura. The scale of the victory has been overwhelmingly convincing, indeed never quite anticipated by the Left in an area where disenchanted Marxists have joined the extremists, where the Chief Minister's reformist agenda means little and where by his own admission the poverty alleviation schemes have had no impact. For all that, the Marxists have reaffirmed their control over a decidedly Maoist belt. This must be the crucial subtext of the verdict in rural Bengal.

Which perhaps explains why Mr Buddhadeb Bhattacharjee at Thursday's press conference accorded as much priority to agrarian reforms as private capital and investment. Given his astute political antennae, he must be acutely aware that this will entail a dramatic change in rural governance, honest and effective utilisation of funds which includes the prime-pumping by Britain's DFID, restoration of power to the panchayats, freeing them of the shackles of contractors and realtors and revival of the *panchayati raj* system as it was during its heyday under the late Benoy Chaudhuri. If this can be brought about over the next five years ~ given the Chief Minister's honesty of purpose there is no reason why it can't ~ it will be as profound an achievement as verdict 2006. Though Kolkata may be the base for the reformist agenda, it is rural Bengal that has once again voted hugely for the party. Amidst the euphoria, it may be a touch unnerving to reflect that Trinamul has equalled the CPI-M's performance in the city with nine seats. The *noveau riche* by nature will be vacillating vis-a-vis the Marxists and may yet be undecided on Code Red.

14 MAY 2006

THE STATESMAN

রাজ্যে ভোটের কেন্দ্রওয়াড়ি ফল

কোচবিহার

১।মেখলিগঞ্জ
মোট ভোট: ১,৬৪,৯৭৭
গত বার: ফব
পরেশচন্দ্র অধিকারী (ফব): ৬৭,৪৯১
সুনীলচন্দ্র রায় (তৃণমূল): ৩৯,৪৯০
জয়ন্ত কুমার রায় (কংগ্রেস): ২৩,০৯২

২।শীতলকুচি
মোট ভোট: ১,৬০,৬১৬
গত বার: সিপিএম
হরিশচন্দ্র বর্মণ (সিপিএম): ৭৫,০৯৩
ললিতচন্দ্র প্রামাণিক (তৃণমূল): ৫৬,২২৬
বীরেন্দ্রনারায়ণ বর্মা (কংগ্রেস): ৩,৯১০

৩। মাথাভাঙা (তফ)
মোট ভোট: ১,৬৪,৬৪৭
গত বার: সিপিএম
অনন্ত রায় (সিপিএম): ৭৮,০৩৩
হেমচন্দ্র বর্মন (বিজেপি): ৫০,০৩৩
রবীন রায় (কংগ্রেস): ৭,৪৭৮

৪। কোচবিহার উত্তর
মোট ভোট: ১,৬৪,৯৯৩
গত বার: ফব
দীপকচন্দ্র সরকার (ফব): ৬৭,৯৯৭
মিহির গোস্বামী (তৃণমূল): ৩৬,৩২৫
শ্যামল কুমার চৌধুরী (কংগ্রেস): ৩২,৪৪৬

৫। কোচবিহার পশ্চিম
মোট ভোট: ১,৮২,৯১৫
গত বার: ফব
অক্ষয় ঠাকুর (ফব): ৭৯,২৭৩
আবদুল জলিল আহমেদ(তৃণমূল): ৫২,৫৮৭
নুরুল আমিন চৌধুরী (কংগ্রেস): ১৩,৮২৩

৬। সিতাই
মোট ভোট: ১,৮৩,১১২
গত বার: ফব
ফজলে হক (কংগ্রেস): ৭২,১৮৪
নৃপেন রায় (ফব): ৬৭,২৮৯
মুজফ্ফর রহমান (তৃণমূল):৪,২৮৪

৭। দিনহাটা
মোট ভোট: ১,৭৭,৪৫৫
গত বার: ফব
অশোক মন্ডল (তৃণমূল): ৬৬,৭৭৪
উদয়ন গুহ (ফব) : ৬৩,১৪৪
হিতেন্দ্র কুমার নাগ (নির্দল): ৬,৩৬২

৮। নাটাবাড়ি
মোট ভোট: ১,৫৩,৮৯৩
গত বার: সিপিএম
তামসের আলি (সিপিএম) : ৬৭,৮৪৫
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (তৃণমূল): ৬৩,০০৯
সুচিত্রা ব্যাপারি (কংগ্রেস): ৩,৯৩২

৯। তুফানগঞ্জ (তফ)
মোট ভোট: ১,৫২,১৪৪
মোড ভোট: ১,৫২,১৪৪
গত বার: সিপিএম
অলকা বর্মণ (সিপিএম), : ৭৪,২৪৩
মালতি রাভা (রায়) (বিজেপি): ৪৯,০২৬
বিভাস সেন ইশোর (কংগ্রেস): ৭,৩৮৯

জলপাইগুড়ি

১০। কুমারগ্রাম (তফ-উ)
মোট ভোট: ১,৫১,১৭১
গত বার: আরএসপি
দশরথ টিরকে (আরএসপি): ৬৯,৫৪০
স্বপন কুজুর (তৃণমূল): ৩২,৩৭২
ক্লিমেন্ট ডুংডুগ (কংগ্রেস): ২৭,০৬৫

১১। কালচিনি (তফ-উ)
মোট ভোট: ১,৩৮,২৫৬
গত বার: কংগ্রেস
মনোহর টিরকে (আরএসপি) : ৫২,৭৪৮
পবন কুমার লাকড়া (কংগ্রেস) : ৪৭,৭৫৯
গণেশ মাহালি (তৃণমূল): ৫,২৫৭

১২। আলিপুরদুয়ার
মোট ভোট: ১,৭১,৪৬৬
গত বার: আরএসপি
নির্মল দাস (আরএসপি): ৭২,৩৯৪
সৌরভ চক্রবর্তী (কংগ্রেস): ৩৩,৫২৬
দেবাশিস গোস্বামী (তৃণমূল): ৩০,৩১৬

১৩। ফালাকাটা (তফ)
মোট ভোট: ১,৫৮,৯১৭
গত বার: সিপিএম
যোগেশ বর্মন (সিপিআই) : ৬৯,৯১০
অনিল অধিকারী (তৃণমূল) : ৫৬,৫৯৬
নারায়ণ রায় (নির্দল): ৩,০৬২

১৪। মাদারিহাট (তফ-উ)
মোট ভোট: ১৪১০৩১
গত বার: আরএসপি
কুমারী কজুর (আরএসপি): ৪৭,৩৩১
অতুল সুব্বা (কংগ্রেস): ২৮,৫৬৫
মনোজ টিগ্গা (বিজেপি): ২৩,৯০৯

১৫। ধূপগুড়ি (তফ)
মোট ভোট: ১,৫০,১৮১
গত বার: সিপিএম
লক্ষ্মীকান্ত রায় (সিপিএম): ৬৬,০৪০
অশোক বর্মন (তৃণমূল) : ৪৯,১৭৭
মিতালি রায় (নির্দল): ৫,৮৭৯

১৬। নাগরাকাটা (তফ-উ)
মোট ভোট: ১,৬০,০৫০
গত বার: সিপিএম
সুখমইত ওঁরাও (সিপিএম): ৬২,৬৭৬
শঙ্কর বারাইক (কংগ্রেস): ৪০,৯৩৪
প্রভুধন লাকড়া (তৃণমূল): ১৮,৭৬৬

১৭। ময়নাগুড়ি (তফ)
মোট ভোট: ১,৫৯,৭১৭
গত বার: আরএসপি
বাচ্চামোহন রায় (আরএসপি): ৭২,০৯০
গোকুল কুমার রায় (বিজেপি): ২৪,৭০৪
পূর্ণদেব রায় (কংগ্রেস): ১৭,২১২

১৮। মাল (তফ-উ)
মোট ভোট: ১,৪০,১৬৩
গত বার: সিপিএম
সোমরা লাকড়া (সিপিএম): ৫৬,৫৬৪
তুরিকুল মুন্ডা (কংগ্রেস) :৪৬,৬০৮
রবীন টিরকে (তৃণমূল) : ৬,৮৫৫

১৯। ক্রান্তি
মোট ভোট: ১,৩৮,২৪৮
গত বার: সিপিএম
ফজলুল করিম (সিপিএম): ৬৩,১৫৩
অতুল রায় (নির্দল): ১৯,৯৭৪
রবীন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী (বিজেপি): ১৫,৬৭৬

২০। জলপাইগুড়ি
মোট ভোট: ১,৪৫,২৪৪
গত বার: ফব
দেবপ্রসাদ রায় (কংগ্রেস): ৫৪,০৫১
গোবিন্দ রায় (ফব): ৫৩,০৩৩
পূর্ণপ্রভা বর্মণ (তৃণমূল) : ৭,৬৯৫

২১। রাজগঞ্জ (তফ)
মোট ভোট: ২,৫৫,১৩৩
গত বার: সিপিএম
মহেন্দ্র রায় (সিপিএম): ১,০৯,৫৪৮
খগেশ্বর রায় (তৃণমূল): ৬০,০৭৬
অজিত কুমার রায় (কংগ্রেস): ২২,৭৩৩

দার্জিলিং

২২। কালিম্পং
মোট ভোট: ১,৫০,৮৫৮
গত বার: জিএনএলএফ
গৌলান লেপচা (জিএনএলএফ): ৫৭,৮৫৪
নোর্দেন লামা (নির্দল): ৩২,০৪৩
নিলয় রাই (সিপিআই): ৫,৫৮০

২৩। দার্জিলিং
মোট ভোট: ১,৭৬,৪৯৮
গত বার: জিএনএলএফ
প্রণয় রাই (জিএনএলএফ): ৫৮,৬৪৬
অমর লামা (নির্দল): ৩৬,৬৩৬
কে বি ওয়াট্টার (সিপিএম): ১২,৭৫৫

২৪। কার্শিয়াং
মোট ভোট: ১,৬৬,৮৪৬
গত বার: জিএনএলএফ
শান্তা ছেত্রী (জিএনএলএফ): ৬৩,২৯৫
বুদ্ধিমান রাই (নির্দল): ৩০,২৩৭
মহেন্দ্র ছেত্রী (সিপিএম): ২০,৪৯০

২৫। শিলিগুড়ি
মোট ভোট: ২,৭০,৯৬৯
গত বার: সিপিএম
অশোক ভট্টাচার্য (সিপিএম): ১,১৭,৯৪৩
নান্টু পাল (কংগ্রেস): ৪২,৯৭২
প্রতুল চক্রবর্তী (তৃণমূল): ২৮,৬০৪

২৬। ফাঁসিদেওয়া (তফ-উ)
মোট ভোট: ২,২০,৯৪৮
গত বার: সিপিএম
ছোটন কিসকু (সিপিএম): ৯৩,৬৮৯
মামলা কুজুর (কংগ্রেস) : ৫৮,১৮৫
ডিলা সাইবো (বিজেপি): ১৪,৭৮৮

উত্তর দিনাজপুর

২৭। চোপরা
মোট ভোট: ১,৫৫,১৮৭
গত বার: নির্দল
আনোয়ারুল হক (সিপিএম): ৬৯,৬৬৩
হামিদুল রহমান (কংগ্রেস): ৬২,০৬৫
মহম্মদ তবিবুর রহমান (তৃণমূল): ৪,৯৮০

২৮। ইসলামপুর
মোট ভোট: ১,৬২,১৩৬
গত বার: তৃণমূল
মহম্মদ ফারুক (সিপিএম): ৫৫,২৪০
আবদুল করিম চৌধুরী (তৃণমূল): ৪৭,৮২৮
শরিফ আহমেদ (কংগ্রেস): ১৯,১২১

২৯। গোয়ালপোখর
মোট ভোট: ১,৬৯,৩৪৭
গত বার: ফব
দীপা দাসমুন্সী (কংগ্রেস): ৬৩,৭৮৪
হাফিজ আলম সৈরানি (ফব) : ৫৫,৪৭৪
নীরোদ বিশ্বাস (বসপা): ৩,১৩৫

৩০। করণদিঘি
মোট ভোট: ১৯৭৫৪৯
গত বার: ফব
গোকুল রায় (ফব): ৭১,৪৩০
হাজি সাজ্জাদ হুসেন (কংগ্রেস): ৬৬,৯৯৫
নলিনীকান্ত সিংহ (বিজেপি): ৯,৪৫৮

৩১। রায়গঞ্জ (তফ)
মোট ভোট: ২০৪০৫৫
গত বার: কংগ্রেস
চিত্তরঞ্জন রায় (কংগ্রেস): ৭৭,৭১৪
দিলীপ দাস (এনসিপি): ৬১,৬১১
নিমাই কবিরাজ (বিজেপি): ১০,৬০৬

৩২। কালিয়াগঞ্জ (তফ)
মোট ভোট: ১৭৫২৮২
গত বার: কংগ্রেস
ননীগোপাল রায়(সিপিএম): ৬৯,৬২৬
প্রমথনাথ রায় (কংগ্রেস): ৬৭,৩৪৪
শেখর চন্দ্র রায় (তৃণমূল): ১০,২৩০

৩৪। ইটাহার
মোট ভোট: ১৬৬৭২০
গত বার: সিপিআই
শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায় (সিপিআই): ৬৬,৭৬৮
অমল আচার্য (কংগ্রেস): ৬৬,০২৮
জয়নাল আবেদিন (তৃণমূল): ৬,৫৮১

দক্ষিণ দিনাজপুর

৩৩। কুশমন্ডি (তফ)
মোট ভোট: ১,৫৯,৬৫৭
গত বার: আরএসপি
নর্মদা রায় (আরএসপি): ৬৬,১৩১
রাজীবলোচন সরকার (কংগ্রেস): ৪৩,৯১৫
জিতেন্দ্রনাথ সরকার (তৃণমূল): ২১,৫০৩

৩৫। গঙ্গারামপুর
মোট ভোট: ১,৯২,৭৯৫
গত বার: সিপিএম
নারায়ণ বিশ্বাস (সিপিএম): ৯০,৩৯৩
বিপ্লব মিত্র (তৃণমূল): ৬৯,৫৭৬
লুৎফার রহমান (কংগ্রেস): ৬,৫৫৭

৩৬। তপন (তফ-উ)
মোট ভোট: ১,৪৮,৪৭২
গত বার: আরএসপি
খাড়া সোরেন (আরএসপি): ৭৪,৪১৪
কলম্বাস টিরকি (বিজেপি): ২৯,৫৯২
লক্ষ্মীরাম হেমব্রম (কংগ্রেস): ১৯,০৭৮

৩৭। কুমারগঞ্জ
মোট ভোট: ১,৭৫,৪০০
গত বার: সিপিএম
মাফুজা খাতুন (সিপিএম): ৭৫,৭৬৯
মৌলানা আহমদ আলি সর্দার (তৃণমূল): ৬৫,১৩৩
আবদুল লতিফ মন্ডল (কংগ্রেস): ৬,৩১৬

৩৮। বালুরঘাট
মোট ভোট: ১,৪০,৩৯৯
গত বার: আরএসপি
বিশ্বনাথ চৌধুরী (আরএসপি): ৫৭,১৫০
দেবশ্রী চৌধুরী (বিজেপি): ৪৮,৮৯৫
তপনকান্তি দেব (কংগ্রেস): ১৩,০৭০

মালদহ

৩৯। হবিবপুর (তফ-উ)
মোট ভোট: ১৪৮১৩৬
গত বার: সিপিএম
খগেন মুর্মু (সিপিএম): ৫৬,৪৭৭
রামলাল হাঁসদা (বিজেপি): ৪৭,২৮৩
মেরি মহালি (কংগ্রেস): ৮,১৩৮

৪০। গাজোল (তফ-উ)
মোট ভোট: ১৫৯৫৪৪
গত বার: সিপিএম
সাধু টুডু (সিপিএম): ৬৮,৯৪২
যতীন হাঁসদা(কংগ্রেস): ৩৩,৮৪৭
অসীম মার্ডি (তৃণমূল): ১৭,৯৮৪

৪১। খরবা
মোট ভোট: ১৫৪৫৯৯
গত বার: কংগ্রেস
মহবুবল হক (কংগ্রেস): ৬৬,৮৭৭
অঞ্জুমানরা বেগম (সিপিএম): ৫৬,৬৯০
আব্দুল খালেক (তৃণমূল): ৫,৪০৫

৪২। হরিশ্চন্দ্রপুর
মোট ভোট: ১৫৯১৮৭
গত বার: কংগ্রেস
তাজমল হোসেন (ফব): ৬২,০২১
আলম মুস্তাক (কংগ্রেস): ৬০,০১৯
শীতল চক্রবর্তী (বিজেপি): ৩,৭৪৮

৪৩। রতুয়া
মোট ভোট: ১৪২৬৮৯
গত বার: সিপিএম
শৈলেন সরকার (সিপিএম): ৫৪,২৪৮
অসিত বসু (কংগ্রেস): ৪৯,৪৬৯
রতন (তৃণমূল): ২,০২২

৪৪। আড়াইডাঙা
মোট ভোট: ১৪০৬২৫
গত বার: কংগ্রেস
সাবিত্রী মিত্র (কংগ্রেস): ৫৮,৮৫৬
সদিকুল ইসলাম (সিপিএম): ৫৪,৫৭৬
ননীগোপাল টিকাদার(বসপা): ৩,৩৭৮

৪৫। মালদা (তফ)
মোট ভোট: ১৮৪০০২
গত বার: সিপিএম
শুভেন্দু চৌধুরী (সিপিএম): ৬৩,৬৫৪
ভূপেন্দ্রনাথ হালদার (কংগ্রেস): ৫২,৩১৮
দুলাল সরকার (তৃণমূল): ৩০,০৫৩

৪৬। ইংলিশ বাজার
মোট ভোট: ১৭৮১২৫
গত বার: সিপিএম
কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী (কংগ্রেস): ৬৭,৫৭৬
সমর রায় (সিপিএম): ৬৬,৬৭০
চৈতালী ঘোষ সরকার (তৃণমূল): ৫,৯১৩

৪৭। মানিকচক
মোট ভোট: ১৩৫৫৭৩
গত বার: সিপিএম
অসীমা চৌধুরী (সিপিএম): ৪৫,৬৬০
রামপ্রবেশ মণ্ডল (কংগ্রেস): ৪০,১৯৬
প্রকাশ সিংহ সিংহী (নির্দল): ১১,৫৪৫

৪৮। সুজাপুর
মোট ভোট: ১৪৬৭৮১
গত বার: কংগ্রেস
রুবি নুর (কংগ্রেস): ৬২,৮৬৯
হামিদুর রহমান (সিপিএম): ৪৫,২২৯
শাহ মহম্মদ বিশ্বাস (তৃণমূল): ২,৮৫৯

৪৯। কালিয়াচক
মোট ভোট: ১৮০৩২০
গত বার: কংগ্রেস
বিশ্বনাথ ঘোষ (সিপিএম): ৭০,৭৬৬
আবু হাসেম খান চৌধুরী (কংগ্রেস): ৬৮,৭৮৯
আলি নালেপ (তৃণমূল) : ৩,৩৬৮

মুর্শিদাবাদ

৫০। ফরাক্কা
মোট ভোট: ১৪৪৫১৬
গত বার: কংগ্রেস
মৈনুল হক (কংগ্রেস): ৫৯,৬৮২
আব্দুস সালাম (সিপিএম): ৫৩,১৪২
সৌমেন পান্ডে (তৃণমূল): ৪,৪৮৬

৫১। ঔরঙ্গাবাদ
মোট ভোট: ১৬৩৫৪১
গত বার: কংগ্রেস
তোয়াব আলি (সিপিএম): ৬৩,৪০৭
হুমায়ুন রেজা (কংগ্রেস): ৬১,০৪১
তাজাম্মল হক (তৃণমূল): ৪,৫৭৯

৫২। সুতি
মোট ভোট: ১৫৭৮১৮
গত বার: আরএসপি
জানে আলম (আরএসপি): ৬১,৬০৫
মহম্মদ সোহরাব (কংগ্রেস): ৫৬,২৭২
ষষ্ঠীচরণ ঘোষ (বিজেপি): ৫,৯১৬

৫৩। সাগরদিঘি (তফ)
মোট ভোট: ১৫৩৯৫৩
গত বার: সিপিএম
পরীক্ষিৎ লেট (সিপিএম): ৬২,৯৮৩
রাজেশ কুমার ভকত (কংগ্রেস): ৫৬,৯২০
গৌরপদ বিশ্বাস মল্লিক (বসপা): ৩,৩১৩

৫৪। জঙ্গিপুর
মোট ভোট: ১৫৫৭৯৮
গত বার: আরএসপি
আবুল হাসনাত (আরএসপি): ৬১,৫২৬
হাবিবুর রহমান (কংগ্রেস): ৪৮,০২৯
মির্জা নাসিরুদ্দিন (নির্দল): ৩,৯৯৫

৫৫। লালগোলা
মোট ভোট: ১৬২১৯২
গত বার: কংগ্রেস
আবু হেনা (কংগ্রেস): ৬৯,৫৩৮
জিন্নাতুন্নেসা বেগম (সিপিএম): ৬৩,২০১
শুভাশিস রায় (তৃণমূল): ৩,৮১৯

৫৬। ভগবানগোলা
মোট ভোট: ১৪৬৯৭১
গত বার: ডব্লুবিএসপি
চাঁদ মহম্মদ (সপা): ৬০,৮৮৯
আবু সুফিয়ান সরকার (কংগ্রেস): ৫১,৪২৪
সাগির হোসেন (তৃণমূল): ১২,৫৬৩

৫৭। নবগ্রাম
মোট ভোট: ১৬৩৯১৩
গত বার: সিপিএম
মুকুল মন্ডল (সিপিএম): ৭৪,৫৯৪
রথীন ঘোষ (কংগ্রেস): ৫২,০১৮
নির্মল দত্ত (তৃণমূল): ৯,৪০০

৫৮। মুর্শিদাবাদ:
মোট ভোট: ১৯৪০২৩
গত বার: ফব
বিভাস চক্রবর্তী (ফব): ৮২,৩১২
জয়ন্ত রায় (আইপিএফবি): ৬৯,০১৪
আদ্যাচরণ দত্ত (তৃণমূল): ৫,৫৭৯

৫৯। জলঙ্গি
মোট ভোট: ১৮১৭০৪
গত বার: সিপিএম
ইউনুস সরকার (সিপিএম): ৮৪,১০৯
সুব্রত সাহা (কংগ্রেস): ৭১,৮২২
সিরাজুল হক (তৃণমূল): ২,৫৪৮

৬০। ডোমকল
মোট ভোট: ১৮১৬২৮
গত বার: সিপিএম
আনিসুর রহমান (সিপিএম): ৮৬,০৭৯
রেজাউল করিম (কংগ্রেস): ৭৬,৪৮৫
বাইজিদ হুসেন (নির্দল): ৩,৩৪৪

৬১। নওদা
মোট ভোট: ১৭৮৭১১
গত বার: নির্দল
আবু তাহের খান (কংগ্রেস): ৭৪,১৯২
জয়ন্ত বিশ্বাস (আরএসপি): ৭২,৮৬০
সুবোধ দাস (তৃণমূল): ২,৩৩৮

৬২। হরিহরপাড়া
মোট ভোট: ১৭৪৮৫৮
গত বার: নির্দল
ইনসার আলি বিশ্বাস (সিপিএম): ৬৮,৮৬২
নিয়ামৎ শেখ (কংগ্রেস): ৬৮,৭৬৫
কামরুজ্জামান খান্দেকর (নির্দল): ৮,০০৮

৬৩। বহরমপুর
মোট ভোট: ২৩০৮৯৮
গত বার: কংগ্রেস
মনোজ চক্রবর্তী (নির্দল): ৯৪,৫৬২
অমল কর্মকার (আরএসপি): ৬৮,৮৩৬
মায়ারানি পাল (কংগ্রেস): ১৬,৫৯৬

৬৪। বেলডাঙা
মোট ভোট: ১৮১২৭৭
গত বার: কংগ্রেস
মহম্মদ রেফাতুল্লা (আরএসপি): ৬৬,৫২৭
গোলাম কিব্রিয়া (কংগ্রেস): ৬৫,০১৭
গণেশচন্দ্র দাস (তৃণমূল): ৫,৬৭৮

৬৫। কান্দি
মোট ভোট: ১৭৬০৯৮
গত বার: কংগ্রেস
অপূর্ব সরকার (নির্দল): ৫০,১৫৭
আব্দুল হামিদ (সিপিআই): ৪৭,৫২৫
অতীশচন্দ্র সিংহ (কংগ্রেস): ৩৬,১০৩

৬৬। খড়গ্রাম (তফ)
মোট ভোট: ১৬০৬১০
গত বার: সিপিএম
মানবেন্দ্রনাথ সাহা (সিপিএম): ৬৬,৭৩৬
আশিস মার্জিত (কংগ্রেস): ৬১,৩৩৫
আশিস মার্জিত (কংগ্রেস): ৬১,৩৩৫
সমরেন্দ্র মণ্ডল (বিজেপি): ৫,৩৬১

৬৭। বড়ঞা
মোট ভোট: ১৫৮৩০৪
গত বার: আরএসপি
বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আরএসপি): ৬১,৩১১
অরিৎ মজুমদার (কংগ্রেস): ৫৭,০৫৮
ইমরান হোসেন (তৃণমূল): ৫,১১৭

৬৮। ভরতপুর
মোট ভোট: ১৫৮১৯২
গতবারের জয়ী: আরএসপি
ঈদ মহম্মদ (আরএসপি): ৬৩,৬২১
আফজল হুসেন খান (কংগ্রেস): ৫৬,২৮৯
দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় (নির্দল): ৩,৪২৩

নদিয়া

৬৯। করিমপুর
মোট ভোট: ১,৭৪,৭০৮
গত বার: সিপিএম
প্রফুল্লকুমার ভৌমিক (সিপিএম): ৭৪,০৩৬
অরবিন্দ মন্ডল (কংগ্রেস): ৫৪,১৬১
চিররঞ্জন মণ্ডল (তৃণমূল): ২০,২৯৮

৭০। পলাশিপাড়া
মোট ভোট: ১,৭১,১৪৮
গতবারের জয়ী: সিপিএম
বিশ্বনাথ ঘোষ (সিপিএম): ৭০,৭৪০
তাপস সাহা (তৃণমূল): ৩৮,৩৭৫
আনসারুল হক (কংগ্রেস): ২৯,৮১৬

৭১। নাকাশিপাড়া
মোট ভোট: ১,৬১,৮০৯
গত বার: তৃণমূল
কল্লোল খান (তৃণমূল): ৬৩,৫০৫
এস এম শাদি (সিপিএম) :৬৩,০৯৫
ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ (কংগ্রেস): ৪,০৯১

৭২। কালিগঞ্জ
মোট ভোট: ১,৬১,২৬২
গত বার: আরএসপি
ধনঞ্জয় মোদক (আরএসপি): ৫৭,০০৬
নাসিরুদ্দিন আহমেদ (তৃণমূল): ৫৩,২৪৫
আবদুস সালাম মুন্সি (কংগ্রেস): ১২,১১৭

৭৩। চাপড়া
মোট ভোট: ১,৭৪,৬১৫
গত বার: সিপিএম
সামসুল ইসলাম মোল্লা (সিপিএম): ৭৩,২৯০
আবদুল রশিদ মল্লিক (কংগ্রেস): ৪৬,৯৯২
জুলফিকর খান (তৃণমূল): ২৩,৯৬৯

৭৪। কৃষ্ণগঞ্জ (তফ)
মোট ভোট: ১,৫৪,০৩৯
গত বার: সিপিএম
বিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস (সিপিএম): ৬৪,৩৯১
সুশীল বিশ্বাস (তৃণমূল): ৫৯,৩৫৩
অনুহ্লাদ বিশ্বাস (কংগ্রেস): ৮,৩২৯

৭৫। কৃষ্ণনগর পূর্ব
মোট ভোট: ১,৭৯,৩৩০
গত বার: তৃণমূল
সুবিনয় ঘোষ (সিপিএম): ৬৯,৩৮০
রমেন্দ্রনাথ সরকার (তৃণমূল): ৬৮,৮২৩
শিবদাস মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস): ১১,৬৫২

৭৬। কৃষ্ণনগর পশ্চিম
মোট ভোট: ১,৪৭,৩২৫
গত বার: সিপিএম
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (সিপিএম): ৬৪,৭৪৩
উজ্জ্বল বিশ্বাস (তৃণমূল): ৫৩,৫১৪
সমর চক্রবর্তী (কংগ্রেস): ৭,১০১

৭৭। নবদ্বীপ
সমর চক্রবতা (কংগ্রেস): ৭,১০১

৭৭। নবদ্বীপ
মোট ভোট: ১,৪৮,৯২৯
গত বার: তৃণমূল
পুন্ডরীক্ষ সাহা (তৃণমূল): ৬৭,৭৪৫
ছায়া সেন শর্মা (সিপিএম): ৫৮,৩৭৩
রাধারমণ সাহা (কংগ্রেস): ৬,৪৬৭

৭৮। শান্তিপুর
মোট ভোট: ২,০৩,২৩৩
গত বার: কংগ্রেস
অজয় দে (কংগ্রেস): ৮৯,৮৩৪
শান্তনু চক্রবর্তী (সিপিএম): ৮৭,৭২১
উজ্জ্বল নন্দী (নির্দল): ৪,০৯৩

৭৯। হাঁসখালি (তফ)
মোট ভোট: ১,৯৮,২৭০
গত বার: সিপিএম
নয়ন সরকার (সিপিএম): ৮৪,৩২৮
রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (তৃণমূল): ৮১,৩০৭
মিনতি বিশ্বাস (কংগ্রেস): ৩,৮২২

৮০। রানাঘাট পূর্ব (তফ)
মোট ভোট: ২,২০,৪৭৫
গত বার: সিপিএম
দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (সিপিএম): ৯৮,৫৫৯
নীলিমা নাগ মল্লিক (তৃণমূল): ৮৮,৪৪৬
সুশীল কুমার রায় (কংগ্রেস): ২,৬৫৫

৮১। রানাঘাট পশ্চিম
মোট ভোট: ২,০০,৩৪৩
গতবারের জয়ী: কংগ্রেস
অলোক দাস (সিপিএম): ৭৬,১০৯
শঙ্কর সিংহ (কংগ্রেস): ৭৫,৯২৮
তাপস ঘোষ (তৃণমূল): ২০,৩৭০

৮২। চাকদহ
মোট ভোট: ২,২৪,৪৭১
গত বার: সিপিএম
মলয় সামন্ত (সিপিএম): ১,০৯,৬৭০
নরেশচন্দ্র চাকি (তৃণমূল): ৭৭,৮০১
সুভাষ বসু (পিডিএস): ৪,৬৫৮

৮৩। হরিণঘাটা
মোট ভোট: ২,০৫,৪৩৫
গত বার: সিপিএম
বঙ্কিম ঘোষ (সিপিএম): ৯৫,৫২৪
দীপক বসু (তৃণমূল): ৬৮,০৫৮
আবুল কাশেম মন্ডল (কংগ্রেস): ১০,৫১৪

উত্তর চব্বিশ পরগনা

৮৪। বাগদা (তফ)
মোট ভোট: ১৮২২৯৫
গত বার: ফব
দুলালচন্দ্র বর (তৃণমূল): ৭৯,৮৯৬
কমলাক্ষি বিশ্বাস (ফব): ৭৪,৯৯১
চন্দন মল্লিক (বসপা): ৩,১২১

৮৫। বনগাঁ
মোট ভোট: ১৯৯৯০৩
গত বার: সিপিএম
ভূপেন্দ্রনাথ শেঠ (তৃণমূল): ৮৬,২১৩
পঙ্কজ ঘোষ (সিপিএম): ৮২,৭৪৮
মাখন রায়(বসপা): ২,১৭৬

৮৬। গাইঘাটা
মোট ভোট: ২১৮৪৬৫
গত বার: তৃণমূল
জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক (তৃণমূল): ৯৩,৮১১
মন্মথ রায় (সিপিএম): ৮৮,৯৯২
তন্ময় মিত্র (কংগ্রেস): ৫,৩৭১

৮৭। হাবড়া
মোট ভোট: ১৯৭৪৬৭
গত বার: তৃণমূল
প্রণব ভট্টাচার্য (সিপিএম): ৭৯,১৬৬
তপতী দত্ত (তৃণমূল): ৫১,০৭১
আব্দুল হামিদ মন্ডল (কংগ্রেস):
তপতা দত্ত (তৃণমূল): ৫১,০৭১
আব্দুল হামিদ মন্ডল (কংগ্রেস): ৩৫,০১৬

৮৮। অশোকনগর
মোট ভোট:১৮৩৭১৯
গত বার: সিপিএম
সত্যসেবী কর (সিপিএম): ৭৩,২৫০
ধীমান রায় (তৃণমূল): ৭১,৪৫০
কৃষ্ণা চক্রবর্তী (কংগ্রেস): ৬,৬০০

৮৯। আমডাঙা
মোট ভোট: ১৭৯৫৯৩
গত বার: সিপিএম
আবদুস সাত্তার (সিপিএম): ৭৭,৯২৩
রফিকুর রহমান (তৃণমূল): ৬৯,০২৩
রফিকুল ইসলাম (কংগ্রেস): ৬,৫৯৫

৯০। বারাসত
মোট ভোট: ৩২০৩৪২
গত বার: তৃণমূল
বীথিকা মন্ডল (ফব): ১,২৪,৬৬৪
অশোক মুখোপাধ্যায় (তৃণমূল): ১,১৮,০৭৭
মিহির দে (কংগ্রেস): ১৪,৭৪২

৯১। রাজারহাট (তফ)
মোট ভোট: ২৮৭১২৬
গত বার: তৃণমূল
রবিন মণ্ডল (সিপিএম): ১,১৮,৪৩০
তন্ময় মন্ডল (তৃণমূল): ১,০১,৬২১
সুকুমার রায় (কংগ্রেস):১০,০৮০

৯২। দেগঙ্গা
মোট ভোট: ১৫১০২৮
গত বার: ফব
মোর্তাজা হোসেন (ফব): ৬১,৮৬৪
মফিদুল হক সাহজি(তৃণমূল) ৫০,৩২৭
মহম্মদ ইয়াকুব (জনবাদী ফব) ৯,৬৩৩

৯৩। স্বরূপনগর
মোট ভোট: ১৬৫৯২৬
গত বার: সিপিএম
মুস্তাফা বিন কাসেম (সিপিএম) ৬৭,৮৮৯
নারায়ণ গোস্বামী (তৃণমূল) ৬১,৩৩৭
সুশান্ত ঘোষ (কংগ্রেস): ১২,৪১৯

৯৪।বাদুড়িয়া
মোট ভোট: ১৫৭৬৯৭
গত বার: কংগ্রেস
মহম্মদ সেলিম গাইন (সিপিএম) ৬৩,৪৫৬
আবদুল গফ্ফর কাজী (কংগ্রেস) ৬৩,২৮৯
সুধাংশু মন্ডল (তৃণমূল): ৮,৩৬১

৯৫। বসিরহাট
মোট ভোট: ১৮৭১০৯
গত বার: সিপিএম
নারায়ণ মুখোপাধ্যায় (সিপিএম) ৬৬,৯৯৩
অসিত মজুমদার (কংগ্রেস): ৬৫,৭২৭
পার্থ বসু (তৃণমূল): ২২,৫২৮

৯৬। হাসনাবাদ
মোট ভোট: ১৪৩৮৩০
গত বার: সিপিএম
গৌতম দেব (সি পিএম): ৫৭,৬৫৪
রফিকুল ইসলাম মন্ডল (তৃণমূল) ৪১,৩১৩
নজরুল হক (কংগ্রেস): ১৮,৬২২

৯৭। হাড়োয়া (তফ)
মোট ভোট: ১৬৬০৬০
গত বার: সিপিএম
অসীম দাস (সিপিএম): ৮০,৩২২
মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল (তৃণমূল): ৪৭,৭৯৮
হাজারিলাল মন্ডল (কংগ্রেস): ৯,৯৫৬

৯৮। সন্দেশখালি (তফ)
মোট ভোট: ১৫১৫৬৮
গত বার: সিপিএম
অবনী রায়(সিপিএম): ৬৯,৮৫৯
গীতা মন্ডল(তৃণমূল): ৪৯,৮৬৭
সুব্রত সানা (কংগ্রেস): ৯,৭১৯

৯৯। হিঙ্গলগঞ্জ (তফ)
মোট ভোট: ১৪৬৯৯৬
গত বার: সিপিএম
গোপাল গায়েন (সিপিএম): ৬৬,১৭১
দেবেশ মন্ডল (তৃণমূল): ৫৪,০৯৮
পরিমল মিস্ত্রি (নির্দল): ৩,৮৫৫

(চলবে)

কমিশনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির কাছে নালিশ করল সিপিএম

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ মে: ভোটের ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মনোভাব নিল সিপিএম।

এ বারের নির্বাচনের শুরু থেকেই কমিশনের সঙ্গে প্রতি পদে বিতর্কে জড়িয়েছে সিপিএম। দলের পক্ষ থেকে বারবারই বলা হয়েছে, কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সংসদেও সরব হবে তারা। তবে বিষয়টি সংসদে তোলার আগেই, রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট। তাঁর অভিযোগের বিষয়বস্তু অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন নয়, লাভজনক পদ বিতর্কে জড়িয়ে থাকা বামপন্থী সাংসদদের অভিযোগ খারিজের প্রসঙ্গ।

ভোটের ফল বেরোনোর দিনই, অর্থাৎ ১১ মে কারাট চিঠি লেখেন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালামকে। তাঁর বক্তব্য, বাম সাংসদদের বিরুদ্ধে তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ মুকুল রায়ের করা অভিযোগে বিস্তারিত কোনও তথ্য ছিল না। অভিযোগের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্য না থাকলে, বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় সংস্থা সে অভিযোগ খারিজ করে দেয়। কিন্তু নির্বাচন কমিশন 'আধা-বিচারবিভাগীয়' সাংবিধানিক সংস্থা হয়েও, এ ক্ষেত্রে আরও তথ্য চেয়ে পাঠায়। সিপিএমের অভিযোগ, কমিশন আগেভাগেই মুকুল রায়ের অভিযোগের ভিত্তি সত্যি বলে ধরে নিয়ে এগিয়েছে। রাজ্যসভার প্রাক্তন বাম সাংসদ নীলোৎপল বসু অভিযোগের কপি চাওয়ায়, কমিশন তাদের একটি নির্দেশের (২৪ মার্চ, ২০০৬-এর কেস সংখ্যা ৩) প্রতিলিপিও পাঠায়। তাতে এমন কথারই উল্লেখ রয়েছে।

কমিশন অবশ্য রাতে প্রকাশ কারাটের অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে জানিয়েছে, লাভজনক পদ বিতর্কে রাষ্ট্রপতিকে সম্পূর্ণ তথ্য দেওয়ার জন্যই কমিশন তা নিয়ে খোঁজখবর করেছে।

কমিশনের এই ভূমিকা 'অপ্রত্যাশিত', 'অনৈতিক' ও 'অসাংবিধানিক' বলে কারাট তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। সিপিএমের মতে, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের আগে নেহাত রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্যই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু তার কোনও সারবত্তা ছিল না। উপযুক্ত তথ্যও ছিল না। অথচ নির্বাচন কমিশন বিচার পদ্ধতির মূল ধারাগুলি লঙ্ঘন করে বিতর্কে জড়িয়েছে। রাষ্ট্রপতির কাছে কারাট দাবি জানিয়েছেন, সিপিএম সাংসদদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে কমিশনের আর এগোনো উচিত নয়। কমিশনের ভূমিকার জন্যই তাদের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অবিলম্বে বাম সাংসদদের বিরুদ্ধে অভিযোগ খারিজ করে দেওয়া প্রয়োজন। তা হলেই সেই আস্থা আবার ফিরতে পারে।

কমিশনের উত্তরের পরেও সিপিএম কমিশন সম্পর্কে তাদের মত বদলাবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ঘিরে দু'পক্ষের সংঘাত তীব্র হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন সম্পর্কে 'ধারণা বদলাতে' বামেদের আপত্তি না মেনে পাঁচ দফায় ভোট করায় কমিশন। বহু ক্ষেত্রেই কমিশনের কাজে সমস্যায় পড়েছে বামেরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভোটের যা ফলাফল হয়েছে, তাতে 'রিগিং' তত্ত্ব ধুয়েমুছে গিয়েছে। ভোট শেষ হতেই বাম সাংসদরা স্থির করেন, নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ার নিয়ে শীর্ষ স্তরে আলোচনা হবে। সেই মতো রণনীতিও তৈরি করা হয়। ভোটের ফল বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই সেই প্রক্রিয়া মেনে কমিশনকে চাপে ফেলার কাজ শুরু করে দিল সিপিএম।

14 MAY 2006

ANADABAZAR PATRIKA

পুনর্গঠনের প্রথম পর্বে বন্ধ রুগ্‌ণ ৩৪ সংস্থার ১৫টি

নিজস্ব সংবাদদাতা: কোথাও ছ'শোর বেশি, কোথাও বা প্রায় সাতশো। আবার কোথাও ৪১, কোথাও মাত্র ২৬। এই ভাবেই নয় নয় করে সওয়া দু'বছরে ভর্তুকিতে চলা ৩৪ টি রুগ্‌ণ রাজ্য সরকারি সংস্থা থেকে আগাম অবসরের মাধ্যমে বিদায় নিলেন প্রায় ছয় হাজার কর্মী। আরও নির্দিষ্ট ভাবে বললে বিদায় নেওয়া কর্মীদের সংখ্যাটি এ পর্যন্ত ৫৯৬৬।

২০০১ সালে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে ষষ্ঠ বার ক্ষমতায় আসার পর বামফ্রন্ট সরকার রুগ্‌ণ রাজ্য সরকারি সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবন/পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। ওই সিদ্ধান্ত রূপায়ণের দায়িত্ব পড়ে মন্ত্রী নিরুপম সেনের অধীন সরকারি শিল্প বিষয়ক দফতরের উপরে। এ জন্য বাছাই করা কিছু রুগ্‌ণ সরকারি সংস্থাকে নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন দফতর (ডি এফ আই ডি)-র অনুদানে শুরু হয়েছিল পুরোধা প্রকল্প বা পাইলট প্রজেক্ট। আগাম অবসর দেওয়া কর্মীদের ক্ষতিপূরণের টাকা মেটানো হয় ডি এফ আই ডি-র অনুদান থেকে।

আগাম অবসর ৬ হাজার কর্মীর

এ বার সেই পুরোধা প্রকল্পে দাঁড়ি পড়তে চলেছে। আর সরকারি শিল্প বিষয়ক দফতর সেই কাজের যে সালতামামি তৈরি করেছে, তা থেকেই জানা গিয়েছে পুনরুজ্জীবনের তালিকায় থাকা ওই ৩৪ টি সংস্থার মধ্যে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ১৫ টি সংস্থাকে।

২০০৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর দু'টি রুগ্‌ণ রাজ্য সরকারি সংস্থা — আই পি পি লিমিটেড এবং সুন্দরবন সুগারবিটকে বন্ধ করে দিয়ে ভর্তুকির বোঝা কমানোর প্রক্রিয়া প্রথম শুরু হয়েছিল। এ পর্যন্ত ৩৪ টি সংস্থার মধ্যে আই পি পি লিমিটেডেই সবচেয়ে বেশি, ৬৭৮ জন কর্মীকে একযোগে আগাম অবসর নিতে হয়। তারপরে সবচেয়ে বেশি কর্মী আগাম অবসর নিয়েছেন আর একটি রুগ্‌ণ সরকারি সংস্থা তন্তুশ্রী থেকে। তন্তুশ্রীর ৬১৯ জন কর্মীকে আগাম অবসর দেওয়া হয়েছে গত ৩১ জানুয়ারি। পুরোধা প্রকল্পের জেরে আগাম অবসর নেওয়া হাজার ছয়েক কর্মীর মধ্যে ছিলেন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের ৪১৭ জন কর্মীও। সবচেয়ে কম ২৬ জন কর্মীকে আগাম অবসর নিতে হয় গ্যাঞ্জেস প্রিন্টিং ইঙ্ক থেকে।

পুরোধা প্রকল্পে বন্ধ করে দেওয়া ১৫ টি সংস্থার পাশাপাশি ১৫ টি সংস্থাকে যৌথ উদ্যোগে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে মাত্র তিনটিতে এ পর্যন্ত যৌথ উদ্যোগের প্রয়াস সফল হয়েছে এবং সেগুলির পরিচালন ভার বেসরকারি শিল্প সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া গিয়েছে। ওই তিনটি সংস্থা হল— গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল, এঙ্গেল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ। আটটিতে যৌথ উদ্যোগের প্রয়াস সফল হয়নি। সেগুলির অধিকাংশই বন্ধের মুখে। বাকিগুলি সম্পর্কে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

অন্য দিকে, চারটি সংস্থাকে নিজের হাতে রেখেই পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। ওই চারটি সংস্থা— দুর্গাপুর কেমিক্যালস, গ্লুকোনেট হেল্‌থ, স্যাক্সবি ফার্মার এবং ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং থেকেও ১১০০-র বেশি 'উদ্বৃত্ত' কর্মীকে আগাম অবসর দেয় রাজ্য সরকার। দুর্গাপুর কেমিক্যালস ইতিমধ্যে লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছে। দৈনন্দিন কাজের নিরিখে লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছে স্যাক্সবি ফার্মারও।

1 4 MAY 2006

ANADABAZAR PATRIKA

ইলিশ আর কইয়ের হাঁড়ি দিয়ে বুদ্ধের সংবর্ধনা যাদবপুরে

সঞ্জয় সিংহ

বাংলাদেশ সরকার এক বার পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হাতে তুলে দিয়েছিল এক পেটি পদ্মার ইলিশ। সেটা ছিল শুভেচ্ছা-উপহার। কিন্তু ভোটে জেতার পরে নিজের কেন্দ্রে দলীয় সংবর্ধনাসভায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের হাতে সাজানো-গোছানো একটি ইলিশ তুলে দিয়ে রবিবার নতুন নজির গড়লেন যাদবপুরের সি পি এম-কর্মীরা।

সর্ষে-ইলিশ বাঙালির রসনায় সর্বদাই স্বাগত। যেমন স্বাগত তেলকই। তাই ইলিশের পরেই স্থানীয় ক্লাবের সদস্যেরা বুদ্ধবাবুর হাতে তুলে দিলেন এক হাঁড়ি জ্যান্ত কই। পশ্চিমবঙ্গ মাছ চাষে দেশের মধ্যে বেশ কয়েক বার প্রথম স্থান পেয়েছে। সেই কারণেই কি না জানা যায়নি। তবে সপ্তম বারের জন্য বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার 'কাণ্ডারী' বুদ্ধবাবু সেই মাছের হাঁড়ি নিয়ে হেসে ফেলেছেন। পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যও হাসি চাপতে পারেননি। কারণ, সংবর্ধনায় কেউ কখনও কি এমন উপহার পেয়েছেন কোথাও?

ফুলের তোড়া, বইয়ের প্যাকেট মুখ্যমন্ত্রীর হাত ঘুরে রক্ষীদের হেফাজতে চলে যাচ্ছিল। বিশাল ইলিশ আর কইমাছের হাঁড়ির হালও তা-ই হল। গড়িয়ার দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজ ময়দানে উপস্থিত অনেকেরই প্রশ্ন, তাঁদের 'প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী'র বাড়িতে ওই মাছ শেষ পর্যন্ত পৌঁছবে তো! সি পি এমের এক স্থানীয় নেতা সভার পরে বলেন, "চিন্তা নেই, ইলিশ আর কই প্রাপকের বাড়িতে পৌঁছে যাবে।"

শুধু ফুল, মাছ, কেক, বই নয়, শেষ বৈশাখের সন্ধ্যায় গড়িয়া কলেজ ময়দান চত্বর জুড়ে নেমে এসেছিল দীপাবলির রাত। পৌনে ৭টা নাগাদ সস্ত্রীক বুদ্ধবাবু সভায় এলেন। এক দল ঢাকি ঢাক বাজিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। মাঠের মধ্যে তুবড়ি জ্বলল। আকাশে উড়ল লাল, নীল, সবুজ রঙের হাউই। পুরো উৎসবের মেজাজে যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের এই অঞ্চল। কারণ, এ বার এখানে রেকর্ড ব্যবধানে জিতেছেন বুদ্ধবাবু।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সি পি এম নেতারা এই জয়ে যত আপ্লুত, তিনি যে ততটা নন, ১২ মিনিটের বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রী সেটা বুঝিয়ে দিলেন। বিপুল ভোটে তাঁকে জয়ী করার জন্য দলীয় কর্মী-সমর্থকদের কৃতজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি যাঁরা তাঁকে ভোট দেননি, সেই বিরোধী মানুষজনকেও 'শুভেচ্ছা' জানালেন তিনি। বললেন, "এই নির্বাচন আমাদের কঠিন দায়িত্ব দিয়েছে। এই রায়ের মানে কী? মানে, রাজ্যের মানুষ চাইছেন এগোতে। আরও এগোতে হবে আমাদের।" আর নতুন সরকারের এই এগিয়ে চলার পথে তিনি যে বিরোধীদেরও পাশে পেতে চান, এ দিন বক্তৃতার শুরুতেই তা বুঝিয়ে দিয়েছেন বুদ্ধবাবু।

মঞ্চে তাঁর আগামী মন্ত্রিসভার সম্ভাব্য দুই সদস্য ক্ষিতি গোস্বামী ও কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে বুদ্ধবাবু বলেন, "নতুন মন্ত্রিসভায় আমরা কাজ ভাগ করে নেব। পরস্পরের সঙ্গে এমন সমন্বয় ও বোঝাপড়া তৈরি করব, যাতে দ্রুত অনেক কাজ সারা যায়।" ক্ষিতিবাবু, কান্তিবাবুরাও সমবেতদের সঙ্গে করতালি দিয়ে সমর্থন জানান মুখ্যমন্ত্রীকে। বুদ্ধবাবু বলেন, "আমরা রাজ্যকে সব ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে এক নম্বরে নিয়ে যেতে চাই।"

মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেন, গত ২৯ বছরে কৃষিতে, শিল্পে সাফল্য এলেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে তাঁরা সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। তিনি বলেন, "স্বাস্থ্যে আমাদের আরও স্বচ্ছতা, শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা দরকার।" আর দরকার সামগ্রিক ভাবে রাজ্যের উন্নয়ন। তবে এই উন্নয়নের অভিমুখ যে রাজ্যের গরিব মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের দিকে থাকবে, তা স্পষ্ট করে দেন তিনি। কারণ, শিল্পের নাম করে বুদ্ধবাবুর সরকার গরিবের জমি কেড়ে নিচ্ছে বলে বিরোধীরা যে-প্রচার চালিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী তা ভোলেননি। তাই এ দিনও তিনি বলেন, "৩৮ হাজার গ্রামের মধ্যে অন্তত চার হাজার গ্রামের মানুষ খুবই গরিব। উন্নয়ন হবে সেই মানুষদের কথা মাথায় রেখেই।"

সেই সঙ্গে রাজ্যে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ টানতে কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহরের জীবনধারার মানও যে তিনি উন্নত করতে চান, তা জানিয়ে বুদ্ধবাবু বলেন, "মার্কিন হামলায় বিধ্বস্ত সায়গন শহর যেমন আধুনিক হো চি মিন সিটি হয়ে উঠেছে, আমাদের কলকাতাকেও সেই রকম শহর করতে চাই আমরা।" যাদবপুরের মতো এলাকার সমস্যার ব্যাপারেও যে তিনি ওয়াকিবহাল, তা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, "এখানকার সমস্যা যাতে দ্রুত মেটে, আমি তা অবশ্যই দেখব।"

ANADABAZAR PATRIKA

15 MAY 2006

Bus smoke in Tata car wake

SIMI KAMBOJ

Calcutta, May 15: Not just the small car, the Tatas could also make in Bengal what state government officials call "bus".

The more optimistic in officialdom believe that on Thursday evening, when chief minister Buddhadeb Bhattacharjee and Ratan Tata together announce the small-car project, there could be a surprise by way of a "bus" manufacturing unit.

Commerce and industry secretary Sabyasachi Sen, however, cautioned that only preliminary talks had taken place on the second project and it might be too early to expect an announcement on the evening of the day of the swearing-in of Bhattacharjee and his new "development" team.

"We've placed a proposal before the company since they are about to enter bus manufacturing. Hopefully, they will consider Bengal when they make their final decision. However, we don't expect the bus unit to be finalised so soon. If an announcement is made for both the projects, we'll be pleasantly surprised," Sen said.

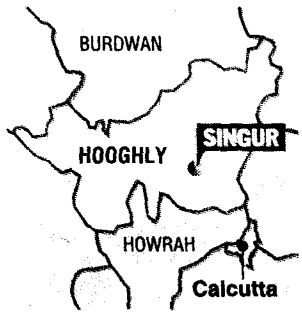

Tata will not be able to attend the swearing-in that is scheduled for earlier in the day but arrive in the evening for talks with the chief minister on the small-car project.

A Tata team that is here is believed to have finalised the site for the project at Singur, about 35 km from Calcutta, in Hooghly district.

"The chief minister and Tata are likely to announce this project at a joint press conference that (Thursday) evening at Writers' Buildings," said a senior government official.

The Tata team had also seen sites at Guptamani in Midnapore, Haldia, Dankuni in Hooghly and Sankrail and Uluberia in Howrah.

Government officials — the more optimistic ones — expected the "bus" unit to be located at Guptamani, near Kharagpur.

The site at Singur the Tatas appear to have zeroed in on for their Rs 1-lakh car could be as big as 1,000 acres by one estimate and about 500 acres by another.

After the inspection of the site, Tata Motors managing director Ravi Kant held a meeting with the chief minister on May 12, following which Bhattacharjee said the project was "almost final".

Tata Motors top executives were not available for comment but sources said what government officials were calling a "bus" manufacturing unit might actually be a production centre for light commercial vehicles.

Tata will not be the only one who will miss Bhattacharjee's swearing-in. Some 3,000 invitations have been sent out for the ceremony that will take place at Raj Bhavan. Some 150 of them are to industrialists like N.R. Narayana Murthy (Infosys), Azim Premji (Wipro), Benny Santoso (Salim), Naveen Jindal (Jindal Steel), Anand Mahindra (Mahindra and Mahindra) and the two Ambani brothers — Mukesh and Anil.

Santoso is in the US and will not be able to come. Neither of the Ambani brothers has confirmed attendance.

"We haven't received any confirmations from the businessmen we've invited from outside Bengal yet. They've been asked to send us their response by May 17," said an official of the commerce and industries ministry, which has been talking to them.

16 MAY 2006

How West Bengal voted

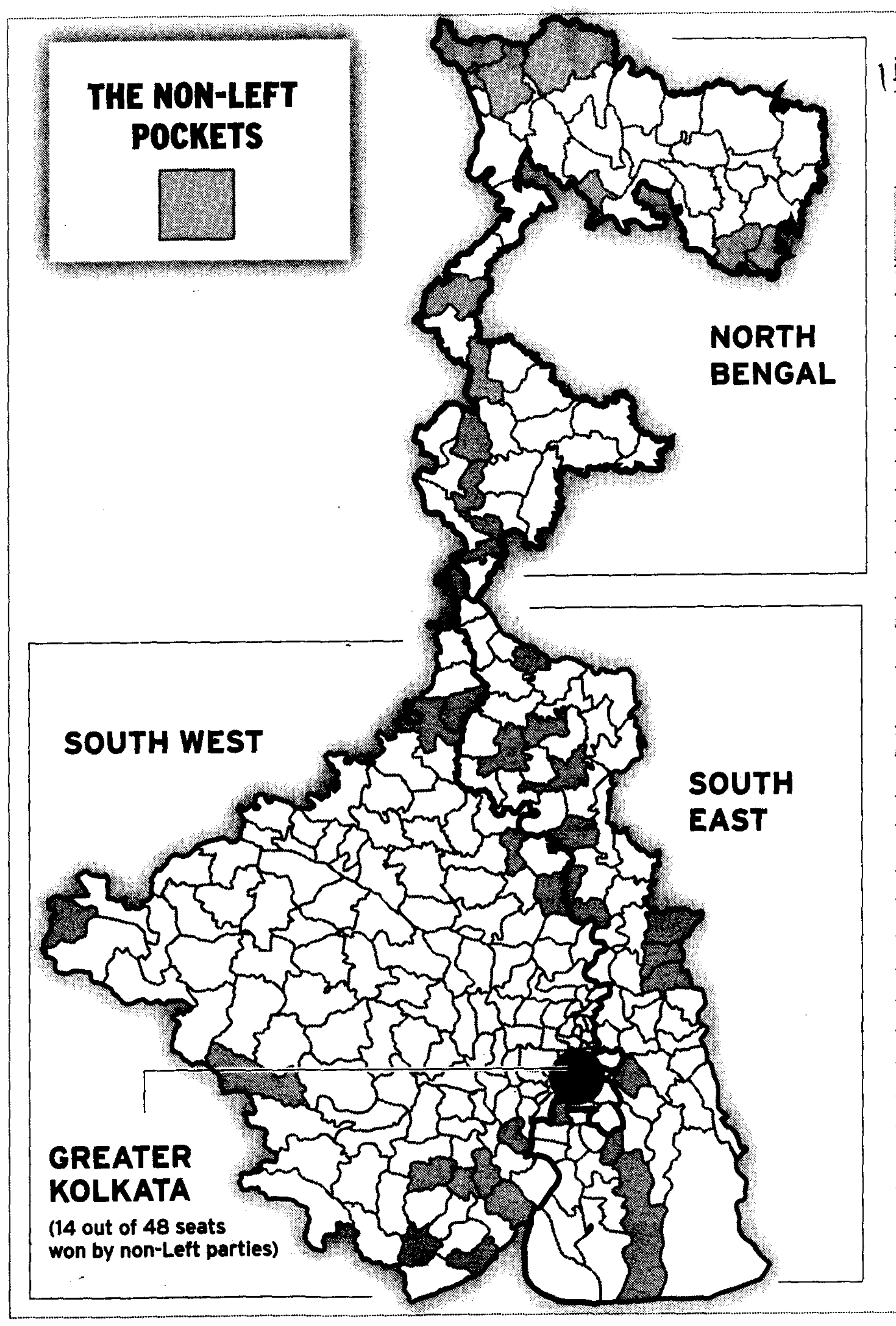

How different parties and alliances fared in 2006

PARTIES	SEATS CONTESTED	SEATS WON	VOTE(%)
LEFT FRONT	**293**	**235**	**50.23**
CPI(M)	210	175	36.97
CPI	14	9	2.09
FB	34	23	5.67
RSP	23	20	3.72
WBSP	4	4	0.72
NCP	2	0	0.19
RJD	2	1	0.08
DSP	2	1	0.36
Independent (LF)	2	2	0.43
NDA	**285**	**29**	**28.27**
Trinamool Congress	256	29	26.34
BJP	29	0	1.93
CONGRESS ALLIES	**280**	**21**	**15.21**
Congress	261	21	14.91
PDS	12	0	0.12
JMM	7	0	0.18
OTHER PARTIES			
GNLF	5	3	0.50
JKP (N)	4	1	0.26
BSP	127	0	0.73
SP	32	0	0.20
CPIML (L)	25	0	0.17
Smaller parties	75	0	0.64
Independents	517	4	3.79
TOTAL	**1643**	**293**	**100**

This election marked significant shifts in the social bases of political support

VARIABLES	LEFT 2006	LEFT CHANGE	BJP 2006	BJP CHANGE	TRINAMOOL 2006	TRINAMOOL CHANGE	CONGRESS+ 2006	CONGRESS+ CHANGE	OTHERS 2006	OTHERS CHANGE
AGE GROUP	The Left made impressive gains among youth, mainly at the expense of the Trinamool Congress									
Upto 25 yrs	56.8	+11.3	3.0	+1.6	23.2	-14.2	9.6	-2.1	7.3	+3.2
26-35	49.7	+3.2	2.2	-2.0	28.2	-5.2	14.2	+6.8	5.7	-2.8
36-45	50.5	-4.6	1.4	-3.3	30.3	+1.1	13.3	+6.3	4.5	+0.6
46-55	49.4	-3.3	1.2	-1.8	27.7	-5.3	12.2	+4.3	9.5	+6.1
Above 50	54.7	+2.4	4.5	+3.7	19.6	-16	17.0	+8.2	4.2	+1.7
GENDER	The Left's usual advantage among women voters was neutralised; gender was not a factor									
Male	50.4	+1.9	2.7	-0.3	25.1	-9.7	16.1	+7.7	5.7	+0.4
Female	49.7	-2.4	2.7	-1.0	26.1	-5.3	14.1	+6.1	7.4	+2.6
EDUCATION	The Left lost at the lower end of the educational spectrum and gained at the upper end ...									
Non literate	56.3	-5.5	2.6	-0.7	19.2	+1.4	14.4	+5.9	7.4	-1.4
Up to primary	48.4	-3.0	1.3	-1.6	27.4	-4.0	13.0	+3.2	9.9	+5.4
Up to matric	51.3	+6.1	3.0	-0.8	30.6	-8.0	13.1	+4.5	2.1	-1.7
College and above	52.7	+14.2	2.6	-0.7	28.7	-21.8	13.6	+8.8	2.6	-0.3
ECONOMIC CLASS	... this was related to the changing class profile of the Left voters									
URBAN	The Left gained across all classes among urban voters									
Professional/business	52.5	+18.0	2.5	+0.1	18.9	-40.6	26.2	+23.8	0.0	-1.2
White Collar salaried	57.5	+17.7	2.8	+0.5	24.6	-26.2	15.1	+8.8	0.0	-0.8
Small business	47.9	+4.1	1.8	-2.7	30.9	-16.4	15.7	+12.1	3.7	+2.8
Skilled worker	50.6	+10.1	0.0	-3.6	34.8	-14.0	6.7	+3.1	7.9	+4.3
Unskilled/ semi-skilled	54.2	+3.5	2.1	-2.0	29.2	+4.5	10.0	-6.4	4.6	+0.5
RURAL	The Left lost sharply among farm workers but made up by major gains among rural salaried									
Salaried	56.5	+17.5	2.3	+0.1	23.6	-28.6	17.6	+12.1	0.0	-1.1
Business	45.7	-1.3	0.4	-1.6	36.4	+0.4	5.4	-0.6	12.0	+3
Non-agricultural workers	54.9	-1.4	2.9	+2.9	21.8	-6.6	10.7	+2.7	9.8	+2.4
Peasants and tenants	48.0	+0.4	1.1	-2.2	28.7	+3.0	14.8	-2.3	7.4	+1.1
Agricultural workers	56.7	-9.6	2.8	-1.2	19.3	-0.4	15.7	11.7	5.4	-0.6

Note: All figures for social groups in per cent. Figures for change in percentage points. The figures are based on The Hindu-CNN-IBN post-poll survey carried out in the State after the polling. They may be different from the figures reported in the earlier post-poll survey reports, for those did not include constituencies that went to the polls in the last phase of elections. The discrepancies between the post-poll data and the actual outcome have been corrected by weighing the data by actual vote share for different parties. Comparison with voting patterns in 2001 is based on a similar post-poll undertaken by the CSDS at the end of the Assembly elections held in 2001.

The opportunities and the challenges

The Left may have registered yet another massive victory. But behind this familiar result, lies an interesting story about shifting support bases and voter perceptions, says YOGENDRA YADAV

On the face of it, the outcome of the Assembly elections in West Bengal is a mere replay of the verdict of the 2004 Lok Sabha elections. In that election, the Left Front secured 50.6 per cent of the vote and led in 223 segments (out of 294), leaving only 35 each for the Trinamool Congress-Bharatiya Janata Party combine and the Congress. The final result this time is very similar. The Left Front has won 50.2 per cent of the votes and 235 seats, leaving 29 seats for the Trinamool and 21 for the Congress.

This fits the standard pattern of a Lok Sabha verdict being replicated in the Assembly elections that follow. Moreover, the staggering victory margin is not unprecedented. The Left Front has secured even bigger victories in 1982 and 1987. So, it may appear that the 2006 verdict needs no special explanation. This is the way things are in West Bengal-.But such a simple reading misses the true significance of this verdict. If nothing else, the zeal shown by the Election Commission (EC) in monitoring this election lends the result a special meaning.

In political terms, the verdict is as much about change as continuity. This was the first real test of the Left's new leadership, which brought in a new crop of candidates. This was also a test of its ability to retain its social support base in the face of its new economic policies. For the opposition, it was a test of its ability to survive and find new direction. The popular verdict was expected to shed light on these questions and thus, on the future of politics in the State. Are we any wiser now?

First, the much-discussed effect of the EC. Clearly, the verdict put paid to the rather naïve and partisan belief that the Left Front owed its extraordinary success to "scientific rigging". The EC did everything it needed to, and a lot it need not have. On balance, these actions enjoyed popular approval, including from Left Front supporters. The opposition parties hailed this as the fairest election ever. And 58 per cent of the voters, cutting across party lines, said electoral malpractices had come down as compared to previous elections (only six per cent thought malpractices had increased). Yet, the Left won an overwhelming majority.

This election may not prove that the ruling front never used unfair means in the last three decades. It may be possible to argue that the Left did gain a few percentage points in the past through means less than fair and that this made a difference in some marginal constituencies. But surely not to the overall outcome. If one maintains this, one would also have to agree that the Left Front has increased its true vote share substantially this time. The debate on the reasons for the continued dominance of the Left Front now needs to move beyond allegations of rigging and take a closer look at its popular appeal and organisational capacity.

There is one respect in which the EC did make a difference. It ordered revision of the electoral rolls, leading to a large-scale deletion of names. The curious outcome is that in the last five years, the total number of eligible voters has come down by one percentage point rather than go up by six or seven, as one would have expected. The deletions were the maximum in and around Kolkata and in districts bordering Bangladesh. The EC officials would have us believe that the deleted list contained bogus names, included in the rolls to favour the ruling front. If this were true, voter turnout would have gone down. But this did not happen except in the Greater Kolkata region. The overall turnout, close to its highest ever, went up by seven percentage points. But the post-poll survey conducted by the Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) recorded a fairly normal level of involvement and participation in the elections. It seems that the heavy turnout this time was the result of the reduction in the electoral rolls. While it is fair to say that the electoral rolls have improved, perhaps by deletion of voters who were temporarily or permanently away, there is little evidence of a large-scale deletion of bogus voters.

Divided opposition

If the Left secured about the same votes, in fact a little less than in 2004, how did it manage to secure more seats? The simple answer is the disunity of the opposition. A careful calculation of the Index of Opposition Unity (IOU), a measure of the proportion of non-Left votes that went to the leading non-Left candidate at the constituency level, shows that notwithstanding the wishes of Trinamool leader Mamata Banerjee, the voters were more divided this time than before. The IOU went down from nearly 80 per cent in 2001 to 76.5 this time.

In other words, even the disastrous alliance in 2001 between the Trinamool and the Congress was better than the Trinamool-BJP alliance this time. The BJP's vote share of less than two per cent is its lowest ever in the State since it made a big entry in 1991. This is not just the result of contesting a fewer number of seats. The BJP polled substantially less votes per seat contested than the Trinamool. Ms. Mamata Banerjee appears to have goofed up on her choice of alliance partner. If the votes of the two Congresses were to be artificially merged, they would have won 103 seats as against their combined tally of just 50 seats. If this verdict represents a dead-end for the opposition, it is not because its overall vote share declined. The real problem is its inability to come up with a credible leadership, a cleverer strategy and an attractive agenda to bring together the non-Left voters.

Shifting social base

This election showed the first signs of a major shift in the support of the Left — from the "old Left" support base (the rural poor and the urban working classes) to the "new Left" support base (comprising the rural well-to-do and the urban middle and the upper classes). The popular media perceived this as a shift from the rural to the urban voters. The final results do not support such a simple reading. The Left did gain in urban constituencies, especially in the towns outside Greater Kolkata, but its vote share did not decline in rural areas.

We begin to understand the changing social base better if we divide the urban and the rural areas into various social classes. The urban areas showed an overall increase in the Left vote but the most impressive gains came from the professional salaried classes, including all kinds of white collar workers. In the rural areas, the Left suffered serious losses among the agricultural and allied workers, barely maintaining its position among the farmers and tenants. It made massive gains among the rural salaried class.

In short, the Left seems to have contained its losses among its old support base while gaining new social groups. But this move towards a "catch all" party is likely to strain its core constituency in future elections.

There are other changes in the voting pattern. The Left used to enjoy a big advantage among women voters. That has been significantly reduced. The Left vote, like those of most parties supported by the poor, used to have a pyramid like shape for different educational groups: wide support among the least educated and narrow support among the highly educated. This profile has given way to a more flat support this time as the Left gained more among the educated and lost some among the illiterate voters. Similarly, it has gained among upper caste voters, while retaining its support among the Other Backward Classes and the Dalits. The only worrying news for the Left is the loss of more than 10 percentage points among Muslim voters, largely to the Congress. The good news emerges from the analysis of different age groups. The new Left is the favourite of the young voters.

Future challenges

This verdict reflects both the opportunities and challenges for the Left, especially the dominant CPI(M), which is undergoing significant change. Its attempt to present itself as a party of continuity as well as change has succeeded. The CPI(M)'s success ratio and its vote share per contested constituency is better than all its partners. Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee enjoys considerable credibility with the voters, though the media may have overplayed his acceptance among the non-Left voters. This strength comes in sharp relief whenever the voters have to compare him to any opposition leader. The CPI(M) decision to change a large number of its candidates also paid off. The Left won 132 of the 154 seats where it repeated its candidates, a gain of 3 seats over 2001. Among the seats where it changed its candidates, it won 103 out of 139, a net gain of 33 seats as compared to 2001. More importantly, the Left gained more votes in the constituencies where it changed candidates compared to those where it retained the old ones. Thus it did manage to appeal to those voters who wanted change. This gives the Left leadership considerable room for policy and politics.

Yet, this victory poses a long-term challenge to the CPI(M). Can it retain its old social base among the rural poor as it moves aggressively to court industrialists and investors? This is particularly important as the Left voters do not seem to be very enthusiastic about the liberalisation agenda, as the CSDS post-poll survey suggests. The survey also revealed that the people of West Bengal, including the Left supporters, entertained serious reservations about the old style of the CPI(M)'s functioning. Asked about the level of corruption in the party and its interference in the daily life of the people, the overall verdict went against the CPI(M), even among its own supporters. The contradictions and challenges of changing from a working class party to a "catch all" and centre-of-left political formation may not be evident in this hour of celebration. But these questions cannot be postponed for very long.

Left Front gained most in the South East, while the EC effect was most visible in Greater Kolkata

	Total Seats	Change in Electorate 2001-06	Turn-out 2006	Change over 2001	IOU	LEFT FRONT Seats Won	LEFT FRONT G/L	LEFT FRONT Vote (%)	LEFT FRONT Swing	CONGRESS Seats Won	CONGRESS G/L	CONGRESS Vote (%)	CONGRESS Swing	TRINAMOOL CONGRESS Seats Won	TRINAMOOL CONGRESS G/L	TRINAMOOL CONGRESS Vote (%)	TRINAMOOL CONGRESS Swing	BJP Seats Won	BJP G/L	BJP Vote (%)	BJP Swing	OTHERS Seats Won	OTHERS G/L	OTHERS Vote (%)	OTHERS Swing
NORTH BENGAL	49	2.8	83.1	+7.1	70.7	37	+1	46.2	+0.1	8	Nil	24.6	+9.3	1	Nil	13.5	-6.5	0	Nil	4.8	-2.5	3	-1	10.9	-0.5
SOUTH EAST	71	2.2	85.3	+7.4	80.4	55	+13	47.3	+2.9	4	-5	18.4	+7.6	8	-8	26.3	-2.4	0	Nil	0.5	-5.0	4	Nil	7.5	-3.1
GREATER KOLKATA	48	-8.7	72.0	+3.7	77.5	33	+11	47.6	-0.4	4	+1	10.7	+7.1	11	-12	35.8	-5.7	0	Nil	2.5	-1.0	0	Nil	3.4	+0.1
SOUTH WEST	125	-1.3	83.1	+6.7	76.1	110	+11	54.5	+1.3	5	-1	10.2	+5.1	9	-10	28.5	-3.4	0	Nil	1.5	-3.4	1	Nil	5.3	+0.4
TOTAL	**293**	**-1.0**	**81.9**	**+6.6**	**76.5**	**235**	**+36**	**50.2**	**+1.2**	**21**	**-5**	**14.9**	**+6.9**	**29**	**-30**	**26.3**	**-4.3**	**0**	**Nil**	**1.9**	**-3.3**	**8**	**-1**	**6.6**	**-0.6**

Note: IOU stands for Index of Opposition Unity. Figures for change and swing in percentage points

মালুম হচ্ছে, অনিল নেই

সিপিএমে জট, চূড়ান্ত হয়নি মন্ত্রীর তালিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা: মন্ত্রিসভা গঠন করতে গিয়ে সি পি এমে অনিল বিশ্বাসের অনুপস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিল। শরিকেরা তাদের মন্ত্রীদের নামের তালিকা ঠিক করে ফেলেছে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে টানাপোড়েনে তিন দিন ধরে দফায় দফায় বৈঠক করেও সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্ব মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত মন্ত্রীদের নামের তালিকা চূড়ান্ত করতে পারেননি। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী আজ, বুধবার সকালে আবার বৈঠকে বসবে। মঙ্গলবার রাতে বৈঠক সেরে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের দফতর থেকে বেরোনোর সময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন, "মন্ত্রিসভা চূড়ান্ত হয়নি। বুধবার রাজ্য কমিটির বৈঠকে চূড়ান্ত হবে।" ফরওয়ার্ড ব্লকের কাছ থেকে কৃষি দফতরও আদায় করতে পারেনি সি পি এম।

মন্ত্রীদের নাম চূড়ান্ত করার পর্বটি এতটাই প্রলম্বিত হচ্ছে যে, সি পি এম নেতারা আড়ালে বলছেন, অনিলবাবুর অনুপস্থিতি বোঝা যাচ্ছে। এক সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, তিনি অনিলবাবুর অনুপস্থিতি অনুভব করছেন। এ-রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে অনিলবাবু নামের তালিকা ফেলে দিয়ে মোটামুটি তা অনুমোদন করিয়ে নিতেন। তার আগে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলে নিতেন জ্যোতিবাবুর সঙ্গে। নেতাদের সঙ্গেও আলাদা ভাবে কথা বলতেন তিনি। কিন্তু বর্তমান নেতৃত্ব আরও বেশি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জেলা ও রাজ্য নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করার পথ নেওয়ায় জট পাকিয়ে গিয়েছে।

বিদ্যুৎ, শ্রম দফতর কাকে দেওয়া হবে, সেই বিষয়ে যেমন শ্রমিক সংগঠন সিটুর নেতাদের বক্তব্য গুরুত্ব পাচ্ছে, তেমনই পঞ্চায়েত কাকে দেওয়া হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে কৃষক নেতাদের সঙ্গে। শিক্ষা বা তথ্যপ্রযুক্তি দফতরে কে মন্ত্রী হবেন, সেই ব্যাপারেও জেলা নেতাদের মত নেওয়া হচ্ছে। জেলায় মন্ত্রী বদলাতে গিয়ে জেলা সম্পাদকদের পাশাপাশি কথা বলা হচ্ছে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর তরফে যে-নেতা ওই জেলার দায়িত্ব আছেন, তাঁর সঙ্গেও। সব মিলিয়ে দলের মন্ত্রীদের নাম ঠিক করতে গিয়ে দীর্ঘসূত্রতার কবলে পড়েছেন সি পি এম নেতৃত্ব। এর আগে কখনও এটা দেখা যায়নি। সমস্যা মেটাতে জ্যোতিবাবুর মতো প্রবীণ নেতাকেও মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে বৈঠক করতে হয়েছে।

'টিম-বুদ্ধ' গড়তে মন্ত্রী-তালিকা বানিয়েছিলেন বুদ্ধবাবু। সোম এবং মঙ্গলবার সকাল ও রাতে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর দু'দফার বৈঠকে যে-ভাবে মন্ত্রীদের নামের সংযোজন-বিয়োজন ঘটতে থাকে, তাতে মুখ্যমন্ত্রীই খুব অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যান। বসু আলিমুদ্দিন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও বিবাদ মেটাতে বুদ্ধবাবুর সঙ্গে দলের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু, শ্যামল চক্রবর্তীদের আলোচনা হয়।

বুদ্ধবাবু তাঁর পছন্দের মন্ত্রী-তালিকা নিয়ে দিল্লিতে পলিটব্যুরোর বৈঠকে গিয়েছিলেন। সেখানে দলের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট, সীতারাম ইয়েচুরিদের উপস্থিতিতে ঠিক হয়, অসীম দাশগুপ্তকে অর্থমন্ত্রীর পদে রেখে দেওয়া হলেও তাঁর কর্মপদ্ধতির বদল ঘটাতে হবে। আর সুভাষবাবুর কাছে জানতে চাওয়া হবে, তিনি কী করবেন? পরিবহণ বা শ্রম, যে-দফতরেই তিনি থাকুন না কেন, আগামী দিনের দিকে নজর রেখে তাঁকে সংস্কারের পথে হাঁটতে হবে। এক দিকে জ্যোতিবাবুর হস্তক্ষেপ, অন্য দিকে বুদ্ধবাবু, বিমানবাবুদের সঙ্গে সুভাষবাবুর আলোচনার পরে ঠিক হয়, তিনি পরিবহণ দফতরেই থাকবেন।

কিন্তু শ্রমমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। উঠে আসে নৈহাটির রঞ্জিত কুণ্ডু, কামারহাটির মানস মুখোপাধ্যায়, আসানসোলের দিলীপ সরকার এবং পুরুলিয়ার নিখিল মুখোপাধ্যায়ের নাম। তথ্যপ্রযুক্তিতে মানব মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে তালতলা থেকে জেতা যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষক দেবেশ দাসের নাম উঠে আসে। সে-ক্ষেত্রে মানববাবুকে দেওয়া হবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। এতে আবার আপত্তি কেবল মানববাবুর নয়, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীরও। নতুন জেতা অঞ্জন বেরাকে শিক্ষামন্ত্রী করা হবে, নাকি বাঁকুড়া থেকে জেতা প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে-কেই

এর পর ছয়ের পাতায়

সিপিএমে জট

প্রথম পাতার পর

আবার দায়িত্ব দেওয়া হবে, তা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়।

সূর্যকান্ত মিশ্র স্বাস্থ্য দফতরেই থাকতে চান। কিন্তু দলের একাংশ চায়, ওই দফতরের দায়িত্ব নিন পার্থবাবু। পঞ্চায়েত মন্ত্রী করা হতে পারে হাওড়া থেকে জেতা বিপ্লব মজুমদারকে। আবার রেজ্জাক মোল্লাকে ভূমি দফতর থেকে সরিয়ে পঞ্চায়েত মন্ত্রী করতে চায় দলের অন্য অংশ। সব মিলিয়ে যে-সব দফতর নিয়ে বুদ্ধবাবু বেশি চিন্তিত, সেই সব দফতরের মন্ত্রীদের নাম চূড়ান্ত করতে গিয়েই দেখা দিয়েছে নানা সমস্যা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে জ্যোতিবাবু বা বিমানবাবুর মতও মিলছে না। তাই বুধবার আবার রাজ্য সম্পাদকণ্ডলীর বৈঠক বসছে। সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকের পরে আলোচনায় বসবে রাজ্য কমিটি। তার পরে বামফ্রন্টের বৈঠকও হবে।

এ দিকে, ফরওয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রীদের তালিকা চূড়ান্ত। নরেন দে-কে দেওয়া হচ্ছে কৃষি দফতর। হাওড়ার রবীন ঘোষ পাচ্ছেন সমবায়। দেগঙ্গা থেকে জেতা মুর্তজা হুসেন পাচ্ছেন ত্রাণ ও কৃষি বিপণন, কোচবিহার জেলা থেকে জেতা পরেশ অধিকারী খাদ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। ডেপুটি স্পিকারের পদে যাচ্ছেন ওই দলেরই ভক্তিপদ ঘোষ।

17 MAY 2006

ANANDABAZAR PATRIKA

এ বার রাজ্যে ফুড পার্ক গড়তে জমি চাইল সালিম গোষ্ঠী

নিজস্ব সংবাদদাতা: ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠী এ বার পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। এ রাজ্যে একটি ফুড পার্কও গড়ে তুলতে চান তাঁরা। আর তার জন্য সরকারের কাছে তাঁরা জমি চেয়েছেন।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করেন ইন্দো ফুডস সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান কেভিন সেথো ও অনাবাসী বাঙালি শিল্পপতি প্রসূন মুখোপাধ্যায়। বৈঠক শেষে সেথো জানান, এ রাজ্যে বেশ কয়েকটি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা গড়ে তুলতে চান। পশ্চিমবঙ্গে আলুর উৎপাদন চাহিদার অতিরিক্ত। তাই চিপস তৈরি করা যেতে পারে বলে জানান তিনি। তবে কোন ধরনের খাদ্যবস্তু তৈরি করা হবে এ রাজ্যে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

এ দিন শিল্প দফতরের পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে হাওড়ার সাঁকরাইল ও উলুবেড়িয়ায় জমি দেখেন তাঁরা। প্রাথমিক ভাবে প্রায় ৫০০ একর জমি প্রয়োজন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর।

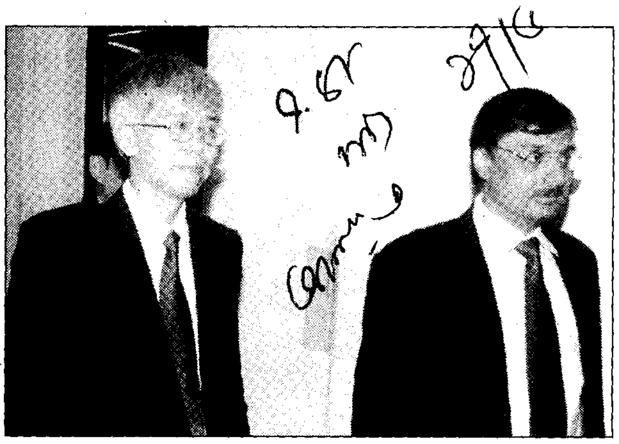

মহাকরণে কেভিন সেথোর সঙ্গে প্রসূন মুখোপাধ্যায়।— নিজস্ব চিত্র

ইন্দো ফুডস পাকিস্তান, পশ্চিম এশিয়া, মিশর ও নাইজেরিয়ায় ব্যবসা করে। সংস্থাটি বেবি ফুড, বিস্কুট, তৈরি নুডলস ইত্যাদি প্রস্তুত করে। এ ছাড়া ইন্দো মিল্ক নামে আর একটি সংস্থা দুধ, দুগ্ধজাত খাবার তৈরি করে। রাজ্য সরকার হরিণঘাটা ডেয়ারির দায়িত্ব এই সংস্থার হাতে তুলে দিতে চায় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর। আজ বুধবার তাঁদের হরিণঘাটায় যাওয়ার কথা। সব মিলিয়ে বিনিয়োগ কতটা হবে , তা স্পষ্ট করে জানাতে চাননি সংস্থা কর্তৃপক্ষ। জাকার্তায় ফিরে গিয়ে তাঁরা একটি প্রকল্প সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি করবেন। গোটা বিষয়টি চূড়ান্ত করতে মাস দু'য়েক সময় লাগবে বলে জানান কেভিন সেথো।

17 MAY 2006

MLAs of 14th Assembly sworn in

9 8 / 1715 / 85 7

MLA Ms Bilashibala Sahish (left) greets first-time MLA Ms Sukhmoith Oran (right) from Jalpaiguri in the Assembly House, Kolkata on Tuesday. ■ **SHYAMAL MAITRA**

Statesman News Service

KOLKATA, May 16: Mr Gyan Singh Sohanpal, the pro tem Speaker, today administered oath to 125 legislators in the Assembly.

Earlier, Governor Mr Gopal Krishna Gandhi swore in Mr Sohanpal as the pro tem speaker at a function at Raj Bhavan this morning.

Mr Hashim Abdul Halim, Speaker of the 13th Assembly, was the first legislator to take oath . He was followed by Mr Kshiti Goswami of RSP.

Eleven ministers of the erstwhile sixth Left Front government today took their oath.

They were Mr Asim Dasgupta, Mr Subhas Chakraborty, Ms Bilashibala Sahish, Mr Naren Dey, Mr Amar Chowdhury, Mr Srikumar Mukherjee, Mr Jogesh Barman, Mr Dasarath Tirkey, Mr Anisur Rarahan, Mr Sailen Sarkar and Mr Biswanath Chowdhury.

Mr Partha Dey, who defeated his Trinamul Congress rival Mr Kashinath Misra, also took his oath.

Four Congress legislators, Dr Manas Bhunia, Mr Sudip Bandopadhyay, Mrs Deepa Dasmunshi and Mr Krishnendu Chowdhury, were sworn in.

Talking to reporters, Mr Halim said that he would miss some prominent debaters in the 14th Assembly.

They were Mr Saugata Roy, Mr Kashinath Misra (both Trinamul Congress), Mr Subrata Mukherjee and Mr Abdul Mannan (both Congress), the government chief whip Mr Rabin Deb and the former state labour minister Mohammad Amin. He said that as the House belongs to the Opposition, Opposition legislators will have to play more definite role. He hoped that as many new legislators have come to the Assembly the quality of debate was likely to be high.

He said a five-day orientation session would be held for first timers to get acquainted with the proceedings of the Assembly.

After forming the Cabinet, the Speaker would be elected, Mr Halim said.

The government will have to select its chief whip and the parliamentary affairs ministers as both of them have been defected in the polls. He said he would urge the ministers to be present on the floor of the House to answer questions raised by the Opposition.

Mrs Dasmunshi said that she would highlight the failure of the government in north Bengal and raise issues concerning women particularly those coming from the economically challenged families in the Assembly.

Mr Sudip Bandopadhyay said that he would highlight failure of the state government in some important sectors including industry.

Manab, Subhas delay Cabinet

Left struggles to fill IT, transport, labour slots

ALOKE Banerjee
Kolkata, May 16

WINNING A seventh term with 235 seats was the easy part. Buddhadeb Bhattacharjee is having a tough time picking ministers who will take oath in two days' time.

Reason: The CPI(M) believes organisational strength — and not Brand Buddha — has won the Left Front its landslide victory. So, it's time for the party's district units to demand their respective pounds of flesh.

Result: Even after three state secretariat meetings since Monday, many key berths remain hotly contended, with an exasperated Jyoti Basu leaving Tuesday's marathon meeting in a huff. The party will hold another secretariat meeting on Wednesday and a state committee meeting after that to finalise the ministers. The most contentious areas were Subhas Chakrabarty and Manab Mukherjee's portfolios.

Insiders said Basu wanted Subhas to retain transport and sports, but Buddhadeb and party secretary Biman Bose wanted him in labour. Subhas just dismissed the offer of a shift. There are other disagreements around Subhas. While the party, under pressure from Basu, has agreed to let him retain transport, some leaders are insisting that sports be taken away from Subhas and given to Asok Bhattacharya, in addition to urban development.

Also, both Buddhadeb and Basu want to replace IT minister Manab Mukherjee with Debesh Das. They want Manab as small-scale industries minister; but Manab has put his foot down, making it difficult to find a slot for Debesh.

With Subhas dead against shifting, Buddhadeb and Basu wanted to propose Purulia MLA and Citu leader Nikhil Mukherjee as the new labour minister. But hawks from North 24-Parganas have said no to that, arguing that Nikhil is too "reformist" to be labour minister in a Left-ruled state.

Nirupam Sen (industries), Asim Dasgupta (finance), Jogesh Burman (forests), Anisur Rahman (animal resource development) and Gautam Deb (housing) will retain their portfolios. But though Suryakanta Mishra will retain health, the new minister for his other portfolio — panchayat — has not been finalised yet. The party had initially picked A.R. Mollah, but now Mahanta Chatterjee and Biplab Majumdar too are in the race. Kanti Ganguly will retain Sunderbans development and may get the new department of Sunderbans tourism.

Sudarshan Roy Choudhury will become the new higher education minister with school education going to Partha Dey. Abdus Sattar will be minister for madrasa education and head the minorities cell. Law will go to Robilal Moitra. Anjan Bera and Chandana Ghosh Dastidar too are likely to be ministers — but their departments haven't been finalised.

From the Forward Bloc, Naren Dey will be agriculture minister replacing Kamal Guha, Robin Ghosh cooperation minister, Paresh Adhikari food and supplies minister, and Murtaza Hossein relief and agricultural marketing minister. Bhaktipada Ghosh will be deputy speaker.

Bhatpara votes: Kolkata Live Plus Bengal

PROBLEM PORTFOLIOS

Debesh Das

Manab Mukherjee

»IT

Strong pitch for Debesh Das, but Manab Mukherjee doesn't want to go

Subhas Chakrabarty

»TRANSPORT & LABOUR

Subhas Chakrabarty wants to stay in transport, but Buddha wants him in labour. If not Subhas, labour minister could be Nikhil Mukherjee

Partha De

Abdus Sattar

»EDUCATION

Sudarshan Roy Choudhury gets higher education, Partha De school education, Abdus Sattar madrasa education. Anjan Bera and Chandana Ghosh Dastidar in running for other slots

»LAW

Rabi Lal Moitra replaces Nisith Adhikary

THE HINDUSTAN TIMES 17 MAY 2006

Brand Buddha doesn't sell on Alimuddin St

B+ ~ 16 NEW FACES IN 44-MEMBER MINISTRY

Statesman News Service

KOLKATA, May 17: Brand Buddha obviously doesn't sell well on Alimuddin Street. But Bengal's Big B, as it were, did have some positives to show after four days of unprecedented brainstorming over distribution of ministerial berths and portfolios in the seventh Left Front government to be sworn in tomorrow.

CPI-M hardliners prevailed over Mr Buddhadeb Bhattacharjee today and Mr Subhas Chakraborty, Mr Abdur Rezzak Molla and Dr Surya Kanta Mishra were retained in the departments they held in the last government. But indicating that he was serious about not giving up on reforms, however, Mr Bhattacharjee kept the planning and development department, earlier held by Mr Nirupam Sen, for himself. And the preponderance of new ministers ~ 16 out of the 44 ~ did suggest that a fresh start had at least been attempted in some measure.

The chief minister has also retained the departments of home, information and cultural affairs, science and technology, personnel, administrative reforms, horticulture and food processing. He did tell reporters later, though, that he would distribute these responsibilities among other ministers.

In an anticipated move, Mr Manab Mukherjee was removed from the information technology and environment departments and put in charge of tourism, and cottage and small-scale industries in the new 44-member ministry. Mr Debesh Das, CPI-M legislator from Taltala and computer science professor at Jadavpur University, has been put in charge of the information technology department. Mr Mahanta Chatterjee, a first-time CPI-M legislator from Domjur, will look after environment. These are among the 10 new faces in the Cabinet. Among the ministers of state, six are first-time ministers.

In addition to retaining the power department, Mr Mrinal Banerjee will also look after the labour department which was earlier under Md Amin who lost the election. Mr Sudarshan Roychaudhury, a known academician and first-time MLA, was the unanimous choice for the higher education department whilst Mr Partha Dey made a comeback to the ministry as the school education minister (he was health minister till 2001 when he lost the election from Bankura). Mr Rabilal Moitra, another first-time MLA, was allotted the law department.

Recognising the potential of the self-help groups in retaining the support base of the Left in rural areas, the CPI-M formed a new department and put first-time legislator Mrs Rekha Goswami in charge. She is the only woman member in the Cabinet and one of the three women in the new ministry, the other two being Mrs Deblina Hembram, minister of state for backward classes welfare, and Ms Bilasibala Sahis, minister of state for forests.

It became more or less clear after the meeting of the CPI-M state secretariat this morning that Mr Jyoti Basu is still a power to reckon with. Mr Subhas Chakraborty retained transport, sports and youth affairs ~ the departments he held earlier. Dr Surya Kanta Mishra who had strongly objected to the health department being taken away from him, not only retained health and panchayat and rural development, but was also given charge of ESI and bio-technology. Mr Abdur Rezzak Molla, who had criticised the government for acquiring agricultural land to set up new industries in North 24-Parganas retained the land and land reforms department.

Among the new Cabinet ministers, Dr Murtaja Hossain, the new FB legislator from Deganga, North 24-Parganas, has been given charge of relief and agriculture marketing. Mr Rabin Ghosh of the Forward Bloc is another new minister in charge of the co-operative department. Mr Upen Kisku, Mr Maheswar Murmu, Mr Pratyush Mukherjee and Mr Nayan Sarkar haven't found berths in the new ministry.

Among the Left Front partners, Mr Amar Chaudhury of the RSP has been replaced by Mr Kshiti Goswami in the pubic works department.

Airport revamp

NEW DELHI, May 17: **To expedite the process of capacity expansion and modernisation of other airports, including Kolkata, the government is considering raising the level of foreign direct investment (FDI) up to 74 per cent on a case to case basis. The present policy decision allows 74 per cent FDI in airports, which was scaled down to 49 per cent for Delhi and Mumbai airports.** ■ SNS

Details on page 4

9 8r m)

5 i \ 1815

1 6 MAY 2006

THE STATESMAN

Buddha flies in face of party line

Wants Kolkata Airport Privatised

TIMES NEWS NETWORK

Kolkata/New Delhi: Left ideologues may be fiercely opposed to modernisation of airports by the private sector, but West Bengal's pragmatic CM, Buddhadeb Bhattacharjee, clearly has other ideas. In the midst of hectic campaigning for the recently concluded assembly elections, Bhattacharjee wrote to the Centre, seeking modernisation of Kolkata's Netaji Subhash International airport on the lines of Delhi and Mumbai airports.

The two airports were handed over to private consortia in the face of vehement protests by CPM leaders like Prakash Karat and Sitaram Yechuri, who have been insisting that Airports Authority of India be allowed to lead the modernisation process. And even though the Left seems to have reconciled to the privatisation of Delhi and Mumbai airports, it has categorically opposed application of the same model to Kolkata and Chennai airports.

This was indicated by CPM leader Sitaram Yechuri in interactions with the media after the Left's resounding victories in the asembly polls —successes he ascribed to the Left's policies.

Bhattacharjee, though, doesn't seem to agree. He wrote to Union civil aviation minister Praful Patel in the first week of April, congratulating him on the implementation of the project to modernise Mumbai and Delhi airports. According to sources, he also stressed that the project was critical for meeting infrastructure needs. And for good measure, he asked for "similar" modernisation of Kolkata's international airport. He also underscored that the modernisation of Kolkata airport was necessary to accelerate development of the eastern region.

Left parties are still agitating against the government's refusal to accomodate views of AAI unions. But Buddhadeb's stance is sure to strengthen the hands of the civil aviation minister in negotiations on how to go about the modernisation of Kolkata and Chennai airports. More so, because the influential DMK does not seem to be particularly enamoured of AAI. In fact, it was keen on an announcement to coincide with the inuaguration of Karunanidhi's fifth innings at Fort St George.

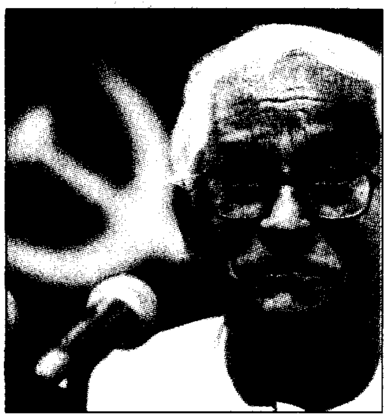

RIGHT TURN: Bengal CM hails privatisation drive

Importantly, the Centre has held out no assurance that AAI would have any role to play in the process. The civil aviation ministry has talked of JVs. Significantly, during his poll campaign Bhattacharjee had remarked that he was practising capitalism. He followed it up after the elections by observing that he could not build socialism in one corner of the country. It has been hoped in some government circles that the Left may veer towards a more 'pragmatic' path. Buddha's stance on aiport modernisation would seem to indicate that he, at least, means business.

18 MAY 2006

THE TIMES OF INDIA

Buddha gets Basu team

CPM votes for no change

OUR BUREAU

Calcutta, May 17: Old wine was sloshed into an old bottle today by an experienced grape grower named Jyoti Basu for the consumption of Buddhadeb Bhattacharjee who was thirsty for some new blood.

Bhattacharjee's 2006 cabinet the CPM picked after six days of intense discussions and haggling looked far removed from the fresh and small team he had in mind.

WINNERS

- **Jyoti Basu:** He gets all he wanted — Asim stays in finance, Subhas in transport and sports
- **Biman Bose:** Ensures health remains with Surjya Kanta Mishra, backs Asim and Subhas too

LOSERS

- **Buddhadeb Bhattacharjee:** Fails to change finance, transport and health ministers; wanted small ministry, gets 44 members; couldn't cut Manab Mukherjee's losses; unable to stop Partha De's entry in education
- **Manab Mukherjee:** Shunted out of both IT & environment

MINISTRY FULL LIST ON PAGE 13

"I am very happy that the cabinet has been formed through the process of consultation," said Basu who sat through several meetings over the past four days, disregarding old age and irregular health.

"The leadership finalised the names which I have just announced," added state party secretary Biman Bose, "and I refuse to elaborate why we deliberated for so many days or why we made certain changes because I am hard-pressed for time."

Not that there wasn't any change at all. There was, and it was possibly not what Bhattacharjee had expressly wished for — the drastic downsizing of Manab Mukherjee, who had been piloting the chief minister's IT initiative. Mukherjee lost IT — to Debesh Das, a new MLA — as well as environment, despite some resistance put up by Bhattacharjee.

Most members of the party's secretariat — the highest state-level decision-making body — notably the influential Burdwan lobby, ranged themselves against Bhattacharjee's efforts at the meetings today and yesterday. They forced him to agree to the shifting of his protégé to a lesser charge, cottage and small industry and tourism.

Neither Basu nor Bose made any attempt to support Mukherjee. "It's a hard knock for someone who had become used to rubbing shoulders with the likes of Azim Premji (Wipro). Now he will have to spend time and energy making the ailing Tantuja profitable," said a CPM official.

Bhattacharjee also had to accept defeat for his plans to unveil a new finance, transport and health minister, thanks to the joint intervention by Basu and Bose. Asim Dasgupta stays in finance, Surjya Kanta Mishra in health and Subhas Chakraborty in transport and sports.

Chakraborty, a constant cause of embarrassment to the government, has even been given the additional responsibility of youth affairs.

Labour, for which the party couldn't find anyone, has been given to Mrinal Banerjee, the power minister.

A section of the party harbours the view that Bhattacharjee's plans would have been implemented better had Anil Biswas, the former secretary, been alive. Much of it had been structured in consultation with Biswas.

Bhattacharjee's new cabinet with 44 members, four down on 2001, is a near repeat of the faces that adorned his government in the last term.

Perhaps, the chief minister, who had wanted the ministry to be confined to 35 members, also had to pay a price for the dramatic electoral success that encouraged district units to winch up their demands.

The cabinet size would have been larger had not a Supreme Court ruling already fixed the number of ministers at no more than 15 per cent of the strength of the House.

Bhattacharjee is saddled with six departments. "I haven't been able to allocate these portfolios so far. This will be done by and by. *Etto gulo daftar shamlano sambhab na* (can't take care of so many departments)," he said.

The swearing-in is tomorrow.

■ See Page 13

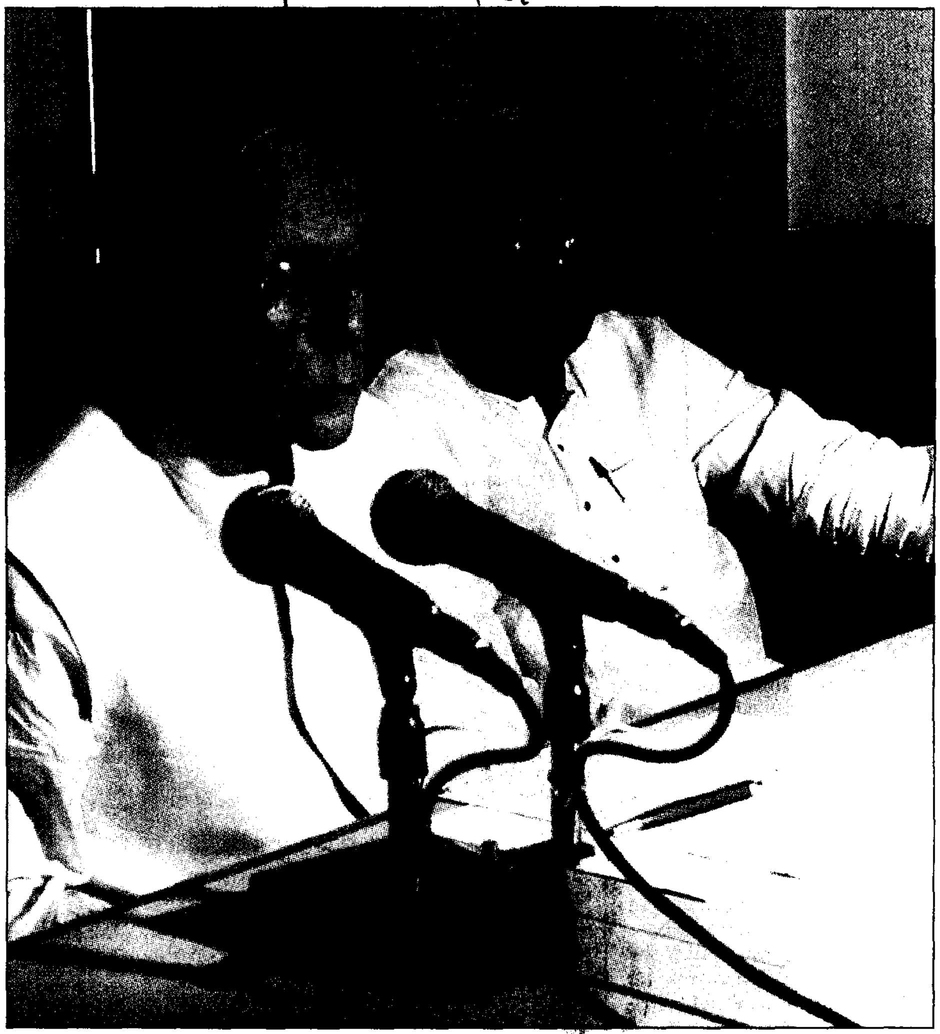

Basu and Bhattacharjee at the CPM's Alimuddin Street headquarters. Picture by Amit Datta

18 MAY 2006

THE TELEGRAPH

Some things change, some don't

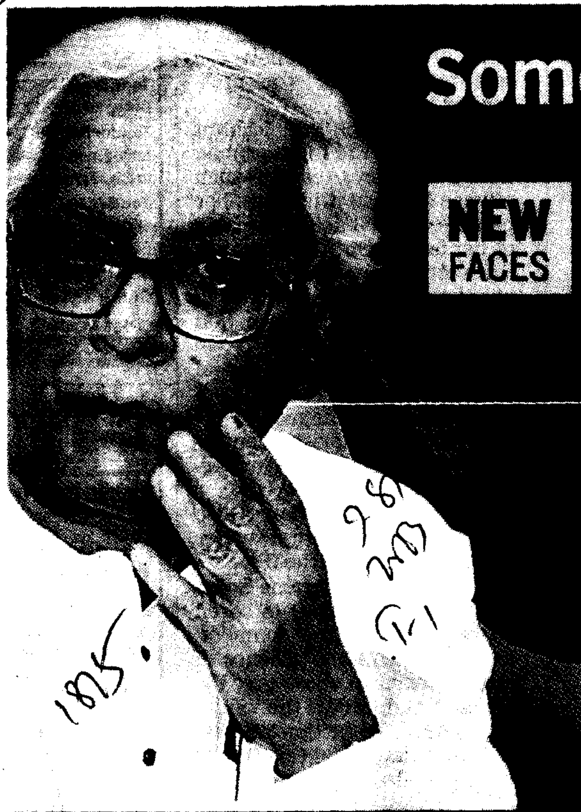

Buddhadeb Bhattacharjee
CHIEF MINISTER, HOME (POLICE), INFORMATION AND CULTURE, PLANNING & DEVELOPMENT, SCIENCE & TECH, P&A REFORMS, MINORITIES DEVELOPMENT, HILL AFFAIRS, FOOD PROCESSING, HORTICULTURE

NEW FACES

Debesh Das
IT

Sudarshan Roy Choudhury
HIGHER EDUCATION

Partha Dey
SCHOOL EDUCATION

Abdus Sattar
MADRASA EDUCATION

Rekha Goswami
SELF-HELP GROUPS, SELF-EMPLOYMENT

OTHER FIRST-TIMERS

Robilal Moitra
LAW

Mahanta Chatterjee
ENVIRONMENT

Ananta Roy
FORESTS

Robin Ghosh
COOPERATION

Paresh Adhikari
FOOD AND SUPPLIES

Murtaza Hossein
RELIEF, AGRI MKTNG

C.D. Meikup
TECH EDUCATION

Asim Dasgupta
FINANCE, EXCISE

Nirupam Sen
COMMERCE & INDUSTRY

Suryakanta Mishra
HEALTH, PANCHAYAT

Subhas Chakrabarty
TRANSPORT, SPORTS

Asok Bhattacharya
MUNICIPAL AFFAIRS, URBAN DEVELOPMENT

Mrinal Banerjee
POWER, LABOUR

Manab Mukherjee
SMALL INDUSTRIES, TOURISM

Gautam Deb
HOUSING

Jogesh Burman
BACKWARD CLASSES

Kiranmoy Nanda
FISHERIES

Pratim Chatterjee
FIRE SERVICES

Kanti Ganguly
SUNDERBANS

Kshiti Goswami
PWD

Naren De
AGRICULTURE

Sushanta Ghosh
PASCHIMBANGA UNNAYAN PARISHAD

Subhas Naskar
IRRIGATION

B. Choudhry
JAIL

A.R. Mollah
LAND & LAND REFORMS

Srikumar Mukherjee
CIVIL DEFENCE

Anisur Rehman
ANIMAL RESOURCES

SPEAKER
H.A.Halim

DY SPEAKER
Syed Mohd Mohshih

Ministers of State

Debolina Hangram (Backward Classes), **Manohar Tirkey** (PWD), **Bilashibala Sahish** (Forest), **Narayan Biswas** (Small Industries), **Bankim Ghosh** (Panchayat), **Anarul Haque** (PHE), **Benoy Biswas** (Refugee Rehab), **Tapan Roy** (Mass Education & Library), **Anadi Saha** (Labour)

GRAPHIC: SANTANU MALLICK

THE TELEGRAPH
18 MAY 2006

Tata Motors stable at Singur

Statesman News Service

KOLKATA, May 18: Going by prior announcement, the seventh Left Front government began its tenure with the formal announcement of setting up a plant at Singur in Hooghly for the first small car that costs just one lakh, to be rolled out from the stable of Tata Motors.

But what made it sweeter to the ears of the chief minister and his industry minister was a compliment from Mr Ratan Tata, who after a meeting with Mr Buddhadeb Bhattacharjee, described the state as the "most investor friendly".

Telcon, another subsidiary of Tata Motors and makers of earthmovers and payloaders, is also likely to expand at Kharagpur.

Mr Tata, accompanied by Mr Ravi Kant, managing director Tata Motors said they had scanned various locations in the country for a suitable location and had finally chosen Singur to set up the plant, which will bring investment worth Rs 1000 crore and create 10,000 jobs, including vendors, and service providers.

A fully-automated plant, it will provide direct employment to 2,000 people and the rest will be ancillary. "We have great faith in Mr Buddhadeb Bhattacharjee's leadership and Tata Group wants to participate in the growth of the state," said Mr Ratan Tata. The plant will be commissioned in 2008. Although both the state government and the Tatas declined to reveal the incentive to be provided by the state government, Mr Tata said it should be at par with what the other states provide while Mr Bhattacharjee clarified that it has been finalised. The state government will soon begin land acquisition for 1,000 acre, of which 700 acre will be utilised for the plant and 300 acre will be reserved for vendors. The expansion of Telcon will bring in an investment of another Rs 250 crore. The chief minister said the state government would coordinate with the engineering colleges to begin courses in automobile engineering, as the state is lagging behind others in this field.

The chief minister also met the chairman of Videocon, Mr Venugopal Dhoot, who promised to bring in new technology from Japan and set up an LCD television manufacturing plant at its Taratala unit with an investment of Rs 100 crore.

19 MAY 2006

THE STATESMAN

Seventh LF govt sworn in

Statesman News Service

KOLKATA, May 18: The stage was set for wooing industry at the swearing-in of the seventh Left Front government today. But barring a few captains of industry chose to disappoint Mr Buddhadeb Bhattacharjee and his team as they took the oath at Raj Bhavan today.

Although the who's who of the industry figured in the invitation list, only a handful, mostly home bred, were present. Some of them were Videocon chairman Mr Venugopal Dhoot, Mr YC Deveshwar, Mr Pawan Ruia, Mr RP Goenka, Mr Harsh Neotia and representatives of the Salim group from Indonesia, Mr Kevin Seitho and Mr Gunadi Kang accompanied by Mr Prasun Mukherjee.

The chief minister and his 44-member strong council of ministers were sworn in at a simple ceremony by state Governor, Mr Gopal Krishna Gandhi in the presence of Bengal luminaries in political, social and cultural spheres.

Mr Buddhadeb Bhattacharjee took his oath at 11.00 a.m. followed by commerce and industry minister, Mr Nirupam Sen. Sitting directly opposite the dais were party bigwigs, Mr Biman Bose, Mr Hashim Abdul Halim, Mr Sitaram Yechury, Mr Prakash Karat, Mrs Brinda Karat, Mr Somnath Chatterjee, Mr Ashoke Mitra, Mr Jyoti Basu, Mr Manik Sarkar, the chief minister's wife and daughter, Mrs Mira Bhattacharjee and Suchetana and the industrialists.

There was a separate enclosure for them marked as "industrialists, chamber of commerce and financial institutions".

MLAs, MPs, High Court judges, foreign diplomats, family members of ministers, intellectuals and Tollywood artistes sat a little distance away.

India's former skipper, Sourav Ganguly was also in the front rows; he was greeted personally by Mr Bhattacharjee.

As one after another minister designate took the oath of office and secrecy, Mr Subhash Chakrabarty, after a particularly tiring verbal warfare with the Election Commission and tough bargaining with the party [illegible] his old departments, got the longest applause as he went up the dais. Later Mr Sitaram Yechury jovially said to him: "Well, are you the man of the match?"

While Ms Debolina Hembram read her oath in Santhali Mr Manohar Tirkey chose Hindi to take his oath.

At the end of the ceremony the Governor lent his touch with a special photograph not only with the newly sworn in council of ministers but also the workers who had worked tirelessly to set up the simple but tastefully done stage on the sprawling lawns of Raj Bhavan. The afternoon ended with a simple tea party.

Anil's memory

There was a bit of pathos, as Ajanta Biswas, daughter of late Anil Biswas walked in with Mrs Brinda Karat, who sat in the front row directly opposite the main dais.

There was no designated seat for Ajanta, who spent all her day at Alimuddin street the day poll results were declared. Just a few seats away sat the chief minister's daughter, Suchetana Bhattacharjee. Ajanta hesitated for a few months but then sat down on the insistence of Mrs Karat. Her husband sat outside the VIP enclosure. Mrs Gita Biswas, wife of the late Anil Biswas was not present in the ceremony.

19 MAY 2006

THE STATESMAN

Buddha swears by capital

ROSY HUE *Mr Buddhadeb Bhattacharjee being felicitated at Writers' Buildings on Thursday.* ■. **BIJOY SENGUPTA**

Statesman News Service

KOLKATA, May 18: The 44-member seventh Left Front Ministry began literally on the fast lane today with an announcement that the Rs 1 lakh Tata-manufactured small car would roll out of the state in two years. With Mr Buddhadeb Bhattacharjee beginning his new chief ministerial term courting capital, the announcement came at the end of talks he held with Mr Ratan Tata, chairman of Tata Sons. But the small car project apart, captains of industry were largely lukewarm to the new government's overtures towards them. Only a few industrialists turned up to occupy the block of seats reserved for them at the swearing in ceremony on the sprawling lawn of Raj Bhavan this morning.

But the real sweetener came in the evening with Mr Tata complimenting the chief minister by describing West Bengal as the most 'investor friendly' state.

Mr Tata, accompanied by Mr Ravi Kant, managing director, Tata Motors and other officials said they had scanned various locations in the country for a suitable location and finally chose Singur for the plant which will bring investment worth Rs 1000 crore and create 10,000 jobs including vendors, and service providers. A fully automated plant, it will provide direct employment to 2000 people and the rest through ancillary. "We have great faith in Mr Buddhadeb Bhattacharjee's leadership and the Tata Group wants to participate in the growth of the state, " said Mr Ratan Tata.

Soon after taking oath, the chief minister gave a clarion call to his ministers and government servants to end corruption. Stay away from corruption and stand up against it, was Mr Bhattacharjee's missive to government employees in the fold of the Coordination Committee of State Government Employees' who felicitated him and his new ministers outside Writers' Buildings on being sworn in. And his message was directed as much to his team, many of them new faces, on the dais.

Mr Bhattacharjee also promised a disciplined, committed, responsible and sensitive administration and repeated his call, issued from the same dais five years ago, to improve work culture in government.

Earlier, the chief minister and 43 members of his council of ministers were sworn in at a simple ceremony by state Governor, Mr Gopal Krishna Gandhi.

Mr Buddhadeb Bhattacharjee took the oath at 11 am followed by his commerce and industry minister Mr Nirupam Sen.

He also said that the performance of the government needed to be improved and asked his cabinet colleagues and government employees to be more responsible and sensitive to the people, terming the massive mandate as a 'clear directive' that government employees should be more people-friendly.

He also spoke about accelerating industrial growth and attracting investment. The chief minister said, "Our priority will be to consolidate the gains in agriculture and accelerate industrial growth."

The chief minister said: "Our aim is to reach the fruits of development to the deprived", and said all efforts would be directed at "wiping the tears of people' who were yet to be brought within the ambit of development.

19 MAY 2006

21 MAY 2006

ANADABAZAR PATRIKA

বুদ্ধ-কারাট সমন্বয়ে আধুনিক হবে কলকাতা বিমানবন্দর

দিগন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ● নয়াদিল্লি

২০ মে: দিল্লি মুম্বইয়ের পরে এ বার কলকাতা। এবং বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত বিতর্কিত প্রশ্নে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমেই এগোচ্ছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও প্রকাশ কারাট।

আজ বিজ্ঞান ভবনে এক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম জানান, যে পদ্ধতিতে দিল্লি ও মুম্বই বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের কাজ করা হচ্ছে, ঠিক একই পদ্ধতিতে কলকাতা ও চেন্নাই বিমানবন্দরের কাজও শুরু করা হবে। কেন্দ্রীয় বিমান চলাচল মন্ত্রী প্রফুল্ল পটেল আধুনিকীকরণের যে মডেল তৈরি করে দিয়েছেন, সেই অনুসারে এ কাজ হবে। আর পটেল জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে খুব শীঘ্রই তিনি কলকাতা যেতে পারেন। এ দিন সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসচিব সব্যসাচী সেন। তাঁর সঙ্গে চিদম্বরম ও পটেলের ঘরোয়া ভাবে একপ্রস্থ কথাও হয়েছে। কলকাতায় ফিরে সব্যসাচী সেন বুদ্ধবাবুকে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন।

কলকাতা বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ চেয়ে বিমানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন বুদ্ধবাবু নিজেই। রাজ্যের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে বাস্তববাদী রাজনীতির পথে হাঁটছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন। প্রকাশ কারাট-সীতারাম ইয়েচুরিরা কিন্তু দলের কট্টরপন্থী এবং শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের কথা মাথায় রেখে বিমানবন্দরকে বেসরকারি হাতে তুলে দিয়ে আধুনিকীকরণের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। ফলে এই নিয়ে বুদ্ধবাবুদের সঙ্গে তাঁদের সংঘাত দেখা দিতে পারে, এমন মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রবীণ এক সিপিএম নেতা জানাচ্ছেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে এ ব্যাপারে বুদ্ধবাবুর বিরোধ নেই।

পটেল-মডেলেই কাজ, ঘোষণা চিদম্বরমের

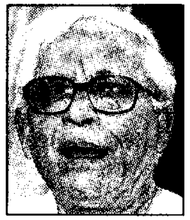

বুদ্ধবাবু বলছেন: প্রথমত, রাজ্য সরকার নীতিগত ভাবে কলকাতা বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের পক্ষে। দ্বিতীয়ত, এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এই দায়িত্ব নিক সেটাই আমরা চাই। তৃতীয়ত, কেন্দ্র যদি তা না মানে, তবে দলের পক্ষ থেকে তার বিরোধিতা করা হবে। কিন্তু কেন্দ্র যদি বিকল্প পথের সন্ধান না করে বেসরকারিকরণের মাধ্যমেই কলকাতা বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ করতে চায়, তা হলে রাজ্য সরকার তাতে বাধা দেবে কী করে? বিমানবন্দর রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে নয়। কেন্দ্র তার নিজের প্রকল্প নিজে করছে। তা ছাড়া, আধুনিকীকরণের বিরোধিতা রাজ্য করতে পারে না। সে বিরোধিতা মানে রাজ্যের উন্নয়নকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। তাই এ ক্ষেত্রে তেমন পরিস্থিতি তৈরি হলে সিপিএম দলগত ভাবে যা-ই করুক, রাজ্য সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা নেবে।

কেন্দ্র যখন সেই পুরনো বেসরকারিকরণের সূত্র অনুসারে কলকাতা বিমানবন্দরেরও আধুনিকীকরণ করতে চাইছে, ঠিক তখন সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি কী জানিয়েছেন? তিনি বলছেন, কলকাতা এবং চেন্নাই বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ হবে শুধু এয়ারপোর্ট অথরিটি'র মাধ্যমে। বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে এই কাজ করানোর চেষ্টার বিরোধিতা করবে সিপিএম।

এর আগে দিল্লি এবং মুম্বইয়ের আধুনিকীকরণ নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে বামেদের তীব্র বিরোধ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার তোয়াক্কা না করে কেন্দ্র বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। এবং শ্রমিক নেতাদের চাপ সত্ত্বেও এ নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে খুব বেশি দূর যাননি সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বোঝাপড়ার সূত্র হিসাবেও তখন বেশি কিছু পাননি বাম শ্রমিক নেতারা। কেন্দ্র শুধু এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, চেন্নাই এবং কলকাতার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাম নেতৃত্বের সঙ্গে তারা আলোচনা করবে। কেন্দ্র প্রস্তাব দিয়েছে, এটি হবে যৌথ উদ্যোগে। এয়ারপোর্ট অথরিটিও তাতে থাকবে। বেসরকারি সংস্থা তাদের থেকে লিজ নিয়ে এই কাজ করবে। নির্দিষ্ট সময় পরে বেসরকারি সংস্থা আবার বিমানবন্দর ফিরিয়ে দেবে এয়ারপোর্ট অথরিটিকে। এম কে পান্ধে-গুরুদাশ দাশগুপ্তের মতো বাম শ্রমিক নেতারা এ প্রস্তাবও মেনে নেননি। কলকাতা বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ নিয়ে সমস্যা দেখা দিলে কারাটরা তাঁদের কতটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন, সেই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

কিন্তু ঘটনা হল, বুদ্ধবাবু অনেক দিন থেকেই এই আধুনিকীকরণ চাইছেন। এ জন্য এপ্রিল মাসে তিনি প্রফুল্ল পটেলকে চিঠি লিখেছিলেন। বুদ্ধবাবু মনে করেন রাজ্যের সার্বিক শিল্পায়ন ও উন্নয়নের জন্য এই পরিকাঠামো বিশেষ জরুরি। দিল্লি এবং মুম্বই বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের জন্য প্রফুল্ল পটেলকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দলের পলিটব্যুরো বৈঠক কলকাতায় এ মাসের ২৭-২৮ তারিখে। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক হায়দরাবাদে ৮-১০ জুলাই। বিমানবন্দর নিয়ে আলোচনা কিন্তু কর্মসূচিতে নেই। তাই বাইরে বিরোধটা যতটাই মনে হোক, আসলে এ বার কারাটদের সমর্থন নিয়েই এগোচ্ছেন বুদ্ধবাবু। সংঘাত নয়, অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে।

৩২ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ দেড়গুণ দাম দিয়ে

বিশেষ পুনর্বাসন প্যাকেজ ঘোষণা করলেন নিরুপম ও রেজ্জাক

আজকালের প্রতিবেদন: জমি অধিগ্রহণের সুস্পষ্ট নীতি তৈরি করছে রাজ্য সরকার। যাঁদের জমি নেওয়া হবে, তাঁদের জন্য বিশেষ পুনর্বাসন প্যাকেজ চালু করা হচ্ছে। এর জন্য রাজ্যের বর্গাদার আইনও সংশোধন করা হবে। রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী নিরুপম সেন জানিয়েছেন শিল্প, রাস্তা, বন্দর, উপনগরী তৈরির জন্য আগামী ৬ মাসের মধ্যে ৩২ হাজার ২৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। কীভাবে দ্রুত জমি অধিগ্রহণ করা যাবে এবং জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে যাঁদের জমি নেওয়া হচ্ছে, তাঁদের পুনর্বাসনের প্যাকেজ কী হবে তা ঠিক করতে মঙ্গলবার মহাকরণে শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী নিরুপম সেন এবং ভূমি ও ভূমিসংস্কারমন্ত্রী আবদুর রেজ্জাক মোল্লার বৈঠক হয়। বৈঠকে হাওড়া, হুগলি, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকেরা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে গড়িয়া থেকে সায়েন্স সিটি পর্যন্ত ই এম বাইপাসের দু-ধারে জমির চরিত্র বদল হয়েছে কি না খুঁজতে মানচিত্র তৈরি করা হচ্ছে। শিল্পের জন্য কলকারখানা, উপনগরী তৈরি-সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রচুর জমির প্রয়োজন হয়। তার জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে হয়। যাঁদের জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, তাঁদের ক্ষতিপূরণের পদ্ধতি নিয়ে দুই মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এদিনের বৈঠকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়। দুই মন্ত্রী এই বিষয়ে জানান—

প্রসঙ্গত, রাজ্যে বিনিয়োগ করতে চাইছে বিভিন্ন শিল্পসংস্থা। শিল্প গড়তে জমির প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। অকৃষি জমি ছাড়াও কিছু ক্ষেত্রে কৃষি জমিরও প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী নিরুপম সেন জানান, শিল্প, উপনগরী, রাস্তা, বন্দর তৈরি করতে আগামী ৬ মাসের মধ্যে প্রচুর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। হাওড়া, হুগলি, দুই

এরপর ৫ পাতায়

● প্রান্তিক কৃষকের একমাত্র আয়ের উৎস যদি শুধু চাষই হয়, তা হলে তাঁর জমি নেওয়া হলে জমির দাম দেওয়ার সঙ্গে ওই কৃষক বা তাঁর পরিবারের একজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। যারা সেই জমি নিচ্ছে, তাদেরকেই এই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে যোগ্যতার বিচারে কাজ পাবেন ওই কৃষক বা তাঁর পরিবারের কোনও একজন সদস্য। এর তালিকা তৈরি করবেন জেলাশাসকেরা। ● দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী কৃষকের জমি নেওয়া হলে, তিনি জমির দাম তো পাবেনই, উপরন্তু বাস্তুচ্যুত হওয়ার জন্য গ্রামের কাছে কোনও এক জায়গায় ইন্দিরা আবাস যোজনায় তাঁকে ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে। যিনি জমি নিচ্ছেন তাঁকেই বাসস্থান তৈরি করে দিতে হবে। ● কলকাতা-সহ শহরাঞ্চলে এই রকম ক্ষেত্রে জমি ও বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিকে বাল্মীকি-আম্বেদকর আবাস যোজনায় একই পদ্ধতিতে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ● বর্গাদারদের ক্ষেত্রে জমি নেওয়া হলে তাঁরা এখন সারা বছর যে ফসল ফলাতেন, তার আর্থিক মূল্যের ৬ গুণ ক্ষতিপূরণবাবদ পেতেন। এবার তাঁরা জমির মূল্যের অর্ধেক ক্ষতিপূরণ পাবেন। এর জন্য বিধানসভার অধিবেশনে আইন সংশোধন করা হবে। ● এই সব ক্ষেত্র বাদে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যাঁদের জমি অধিগ্রহণ করা হত, তাঁরা এখন জমির মূল্যের ১৪২ শতাংশ অর্থ ক্ষতিপূরণ বাবদ পেতেন। এর মধ্যে ১০০ শতাংশ জমির দাম, ৩০ শতাংশ সান্ত্বনা বাবদ, ১২ শতাংশ সুদ হিসেবে পেতেন। নতুন সিদ্ধান্তে তাঁরা পাবেন জমির মূল্যের প্রায় দেড় গুণ— অর্থাৎ ১৫২ শতাংশ অর্থ। এর মধ্যে ১০০ শতাংশ জমির মূল্য, ৩০ শতাংশ সান্ত্বনা বাবদ অর্থ, ১০ শতাংশ কৃষক যে দাম দিচ্ছেন, ১২ শতাংশ সুদ বাবদ। ● যাঁদের নিজস্ব জমি নয় অথচ দীর্ঘদিন ওই জায়গায় বাস করছেন— এমন এলাকার জমি নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ওই জমি থেকে তাঁদের উচ্ছেদ করতে হলে এককালীন ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

24 MAY 2006

AAJKAL

জমি অধিগ্রহণের নির্দেশ ছয় ডিএম-কে

নিজস্ব সংবাদদাতা: ‘কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ’— বামফ্রন্টের এই নির্বাচনী স্লোগান বাস্তবায়িত করতে শিল্পায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণে কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়ল সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার। শিল্পায়নের জন্য ছ'টি জেলায় অবিলম্বে ৩২ হাজার একর জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু করার জন্য মঙ্গলবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলাশাসকদের।

শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন এ দিন মহাকরণে বলেন, বেশির ভাগ জমি অধিগ্রহণের কাজ ছ'মাসের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে। কারণ, রাজ্যে যত শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব আছে, তার জন্য অনেক জমি দরকার। তাই দ্রুত সেই কাজ শেষ করার জন্য হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসকদের এ দিন বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে-সব জায়গায় ওই ৩২ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে, সেগুলি হল বিমানবন্দর ও রাজারহাটের মধ্যবর্তী এলাকা, হলদিয়া, উলুবেড়িয়া, কুলপি, খড়্গপুর, সিঙ্গুর। এর পাশাপাশি বারাসত থেকে রায়চক পর্যন্ত ইস্টার্ন এক্সপ্রেসওয়ে তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করা হবে।

শিল্পমন্ত্রী মঙ্গলবার মহাকরণে ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা এবং ওই ছয় জেলাশাসকের সঙ্গে এই নিয়ে বৈঠক করেন। ওই বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে যাতে কোনও বাধা বা বিতর্কের মুখে পড়তে না-হয়, তা নিশ্চিত করতে জমি অধিগ্রহণ পদ্ধতির সরলীকরণ ও তিনটি মূল রক্ষাকবচের কথা বলেছেন নিরুপমবাবু। সেগুলি হল: ● যেখানে বাস্তুভিটে আছে, সেই ধরনের জমি যথাসম্ভব বাদ দিয়ে অধিগ্রহণ করা হবে। ● তা সত্ত্বেও যদি কারও থাকার বাড়িতে হাত দিতে হয়, সে-ক্ষেত্রে তাঁদের বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। ● যে-সব প্রান্তিক কৃষকের চাষের জমিই অবলম্বন, তাঁদের চাষের জমি চলে গেলে সংশ্লিষ্ট শিল্প-তালুকে ওই চাষির পরিবারের এক জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

রেজ্জাক জানান, শিল্পের জন্য জমি নিলে বর্গাদার বা নথিভুক্ত ভাগচাষিকে জমির দামের অর্ধেক টাকা দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে শীঘ্রই আইন প্রণয়ন করা হবে। বাস্তুচ্যুতদের ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট সরকারি নীতি গ্রহণ করার ব্যাপারেই এ দিন আলোচনা হয়।

আরও ঠিক হয়েছে: ● জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে মালিকানাহীন বাসিন্দাদের এককালীন পরিবার-পিছু ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। ● আইন পাশের পরে বর্গাদারদের দেওয়া হবে অর্ধেক দাম। ● দারিদ্রসীমার নীচের বাসিন্দাদের (বি পি এল) থাকার জায়গা অর্থাৎ আচ্ছাদন তৈরি করে দেওয়ার পাশাপাশি পরিবারের এক জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। ● দারিদ্রসীমার উপরের বাসিন্দাদের (এ পি এল) ক্ষতিপূরণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট জমির মোট দামের ১৫২ শতাংশ দেওয়া হবে।

যে-সব জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, তার তালিকা দেন নিরুপমবাবু। তার মধ্যে সিঙ্গুরে টাটা মোটরসের এক লক্ষ টাকার গাড়ি তৈরির প্রকল্পে নেওয়া হবে ১০০০ একর জমি। খড়্গপুরে টাটারই টেলকনের হেভ আর্থ মুভিং ভেহিকল্‌স প্রকল্প ও তার কাছাকাছি অন্য গোষ্ঠীকে দিয়ে উপনগরী তৈরিতে নেওয়া হবে ১০০০ একর। বিমানবন্দর-রাজারহাটে সালিম গোষ্ঠীর হেল্‌থ সিটি, নলেজ সিটি, বায়োটেক পার্কের জন্য ৮০০ একর, বারাসত-রায়চক রাস্তার জন্য ৫০০ একর, উলুবেড়িয়ার বিভিন্ন প্রকল্পে ৪০০ একর, কুলপি মাইনর পোর্ট ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ৩০০০ একর এবং হলদিয়ায় কেমিক্যাল হাব ও মাল্টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের জন্য ২৫০০০ একর নেওয়া হবে।

বারুইপুরে সালিম গোষ্ঠীর শিল্পনগরীর জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবের কী হল? শিল্পমন্ত্রী বলেন, জুনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তারা

এর পর ছয়ের পাতায়

24 MAY 2006

P. T. O.

জমি অধিগ্রহণের নির্দেশ

প্রথম পাতার পর

সবিস্তার প্রকল্প রিপোর্ট জমা দিলে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে। তিনি জানান, চাষের জমিতে শিল্প হলে মানুষের জীবিকায় টান পড়বে, এ ধারণা ঠিক নয়। তাঁর মতে, কোনও এক-ফসলি এক বিঘা জমিতে একটি মানুষের জন্য মাত্র ৩১ দিনের শ্রমদিবস তৈরি হয়। অথচ ১০ ফুট বাই ১০ ফুট একটি চায়ের দোকানে মালিক এবং তাঁর সঙ্গে অন্তত এক জন কর্মী, দু'জনেরই বছরে ৩৬৫ দিনের কাজ মেলে।

সব জমিই কলকাতার কাছাকাছি জেলায় অধিগ্রহণ করা হচ্ছে কেন? নিরুপমবাবুর জবাব, "আমরা রাষ্ট্র পরিচালিত অর্থনীতির যুগে নেই। এখন কোথায় শিল্প হবে, সেটা সরকার ঠিক করে না। ঠিক করে বাজার আর শিল্প সংস্থাগুলি। সেই পছন্দে বাধা হয়ে দাঁড়ালে রাজ্যে আর শিল্প আসবে না। তার জ্বলন্ত উদাহরণ টাটা মোটরস। রাজ্য তাদের প্রথমে খড়্গপুরে জমি দিতে চেয়েছিল। সারা দেশ ঘুরে তারা কলকাতার কাছে জমি চায়। কারণ, সেটি তাদের 'ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প'। রাজ্য সরকার তখন তাদের সিঙ্গুরে জমি দেয়।

ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে রেজ্জাক মোল্লা বলেন, "আইন অনুযায়ী এখন ভাগচাষি পান মোট উৎপাদিতের আর্থিক মূল্যের ছ'গুণ। আমরা চাই, জমির দামের ৫০ শতাংশ ভাগচাষি পান। বর্গাদার আইনে বিধি (রুল) প্রণয়ন করে এটা হবে না। এর জন্য আইন চাই। আগামী অধিবেশনে এটা পেশ করার চেষ্টা করব।" মন্ত্রী জানান, জমি যাদের জন্য অধিগ্রহণ করা হবে ('রিকোয়ারিং বডি'), তারাই দারিদ্রসীমার নীচের লোকেদের বিকল্প থাকার জায়গা করে দেবে। গ্রামাঞ্চলে ইন্দিরা আবাস যোজনা এবং শহরাঞ্চলে বাল্মীকি অম্বেডকর যোজনার ('ভ্যাম্বি') ধাঁচে তৈরি হবে ওই সব বাড়ি। জমির কাছাকাছি এই প্রকল্প তৈরির চেষ্টা হবে।

বাস্তুচ্যুতদের কাজ দেওয়া হবে 'যোগ্যতা অনুযায়ী'। যে-প্রকল্প তৈরি হবে, সেখানে প্রয়োজনে মাটি কাটার লোক থেকে অফিসার পর্যন্ত যাতে ওই বাস্তুচ্যুতদের মধ্য থেকে নেওয়া যায়, সেই কারণে অধিগ্রহণের জন্য চিহ্নিত এলাকার বিভিন্ন পরিবারের সবিস্তার তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে জেলাশাসকদের। সংশ্লিষ্ট জমির মোট মূল্যের অর্ধেক টাকা সরকারের কাছে জমা দেওয়ার সময় সেই তালিকা আবেদনকারীকে দেওয়া হবে বলে জানান ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী।

ANADABAZAR PATRIKA

24 MAY 2006

Brand Buddha–I

Reasons Behind Chief Minister's Reformist Policies

Pradip Bose

"I am a communist", said the West Bengal chief minister, Buddhadeb Bhattacharjee on more than one occasion recently. This he had to do because a powerful section within his own party, the Communist Party of India (Marxist), has started a whispering campaign against him, saying that by his "reformist" policies, he is leading the party away from the path of communism. He had to reiterate his identity as a life-long devotee of communist ideals.

Nobody can deny that from his student days he has been inspired by communism and had participated in student and youth movements of his party which he later joined. He has proved his worth as a party worker and eventually became an important minister in the Left Front government. Apart from politics, he has taken an interest in literature, arts and culture and, therefore, as a communist he has not been a single-dimensional personality.

Impeccable record

At one stage, he had even resigned from his cabinet post and later mentioned that the government had become "a den of corruption". However, in spite of this, he was brought back to the cabinet and was chosen to succeed the longest "reigning" chief minister of the country, Jyoti Basu. In other words, his record as an active communist has been impeccable and this has been recognised by his party.

What does it mean to be a communist today? It means having belief in the 19th century ideas of Marx and Engels regarding a relentless class struggle to be waged to overthrow capitalism and to pave the way for establishment of socialism. This will be the lower stage of communism. It also means the acceptance of the philosophical concepts of dialectical and historical materialism, as propounded by Marx and Engels. A communist has also to give his allegiance to Lenin's ideas of the revolutionary seizure of power by the working class and to install a one-party communist dictatorial government by suppressing all other political parties and to take away the basic political rights from the people.

The Marxist-Leninist movement, in course of time, had sprouted many branches, such as those led by Trotsky and Mao, Gramsci and Tito, Ho Chi Minh and Castro, Kim-il Sung and Pol Pot. The CPI-M, however, had consciously chosen Stalin and his path, in spite of his being renounced by his own party in 1956. At its meetings and conferences, the CPI-M continues to display not only the portraits of Marx and Lenin but also of Stalin. Therefore, being a communist in the CPI-M means belief in the Stalinist ideas of collectivisation of agriculture, nationalisation of all industries and the total party control of all intellectual and cultural life.

In this context, it will be quite legitimate to ask Buddhadeb Bhattacharjee, whether as a communist he upholds all these ideas of Marx, Lenin and Stalin, or not. If he accepts some of these ideas and rejects others, he cannot be called a communist of the Stalinist variety because as in any other "fundamentalist" organisation, there is no scope for any "free thinking" in his party. This would lead to much reviled "right reformism", or to much hated "left adventurism".

Moreover, the party is pledged to bring about a "people's democratic revolution" to establish a "people's democracy", as the first step towards the establishment of a socialist society in the country, based on the discredited Soviet model. Therefore, a communist has to believe in the party's strategy and programme. As chief minister of the CPI-M-led Left Front government for more than five years, how much has he been able to advance the party's objectives?

The criticism of a powerful section of his party is that Bhattacharjee's economic policies are, in fact, taking the party away from its declared beliefs and policies. This issue has triggered a raging debate in the party, which has now spilled over to other parts of the country, especially in Kerala. Unlike in West Bengal, the Kerala party is openly divided into two clear-cut factions of "reformists" and "hardliners", who are publicly fighting their ideological battles.

He cannot be called a communist of the Stalinist variety because as in any other "fundamentalist" organisation, there is no scope for any "free thinking" in his party

The most important issue of contention is that Bhattacharjee is making untiring efforts to attract private capital, both domestic and foreign, into West Bengal. How does this fit into the traditional communist beliefs and strategy? Obviously, it does not. Then how does Bhattacharjee justify this policy?

The reason is pragmatic and not ideological. West Bengal needs thousands of crores of rupees of investment in industry and agriculture, in education and health, in infrastructure and housing, and so on. The state government has no money; it is bankrupt. The central government's assistance is far too inadequate to meet the rapidly rising needs of the eight crore people of West Bengal. What alternative is there apart from private capital? The dogmatic critics of Bhattacharjee have no feasible alternative policy to offer.

Thus there is today a complete cleavage between the orthodox Marxist-Leninist ideology and the basic realities of West Bengal. The chief minister, who has to deliver goods, has accepted this grim reality, even if it means breaking away from the party's ideological shackles. But he cannot admit this publicly because he wants to keep the party on his side to be able to influence it by saying that he is a communist.

He and his friends are justifying their policies of economic liberalisation by pointing to the example of China, which is ruled by a communist party. According to the traditional communist thinking, the Multinational Corporations (MNCs) are the worst examples of capitalist evil and the Indian communists are most vehement in their outcry against the entry of MNCs into the country. According to them, India has a "bourgeois-landlord economic system". Yet it has only 1,416 affiliates of MNCs currently operating here. On the other hand, China, a communist country, has 3,64,345 affiliates of MNCs functioning there! Is it still a communist country in economic terms? Last year, India attracted only $4 billion in foreign direct investment (FDI), while China had $53 billion.

Economic growth

In China agricultural communes have been disbanded and loss-making state-owned industries are being gradually dismantled. However, economic liberalisation has helped China to register, on average, 10 per cent rate of economic growth for a long period of time. It has helped in raising millions of Chinese above the poverty line and has turned the country into a major economic and military power. But all this has very little, or nothing, to do with the traditional communist mode of economic development.

However, the only remnant of communism which is left in China is the dictatorship of the Communist Party. This Chinese combination of economic liberalisation and political dictatorship cannot go on for an indefinite period. Sooner rather than later, the system will crack up. Two and half decades of explosive growth have generated striking economic inequality and growing political unrest, especially in rural areas afflicted by widespread unemployment.

(To be concluded)

The author is president, Indian Centre for Democratic Socialism.

Villagers protest Tata visit

OUR BUREAU

Singur/Calcutta, May 25: A small incident where villagers surrounded a visiting Tata Motors team demonstrated today how delicate the task of acquiring land for industry is going to be for the Left Front government.

Nearly 1,000 villagers at Singur in Hooghly district shouted: "Go back Tata. *Rakta debo tobu jomi debona* (we will give blood but not our land). We won't allow a factory to come up on our homes and farmland."

The Tata team had driven up the Durgapur Expressway to Bajumelia village, about 45 km from Calcutta, to inspect land for their small-car unit.

As soon as the villagers saw strangers inspecting the land with maps, a youth shouted: "Go back Tata." This triggered a deluge and villagers came running.

"The policy of inviting rich investors at the cost of poor farmers must stop. We will not surrender our two-crop land at any cost," said Shankar Ghosh, a farmer.

Some children lay in front of the cars. Taken aback, Tata officials, led by A.S. Puri, a deputy general manager, scurried back to their cars.

Arabinda Mukherjee, a deputy manager of the West Bengal Industrial Development Corporation who was among the government officials that accompanied the Tata team, later said: "They told me they are not used to such agitation. I assured them that this was an isolated incident."

The demonstration continued for about 40 minutes till a police team arrived and the villagers dispersed.

Although the area is represented by a Trinamul MLA, industries minister Nirupam Sen said there was no political instigation. "The people were surprised to see outsiders. We've asked the district magistrate to sit with the villagers and people's representatives and explain to them the government policy and the compensation," he said.

Industry secretary Sabyasachi Sen admitted that it had been mistake not to have informed the local people of the visit.

Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee dismissed the incident with the comment: "Nothing has happened."

An isolated protest may not be a big incident, but with some 31,750 acres to be acquired for industry in six months, his government had better be careful. **(See Page 7)**

26 MAY 2006

THE TELEGRAPH

Singur farmers gherao Tata Motors officials

Farmers at Singur in Hooghly district gather at the site where the Tatas are going to set up their small-car unit. SUBHANKAR CHAKRABORTY/HT

BUDDHA'S LAND ACQUISITION RUNS INTO TROUBLE

RAHUL Das and ROMITA Datta
Singur/Kolkata, May 25

THERE COULD be rough roads ahead for the chief minister's woo-industry drive. The green fields of Singur, Hooghly, rose in revolt on Thursday when Tata Motors representatives, accompanied by state officials, came calling to inspect the site where they want to set up their small-car unit, billed as the company's flagship project in the state, over 1,000 acres of land.

More than 5,000 agitated farmers converged on the site and surrounded the convoy of cars, determined to block any move to "take away our land".

It all started around 11.30 in the morning when a team of Tata officials led by deputy general manager A.S. Puri and accompanied by members of the West Bengal Industrial Development Corporation and BDO Abhijit Chatterjee entered Gopal Nagar with a convoy of 10 cars. "But as soon as we got off we saw people rushing in from all around. Some of them even had sickles and hoes. So volatile was the atmosphere that we immediately returned to our cars and locked ourselves in. By then the farmers had blocked all routes of exit," a member of the inspection party said.

One of the officials used his mobile phone to inform the local police, who, he said, "took a long time to arrive." IG (Western Range), Banibrata Basu, however, said, "police promptly reached the spot and brought things under control."

Speaking to *HT*, the farmers said they would resist all moves to acquire the land. "These are fertile, triple-crop lands. We grow paddy, jute and potato on these plots. They can't simply take these away with vague promises of compensation," Chandrakanta Patra, a man with five bighas at Gopal Nagar, said.

"Those who have marginal holdings here are welcoming the project. They are willing to sell their land. That is not the case with farmers with larger holdings," said Madhusudan Patra, who owns a seven-bigha plot.

Local Trinamool MLA Rabindranath Bhattacharya said they would submit a memorandum to the government seeking foolproof guarantees that farmers' interests would be protected.

The incident also brought to the surface discontent within a section of the Left Front over using agricultural land for industry.

Agriculture minister Naren De said he had been kept in the dark about the land being given to the Tatas. Neither commerce & industries minister Nirupam Sen nor land & land reforms minister Abdur Rezzak Molla had cared to inform him though the site covered plots of three-crop land, he said.

The state government, however, promptly began a damage-control exercise and decided on a set of confidence-building measures.

Nirupam Sen said he would meet the Hooghly DM and people's representatives from the area on May 27 to brief them on how to convince the farmers that they would stand to gain from the project. Principal secretary (commerce and industries) Sabyasachi Sen said the government would have to spread public awareness about the land acquisition exercise, including the compensation aspect.

The day's incident, however, would not dissuade the Tatas or other industrial houses from investing in Bengal, he added.

26 MAY 2006
THE HINDUSTAN TIMES

পুঁজির খোঁজে এ বার আমেরিকামুখী বুদ্ধদেব

জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

২৫ মে: ভোটের আগে দলের নানান ওজর-আপত্তি থাকায় যাওয়া হয়নি। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পরে এ বার পশ্চিমবঙ্গের জন্য মার্কিন পুঁজি আনতে আমেরিকায় যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

তাঁর মার্কিন সফর চূড়ান্ত করতে ৪ জুন বুদ্ধদেবের নির্দেশে নিউ ইয়র্ক পাড়ি দিচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেব এবং শিল্পসচিব সব্যসাচী সেন। তাঁরা ওয়াশিংটনেও যাবেন। দিন সাতেকের এই সফরে মার্কিন শিল্পপতি গোষ্ঠী, আমেরিকায় ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠী এবং অনাবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকের পরে ১০ জুন দুই সচিব দেশে ফিরবেন। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে সলতে পাকানোর কাজটা সেরে আসবেন সচিবরাই।

সপ্তম বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে এখন রাজ্যে শিল্পায়নের জন্য বাইরে থেকে পুঁজি আসনে মরিয়া মুখ্যমন্ত্রী। শিল্পোন্নয়ন, নগরোন্নয়ন, পরিকাঠামো উন্নয়নের মতো ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্পের রূপরেখা প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। জমি অধিগ্রহণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এখন দরকার বিনিয়োগ। এবং সেই দিক থেকে মার্কিন পুঁজির প্রয়োজনীয়তা সবার উপরে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "শুধু সমাজতান্ত্রিক পুঁজি কোথায় পাব? চিনের সঙ্গে বাণিজ্য করলেও সেটা যথেষ্ট নয়।" তা ছাড়া, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের সূত্রও বলছে, চিন আসলে বিদেশে পুঁজি লগ্নির থেকে বিদেশি বিনিয়োগ টানতে বেশি আগ্রহী।

এর আগে মার্কিন প্রশাসন অনেক বারই বুদ্ধদেবকে সে দেশে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে। ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড মালফোর্ড নিজে বুদ্ধবাবুকে আমেরিকায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। দলের চাপে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী যেতে পারেননি। তাঁর বদলে অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত গিয়েছিলেন বস্টনে বক্তৃতা দিতে। সেখানে তিনি মার্কিন শিল্পপতিদের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। বুদ্ধবাবুও মালফোর্ডকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, নির্বাচনের পরে তিনি আমেরিকা সফরে যাবেন। কিন্তু এর মধ্যে আবার বুদ্ধবাবুকে লেখা মালফোর্ডের চিঠি নিয়ে বিতর্ক শুরু হওয়ায় বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। আর এই বিতর্কের ফলে

অমিতকিরণ দেব

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

সব্যসাচী সেন

মার্কিন প্রশাসনের দিক থেকেও মুখ্যমন্ত্রীর সফর নিয়ে সাময়িক ভাবে উৎসাহে ঘাটতি পড়ে।

সিপিএম ভোটের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র বিরোধিতা করলেও মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু গোড়া থেকেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা মার্কিন প্রশাসনের নীতির বিরোধিতা করছেন, সার্বিক ভাবে আমেরিকা বা সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের কোনও বিরোধ নেই। পরে মালফোর্ডও এক সাক্ষাৎকারে বুদ্ধবাবুর প্রশংসা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মতান্তরের কোনও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ছে না।

এর পর আমেরিকার দিক থেকেও ফের বুদ্ধকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা শুরু হয়। মার্কিন দূতাবাস সূত্রে বলা হচ্ছে, মালফোর্ড-বুদ্ধ বিতর্ক এখন অতীত। পশ্চিমবঙ্গে মার্কিন পুঁজি লগ্নির উপরে তার কোনও প্রভাব পড়বে না। মার্কিন দূতাবাস সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, এ ব্যাপারে মার্কিন প্রতিনিধিদল বুদ্ধবাবুর সঙ্গে দেখা করেছে।

এই পরিস্থিতিতে এখন মার্কিন পুঁজি টানতে তৎপর মুখ্যমন্ত্রী-সহ গোটা রাজ্য প্রশাসন। মার্কিন বিমান সংস্থা বোয়িং সম্প্রতি ভারতে বিমান তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের কারখানা খুলতে উদ্যোগী হয়েছে। প্রথমে সেই কারখানা কলকাতাতেই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় বিমানমন্ত্রী প্রফুল্ল পটেল তা নাগপুরে নিয়ে গিয়েছেন। রাজ্যের শিল্পসচিব সব্যসাচী সেন সম্প্রতি দিল্লি এসে এ নিয়ে কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, নাগপুরে বোয়িং বিমান তৈরির কারখানা খুললে পশ্চিমবঙ্গের আপত্তি নেই। কিন্তু বিমান রক্ষণাবেক্ষণ কারখানাটি যাতে অন্তত কলকাতায় হয়, কেন্দ্র তার ব্যবস্থা করুক।

সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের সামনে এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হল বিভিন্ন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় পুঁজি জোগাড় করা। কলকাতার কাছেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় নতুন বিমানবন্দর তৈরির যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, তার জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন। একই ভাবে কলকাতায় লাইট র‍্যাপিড ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম চালু করার যে প্রকল্প নিয়েছে রাজ্য সরকার, তার জন্য আনুমানিক খরচ পড়বে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা। জাপানের যে ব্যাঙ্কের কাছে ঋণের জন্য সরকার আবেদন জানিয়েছিল, তারা লগ্নি করতে রাজি থাকলেও সমস্যা হল জাপানে প্রশাসনিক জটিলতা খুব বেশি। ফলে ওই টাকা আসতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু এই সব প্রকল্প রূপায়ণের জন্য এখন দ্রুত টাকার দরকার। এই প্রেক্ষিতে মার্কিন লগ্নির সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যে লগ্নি টানতে পরিকাঠামো উন্নয়নের নানান প্রকল্পেও হাত দিয়েছে

এর পর সাতের পাতায়

বুদ্ধদেব

প্রথম পাতার পর

সরকার। বারাসত থেকে উস্তি-রায়চক হয়ে হলদিয়া পর্যন্ত একটি রাস্তা তৈরির কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। এই সড়কের ধারে বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা তৈরি করা হবে। ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীকে এই প্রস্তাবিত রাস্তার ধারেই জমি দিয়েছে রাজ্য সরকার। ৪১ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে উলুবেড়িয়া হয়ে হলদিয়া অবধি বর্তমান সড়ককে চওড়া করে চার-লেনের রাস্তা বানানো, হলদিয়া-উলুবেড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি, কোনা এক্সপ্রেসওয়ে থেকে বিদ্যাসাগর সেতু হয়ে খিদিরপুরের নেতাজি সুভাষ ডক পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ—এ রকম বহু প্রকল্পের প্রস্তাব রয়েছে। এগুলির জন্যও বিদেশি পুঁজি প্রয়োজন।

মার্কিন শিল্পগোষ্ঠী এবং সেখানকার ভারতীয় শিল্প মহলও পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগে যথেষ্ট উৎসাহী। এ বার ক্ষমতায় আসার পরে বুদ্ধবাবুকে সে দেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ইন্দো-মার্কিন চেম্বার অফ কমার্স। মুখ্যমন্ত্রীও তাদের ইতিবাচক জবাব পাঠিয়েছেন। জুন মাসের শেষে বা জুলাইয়ে মুখ্যমন্ত্রী আমেরিকা যেতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে সবটাই নির্ভর করছে রাজ্যের দুই সচিবের আসন্ন মার্কিন সফরের উপরে।

সেপ্টেম্বর মাসে নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার অধিবেশনে যোগ দিতে আমেরিকা যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। তার আগেই বুদ্ধবাবু যাতে আমেরিকা ঘুরে আসতে পারেন, তার চেষ্টা চলছে। আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত রণেন সেনও বুদ্ধের সফর নিয়ে প্রস্তুতির কাজ চালাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী আমেরিকা ঘুরে আসার পরে মনমোহন গিয়ে পুরো বিষয়টি ফের খতিয়ে দেখতে পারবেন। অবশ্য রাজনৈতিক ভাবে এই দুই সফরকে জড়াতে চায় না রাজ্য সরকার। তবে মনমোহন-বুদ্ধের ব্যক্তিগত সুসম্পর্কের উপরে অনেকটাই আস্থা রাখছে রাজ্য প্রশাসন।

ANADABAZAR PATRIKA

MAY

লগ্নি পেতে চারমুখী পরিকল্পনা নিরুপমের

সুপর্ণ পাঠক

ভাবমূর্তির হারানো জমি উদ্ধারই এখন আর টিম বুদ্ধের একমাত্র যুদ্ধ নয়। গত পাঁচ বছরে যেটুকু জমি ফিরে পাওয়া গিয়েছে, তার উপরে ভিত্তি করে প্রশাসনিক সংস্কার এবং শিল্পনীতিকে সংহত করে বিনিয়োগ টানতে চারমুখী নতুন যুদ্ধনীতি ছকে ফেলেছে রাজ্যের শিল্প দফতর। শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের আশা, এই নয়া পরিকল্পনা বিনিয়োগের সঙ্গে ভাবমূর্তির বাকি হারানো জমিও ফিরিয়ে দেবে রাজ্যকে।

জঙ্গি শ্রম আন্দোলনের পাশাপাশি, এই রাজ্যের লালফিতের দাপট নিয়েও বিনিয়োগকারীদের নানান অভিযোগ থেকেই গিয়েছে। এবং রাজ্যের ভাবমূর্তির পুনরুদ্ধারে

এখনও এটি অন্যতম কাঁটা। টাটা বা অম্বানীদের মতো বড় গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই সমস্যা এখন আর কাঁটা নয়। কারণ, তাঁদের সমস্যার সমাধান হয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে, যেখানে সচিব স্তরের অফিসার এবং মন্ত্রীরা নিজেরাই সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের বিনিয়োগকারীদের প্রশাসনের অনেক নীচের ধাপে সমস্যার সমাধান খুঁজতে হয়। প্রাথমিক ভাবে জেলাশাসকদের শিল্প প্রশাসনে সরাসরি জড়িয়ে লালফিতের জট ছড়ানোর চেষ্টা করা হলেও তা খুব একটা কাজের হয়নি।

এ বার শিল্পমন্ত্রী শিল্প-প্রশাসনের প্রতিটি ধাপের মধ্যেই প্রয়োজনীয় দায়বদ্ধতা তৈরি করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি অফিসকে এক ছাদের তলায় নিয়ে আসছেন। যার ফলে বিনিয়োগকারীদের অন্তত কলকাতায় সমস্যার সমাধানে এ বাড়ি সে বাড়ি দৌড়ে বেড়াতে হবে না। নিরুপমবাবুর যুক্তি, এর ফলে প্রশাসনের প্রতিটি অংশই পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দ্রুত সমস্যা সমাধানের পথে হাঁটিতে পারবে। কিন্তু, শিল্প-সমস্যার প্রতিটি দিকই যে হেতু একই দফতরের অধীনে নয়, সেহেতু এই সমস্যার এক বৃহত্তর রূপ রয়েছে। তার সমাধানেই প্রশাসনিক সংস্কার নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে, যার লক্ষ্য এমন এক ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে বিভিন্ন দফতরের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় তৈরি করে সমস্যার দক্ষ সমাধান করা যায়।

পাশাপাশি, বিনিয়োগ টানার ক্ষেত্রেও নতুন ভাবনাচিন্তার কাজ শেষ। নিরুপমবাবুর ব্যাখ্যা, কর্মসংস্থান করতে এবং বেসরকারি লগ্নির হাত ধরে রাজ্যে উন্নয়নের হার বাড়াতে উৎপাদনমুখী শিল্পের উপর জোর দেওয়া নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু তা করতে পাট, ইস্পাত বা বস্ত্রের মতো যে সব শিল্পে রাজ্যের নিজস্ব জায়গা ছিল, এবং বিভিন্ন কারণে যেগুলি এখন ধুঁকছে, সেই সব শিল্পে নতুন বিনিয়োগ টানার ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর যুক্তি, এই সব শিল্প থেকে ঐতিহাসিক কারণে বিনিয়োগ অন্য রাজ্যে সরে গেলেও, উৎপাদন দক্ষতা এখনও রয়েছে। ফলে, এই রাজ্যের পাট-সহ অন্য ঐতিহ্যশালী শিল্প, যা এখন ধুঁকছে তাতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করার ব্যবস্থাই এই চারমুখী কৌশলের দ্বিতীয় মুখ হতে চলেছে আগামী পাঁচ বছরে। নিরুপমবাবু একে 'লেভারেজিং দ্য লেগাসি' বা ঐতিহ্যকে সম্পদে পরিণত করার কৌশল হিসাবে ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন, এর জন্য পাটে নতুন এবং আধুনিক বিনিয়োগ টানতে 'জুট পার্ক' তৈরি করা হবে। হবে নতুন ভাবনার টেক্সটাইল পার্কও।

এর পরের ধাপে রয়েছে, যে [illegible] বিনিয়োগ আসছে, তা যাতে কোনও ভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তার ব্যবস্থা

এর পর সাতের পাতায়

লগ্নি টানার আশা নিরুপমের

প্রথম পাতার পর

করা। তাঁর কথায়, এটা হল 'কনসলিডেটিং দ্য গেইনস্'। এই ধাপে প্রশাসনের বিশেষ ভূমিকা থাকবে পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা ঠিকঠাক আছে কি না তা দেখায়।

আর শেষ ধাপে থাকছে মেধাশিল্প। এত দিন যে ধরনের বিনিয়োগ এই ক্ষেত্রে এসেছে তা মূলত তথ্যপ্রযুক্তির ঘেরাটোপেই বন্দি ছিল। এবং তা-ও সীমাবদ্ধ থেকেছে এমন স্তরে, যেখানে সেই অর্থে উচ্চ মেধার খুব বেশি প্রয়োজন নেই। অথচ দেশের মেধাশিল্পে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন রাজ্যের ছেলেরাই। আগামী পাঁচ বছরে, মেধাশিল্পে রাজ্য সরকারের মূল আগ্রহ থাকবে সেই ধরনের বিনিয়োগ টানার, যেখানে কর্মসংস্থান হবে স্নাতকোত্তর এবং গবেষকদের। সত্যি যদি এই ধরনের বিনিয়োগ এই রাজ্যে আসে, তা হলে উচ্চশিক্ষিত মেধাবী ছাত্রদের যে-চাহিদা তৈরি হবে, তার জোগান রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি করে উঠতে পারবে কি না, তা নিয়ে অবশ্যই একটা প্রশ্নচিহ্ন রয়ে গিয়েছে। তবে শিল্পমন্ত্রীর আশা চাহিদার চাপেই বদলে যাবে জোগানের চরিত্র।

26 MAY 2006

ANADABAZAR PATRIKA

Brand Buddha–II

Realising The Inadequacies Of Communism

Pradip Bose

West Bengal communists can certainly learn a lesson or two from China on how to attract foreign investment, which in itself has nothing to do with communism. There is a universal law for that – satisfactory infrastructural facilities, skilled manpower, a sense of security and effective legal structure, industrial discipline and the assurance of a reasonable return on investment.

The process of "de-industrialisation" which took place during the first two decades of Left Front rule in West Bengal was precisely because of the absence of some of these factors. Buddhadeb Bhattacharjee is trying to create a favourable atmosphere for investment and it is not easy to achieve this. China has an authoritarian government, which has the capacity to forcibly push "reforms" without any opposition. This is not the case in West Bengal.

Class enemy

The most difficult problem for Mr Bhattacharjee is the long-standing mode of thinking and behaviour-pattern of his partymen, especially in the trade union movement. They think they are the lords and everything should go according to their wishes. He is appealing to them to co-operate with entrepreneurs to make industrial units efficient and profitable. This is considered un-communist. The private sector is considered a class enemy, which has to be constantly fought.

Are communists in the party, or in its trade unions, champions of the public sector? Their attitude and behaviour do not reveal that at all. The Left Front government during its 29 years rule has done nothing to improve the efficiency and profitability of the public sector units owned by the West Bengal government. Last year the government had to pay Rs 2,000 crore of subsidy to keep these loss-making units running – the enormous amount which could have been utilised in other spheres such as education and health.

The private sector is exploitative and bad; the public sector is inefficient and loss-making. So what is the way out? Traditional communism, which has dominated West Bengal for nearly three decades, has created a complete deadlock, at least in the industrial sphere, which Mr Bhattacharjee is trying to break. It is no easy matter but a beginning has been made.

Three main achievements of the Left Front government, namely, land reforms, the panchayati system and increased agricultural production, are no longer paying sufficient political dividends. A rapidly rising unemployment problem in rural areas and relatively deficient infrastructural facilities have created widespread dissatisfaction. Primary education, provided by the government, is in a bad condition and health centres are dysfunctional. Only 13 per cent farmers have access to irrigation. Nearly 55 per cent of village families have become farm workers. There have been no sustained efforts for comprehensive rural development to create non-agricultural employment. Even the few centrally-funded pro-poor schemes are not properly implemented. All these have resulted in growing and widespread scepticism, social tensions and even extremist activities in the backward regions.

After nearly 30 years of Left Front rule, West Bengal's position among other states in road mileage is 11th; in power supply 10th; in science and technology graduates it is eighth. The state has topped, according to the Economic Survey, in industrial lockouts and strikes from January-September 2005, among the states. The total registered unemployed has risen from 5.9 million in 2000 to about 7.3 million in 2005. There are millions more in rural areas who are not registered. Mr Bhattacharjee's untiring efforts to bring investment into West Bengal has somewhat succeeded in Information Technology, with almost all leading Indian companies having started their operations in Kolkata. They have registered 78 per cent of annual growth. Being a latecomer, there is a long way to go.; For instance, software export from Bangalore in 2004-05 was over Rs 30,000 crores, compared to Kolkata's Rs 2,200 crore.

In other spheres, success has been limited. According to the Planning Commission, out of the total investment for the state of 3,562 projects during 1999-2003, only 795 i.e., 22 per cent of the total were implemented. A recent report of the Centre for Monitoring Indian Economy gives West Bengal seventh position among the states in obtaining domestic investment and eighth in FDI. Till October 2005, West Bengal had only 4.3 per cent of total industrial investment in all states. As regards FDI, West Bengal's share of India's total FDI was 1.77 per cent in October 2005.

While Kolkata might be shining in parts with its flyovers, high rise apartment buildings, shopping malls, etc, rural areas present an unsatisfactory picture. Thus West Bengal is facing enormous and complex problems after three decades of communist rule. In an interview with Karan Thapar, Mr Bhattacharjee has admitted "very serious" mistakes were committed by communists. He said: "They (the communists) have to change their attitude to the economy, to governance, to democracy and to political parties.. They will have to change their attitude towards industry, education and the services".

His message to unions, he added, was that if they do not change, then their companies will fail. This is sheer common sense, which communists have been lacking for more than three decades. Mr Bhattacharjee added that he was no longer going to bear the burden of loss-making public sector units, especially the state electricity board and the state transport corporation.

Can anybody holding such opinions regarding his party and its policies be called a communist of the Stalinist variety? No. Even before the collapse of communism in Eastern Europe, the biggest communist party in the non-communist world, the Italian Communist Party had consciously moved away from Marxism-Leninism because of its sheer inadequacy and had moved towards social democracy. It changed its name into the "Party of Democratic Left" and became a full member of the Socialist International. This example was followed by other smaller communist parties in Western Europe.

Social democracy

After the collapse of communism in Eastern Europe, most of the ruling communist parties have moved towards social democracy. The last general secretary of the ruling Soviet Communist Party, Mikhail Gorbachov became the chairman of the Russian Social Democratic Union.

A life-long communist, Buddhadeb Bhattacharjee has realised the inadequacies of communism in handling all the problems of West Bengal and in bringing about the necessary improvement in people's lives. This could only be possible if he could consciously move towards social democracy, as millions of communists have done elsewhere.

This means full development of democracy not only in the political sphere but in social, economic and cultural spheres to ensure greater justice to the common man and to provide greater opportunities for all. This would be possible by maximising production and by providing a more equitable distribution of wealth. That is the logical step forward for communists to take in West Bengal.

This has already happened in many countries and Mr Bhattacharjee has initiated this difficult and complicated process, though he cannot dare declare: "I am a social democrat".

(Concluded)

জমি অধিগ্রহণে নয়া পন্থা

সিঙ্গুরের ঘটনা নিয়ে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ বসুর

নিজস্ব সংবাদদাতা: হুগলির সিঙ্গুরেই টাটার মোটর কারখানা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শুক্রবার মহাকরণে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "ওখানে কোনও সমস্যা নেই।" কিন্তু টাটার প্রতিনিধিদের সিঙ্গুরে জমি দেখতে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে এ দিন যে তাঁর দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে ঝড় উঠেছিল, জ্যোতি বসুর বক্তব্যেই তা বোঝা গিয়েছে। বৈঠক থেকে বেরোনোর পরে সিঙ্গুরের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে জ্যোতিবাবু বলেন, "খুব খারাপ ঘটনা।"

সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু অবশ্য জ্যোতিবাবুর বক্তব্যের ব্যাপারে কোনও মন্তব্য না-করে জানিয়ে দেন, "এক-একটি ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করা যায়। সেই অনুযায়ী আমাদেরও ব্যবস্থা নিতে হবে।" তাঁরা কী ব্যবস্থা নেবেন, বিমানবাবু তা খোলসা করে বলেননি। তবে সি পি এমের বিভিন্ন নেতা জানান, এর পর থেকে কোনও বিনিয়োগকারী জমি দেখতে গেলে 'অবাঞ্ছিত' কিছু যাতে না-ঘটে, সেই ব্যাপারে তাঁরা সতর্ক থাকবেন। রাজ্যে বিনিয়োগের প্রশ্নে শুধু প্রশাসন নয়, সি পি এমের ভাবমূর্তিও যে জড়িয়ে রয়েছে, দলীয় নেতাদের কথাবার্তায় তা পরিষ্কার।

ছোট মোটরগাড়ি তৈরির কারখানার জন্য জমি দেখতে টাটার প্রতিনিধিরা বৃহস্পতিবার সিঙ্গুরের দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন মহিষটিকরি ও সাহানাপাড়া গ্রামে যান। তাঁরা দু'টি গ্রামে জমি দেখার পরে গোপালনগর পঞ্চায়েতের বাজুমেলিয়া গ্রামের উদ্দেশে রওনা হন। পথে কিছু গ্রামবাসী তাঁদের পথ আটকান। সেখানে যাওয়ার পরে কিছু লোক তাঁদের ঘিরে ধরেন। জমি অধিগ্রহণের পরে তাঁদের কী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, গ্রামবাসীরা তা জানতে চান।

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবু, শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন থেকে সি পি এমের হুগলি জেলা নেতাদের অনেকেই বিষয়টিকে অবশ্য তেমন গুরুত্ব দিতে রাজি নন। সে-ভাবে কোনও বিক্ষোভ হয়নি বলে মনে করেন সি পি এমের স্থানীয় ও কৃষক সভার নেতারাও। সিঙ্গুরে কৃষক সভার সভাপতি শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "ওখানে গোলমাল কিছু হয়নি। কথা বলার পরে গ্রামবাসীরা নিজেরাই সরে যান। ওই প্রকল্প নিয়ে আমরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছি। প্রকল্পটি নিয়ে তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে।"

যাঁরা টাটার প্রতিনিধিদের ঘিরে ধরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিরোধী দলের সমর্থক ছাড়াও সি পি এমের লোকজন ছিলেন। দলের কারা ওখানে ছিলেন, সেই বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার কথা ওঠে এ দিনের বৈঠকে। বিরক্ত জ্যোতিবাবু বলেন, "আমি বুদ্ধকে বললাম, ওখানে তৈরি হয়ে যাওয়া হয়নি কেন? শুনলাম, আমাদের কৃষক সভার এক জনকে বলা হয়েছিল। সে

এর পর ছয়ের পাতায়

পুনর্বাসন আবশ্যিক করে নতুন নীতি রাজ্যে

পার্থসারথি সেনগুপ্ত

সিঙ্গুরের বাজুমেলিয়া গ্রামের বাসিন্দারা এ বার বোধ হয় আশ্বস্ত বোধ করতে পারেন। কারণ, ১১২ বছরের পুরনো আইন ঘষামাজা করে এ বার রাজ্যে তৈরি হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পুনর্বাসন নীতি। জমিহারা মানুষজনের 'ন্যূনতম পুনর্বাসন বাধ্যতামূলক' করতে সপ্তম বামফ্রন্টের মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই গৃহীত হচ্ছে এই নতুন নীতি।

এই ব্যাপারে ৩১ মে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে যে-খসড়া প্রস্তাবনা পেশ করা হচ্ছে, তাতে জানানো হয়েছে, বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলিকে উচ্ছেদ করে জমির দখল পেতে যদি প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়, তা হলে শিল্পায়নের সব উদ্যোগ বিফল হতে পারে। প্রস্তাবনায় এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এই আশঙ্কা থেকেই পুনর্বাসনের বিষয়টি নয়া আঙ্গিকে বিবেচনা করতে বাধ্য হচ্ছে সরকার। আগামী ছ'মাসের মধ্যেই অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করতে এই ব্যাপারে উদ্যোগ চলছে।

তাই সিঙ্গুরের চাষিরা এ বার নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারেন। শুধু সিঙ্গুর কেন, শিল্প-কারখানা, শিল্পনগরী বা নগরায়ণের জন্য রাজ্যের যেখানেই জমি অধিগ্রহণ করা হোক না কেন, অধিগ্রহণকারী সংস্থা বা দফতরকে পুনর্বাসনের ন্যূনতম ব্যবস্থা করতেই হবে। জমি অধিগ্রহণকারী দফতর বা সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক বা আর্থিক পুনর্বাসনে নানা ধরড়ের কর্মসূচি গ্রহণ করতেই পারে। কিন্তু ন্যূনতম পুনর্বাসন প্যাকেজ এড়িয়ে গেলে চলবে না। এক কথায়, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে মানবিক দিকটি উপেক্ষা করতে রাজি নয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার। বিশেষত, দারিদ্রসীমার নীচের পরিবারগুলি যাতে 'খোলা আকাশের তলা'য় জীবনযাপন করতে বাধ্য না-হয়, তা নিশ্চিত করতেই ন্যূনতম পুনর্বাসনের উপরে জোর দিচ্ছে তারা।

সাধারণ ভাবে ১৮৯৪ সালের পুনর্বাসন আইন অনুযায়ী জমিহারা বা বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু শিল্পায়নের নিরিখে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা আর যথেষ্ট নয় বলে মনে করছে সরকার। এই ব্যাপারে সরকারের তরফে যে কিছুটা খামতি রয়ে গিয়েছে, তা-ও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ১৮৯৪ সালের আইনটিকে আগেই যুগোপযোগী করে নেওয়া উচিত ছিল। দ্বিতীয়ত, এর আগে অর্থাৎ ষষ্ঠ বামফ্রন্টের জমানায় পুনর্বাসন সংক্রান্ত কিছু প্রস্তাব মন্ত্রিসভার বৈঠকে আনা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন বিধির আদলে রাজ্যের তরফে এখনও কোনও সুনির্দিষ্ট পুনর্বাসন নীতি তথা পুনর্বাসন প্যাকেজ ঘোষণা করা সম্ভব হয়নি। এই ব্যাপারে যে এক বছরের সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে, তা অকপটেই জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

ন্যূনতম পুনর্বাসন প্যাকেজের খসড়া প্রস্তাবনায় কোন ক্ষেত্রে কী ধরনের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, তা বিস্তারিত ভাবে বলেছে রাজ্য সরকার। বাড়ির সংজ্ঞাও দেওয়া হয়েছে। যেমন, বি পি এল তালিকাভুক্ত পরিবারের বাড়ি পাকা হলে অর্থাৎ মাটির দেওয়াল, কাঠের বাড়ি বা ইট নির্মিত গৃহ, যার ছাদ টালি, টিন বা চার ইঞ্চি সিমেন্টের কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে গড়া হলে আর্থিক সহায়তা মিলবে ২৫ হাজার টাকা। আবার কাঁচাবাড়ি অর্থাৎ সাধারণ কুঁড়েঘর, বাঁশের বা টিনের

এর পর ছয়ের পাতায়

সিঙ্গুরের ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

নাকি যায়নি। বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিল।"

শিল্পমন্ত্রী এ দিন জানিয়ে দেন, শিল্পের জন্য জমি জরুরি। তবে সেই জমি নেওয়ার প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়েই কাজ করবে সরকার। নিরুপমবাবু বলেন, "যাঁর জমি, তাঁর আশঙ্কা হবেই। সরকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে দায়বদ্ধ।"

অবশ্য রাজ্যের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা মনে করেন, যে-কোনও কারখানা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের আগে স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। বৃহস্পতিবারের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রেজ্জাক মুখে কুলুপ আঁটলেও সার্বিক ভাবে সব ক্ষেত্রেই স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এই ধরনের সমস্যার সমাধান করে দেয় বলে তাঁর অভিমত। জোর করে কিছু করতে গেলে সমস্যা তৈরি হতে বাধ্য বলে মনে করেন তিনি। নিজস্ব ঢঙেই তাঁর মন্তব্য, "কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো যায় না। জাঁক দিতে হয়।"

বিমানবাবু অবশ্য বলেন, "টাটার লোকেরা তো কেবল জমি দেখতে গিয়েছিলেন। তার মানেই সব কিছু হয়ে যাওয়া নয়। আর সবটাই আইনমাফিক হচ্ছে।" এমনকী কৃষকদের বঞ্চিত করে কিছু হবে না বলে জানিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "যাঁদের জমি নেওয়া হবে, তাঁরা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাবেন।" কিন্তু ক্ষতিপূরণের 'প্যাকেজ' তৈরির কথা তাঁরা জানেন না বলে ফরওয়ার্ড ব্লকের কৃষিমন্ত্রী নরেন দে অভিযোগ করেছেন।

জ্যোতিবাবুও এ দিন বলেন, "এখন তো শুনছি, বামফ্রন্টের শরিক দলের অনেকেই বিষয়টি জানে না।" শরিক দলের মন্ত্রীর বক্তব্যের ব্যাপারে বিমানবাবু বলেন, "আমি এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। তবে কোনও প্যাকেজের টাকা তো কৃষিমন্ত্রী দেবেন না।"

সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এমন ঘটনা রাজ্যে বিনিয়োগকারীদের কাছে কোনও 'অশুভ বার্তা' পৌঁছে দেবে না বলেই মনে করেন বিমানবাবু।

তাঁর সাফ কথা, "পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা শিল্পে বিনিয়োগ করতে আসছেন, তাঁরা এই রাজ্যের প্রতি বিশেষ ভালবাসা থেকে আসছেন না। তাঁরা আসছেন এখানে পুঁজি বিনিয়োগ করে লাভ করার জন্য।" বিমানবাবুর মতে, এখানে রাজ্য সরকারের স্থায়িত্ব, আইনশৃঙ্খলার ভাল পরিস্থিতি, অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান, কম পরিবহণ ব্যয়, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বিচার করেই বিনিয়োগকারীরা আসছেন।

রাজ্যে পুনর্বাসন আবশ্যিক

প্রথম পাতার পর

ছাউনি তথা ঝুপড়ির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ হবে ১৫ হাজার টাকা। ওই জমিতে বাড়ি বিধিবহির্ভূত ভাবে তৈরি হলেও বি পি এল গোত্রভুক্ত মানুষ পাবেন ১০ হাজার টাকা।

সরকারি দফতর, শিল্পায়ন বা নগরায়ণ নিগমের দ্বারা গঠিত বা সরকারি প্রয়াসে যৌথ প্রকল্পে কিংবা সরকারি পরিকল্পনা ও সহযোগিতায় গড়ে ওঠা বেসরকারি শিল্প ও নগরায়ণ প্রকল্পে জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া পরিবারকে নিকটবর্তী এলাকায় দু'কাঠা জমি দিতে হবে। অন্যথায় শহরাঞ্চলে বাল্মীকি অম্বেডকর আবাসন প্রকল্পের আদলে ফ্ল্যাট বা গ্রামে ইন্দিরা আবাস যোজনার আদলে পাকাবাড়ি দেওয়াটা বাধ্যতামূলক।

বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছামূলক পুনর্বাসনের যাবতীয় খরচ জমি অধিগ্রহণকারী সংস্থাকেই বহন করতে হবে। রাজ্য পুনর্বাসনের যে-ব্যবস্থা করছে, তা কি যথাযথ বলে মনে করেন ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা? তাঁর উত্তর, "আমি আমার কর্তব্য করছি। মানুষ তো শিল্পায়নও চান। সে-দিকেও রায় মিলেছে। অবশ্য কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো যায় না। আর জষ্ঠি মাসে আম পাকলেই জামাইষষ্ঠী হয়।" তাঁর মন্তব্যের শেষাংশের গূঢ় অর্থ কী? শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন বলেন, "কেউ তো তাড়াহুড়ো করছে না। সিঙ্গুরে জমির অবস্থা কী, সেটা খতিয়ে দেখতেই তো টাটার প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন। তা তো তাঁরা যাবেনই। ব্যাপারটা নিয়ে নির্বাচনের আগে থেকেই কথাবার্তা চলছিল।"

ANADABAZAR PATRIKA

West Bengal's image will not suffer: Biman Bose

Protest against Tata officials will not send any wrong signal

Special Correspondent

- It should never have happened: Jyoti Basu
- Affected land owners will be compensated
- Government officials to visit site

KOLKATA: The demonstration by villagers of Singur in West Bengal's Hooghly district on Thursday, when officials of Tata Motors had gone to inspect a site for the company's proposed car-manufacturing plant, would not send any wrong signal to prospective investors, Biman Bose, Secretary of the State Committee of the Communist Party of India (Marxist), said here on Friday.

Veteran Marxist leader Jyoti Basu expressed displeasure over the incident and said "it should never have happened."

The villagers were protesting against the possible acquisition of their land for the the Rs. 1,000-crore project.

Owners of land which would be acquired for the project would be adequately compensated, Mr. Bose said. "There is need for land for the setting up of new industries," he added.

He said State Government officials would visit the proposed site and discuss the issue with the local farmers.

"West Bengal had become an investor-friendly State," he said. The political stability was drawing investors. The purchasing power of people in the rural areas was increasing and barren land was increasingly being converted into cultivable land, he said.

Earlier at a meeting of the CPI (M)'s State Secretariat it was decided that two portfolios being held by Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee would be re-allocated.

The planning and development portfolio would be given to the State's Industries and Commerce Minister, Nirupam Sen.

The Environment Minister, Mohanti Chatterjee, would be given additional charge of the food processing and horticulture department.

27 MAY 2006 THE HINDU

BASU ANNOYED WITH PARTY LEADERSHIP

Land stir puts CPM in a spot

Statesman News Service

KOLKATA, May 26: The agitation by farmers at Singur has put the CPI-M in a spot with former chief minister Mr Jyoti Basu blaming the party leadership for not making preparations before the visit of the Tata team. In an attempt to defuse the crisis, party state secretary Mr Biman Bose today accused the electronic media of "doctoring" images of the agitation. He alleged that the media was projecting Mr Buddhadeb Bhattacharjee as an icon of the new economic policy to "destroy his career".

"The Left parties have a presence there (Singur). Even the CPI-M Krishak Sabha has its members. But I heard that the man who was supposed to be present at the spot was sleeping at home. I am compelled to ask why wasn't the groundwork done? I will talk to the chief minister," Mr Basu told reporters this morning after a meeting of the CPI-M state secretariat. Mr Bose, however, claimed: "we found that representatives of two news channels offered money and 'other' incentives to some villagers to stage mock protests before the camera. The channels need to change their attitude. They should not play the role of a political party. They get into trouble."

Jobs demanded

SINGUR (Hooghly), May 26: Singur farmers who staged protests when Tata Motors officials inspected land for their proposed car factory here yesterday, have demanded jobs there.
■ SNS
Details on page 5

Asked whether the government's policy on taking over farmland lacked transparency as indicated by several Left Front leaders, Mr Bose said: "Some people went there to see a piece of land. The compensation package is yet to be prepared. The industry department will discuss these issues with all parties concerned before any deal is finalised. A project of this size cannot come up in the sky. We need land. The agitation will not send wrong signals to industry." Under the revised land acquisition law, farmers don't have the right to retain their land by way of refusal to any offer made by the government.

"Let us not think that investors are showing interest in Bengal out of love. They want to make money and they know that we have established political stability and developed a captive market for industrial products worth Rs 18,000 crore. Given its geographical location, Bengal has established itself as an investment-friendly state."

Land reforms minister Mr Abdur Rezzak Mollah today said the government had jumped the gun by rushing to provide land to Tata Motors. "*Kanthal kiliyee pakano jaye na* (Jackfruits will ripen in normal course. There is no short cut to speed up the process)," Mr Mollah said.

Reacting to Mr Basu's criticism about hastening the land acquisition process for the car factory, commerce and industries minister Mr Nirupam Sen admitted that the Tata Group was in a hurry, so they were taken to the land. The chief minister said the car factory would come up at Singur.

The DM will hold a meeting tomorrow with people's representatives to explain the project.

27 MAY 2006

27 MAY 2006

THE STATESMAN

SINGUR BLOW FOR LF ON DAY YECHURY ASSURES NO MULTI-CROP LAND WOULD BE ACQUIRED

Farmers determined to fend off govt

Statesman News Service

KOLKATA, May 27: Singur's farmers announced this evening their resolve to resist "with all our might" attempts by the state to acquire their multi-crop land for the proposed Tata Motors factory.

The farmers took this decision at a meeting of their newly-floated front in Gopalnagar gram panchayat area today.

The Trinamul Congress backs the front and the local party MLA, Mr Rabindranath Bhattacharya, addressed assembled farmers this evening.

He said that theirs was a struggle to thwart the state's "bids to snatch farmers' land" without holding prior discussions with them.

Other farmers, however, stuck to their demand for adequate compensation and jobs if their land is acquired for the factory ~ voiced yesterday. Incidentally, 1,000 acres of land will be acquired from three gram panchayat areas of which one is controlled by the Trinamul and two by the CPI-M.

The resolution by farmers who've formed the front came on a day the chief minister, Mr Buddhadeb Bhattacharjee, had egg on his face when senior CPI-M Politburo member, Mr Sitaram Yechury declared on the sidelines of the party's Politburo meeting that the CPI-M was opposed to acquiring multi-crop land.

The Hooghly district magistrate, meanwhile, convened a meeting of representatives of local bodies and the local MLA and MP and announced that the farmers, whose land would be acquired for the car factory, would be paid a price 30 per cent above market value by way of compensation. The farmers' demand for jobs in the factory was not discussed, though. "After determining the market value of the land to be acquired, farmers would be paid a sum 30 per cent above that value," said Mr Vinod Kumar, district magistrate, Hooghly.

But the local Trinamul MLA who attended the meeting, said: "We are extremely unhappy with the way the acquisition is being planned. The state is keeping farmers in the dark. Instead of talking to them, it wants to acquire land by taking the public representatives into confidence. Being a representative of the farmers of Singur, I will have no part of that."

According to him, the state did not announce any measures for the landless labourers who would be rendered jobless post-acquisition.

The CPI-M's district secretariat too met to discuss the Singur's farmers agitation on Thursday when the Tata Motors team went there to inspect the land that they propose to acquire for its car factory.

A CPI-M insider said leaders of the party's farmers' wing have been instructed to begin a campaign in favour of land acquisition and impress on the people the advantages of industrialisation.

2 8 MAY 2006 THE STATESMAN

No industry on multi-crop land, says Yechury

Statesman News Service

KOLKATA, May 27. — After his assertion yesterday that the Tata car factory would come up at Singur, chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee found himself on slippery ground today with senior CPI-M leader Mr Sitaram Yechury declaring that the party was opposed to acquiring multi-crop land for industrialisation.

Incidentally, the plots which the Tata officials went to inspect, and faced public outcry, produce two ~ even three ~ crops a year.

Mr Yechury was speaking to reporters on the sidelines of the two-day Politburo meeting in the city. Tomorrow the Left Front will celebrate its victory in the Assembly polls at Netaji Indoor Stadium.

Even though he refused to clarify whether there was any communication gap between the government and the farmers on the issue of acquisition of land, Mr Yechury said: "Land producing multiple crops will not be handed over to investors for setting up industry".

He even iterated that the CPI-M would ask the UPA government to put more emphasis on agriculture across the country and protect farmers in distress.

Incidentally, when The Statesman team visited Singur yesterday, Mr Susanta Santra, a farmer, said: "When Mr Jyoti Basu was chief minister the government had sunk deep tubewells to facilitate multi-crop farming in these parts. Now Mr Buddhadeb Bhattacharjee wants to take away this land from us".

"The government says that one member from each affected family will be given a job. We have just one bigha of farm land and I have four brothers. If one of us gets a job what will the other four do for a living", said another farmer, Mr Kartik Kolay.

Mr Srikanta Santra, a neighbour of the Kolays, said he wouldn't hand over his land under "any circumstance".

"My land produces three crops a year. It is enough to take care of the family for years to come."

Both Mr Jyoti Basu and Mr Yechury confirmed that the party was against private participation in modernisation of Kolkata and Chennai airports. "The Airports Authority of India has enough funds to do it on its own", said Mr Basu.

On the proposed hike in petroleum prices, Mr Yechury said the Centre should rationalise the tax structure on petrol and other products and that would automatically control the retail price.

Editorial: Bhangar to Singur, page 8

Farmers' resolve

KOLKATA, May 27. — Farmers in Singur today declared that they would resist "with all our might" attempts by the government to acquire their multi-crop land for the Tata car factory. This was decided by a majority of the farmers at a meeting of their newly-formed front in the Gopalnagar gram panchayat area. Other farmers, however, stuck to their demand voiced yesterday for adequate compensation and jobs. SNS

Details on page 5

28 MAY 2006

THE STATESMAN

সি পি এম জানাল শিল্পায়নে নয় দোফসলি জমি

আজকালের প্রতিবেদন: শিল্পের জন্য জমি নিতে গেলে কখনই দো ফসলি বা তিন ফসলি জমি নেওয়া হবে না। সি পি এমের পলিটব্যুরো নেতা সীতারাম ইয়েচুরি শনিবার সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়ে বলেন, এটাই সি পি এমের নীতি। শনিবার সি পি এমের পলিটব্যুরো বৈঠক শুরু হল। হরকিষেন সিং সুরজিৎ আসতে পারেননি। এবার কলকাতায় সি পি এম রাজ্য দপ্তরে বৈঠক হচ্ছে। দু-দিনের। আজ রবিবার দুপুরে পলিটব্যুরো শেষ হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষায় পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের সংরক্ষণ নিয়ে সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, যে-সব ছাত্র সংরক্ষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ধর্মঘট করছেন, তাঁদের উচিত তা প্রত্যাহার করে নেওয়া। কারণ, কেন্দ্র সাধারণ ছাত্রদের জন্য যা আসন রয়েছে, তাই বহাল রাখছে। সংরক্ষণ বাড়ালে সেই পরিমাণ আসনও বাড়াবে। তাই সেক্ষেত্রে আন্দোলনের জায়গা নেই। ডিজেল, পেট্রলের দাম বাড়ানোর তীব্র প্রতিবাদ করেছে সি পি এম। এ ব্যাপারে সীতারাম সি পি এমের পুরনো নীতিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, কেন্দ্র যদি কর-ব্যবস্থা বা কর-কাঠামো ঢেলে সাজায় তা হলে কেন্দ্রের পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ানোর দরকার পড়বে না। বিমানবন্দর বেসরকারীকরণ নিয়ে তিনি বলেন, আমরা বেসরকারীকরণের পক্ষে নই। তবে আধুনিকীকরণ চাই। এ বিষয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও পলিটব্যুরো নেতা জ্যোতি বসু বলেন, বিমানবন্দর বেসরকারীকরণে আমাদের আপত্তি আছে। আমরা বেসরকারীকরণ চাইছি না। এ নিয়ে আমরা পলিটব্যুরোতে আলোচনা করছি। আমরা চাই কেন্দ্র আমাদের দাবি মানুক। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের হাতে অনেক টাকা আছে। সেই টাকায় তাঁরা বিমানবন্দর আধুনিকীকরণ করতেই পারেন। এদিকে, তৃতীয় বিকল্প শক্তি নিয়ে সীতারাম ইয়েচুরিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আপনারা বারবারই এই প্রশ্নটা করেন। অ-কংগ্রেসি, অ-বি জে পি শক্তি করতে গেলে তা জনগণের আন্দোলনের মাধ্যমে করতে হবে। এতে যথেষ্ট সময় লাগবে।

টাটাদের কারখানার জন্য ভাগচাষীরাও পাবেন ক্ষতিপূরণ

অরূপ বসু

ভাগচাষীরাও ক্ষতিপূরণ পাবেন। আর সে ক্ষতিপূরণের টাকা জমির মালিকদের প্রাপ্য টাকা থেকে কেটে নেওয়া হবে না। শনিবার হুগলির জেলাশাসক বিনোদকুমার এক সর্বদলীয় বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। সিঙ্গুরে টাটা শিল্পগোষ্ঠীর প্রস্তাবিত মোটর কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে হুগলির জেলাশাসকের বাংলোতে এক সর্বদলীয় বৈঠক হয়। এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন চুঁচুড়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (তৃণমূল), হুগলির সাংসদ রূপচাঁদ পাল, জেলা সভাধিপতি কৃষ্ণা চ্যাটার্জি, সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রঞ্জিত মণ্ডল, কংগ্রেসের সিঙ্গুর ব্লক সভাপতি হরেন সিংহরায়, বিভিন্ন পঞ্চায়েত প্রধান, সিঙ্গুরের বি ডি ও অভিজিৎ মুখার্জি এবং পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের একজিকিউটিভ ডিরেক্টর নবীন প্রকাশ। রূপচাঁদ পাল বলেন, উন্নয়নের ব্যাপারে সবাই সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই প্রকল্পের ফলে কোনও চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। কোনও গ্রামকে সরানো হবে না। এর ফলে হুগলিতে একটা নতুন হলদিয়া গড়ে

এরপর ৪ পাতায়

28 MAY 2006

ভাগচাষীরাও পাবেন ক্ষতিপূরণ

১ পাতার পর

উঠবে। বহু লোকের কর্মসংস্থান হবে। ভূমিহীন কৃষকও সাহায্য পাবেন। কিন্তু তৃণমূল বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের চাষীদের বোঝাতে বলা হয়েছে। এঁদের বক্তব্য চাষীদের বলব। সিদ্ধান্ত তাঁদেরই। তবে বহুফসলি জমি নেওয়ার সিদ্ধান্তকে আমরা সমর্থন করি না। জেলাশাসক বিনোদকুমার অবশ্য বলেন, সবাই চাষীদের বোঝানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটা হুগলির গৌরব। শোনা গেল, পশ্চিমবঙ্গকে টাটা শিল্পগোষ্ঠীর এই প্রকল্প নিজের রাজ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, কেরল ও গুজরাট। ৬টি মৌজা নিয়ে এই প্রকল্পের প্রস্তাবিত এলাকা। বেড়াবেড়ি, গোপালনগর-১, গোপালনগর-২, সিংহের ভেড়ি, খালের ভেড়ি ও বাজেমেলিয়া। এর মধ্যে গোপালনগর ও বেড়াবেড়িতে হারু ঘোষ, দেবু ঘোষ, নব ঘোষ, দীপক অধিকারীর মতো সম্পন্ন চাষীর বাস। তাঁদেরই বেশিরভাগ জমি। একফসলি কিংবা জলা জমি তাঁরা বিক্রি করতে পারলে লাভবানই হবেন। কিন্তু এই সব এলাকায় ভাগচাষীর সংখ্যা কম নয়। কিছু লোকের আশঙ্কা, তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তবে সাংসদ রূপচাঁদ পাল বলেন, ভাগচাষীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন সে ব্যাপারে সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে। বরং ক্ষতিপূরণের টাকা ছাড়াও তাঁরা জীবন ধারণের নতুন পথ যাতে খুঁজে পান, সেটা দেখা হবে।

AAJKAL

Jindal meets CM with multi-cr plan

Statesman News Service

KOLKATA, May 29: Having missed out on Jindal Steel West's multi-crore project last year ~ it was literally taken home by Jharkhand - West Bengal now seems close to getting a smaller chunk of the group's investment bounty in the form of downstream steel industries. This was announced by Mr Sajjan Jindal, JSW vice-chairman-cum-managing director, after a meeting with Mr Buddhadeb Bhattacharjee at Writers' Buildings today.

He described the tete-a-tete as a courtesy call. "We want to invest in West Bengal as it is the best investment destination now. We are looking to invest as much as Rs 5,000 to Rs 10,000 crore in the state in downstream industries, inclusive of galvanising steel and cold rolling," Mr Jindal said.

Referring to his plans for investment in other sectors in West Bengal, Mr Jindal said: "We claim expertise in

power generation and road-building. We would like to invest in infrastructure development in the state. It will require a lot of planning, though. We have a team of experts which makes area-specific recommendations in terms of feasibility. The team will try to find out what we can do in West Bengal." Asked about the steel plant project in West Bengal which had last year failed to get going after Jharkhand refused to supply iron ore, Mr Jindal, without blaming the failure on the neighbouring state's government, said: "The project for West Bengal has had to be put on hold. There is a vicious iron ore hook-up which prevented us from setting up the factory here. Iron ore is being exported to China and Japan but it eludes West Bengal."

The JSW group planned a multi-crore steel plant in West Bengal last year. Mr Sajjan Jindal met the chief minister and talks on the project progressed well for some time. But, when the JSW group approached the Jharkhand government for iron ore, its appeal was turned down. As a result, the group was forced to shift the project to Jharkhand. It is likely to set up a 10-million-ton steel plant at Jharkhand where a 7,000-acre tract has been found for the Rs 35,000 crore project. The group signed an MoU with the Jharkhand government on 9 November, 2005, for a greenfield steel plant and an 800-MW captive power plant in Seraikela and Kharsawan districts, respectively.

30 M... THE STATESMAN

YECHURY SWALLOWS BITTER LAND PILL

Buddha scores at victory rally

Statesman News Service

KOLKATA, May 28: A day after Mr Sitaram Yechury announced that no industry would be allowed on multi-crop land, party stalwarts today extended support to Mr Buddhadeb Bhattacharjee over the issue of land allotment to Tata Motors at Singur. It was the victory rally of the Left Front at the Netaji Indoor Stadium.

"An unsuccessful conspiracy was hatched to derail the proposed project of automobile manufacturing at Singur." Mr Biman Bose, Left Front chairman and CPI-M state secretary, said addressing an euphoric crowd.

"The land owners will get compensation for their land which will be acquired at a higher price" he added. Mr Sitaram Yechury, Politburo member who had said no multi-crop land would be acquired for industrial projects, silently listened sitting near the podium.

"A compensation package is being worked out." he said. "We should try to increase the number of our friends and try to dissociate our enemies from the people".

"A section of the media though not the entire sector is abetting this conspiracy." he said. "There has been an increase of 12 lakh hectares in the quantum of agricultural land in the state which has not been properly reported," he observed indicating the handing over of farmland will not have an adverse effect in the crop production in the state.

"The issue of land for the proposed automobile factory will be resolved," Mr Prakash Karat, CPI-M general secretary, said earlier during the day. "The state government is dealing with the matter and it did not come up at the Politburo discussions as it was not on the agenda," he told reporters.

"We have to be careful in maintaining a balance between crop production and industrial progress," Mr Bhattacharjee said at the rally. "New employment opportunities have to be created for the people below the poverty line and hungry masses in the unlit villages whose misery we are aware of," he said rooting for a program of industrialisation.

"More capital to set up industries has to be generated," he said. "The cabinet should set the lead to for an exemplary administration which should be sympathetic, people friendly and free of corruption" he added.

"We will discuss with the Union Government some of the acts of the Election Commission which included excluding state government employees from the polling process and conducting a five-phase poll."

■ See also page 6

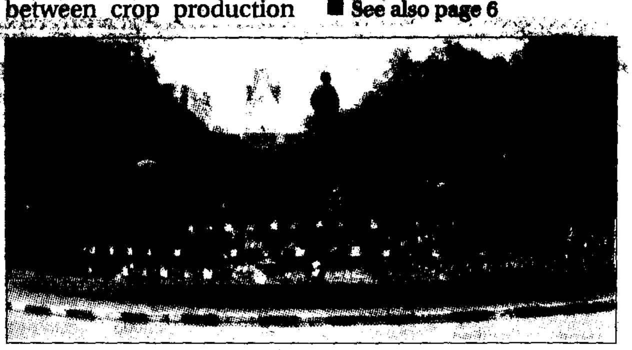

Party flags outside the venue of the victory rally. ■ SNS

THE STATESMAN

কেন্দুপাতা-গুদাম জ্বালিয়ে দিল মাওবাদীরা

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ● রাইপুর

অর্থনৈতিক-অবরোধের দ্বিতীয় দিনে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটি কেন্দুপাতার (বিড়ি পাতা) গুদাম জ্বালিয়ে দিল মাওবাদীরা। শনিবার রাতে দক্ষিণ বাঁকুড়ার রাইপুরের মঠগোদা গ্রামে ওই অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'ল্যাম্পস'-এর প্রায় ২০ লক্ষ টাকার পাতা। ঘটনাস্থলে ফেলে যাওয়া পোস্টারে মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষের অপসারণ এবং কেন্দুপাতার দাম বাড়ানোর দাবির পাশাপাশি, 'শিল্পের নামে' জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতাও করা হয়েছে। দমকলের দু'টি ইঞ্জিন রবিবার রাত ৮টা পর্যন্ত চেষ্টা করেও আগুন আয়ত্তে আনতে পারেনি। দেশি-বিদেশি কিছু সংস্থা প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করছে বলে অভিযোগ তুলে ২৬ থেকে ২৮ মে ঝাড়খণ্ড, বিহার, ছত্তীসগঢ়, উত্তরাঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গে আর্থিক অবরোধের ডাক দেয় মাওবাদীরা।

ডিআইজি (মেদিনীপুর রেঞ্জ) গঙ্গেশ্বর সিংহ বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে আমাদের সন্দেহ, এটা মাওবাদীদের কাজ। ওরা ঘটনাস্থলে ছ'টা পোস্টার দিয়েছে। পোস্টারে লেখা হয়েছে, ছোট আঙারিয়া কাণ্ডে অভিযুক্ত সিপিএমের দুই নেতা তপন ঘোষ ও সুকুর আলির 'আশ্রয়দাতা' মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ দূর হটো। তা ছাড়া, ২০০০ কেন্দুপাতার বান্ডিল বা 'চাটা' প্রতি দাম বাড়িয়ে ৩০ টাকা করার দাবি করা হয়েছে। 'শিল্পের নামে' জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতাও করা হয়েছে।" রাইপুরের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী উপেন কিস্কু বলেন, "কাজটা মাওবাদীদের হতেও পারে। নিশ্চিত নই।" অন্য দিকে সুশান্তবাবুর প্রতিক্রিয়া, "কে মন্ত্রী থাকবে, কে থাকবে না, সেটা কি মাওবাদীরা ঠিক করে দেবে?"

সুশান্তকে সরানোর দাবি

জঙ্গল মহলের বেশির ভাগ বাসিন্দার জীবিকাই কেন্দুপাতা সংগ্রহে নির্ভর। মহাজনদের হাত থেকে তাঁদের বাঁচাতে সত্তর দশকে 'আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম' (টিডিসিসি) কয়েকটি সমবায় গঠন করে। 'লার্জ সাইজ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি' বা 'ল্যাম্পস'-কে জঙ্গলের কেন্দুপাতা সংগ্রহের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে বেশি টাকা দিয়ে ল্যাম্পস-এর থেকে ভাল পাতা কিনতেন মহাজনেরা। নিলামে ল্যাম্পস-এর পাতার দাম উঠত না। আদিবাসীদের টাকাও বাকি পড়ত। সেই দশকের মাঝামাঝি এমসিসি এবং জনযুদ্ধের আন্দোলনের ফলে মহাজনেরা কেন্দুপাতার দাম বাড়াতে বাধ্য হন। ২০০৪-এ রাজ্য সিদ্ধান্ত নেয়, শুধু ল্যাম্পসই পাতা কিনবে। কিন্তু এখনও অনেক মহাজন বেআইনি ভাবে পাতা কিনছেন। এখন ল্যাম্পস চাটা প্রতি দাম দিচ্ছে ২২-২৬ টাকা। অথচ মহাজনেরা ৩২-৩৫ টাকা দরে পাতা কিনছেন। গত মার্চে মাওবাদীরা দাবি করে, কেন্দুপাতার দাম আরও বাড়াতে হবে। না হলে আদিবাসীদের দুর্দশা ঘুচবে না। তারা ল্যাম্পস-কর্তাদের হুমকিও দেয়।

আপাতদৃষ্টিতে ল্যাম্পস-এর গুদাম পোড়ানোর সঙ্গে সুশান্তবাবুকে হঠানোর দাবির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও রাজনৈতিক মহলের ধারণা, মাওবাদীদের বরাবরের অভিযোগ, ছোট আঙারিয়ার ঘটনায় তাদের বেশ কয়েক জন কর্মী খুন হন। ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তপন-সুকুরের সঙ্গে সুশান্তবাবুর ঘনিষ্ঠ যোগের কথা সিপিএমেই সুবিদিত। তাই মাওবাদীরা তাদের পোস্টারে দু'জনের প্রসঙ্গ টেনে সুশান্তবাবুর অপসারণের দাবি তুলেছে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, শনিবার রাত ১১টা ৫ মিনিটে বোমা ফাটার মতো শব্দে কেঁপে ওঠে মঠগোদা। প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূর থেকে আওয়াজ শোনা যায়। 'ল্যাম্পস' গুদামের নৈশপ্রহরী

এর পর সাতের পাতায়

জ্বালিয়ে দিল মাওবাদীরা

প্রথম পাতার পর

পরমেশ্বর মুর্মু ওই চত্বরে একটি ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। তিনি বলেন, "কানফাটা শব্দে ঘুম ভাঙে। বোমাবাজি হচ্ছে ভেবে বেরোইনি। পরে দেখি, গুদামের সামনের মূল শাটারে আগুন লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে থানায় খবর দিই।" রাত পৌনে ১টা নাগাদ বাঁকুড়া থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন আসে।

রবিবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, গুদামের মূল দরজার শাটারটা পুড়ে কালো হয়ে বাইরে পড়ে রয়েছে। আগুন গুদামের ভিতরে ছড়িয়ে গিয়েছে। গুদাম থেকে ফুট তিরিশ দূরে পড়ে ছিল লাল-কালো তারের কিছু টুকরো। এ দিক-ও দিক ছড়িয়ে ছিল কিছু দোমড়ানো টিনের পাত। বিকেলে দমকলের দ্বিতীয় ইঞ্জিন পৌঁছয়। বারিকুল থেকে আসে বম্ব স্কোয়াড। তবে তারা কিছু পায়নি। বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার রাজেশ কুমার সিংহ ছুটিতে। জেলার দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দীপশঙ্কর রুদ্র বলেন, "গুদামের মূল গেটের ফাঁক দিয়ে বিস্ফোরক ঢুকিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। বিস্ফোরকটি ঠিক কী ছিল, বোঝা যায়নি। গ্রেফতার হয়নি কেউ।"

দুঁদুর, রাইপুর, মঠগোদা, সোনাগাড়া এলাকা নিয়ে কাজ করে রাইপুরের 'ডিআরএমএস ল্যাম্পস'। সংস্থার চেয়ারম্যান নগেন্দ্রনাথ টুডু জানান, প্রায় ৫০ হাজার মানুষ তাঁদের কেন্দুপাতা সরবরাহ করেন। তিনি বলেন, "'৯৫ সালে জনযুদ্ধের লোকেরা কেন্দুপাতার দর বাড়ানোর দাবিতে রানিবাঁধে আমাদের একটা ট্রাক্টর পুড়িয়েছিল। বছর তিনেক বাদে একই দাবিতে রানিবাঁধের গুদাম পোড়ায়। পরেও ওদের হুমকি পেয়েছি। সম্প্রতি বারিকুলের কাছে ট্রাক আটকেও ওরা হুমকি দেয়।" সংস্থার সহ-সভাপতি কান্ত টুডু বলেন, "গুদামে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার পাতা রয়েছে। বাইরে কিছু বিক্রি হওয়া পাতা রাখা রয়েছে। সবই পুড়ে যাবে।"

ANADABAZAR PATRIKA

29 MAY 2006

গতি আনতে পুব-পশ্চিমে জুড়ে বদলে যাচ্ছে কলকাতা

দিগন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ● নয়াদিল্লি

২৮ মে: নড়িতে নড়িতে চলা আর নয়, এ বার গতির কলিকাতা। শিল্পায়নের কলিকাতা।

সেই লক্ষ্যে এখন চলেছে ভোল বদলের তোড়জোড়। তৈরি হবে বাইপাস, রিং রোড। হবে 'এলিভেটেড' বা রাস্তার উপর দিয়ে রাস্তাও। সব নিয়ে এখন প্রস্তুত কলকাতা ও শহরতলিকে ঢেলে সাজার নকশা।

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নির্দেশেই সবিস্তার রিপোর্টটি তৈরি করেছে কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস। এর পিছনে রয়েছেন সংস্থার কর্ণধার দিল্লিবাসী বঙ্গসন্তান সুধাংশু চক্রবর্তী। দিল্লিতে নিজের অফিসে বসে সুধাংশুবাবু জানালেন, এই প্রকল্প নিয়ে আগামী সপ্তাহের গোড়ায় কলকাতায় যাচ্ছেন তিনি। রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের সঙ্গে বৈঠক করবেন ৩০ মে। পর দিন মহাকরণে বৈঠক হবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে।

সুধাংশুবাবুর মতে, শিল্পায়নের জন্য প্রথমেই দরকার উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করা। এবং সেই তালিকায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। দিল্লিতে সড়কের পরিমাণ মোট এলাকার প্রায় ২০ শতাংশ। কলকাতায় এটি ৫-৭ শতাংশ। জায়গার অভাব বলেই বিকল্প পদ্ধতিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা ঢেলে সাজার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গোটা পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে দশ বছরে খরচ পড়বে আনুমানিক ১৫-২০ হাজার কোটি টাকা। রাজ্যের পক্ষে পুরো খরচ বহন করা সম্ভব নয় বলে আবেদন রাখা হবে বেসরকারি সংস্থার কাছেও। বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগে অর্থ দেবে কেন্দ্র। বাকি কিছু অংশ বহন করবে রাজ্য।

তিনটি বিষয় মাথায় রেখে তৈরি হয়েছে প্রকল্পের নকশা। প্রথমত, যে ভাবেই হোক রাস্তা বাড়াতে হবে। দুই, আরও প্রসারিত করতে হবে শহরকে। এবং তিন, শহরের ঐতিহ্যও রক্ষা করতে হবে।

কেমন হবে এই প্রকল্প?

শহরের পূর্ব এবং পশ্চিম, দু'দিকেই গতি বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। দিল্লির মতোই কলকাতাকে ঘিরেও একটি 'রিং-রোড' হবে। বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে কলকাতাকে প্রায় গোলাকার ভাবে যুক্ত করা হবে। পুরো পরিকল্পনা হয়েছে নদী-বন্দর এবং বিমানবন্দরকে মাথায় রেখে। দমদমের পাশাপাশি প্রস্তাবিত নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকেও যুক্ত করা হচ্ছে এই রিং-রোডের সঙ্গে।

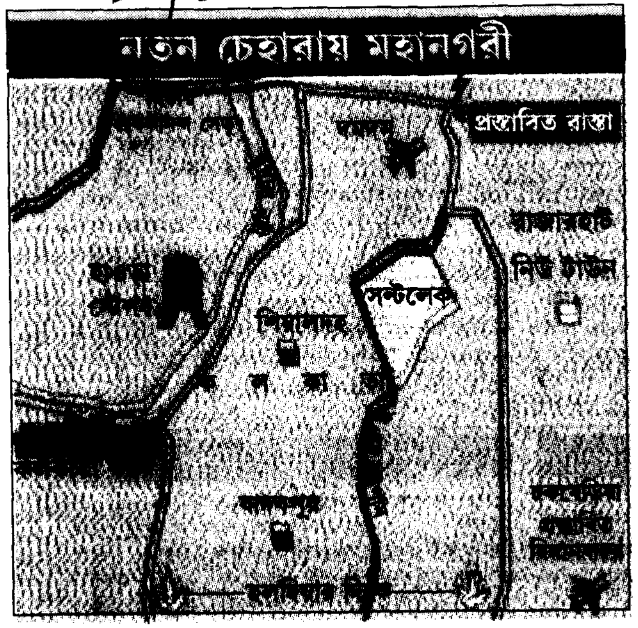

পুবে বারাসত থেকে রাজারহাটের মধ্য দিয়ে এবং ই এম বাইপাসের পাশে জলাজমির পূর্ব প্রান্তে দিয়ে রাস্তা হবে চকবেড়িয়া পর্যন্ত। চকবেড়িয়ার কাছে প্রস্তাবিত নতুন বিমানবন্দরের জন্য জায়গা দেখা হয়েছে। আর রাজারহাটে বসতি দ্রুত গড়ে উঠছে, তাই আবাসনমন্ত্রী গৌতম দেবই চাইছেন সেখান দিয়েই রাস্তাটা তৈরি হোক। প্রকল্প পুরো হলে দমদম থেকে নতুন বিমানবন্দরে পৌঁছতে আধ ঘণ্টারও কম সময় লাগবে। ওই রাস্তাটি চকবেড়িয়া থেকে চলে যাবে উস্তিতে। সেখান থেকে রায়চক হয়ে হলদিয়া। এই রাস্তা তৈরির ফাঁকে পণ্যবাহী ট্রাককে বিমানবন্দরের আগেই শহরের বাইরে আটকে দিতে পোস্তার পাইকারি বাজারকে বিমানবন্দরের পিছনে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাও করা হয়েছে।

আর পশ্চিমে কলকাতাকে নতুন করে সাজাতে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে দ্বিতীয় বিবেকানন্দ সেতু। কারণ, চেন্নাই-মুম্বই-দিল্লি থেকে আসা জাতীয় সড়ক গঙ্গা পেরিয়ে কলকাতায় ঢুকবে এই সেতু ধরেই। ডায়মন্ড হারবার রোড থেকে যে রাস্তাটি কলকাতা বন্দরে যাচ্ছে, সেটিকেই আরও বাড়িয়ে জুড়ে দেওয়া হবে এই সেতুর সঙ্গে। বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে এটিই আবার চলে যাচ্ছে বারাসত পর্যন্ত। এই ভাবেই জুড়বে পুব-পশ্চিম। সম্পূর্ণ হবে গোটা চক্র।

নদী-তীরবর্তী শহরকে সাজাতে- কোনও প্রান্তকেই উপেক্ষা করা চলে না। এই তত্ত্ব মাথায় রেখে পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাই এই কর্মকাণ্ডের সুফল ভোগ করবে গঙ্গার ও' পারও। যেমন, ডানকুনি টাউনশিপ। আবার পূর্ব প্রান্তেও গড়ে উঠবে টাউনশিপ। বুদ্ধবাবুর বহু আকাঙ্ক্ষিত 'হেল্‌থ-সিটি', 'নলেজ-সিটি' ও 'বায়োটেক-সিটি' সেখানে অনায়াসে গড়ে তোলা যাবে। গড়িয়া থেকে মেট্রোকেও নতুন বিমানবন্দর পর্যন্ত নিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

এই ভাবে গড়ে তোলা হবে 'মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম' বা দ্রুত শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়ার ব্যবস্থা। কলকাতার বিমানবন্দর যাতে বছরে দু-কোটি যাত্রী নেওয়ার ক্ষমতা রাখে, টার্মিনালকে গড়ে তোলা হবে সেই লক্ষ্যে। সুধাংশুবাবুর মডেলে 'এলিভেটেড লাইট র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম' বা মাটি থেকে খানিকটা উপর দিয়ে দ্রুত যাতায়াত ব্যবস্থা রূপায়ণে সবুজ সঙ্কেত দিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মূলত ট্রাম রাস্তার উপর দিয়েই যাবে এই রাস্তা। এ ছাড়াও

এর পর সাতের পাতায়

পুব-পশ্চিমে

প্রথম পাতার পর

শহরের ভিতরে পুব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে যাতায়াত সুগম করতে পৃথক করিডর গড়া হচ্ছে।

কেন্দ্রের 'পুবে তাকাও' নীতির জন্য বাড়ছে পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্ব। আর সেই কারণেই কলকাতার পাশাপাশি শিলিগুড়িও ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সেখান থেকে কলকাতা পর্যন্ত রাস্তাও বদলে ফেলতে চায় রাজ্য। কিন্তু বাধ সাধছে বিভিন্ন জায়গায় জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি। উত্তরবঙ্গ থেকে ফরাক্কা পর্যন্ত রাস্তার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যা নেই। সমস্যা শুরু তার পর থেকেই। ফরাক্কা থেকে বারাসত পর্যন্ত ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের দু'পাশে বসতির অবস্থা এমন যে সেগুলি সরিয়ে রাস্তা বানানো কঠিন। ফলে ঠিক হয়েছে, প্রয়োজন অনুসারে কিছু জায়গায় বাইপাস এবং কিছু জায়গায় রাস্তার উপর দিয়ে রাস্তা বানানো হবে।

প্রকল্পটি রূপায়িত হলে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণে হলদিয়া বন্দরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব হবে। অন্য দিকে, উত্তির সঙ্গে যুক্ত হবে কলকাতা বন্দর। আক্ষরিক ভাবেই গতি পাবে বুদ্ধবাবুর শিল্পায়নের স্বপ্ন।

ANADABAZAR PATRIKA

29 MAY 2006

সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণে বুদ্ধের পাশেই কারাট

নিজস্ব সংবাদদাতা: সিঙ্গুরে টাটার ছোট মোটরগাড়ি তৈরির কারখানা স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পাশেই দাঁড়ালেন সি পি এমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট।

রবিবার দলের পলিটব্যুরোর বৈঠক সেরে কারাট বলেন, "জমির প্রসঙ্গে পলিটব্যুরোয় কোনও আলোচনা হয়নি। এটা রাজ্য পার্টি আর সরকারের বিষয়। তবে সিঙ্গুরে টাটার ছোট গাড়ির কারখানা হবেই। এই ব্যাপারে সরকার যে-ভাবে এগিয়েছে, তা ঠিক। জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রেও কোনও অসুবিধা হবে না।" **তাঁর মতে, এই প্রকল্প রাজ্যে শিল্পের বিকাশে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।**

জমি অধিগ্রণের প্রশ্নে কারাট যে-ভাবে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়ালেন, তাতে বুদ্ধবাবু এবং শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন দু'জনেই খুশি। বস্তুত, জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে পলিটব্যুরোয় আলোচনা না-হলেও তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কারাটের কথা হয়। কারাটকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দ্রুত কাজ করার জন্য টাটা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের জমি দেখার দিন স্থানীয় স্তরে কিছু সমস্যা হয়েছে। তবে তা বড় কিছু নয়। ব্যাপারটা মিটে যাবে। দলের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ্যে তাঁদের কাজ সমর্থন করায় বুদ্ধ-নিরুপম জুটি আরও দ্রুত এ কাজে এগিয়ে যাবেন। কারণ, ইতিমধ্যেই কৃষক সভাকে তাঁরা এ ব্যাপারে পাশে পেয়ে গিয়েছেন।

শিল্পায়নের জন্য সরকারের যে জমি লাগবেই, এ দিন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের বিজয় সমাবেশে আবার তা জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় জ্যোতি বসু থেকে শুরু করে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান তথা সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসুর বক্তব্যে ছিল একই সুর। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক সমর বাওরা বলেন, "শিল্পের জন্য জমি নিতেই হবে। চাষিরাও সেটা বুঝতে পারছেন। তবে কৃষকেরা যাতে যথাযথ ক্ষতিপূরণ পান, সেটাও সুনিশ্চিত করতে হবে।" সিঙ্গুরে টাটাদের প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ নিয়ে একাংশের মনে যে-বিভ্রান্তি ছিল, এ দিনের পরে তা অনেকটাই কেটে গেল।

তাঁরা শিল্পের উপরে জোর দিচ্ছেন কেন? মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কর্মসংস্থানের পথ খুলতে হবে আমাদের। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের কাজ চাই।" **এই কাজের ব্যবস্থা করতেই রাজ্যে শিল্প গড়তে হবে।** আর সেই শিল্পের জন্য জমি **দরকার**। কিন্তু সেই জমি নেওয়ার ক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্পের 'ভারসাম্য' বজায় রাখা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ওই সমাবেশে জানিয়ে দিয়েছেন। বামফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক দলের নেতাদের উপস্থিতিতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কৃষি ও শিল্পের জমির ভারসাম্য রক্ষা করে এগোতে হবে আমাদের। এই বিষয়ে আমরা সতর্ক আছি। কারণ, কৃষিতে, খাদ্যে যে-সাফল্য এসেছে, তা ধরে রেখেই আমরা শিল্পের পথে এগোতে চাই।"

হুগলির সিঙ্গুরে টাটাদের ছোট মোটরগাড়ি কারখানার জমি দেখতে যাওয়া নিয়ে রাজ্যে কোনও কোনও মহল, এমনকী ফ্রন্টের শরিক দলের নেতাদেরও কেউ কেউ নানা প্রশ্ন তুলেছেন। জ্যোতিবাবু বলেছিলেন, বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক। কৃষক সভার যে-নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনি বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। কৃষিমন্ত্রী নরেন দে বলেন, টাটারা যে জমি দেখতে যাচ্ছেন, তা তিনি জানতেন না। সি পি এম নেতৃত্ব নিজেদের মধ্যে বিভ্রান্তি দুর করার পরে শরিকদের সংশয় কাটাতে আজ, সোমবার বামফ্রন্টের বৈঠক ডেকেছেন।

বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সিঙ্গুরে 'কৃষিজমি বাঁচাও কমিটি' গড়া হয়েছে। সেই কমিটিতে এস ইউ সি-র মতো বামপন্থী দলও যোগ দিয়েছে। তবে এ দিন বিমানবাবু বলেন, "১৯৯৪ সালে আমাদের রাজ্যে নতুন শিল্পনীতি ঘোষিত হয়েছিল। তার পরে শিল্পের জন্য জমি নেওয়া হলেও কৃষিজমির পরিমাণ কমেনি, বরং বেড়েছে। '৯১ সালে কৃষিজমির পরিমাণ ছিল এক কোটি ২৫ লক্ষ হেক্টর। ২০০১ সালে সেই জমির পরিমাণ বেড়ে হয়েছিল এক কোটি ৩৭ লক্ষ হেক্টর। কী ভাবে হল? অনেক অকৃষি, পতিত জমিকে প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষিজমিতে পরিণত করা হয়েছে।"

শুধু বিরোধী দল নয়, সিঙ্গুরে ছোট মোটরগাড়ির কারখানা গড়ার জন্য যাঁদের জমি অধিগ্রহণ করা হবে, তাঁদের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে ফরওয়ার্ড ব্লকের কৃষিমন্ত্রী নরেনবাবুও প্রশ্ন তুলেছিলেন। এ দিন নরেনবাবুর দলের রাজ্য সম্পাদক অশোক ঘোষের সামনেই বিমানবাবু পরিষ্কার বলেন, "যাঁদের জমি নেওয়া হবে, তাঁদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। সরকার সেই ক্ষতিপূরণের প্যাকেজ তৈরি করেছে।"

অশোকবাবু থেকে শুরু করে এ দিনের বিজয় সমাবেশে উপস্থিত আর এস পি-র দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা সি পি আইয়ের মঞ্জুকুমার মজুমদারদের কেউই এই ব্যাপারে কোনও বিরূপ মন্তব্য করেননি।

ANADABAZAR PATRIKA
29 MAY 2006

সিঙ্গুরে জমি দিতে স্বেচ্ছা-অঙ্গীকার একশো চাষির

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া: সিঙ্গুরে প্রস্তাবিত টাটা মোটরস কারখানা স্থাপনের রাস্তা আরও মসৃণ হল। মঙ্গলবার রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের হাতে এক হাজার বিঘা জমির সম্মতিপত্র তুলে দিলেন সেখানকার ১০০ জন চাষি।

শিল্পমন্ত্রী এ দিন সিঙ্গুরের দলুইগাছায় যান একটি দলীয় সমাবেশে যোগ দিতে। এলাকার শ'চারেক চাষি ওই সমাবেশে হাজির ছিলেন। সেখানেই তাঁরা মন্ত্রীর হাতে ওই সম্মতিপত্র তুলে দেন। সমাবেশের পর নিরুপমবাবু বলেন, "যে-সব কৃষক জমির অঙ্গীকারপত্র তুলে দিলেন, তাঁদের সাধুবাদ জানাচ্ছি।"

নিরুপমবাবুর কথায়, "চাষিদের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে তিন রকম প্যাকেজের ব্যবস্থা করা হবে। এক ফসলি, দো-ফসলি ও তিন ফসলি জমির জন্য চাষিরা আলাদা আলাদা মূল্য পাবেন। চাষিরা জমির টাকা যতদিন না-পাবেন, ততদিন তাঁরা পাওনা টাকার উপর ১২ শতাংশ হারে সুদ পাবেন।"

শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের হাতে জমি দেওয়ার সম্মতিপত্র তুলে দিচ্ছেন হুগলি জেলা কৃষক সমিতির সহ-সভাপতি বলাই সাবুই। — তাপস ঘোষ

হুগলির জেলাশাসক আগেই জানান, চাষিদের বর্তমান বাজারদরের চেয়ে ৩০% বেশি হারে জমির দাম দেওয়া হবে। সিঙ্গুরের বেড়াবেড়ি, গোপালনগর এবং জে কে ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মোট এক হাজার একর জমির উপর প্রকল্পটি গড়ে তোলা হবে। প্রস্তাবিত ওই প্রকল্পে মোট হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে বলে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে। ২০০৮ সালে ওই কারখানায় উৎপাদন শুরু হবে। সেই কারণে খুব শীঘ্রই জমি অধিগ্রহণের আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। কয়েকদিন আগে টাটা মোটরসের তরফে এক বিশেষজ্ঞ দল আসেন জমি দেখতে। কিন্তু এলাকার চাষিদের একাংশ জমি দেওয়ার ব্যাপারে বেঁকে বসেন। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের মাধ্যমে তাঁরা বিক্ষোভও দেখান। এর পর, গত শনিবার জেলাশাসকের বাংলোয় জেলা প্রশাসন, রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগম ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে একটি বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, এলাকার চাষি ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর পরেই জেলা সিপিএম নেতৃত্ব চাষিদের সঙ্গে জনসংযোগের কাজে নামেন। মূলত চাষিদের বোঝানোর লক্ষ্যেই নিরুপমবাবু এ দিন সিঙ্গুরে যান। এ দিন সিঙ্গুরের হাঁসের ভেড়ি অঞ্চলের চাষি রবীন্দ্রনাথ দলুই নিরুপমবাবুর হাতে তাঁর ৫২ বিঘা জমি দেওয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকারপত্র তুলে দেন। তিনি বলেন, "বড় কারখানা হবে। আমাদের এলাকা শিল্পে অনেক এগিয়ে যাবে। তাই এই সিদ্ধান্ত নিলাম। তা ছাড়া, প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণও আমরা পেয়ে যাব।"

তবে, এ দিনও এলাকার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে তৃণমূল সমর্থক এবং কৃষকদের একাংশ বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয় তৃণমূল নেতা বেচারাম মান্না বলেন, "রাজ্য সরকার আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, দো-ফসলি এবং তিন ফসলি জমিকে শিল্পের আওতায় আনা হবে না। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা উল্টো পথে হাঁটলেন।"

ANADABAZAR PATRIKA

সিঙ্গুরে শিল্পমন্ত্রীকে হাজার বিঘা জমি দিলেন কৃষকরা

টাটার মোটর কারখানার জন্য

অরূপ বসু, সিঙ্গুর

৩০ মে— সিঙ্গুরে টাটা গোষ্ঠীর মোটর কারখানার জন্য সেখানকার কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের হাতে ১ হাজার বিঘা জমির পাট্টা তুলে দিলেন। মঙ্গলবার হুগলির সিঙ্গুরে বাণী সঙ্ঘ ইনডোর স্টেডিয়ামে কৃষকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন শিল্পমন্ত্রী। জায়গাটা গোপালনগরেই। কামারকুণ্ডু দলুইগাছা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্ভুক্ত এই এলাকা। টাটা মোটর কারখানার প্রস্তাবিত প্রকল্পে এই এলাকার অনেকটা জমিই ধার্য হয়েছে। এখানে কিছু মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে শিল্পমন্ত্রী সরাসরি কৃষকদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন। তিনি কৃষকদের বললেন, এর আগে যখন টাটার লোকেরা এসেছিলেন তখন কিছু লোক বিক্ষোভ দেখায়। ওঁরা বিস্মিত হন। বলেন, এটা কী? কেন হচ্ছে? তখন আমরা বলেছিলাম, এর পর যেদিন আসবেন, মানুষ ফুলের মালা দিয়ে আপনাদের বরণ করবে। আমরা নিশ্চিত, সামান্য সংখ্যক মানুষের এই বিভ্রান্তিও দূর হয়ে যাবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রূপচাঁদ পাল, বর্ষীয়ান কৃষক নেতা বলাই সামুই ও বিনোদ দাস। নিরুপম সেন বলেন, কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভারতের একমাত্র গাড়ি কারখানা বলে গোটা দুনিয়া যেটা জানত, সেই হিন্দ মোটর কি কৃষি জমিতে হয়নি? যে টায়ার কোম্পানির কথা সারা পৃথিবীর লোক এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করত, সেই ডানলপ টায়ার কারখানা কি এক সময় কৃষি জমিতে হয়নি? সেইসব কারখানা হওয়ার পর কি সেখানকার কৃষক পরিবার উচ্ছন্নে গেছে? আর এ ক্ষেত্রে আমরা, ৩০ বছর ধরে মানুষ যাদের নির্বাচিত করছে, কৃষকদের সব ধরনের ক্ষতিপূরণ দিয়েই জমি নেওয়ার কথা বলছি। তিনি বলেন, কৃষকদের থেকে জমি নেওয়া হবে বাজার দরের চেয়ে ৪২.৫ শতাংশ বেশি দামে। স্বেচ্ছায় দিলে তিনি আরও ১০ শতাংশ বেশি পাবেন। মানে বাজার দর ১০০ টাকা ধার্য হলে তিনি দাম পাবেন ১৫২ টাকা ৫০ বয়সা। কেউ কেউ বর্গাদার, ভাগচাষীর কথা বলছেন। হ্যাঁ, ভাগচাষীরাও ক্ষতিপূরণ পাবেন। তবে শুনেছি, অনেক ভাগচাষী নথিভুক্ত নন। তাঁদের কিন্তু নিয়মানুসারে নথিভুক্ত করাতে হবে। তিনি এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলার আগে বলাই সামুই বলেন, হুগলির বহু চাষী পরিবার জানে, অতীতে ১৯৬২

এরপর ৫ পাতায়

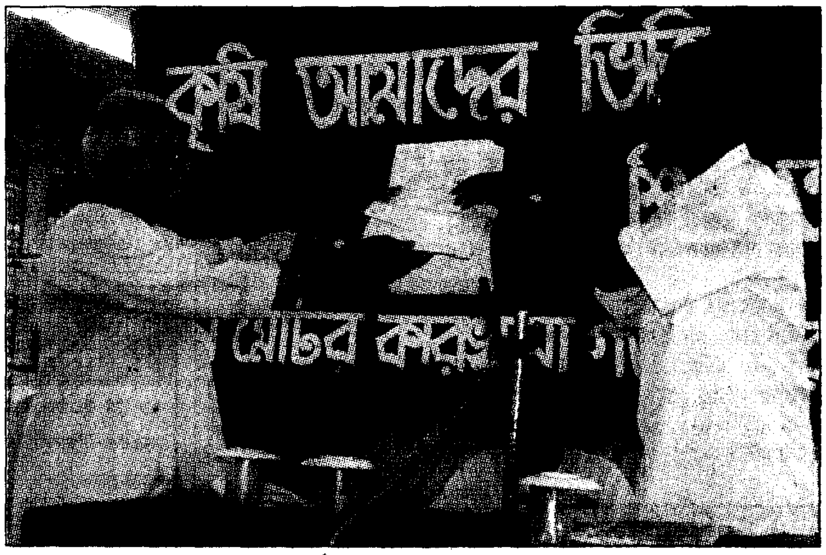

শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের হাতে জমির দলিল তুলে দিলেন কৃষকরা। মঞ্চে জেলা সি পি এম সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বলাই সাঁপুই। দলুইগাছায়, মঙ্গলবার। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

হাজার বিঘা জমি

১ পাতার পর

সালে অধিগ্রহণ করেছে এমন জমির ক্ষতিপূরণ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে দিয়েছে। যাঁরা চাষীর কথা বলছেন তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি চাষীর স্বার্থের কথা ভাবে বামফ্রন্ট সরকার। এই সভা থেকে খানিকটা দূরে কানা নদীর পাড়ে তৃণমূল বিধায়ক রবীন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কিছু চাষী বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, সব জমিই বহু-ফসলি। সঙ্গে এস ইউ সি-ও জুটেছিল। স্থানীয় এস ইউ সি কর্মীদের বক্তব্য, গাড়ির কারখানা হলে জলের সঙ্কট দেখা যাবে। রূপচাঁদ পাল তার উত্তরে বলেন, খুব সামান্য সংখ্যক জমি দু-ফসলি, তিন-ফসলি। আর এখানে জলের সঙ্কট কখনও দেখা দেবে না। শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন বলেন, একটা সময়ে ওঁরা বলতেন, এ রাজ্যে বড়, ভারী শিল্পে বিনিয়োগ করতে বেসরকারি উদ্যোগ আসে না। এখন যখন আসছে, ওঁরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। বিরোধিতা করছেন। উদ্দেশ্য একটাই, কোনওরকমে যদি টাটা ফিরে যায়, তা হলে গোটা দেশ এবং দুনিয়ার কাছে এটা বলা সহজ হবে, দেখ টাটাও ওখানে বিনিয়োগ করতে পারল না। কিন্তু এ সব সম্ভব হবে না। টাটা গোটা দেশের বহু রাজ্য ঘুরে এ রাজ্যে গাড়ির কারখানা গড়বে বলে ঠিক করেছে। এবং এমন একটা জায়গা বেছে নিয়েছে যেখানে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে দ্রুত আসা যায়। এবং যে জায়গাটাকে সারা দেশ ও বিদেশের কাছে তুলে ধরা যায়। গাড়ির কারখানা একটা চুম্বকের মতো। একটা গাড়ির কারখানা ঘিরে অজস্র অনুসারী শিল্প গড়ে উঠবে। ভোগ্যপণ্যের বাজার তৈরি হবে। টাটা যেখানে কারখানা করে, তার আশপাশে অনেক কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। হলদিয়া যদি এ রাজ্যের শিল্পোন্নয়নে প্রথম টার্নিং পয়েন্ট হয়, সিঙ্গুরের এই গাড়ির কারখানা হবে দ্বিতীয় টার্নিং পয়েন্ট। গুরগাঁওয়ে গিয়ে দেখে আসুন, একটা মারুতি গাড়ির কারখানা গোটা এলাকার অর্থনৈতিক মানচিত্র কীভাবে বদলে দিয়েছে। লুধিয়ানাতে তেমনি হিরো হন্ডা বাইক ও হিরো সাইকেল তৈরির কারখানা। টাটার এই গাড়ির কারখানাও একদিন শুধু সিঙ্গুর বা হুগলি নয়, এ রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকার অর্থনৈতিক চেহারাটা বদলে দেবে।

31 MAY 2006

AAJKAL

Left's contact programme

Black flags in Singur...

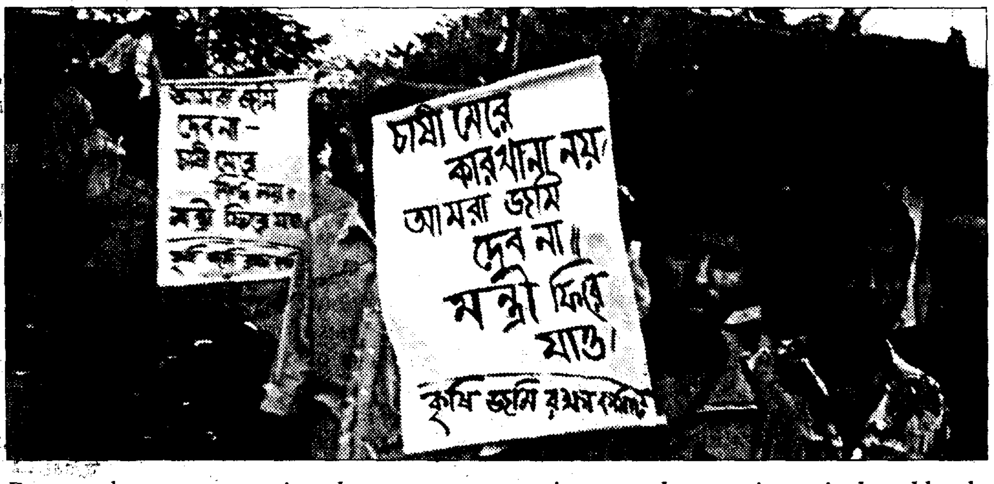

Farmers demonstrate against the state government's proposal to acquire agricultural land for setting up of a Tata Motors'plant in Singur, Hooghly during the visit of Mr Nirupam Sen on Tuesday. ■ SUVOJIT BASU

Statesman News Service

KOLKATA, May 30: Mr Nirupam Sen, state commerce and industries minister was greeted with black flags in Singur today by members of Krishi Jomi Raksha Committee, an apolitical organisation of farmers and labourers of Singur. The farmers were protesting against the state government allowing Tata Motors to set up an automobile plant on agricultural land.

Security cover by local police ensured that Mr Sen did not have to face any other resistance from the farmers while on his way to attend a party meeting at Doluigacha Balisangha Indoor stadium in Singur. The farmers and labourers stood on either side of the road and waved black flags at the minister and his convoy as it passed Baidyabati-Tarakeswar Road via Kananadi. Mr Sen stayed in Singur for nearly three hours and addressed an assembly of party's peasants wing at Doluigacha Ballysangha Indoor stadium. A CPI-M insider said: "Mr Sen spoke to farmers and tried to earn their trust in an apparent bid to ensure trouble-free land acquisition". The committee comprises people from all political parties. The CPI-M, however, said the flags were waved not by the farmers but by Trinamul Congress activist. "The organisation is fully controlled by the Trinamul, which doesn't want industrialisation in the state," said Mr Dibakar Das, a CPI-M zonal committee member of Singur. Mr Das claimed that 600 farmers gave a written declaration to the minister stating that they would not resist their land being taken over for the proposed automobile plant. Members of Sara Bharat Krishi Mojur Samity, peasants' wing of the CPI(M-L), submitted a memorandum to the Hooghly district magistrate against the use of multi-crop land for the purpose of setting up industry.

"The farmers will hold a rally on Saturday against forceful land acquisition by the administration," said Mr Sajal Adhikari, district secretary of the organisation.

Corpus fund to develop industry

KOLKATA, May 30: The state government is considering creating a corpus fund to acquire land and develop centres to with quality infrastructure for industrial use. West Bengal Industrial Development Corporation (WBIDC) will take up the onus of acquiring land, build infrastructure and then hand it over to potential investors for setting up industries. Mr Sabyasachi Sen, secretary, commerce and industry department, said there was a need for planned infrastructure. WBIDC will approach banks and other financial institutions for loans. ■ SNS

...Infosys tests Rajarhat waters

Statesman News Service

KOLKATA, May 30: IT bigwigs from Infosys have been seen making rounds of the city visiting a particular plot of land between Rajarhat and Dum Dum airport. The fact that the company is assessing its prospects of setting up a software development centre in the city is common knowledge but will the final decision be in Kolkata's favour?

A two-member team from Infosys - company vice-president Mr HR Binod and regional manager (Infosys-Bhubaneswar) Mr Niladri Mishra have reiterated their company's interest in setting up shop in Kolkata. Seeking a minimum investment of Rs 250 crore, the project would employ 5,000 people in IT services. The company is looking for 100 acres of land at a "reasonable price". Prior to their visit, a team headed by chief financial officer Mr Mohandas Pai had visited the city in March and visited property for sale at both Rajarhat and Bantala.

According to sources, Infosys is looking to pay between Rs 20 lakh and Rs 35 lakh per acre; the two areas that the company zeroed in on cost much more. Land costs at Bantala stand at Rs 86 lakh per acre and Rs 2.16 crore in Rajarhat. But both state IT secretary and commerce and industries secretary have expressed confidence in wooing the company. "The company is impressed by the huge talent pool Kolkata has to offer," said Mr GD Gautama, state IT principle secretary.

"The company is keen on being visible here," said Mr Sabyasachi Sen, principle secretary of commerce and industries.

The plot of land that the company officials were shown today falls within the 750-acre plot that West Bengal Industrial Development Corporation (WBIDC) will acquire, the price of which is not known.

31 MAY 2006

THE STATESMAN

হর্ষ নেওটিয়াকে সঙ্গী করে রাজ্যে খুচরো ব্যবসায় পা রাখছে রিলায়েন্স

সুপর্ণ পাঠক

সব কিছু ঠিকঠাক চললে মুকেশ অম্বানী গোষ্ঠী বিপণনের ব্যবসায় পশ্চিমবঙ্গে পা রাখছে হর্ষবর্ধন নেওটিয়ার হাত ধরেই। খুচরো বিপণন বা রিটেলের ব্যবসায় মুম্বই এবং দিল্লিতেও মুকেশ অম্বানী গোষ্ঠী জোট বেঁধেছে নির্মাণই মূল ব্যবসা এমন দুই শিল্প গোষ্ঠীর সঙ্গে। দিল্লি এবং মুম্বইয়ে এই জোট বন্ধনের কারণ একেবারেই আর্থিক। দোকান করার জন্য মুম্বইয়ে বা দিল্লিতে পছন্দের জমি পাওয়া দুষ্কর। সেই কারণেই গোষ্ঠীটি এমন দুই সংস্থাকে বেছে নিয়েছে যাদের অধিকারে এই দুই শহরের প্রাণকেন্দ্রগুলিতে জমি-বাড়ি রয়েছে। রিলায়েন্স ওই সব জমি বা বাড়িতেই তাদের ব্যবসা কেন্দ্র খুলতে চায়।

মুকেশ অম্বানী

হর্ষবর্ধন নেওটিয়া

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সহযোগী খোঁজার কারণটি একেবারেই আলাদা বলে মনে করছেন এই দুই গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ মহল। হর্ষবর্ধন নেওটিয়া আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের প্রতিটি ইটের সঙ্গে পরিচিত। যৌথ উদ্যোগে ব্যবসার কারণে প্রশাসনিক মহলেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা সুবিদিত। বড় শিল্পের ক্ষেত্রে জমি ঠিক যে ভাবে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, মল বা রিটেল চেন-এর ব্যবসার জন্য সেই ভাবে জমি এখনও এ রাজ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ফলে এই প্রকল্পে হর্ষবর্ধন নেওটিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়াকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের কারণেই বলে মনে করছেন এঁরা।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে মুকেশ অম্বানী গোষ্ঠী অথবা হর্ষবর্ধন নেওটিয়া কেউই কোনও মন্তব্য করতে চাননি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর, নেওটিয়া পশ্চিমবঙ্গে রিটেল ব্যবসায় অম্বানীদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ নিয়ে গত সপ্তাহে প্রাথমিক আলোচনা করে এসেছেন। কিন্তু মুকেশ দেশে না-থাকায় এই উদ্যোগ নিয়ে সমঝোতাপত্রটি চূড়ান্ত হয়নি।

উল্লেখ্য, হর্ষবর্ধন নেওটিয়ার আগে এই গোষ্ঠীটি রাজ্যের আরও কয়েক জন উদ্যোগপতির সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিল শহরের একটি অগ্রগণ্য মলের নির্মাতা। কিন্তু সেই আলোচনা খুব বেশি দূর এগোয়নি। সংশ্লিষ্ট মহল নিশ্চিত, রাজনৈতিক যোগাযোগ-সহ যে ক'টি মাপকাঠির ভিত্তিতে এই উদ্যোগে অংশীদার খুঁজছেন মুকেশ অম্বানী, তার সবক'টিই প্রযোজ্য হর্ষবর্ধনের ক্ষেত্রে।

গুজরাত, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পঞ্জাবের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গকেও তাদের খুচরো বিক্রির ব্যবসা শুরুর গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য হিসাবে বেছে নিয়েছে রিলায়েন্স গোষ্ঠী। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ২২টি শহরে বিপণন ব্যবসার 'পাইলট' প্রকল্প শুরু করবে তারা। দোকানে যা বিক্রি হবে, তার একটা বড় অংশই, বিশেষ করে কৃষি-পণ্য স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে কিনবে তারা। এর জন্য স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে আলোচনাও শুরু হয়ে গিয়েছে।

লগ্নির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এক মাসে রাজ্যকে জানাবে ইনফোসিস

নিজস্ব সংবাদদাতা: পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগামী এক মাসের মধ্যে রাজ্য সরকারকে জানিয়ে দেবে ইনফোসিস। মঙ্গলবার সংস্থার এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ কথা জানান তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী দেবেশ দাস। তবে এখনও জমি নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইনফোসিস নেয়নি বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট মহল।

মঙ্গলবার ইনফোসিসের দুই পদস্থ কর্তা এইচ আর বিনোদ ও নিলাদ্রি মিশ্র কলকাতার কাছে রাজারহাটে জমি দেখেন। ওই এলাকায় বেদিক ভিলেজের উল্টো দিকে ৭৫০ একরের একটি জমি তাঁরা দেখেন। ইনফোসিসের প্রয়োজন ১০০ একর জমি। দেবেশবাবু বলেন, "জমি দেখে ওঁরা খুবই আশাবাদী। এক মাসের মধ্যেই রিপোর্ট দেবেন বলে জানিয়েছেন।" রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগমের এই ৭৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করার কথা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর, অধিগ্রহণের পরে শিল্প সংস্থাগুলিকে তুলনামূলক ভাবে কম দামে জমি দিতে পারবে নিগম।

রাজ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে লগ্নি মানচিত্রে এখনও ইনফোসিসের নাম যুক্ত হয়নি। লগ্নির অঙ্ক ও ভাবমূর্তির ক্ষেত্রে এই অভাব পূরণ করতে অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় এসে নারায়ণমূর্তি জানিয়েছিলেন এ রাজ্যে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী তাঁর সংস্থা ইনফোসিস। এর পরে এ বছরের মার্চে ফের রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসেন সংস্থার তদানীন্তন চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার মোহনদাস পাই। রাজ্যে ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ও ৫০০০ জনের কর্মসংস্থানের কথা জানিয়েছিলেন সংস্থা কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বাদ সাধছিল এ রাজ্যে জমির দাম। তিন মাস আগেও একটি প্রতিনিধিদল বানতলা ও রাজারহাটে জমি দেখে যান। তবে রাজারহাট অঞ্চল পছন্দ হলেও একর প্রতি ২ কোটিরও বেশি টাকা দিতে তাঁরা রাজি হননি।

পূর্ব ভারতে শিল্প সংস্থার নথিভুক্তি এ বার অনলাইনে

নিজস্ব সংবাদদাতা: পূর্ব ভারতে নতুন কোম্পানির নথিভুক্তি (রেজিস্ট্রেশন), বার্ষিক রিটার্ন কিংবা ব্যালান্স শিট পেশ-সহ শিল্প সংস্থার প্রায় সব কাজই আগামী ৩০ জুনের মধ্যে অনলাইনে করা সম্ভব হবে। নথিভুক্তির জন্য দেয় টাকা 'চালান'-এর পাশাপাশি দেওয়া যাবে ক্রেডিট কার্ড কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমেও। বি এন সি সি আই আয়োজিত সভায় এ কথা জানালেন কেন্দ্রীয় কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রকের পূর্বাঞ্চলীয় ডিরেক্টর ইউ সি নাহাটা। নতুন ব্যবস্থায় বার্ষিক সাধারণ সভার পর ৩০ দিনের মধ্যে ব্যালান্স শিট ও ৬০ দিনের মধ্যে বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করতে হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

ANADABAZAR PATRIKA

দরকারে বাড়তি পর্যবেক্ষক আনা হবে: বালকৃষ্ণন

নিজস্ব সংবাদদাতা: বাকি দুই দফার নির্বাচন পর্বকে আরও সুশৃঙ্খল করতে হয়ে যাওয়া তিন দফা ভোটের সঙ্গে যুক্ত পর্যবেক্ষকদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবে নির্বাচন কমিশন। শনিবার দুর্গাপুরে পর্যবেক্ষক ও জেলা প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ কথা জানান উপ-নির্বাচন কমিশনার আর বালকৃষ্ণন। তিনি বলেন, "পর্যবেক্ষকদের অনেকেই গত তিন পর্বের ভোটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ দিনের বৈঠকে তাঁরা সেই অভিজ্ঞতার কথা বলেন। আগামী ভোটপর্বে তাঁদের সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হবে। সেক্টর ম্যানেজমেন্টের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সেটা করতে পারলে আনুষঙ্গিক অন্য সমস্যাগুলি দ্রুত মেটানো যায়।"

বর্ধমান জেলার সমস্ত বুথেই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগ করা হবে। মোট ৩২ জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। এ দিন দুর্গাপুরে জেলা প্রশাসনের সঙ্গেও বৈঠক করেন উপ-নির্বাচন কমিশনার। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দেবাশিস সেন ও জেলাশাসক সুব্রত গুপ্ত।এ দিন দুপুরে দেবাশিসবাবু ও মুর্শিদাবাদ জেলার ১৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের ২৪ জন পর্যবেক্ষক, জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের পদস্থ কর্তাদের নিয়ে ঘণ্টা দুয়েকের বৈঠকের পর বালাকৃষ্ণণ বলেন, "প্রতিটি সেক্টর অফিসারকে বুথে গিয়ে বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র পরীক্ষা করতে হবে। তাঁদের বুথের হাজিরা খাতায় নামও সই করতে হবে। অন্যথা হলে সংশ্লিষ্ট সেক্টর অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নির্বাচনের দিন সেক্টর অফিসারদের গাফিলতি ক্ষমা করা হবে না।" মুর্শিদাবাদে ভোটের প্রস্তুতির ব্যাপারে জেলা প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "নির্দিষ্ট জেলার নিবার্চনী পর্যবেক্ষক প্রয়োজনে পাশের জেলার অতিরিক্ত পর্যবেক্ষক হিসাবেও কাজ করতে পারেন।" মুর্শিদাবাদ জেলার এক দিকে ঝাড়খণ্ড রাজ্য, অন্য দিকে বাংলাদেশ। ভোটের দিন ওই সীমান্ত এলাকায় কড়া নজরদারি রাখা হবে বলে জানান দেবাশিসবাবু। এ দিনই বীরভূমের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক ও সেক্টর অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেন বালাকৃষ্ণণ ও দেবাশিসবাবু। তাঁরা জানান, ভোটের দিন সকালে ও বিকালে ভোটারের অতিরিক্ত চাপ সামাল দিতে অতিরিক্ত অফিসার নামানোর চেষ্টা চলেছে। **ছবি: আশিস বাগচি।**

3 0 APR 2006

ANANDABAZAR PATRIKA

সংসদে সরব হতে আর্জি

ধোয়া তুলসী নয় কমিশন, কটাক্ষ সুভাষের

স্বপন সরকার

মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে বেশ কয়েক দিন চুপচাপ ছিলেন। সল্টলেকে 'পরম্পরাহীন' ভোটের পরের দিনই তিনি তাঁর যাবতীয় ক্ষোভ উগরে দিলেন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে।

নির্বাচন কমিশনের 'ক্ষমতার বাড়াবাড়ি' তিনি যে পছন্দ করছেন না, তা জানিয়ে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী শুক্রবার বলেন, "ওদের (কমিশনের) বিরুদ্ধে সংসদে সরব হওয়ার জন্য দলীয় নেতৃত্বের কাছে দাবি জানাব আমি। সব কিছুরই একটা মাত্রা থাকা দরকার। এক দল বেতনভুক কর্মচারী ঠিক করে দেবে কারা ভোট দেবেন, এটা হতে পারে না। এর প্রতিবাদ হওয়া উচিত। আইন সংসদই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। সেখানেই আওয়াজ তুলতে হবে।"

সল্টলেকের বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া পাহারা দেখে বৃহস্পতিবার, ভোটের দিনেই এক-আধ বার ফোঁস করে উঠেছিলেন সুভাষবাবু। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ফোন পাওয়ার পরে নিজেকে সংযত রেখেছিলেন। তবে সল্টলেকের ভোট পর্ব শেষ হওয়ার পরে নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি তিনি। সুষ্ঠু ভোটের জন্য সাধারণ ভোটারেরা যে কমিশনকে বাহবা দিয়েছেন, সেটাই সুভাষবাবুর ক্ষোভ বাড়িয়ে দিয়েছে। কমিশনকে যে তিনি কোনও নম্বরই দিচ্ছেন না, তা বোঝাতে তাঁর কটাক্ষ, "কমিশন ধোয়া তুলসী পাতা নয়।"

পরোক্ষে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও এনেছেন পূর্ব বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের সি পি এম প্রার্থী।

কী ধরনের পক্ষপাতিত্ব?

সুভাষবাবুর ব্যাখ্যা, "নির্বাচন কমিশন উদ্দেশ্য নিয়েই এই সব কাজ করেছে। কমিশন প্রতিটি কেন্দ্রে ২-৩ শতাংশ ভোট কমিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। মানুষকে ভোট দেওয়ানোই যদি কমিশনের উদ্দেশ্য হবে, তা হলে এত বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হল কেন?"

উপ-নির্বাচন কমিশনার আনন্দ কুমারকেও ছেড়ে কথা বলেননি পরিবহণমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, "আনন্দ কুমার তিনটি জেলার ভোট পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু বেলা ৩টে পর্যন্ত তিনি আমার কেন্দ্রে পড়ে রইলেন কেন? কমিশনের এই পদক্ষেপ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।"

কী ভাবে?

সুভাষবাবু বলেন, "কমিশন ঠিক করে নিয়েছে, বেশ কিছু কেন্দ্র তারা বিরোধীদের দিয়ে দেবে। আমাকেও হারাতে চেয়েছে ওরা।"

সুভাষবাবু ভোটের আগে থেকে কমিশনের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে নামেন। কমিশনও তাঁর বিরুদ্ধে এফ আই আর করে। তাতেও সুভাষবাবু দমেননি। দমদমের একটি সভায় তিনি পুলিশের সমালোচনা করেছিলেন। তারও তদন্ত করছে কমিশন। নির্বাচনের ঠিক আগে তাঁর কেন্দ্রে অবাধ নির্বাচন হয় কি না, সেই প্রশ্ন তুলে অপসারিত হয়েছেন দুই পর্যবেক্ষক। তাঁদের জায়গায় নতুন ছ'জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে কমিশন বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা হতোদ্যম হচ্ছে না। আর তাতে মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছে সুভাষ চক্রবর্তীর।

পরিবহণমন্ত্রী এ দিন বলেন, "আমার কেন্দ্রে চার হাজার ভোটার ভোট দিতে পারেননি। ভোটার তালিকায় অনেকের নাম থাকা সত্ত্বেও ভোট দিতে গিয়ে ফিরে এসেছেন। এ-সব ক্ষেত্রে পেন কিংবা পেন্সিল দিয়ে ভোটারদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। এ-সবই করা হয়েছে পরিকল্পনা করে।"

যাঁর বিরুদ্ধে এত অভিযোগ সেই আনন্দ কুমার বিশদ ভাবে কিছু বলতে চাননি। তাঁর মন্তব্য, "কেউ যদি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করে থাকেন, কমিশনই তার বিচার করবে। আমার কিছু বলার নেই।"

এর পর আটের পাতায়

● **ভোটের আরও খবর...পৃঃ ৭**

2 9 APR 2006

ধোয়া তুলসী নয় কমিশন

প্রথম পাতার পর

ভোটের দিন সুভাষবাবু পাছে বেফাঁস কিছু বলে ফেলেন, তা নিয়ে বুদ্ধবাবুও উদ্বিগ্ন ছিলেন। সকাল সাড়ে ৯টায় সুভাষবাবুকে ফোন করে সংযত থাকতে বলেন তিনি।

তার পরেও সারা দিন ধরে কমিশনের ব্যাপারে নানান মন্তব্য করায় বিরক্ত বুদ্ধবাবু ফের সুভাষবাবুকে সংযত থাকার পরামর্শ দেন। সুভাষবাবুর মুখ বন্ধ করার জন্য জ্যোতি বসুর সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। জ্যোতিবাবুর কথা পরিবহণমন্ত্রী শুনবেন, এটা ভেবেই বসুকে এই বিষয়ে অনুরোধ করেছিলেন বুদ্ধবাবু।

সাময়িক ভাবে চুপ করে থাকলেও শুক্রবার দুপুরেই সুভাষবাবু ফিরে গিয়েছেন আগের মেজাজে। কলকাতায় নির্বাচন পর্ব মিটে যেতেই ফের রুদ্ররূপ ধরেছেন তিনি। এ বার আর তোয়াক্কা করছেন না কারও।

সল্টলেকে বিধানসভার নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৭২ থেকে ৭৪ শতাংশ। 'পরম্পরা' ছাড়াই ভোট হয়েছে। বাইরের অপরিচিত মুখ এ বারের নির্বাচনে দেখা যায়নি। সেটাই কি সুভাষ চক্রবর্তী অস্বস্তির কারণ?

এ দিকে, জ্যোতিবাবু এ দিন বলেছেন, "সংবাদমাধ্যম এমন সব কথা বলছে, যেন নির্বাচন কমিশন দিল্লি থেকে পুলিশ এনে অবাধ নির্বাচন করছে! এটা ভুল। আমাদের রাজ্যে বরাবরই অবাধ নির্বাচন হয়। গত বারেও অবাধ ভোট হয়েছিল বলে নির্বাচন কমিশন শংসাপত্র দিয়েছিল। এমনকী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'রাইটার্সে দেখা হবে'!"

ANANDABAZAR PATRIKA

Man of match: Referee

Full house in EC show

A STAFF REPORTER

Calcutta, April 27: Hero to some, villain to others, but there was unanimity on the man of the day — Anand Kumar.

In an election stripped of the political garnishing Calcutta is used to, Buddhadeb Bhattacharjee and Mamata Banerjee, the two characters in search of votes, were reduced to mere voters themselves. Their mouths taped.

TURNOUT

Vote percentage

	2006	2001
Calcutta	65	55.78
North 24-Pgs	80	73.84
South 24-Pgs	80	73.20

PROJECTION

Exit poll for 76 seats

LEFT	46(+7)	Others are getting two
TMC	24(-9)	
CONG+	4(+1)	

■Election to one seat was countermanded

Seat projection for Bengal*

LEFT	209(+9)	Others are getting eight
TMC	42(-17)	
CONG+	34(+7)	

■Figures in brackets represent the difference from existing numbers

**Projection based on exit poll results for the three phases*

Exit poll done by AC Nielsen for STAR News, STAR Ananda and Anandabazar Patrika

"*Aap yahan se nahin hatenge* (you won't budge from here)," Kumar, the deputy election commissioner, barked at Mohit Kumar Majumdar, an officer of Calcutta police, outside a booth in Manicktala.

If that left little doubt who was calling the shots on this day, in Salt Lake when a voter complained that his name had been struck off as dead, the 1984 batch IAS officer put an arm of compassion around the elderly gentleman.

It was at Salt Lake that Kumar started his day at 7 am, heading to the nearest booth from the CRPF officers' mess in Sector III.

There were many such complaints, at times heated. But underneath all this — the unhappiness of voters like 55-year-old Pratima Saha at Khardah who said "my name was deleted but I've been living here for 24 years" — was the day's theme summed up in the number 65 per cent.

The turnout in Calcutta kept pace with the increased polling seen in the first two phases. Polling was up more than 9 percentage points from 55.78 per cent in 2001. In the other two districts — North and South 24-Parganas — the turnout was around 80 per cent.

As in the first two phases, the final figures are likely to climb when all the numbers are added up. Going by the trend, Calcutta's turnout could crawl up towards the 70 per cent mark, unseen in recent memory.

While the debate raged if the high polling will go in favour or against the Left — conventional wisdom being that it will not help — an exit poll predicted 46 of the 76 seats where voting was held today for the ruling front. The Trinamul Congress is expected to get 24 and the Congress four.

The projection for the whole of Bengal, based on exit polls in the first three rounds, is 209 for the Left.

Still, there is some nervousness in the Left about the high turnout in Calcutta while Mamata sees her hope residing there.

It was clear that many who had not voted in the past, for whatever reason, were doing so. At Behala Kalyan Sangha Byayam Samiti, Kumar was showered with praise.

"Many more people have voted. It is primarily because of the Central jawans at the booths. We haven't seen any of the bike *bahinis* (two-wheeler army) the CPM unleashes every election. All thanks to the EC," said Shantibhushan Kar Gupta.

Kumar spent four hours in Salt Lake, which is part of Belgachhia (East) from where transport minister Subhas Chakraborty is contesting and which has been a trouble spot with two observers being pulled out as late as yesterday and six more deployed.

From there he moved to Dum Dum, Barrackpore and Khardah in the afternoon, spending 11 hours on the road.

As polling personnel complained about the long hours, he told them: "Even I'm working 12 hours."

He couldn't, of course, tell them how he missed his family, too, particularly the children — a son and a daughter.

As reward he will have a grateful voter's words to carry back home. "Congratulations! I've been able to cast my vote this time without a mishap," Narayan Majumdar told him.

■ See Page 7

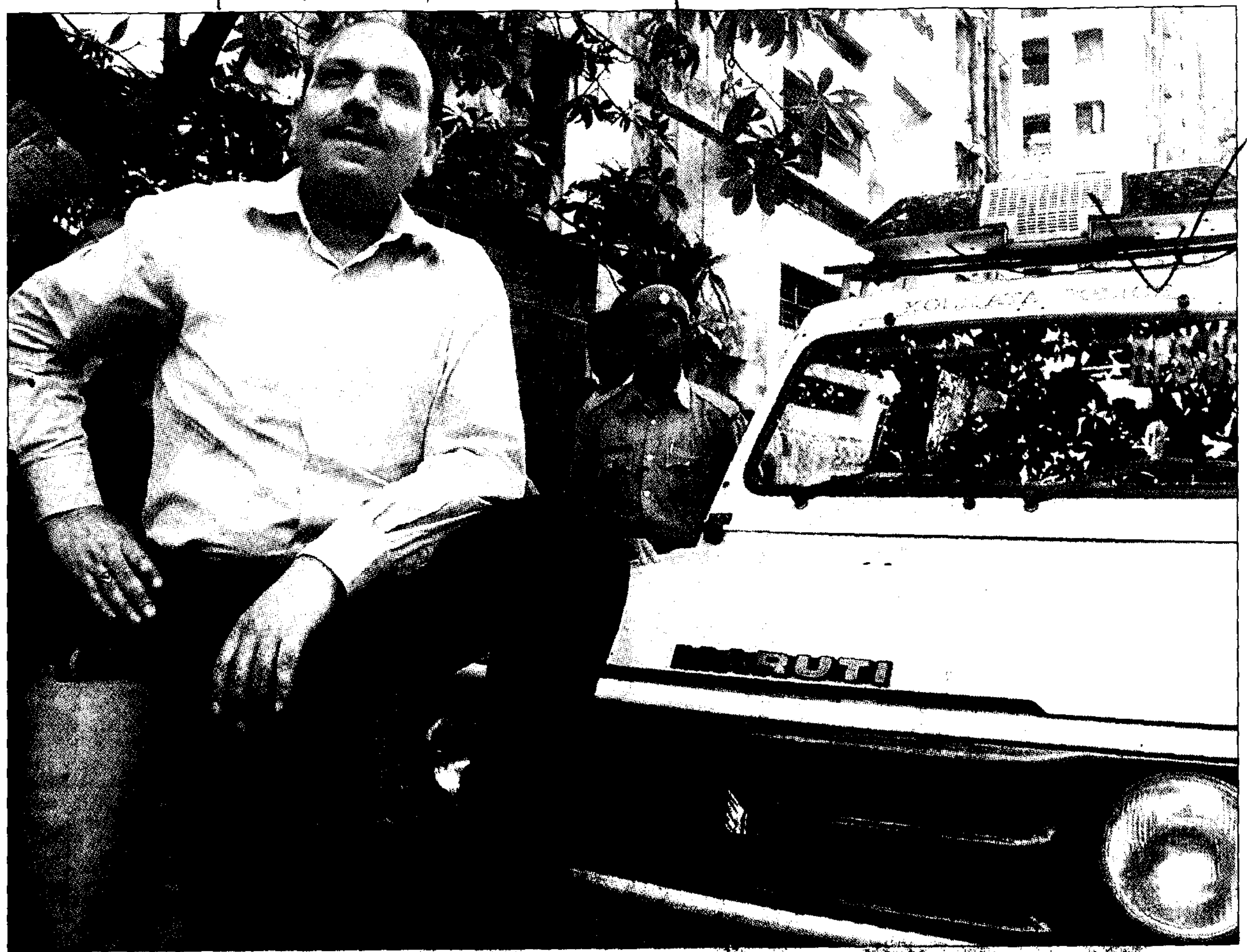

PUTTING HIS FOOT DOWN **Deputy election commissioner Anand Kumar in an inspection at Ultadanga.** Picture by Pabitra Das

RELIEF...

I have not seen an election like this. I would hug Mr Tandon (the poll panel chief) if he were in front of me

Joydeb Srimani
A voter in Jorasanko

...AND RAGE

I haven't died yet. On what basis have you deleted my name?

Ranajit Roy
At a booth in Salt Lake

THE TELEGRAPH

পূর্ব বেলগাছিয়ায় দুই পর্যবেক্ষককে সরিয়ে নতুন ছ'জন

নিজস্ব সংবাদদাতা: তৃতীয় দফার ভোটের মুখে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সি পি এমের সংঘাত চরমে পৌঁছল।

সি পি এমের অভিযোগের ভিত্তিতে পূর্ব বেলগাছিয়া কেন্দ্রের দুই পর্যবেক্ষক এইচ আর ভীমশঙ্কর এবং দুর্গাচরণ সাহুকে সরিয়ে দিয়েছে কমিশন। এর পাশাপাশি অপসারিত দু'জনের বদলে ওই কেন্দ্রে ছ'জন পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করে এবং নিরাপত্তাকর্মীর সংখ্যা বাড়িয়ে চাপও বজায় রেখেছে তারা। জানিয়ে দিয়েছে, অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে যা যা করা দরকার, তারা তার সবই করবে।

পূর্ব বেলগাছিয়া কেন্দ্রের উপরে যে নির্বাচন কমিশনের কড়া নজর আছে, তা বোঝাতে সাহু (অপসারণের আগে) ওই কেন্দ্রের সব প্রিসাইডিং অফিসার এবং অন্য ভোটকর্মীদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে বলেছেন, "এই কেন্দ্রের একটা বদনাম আছে যে, অতীতে এখানে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি। কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য না-রেখে সাহসের সঙ্গে সবাইকে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, একমাত্র কোনও সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার কাছেই আমরা দায়বদ্ধ। কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতি নয়।"

বেলগাছিয়া পূর্ব কেন্দ্রকে 'নটোরিয়াস' (ভয়ঙ্কর) কেন্দ্র বলে উল্লেখ করে ভীমশঙ্কর মঙ্গলবার মন্তব্য করেছিলেন, অতীতে এই কেন্দ্রে নির্বাচনের সময় বাইরের লোক এসে ভোট দিয়ে গিয়েছে। এ বার তার পুনরাবৃত্তি হবে না। আর বুধবার স্টার আনন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সাহুও ওই কেন্দ্রে অবাধ ভোটের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "যদি কোনও বুথে গণ্ডগোল হয়, প্রয়োজনে সেখানে ফের ভোট নেওয়া হবে। এমনকী তেমন হলে পুরো কেন্দ্রেই পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হতে পারে।"

ভীমশঙ্করের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার রাতেই নির্বাচন কমিশনের কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু। সম্পূর্ণ এক্তিয়ার-বহির্ভূত ভাবে ওই পর্যবেক্ষক এমন মন্তব্য করে পূর্ব বেলগাছিয়া কেন্দ্রের ভোটারদের অপমান করেছেন বলে অভিযোগ জানিয়েছিলেন তিনি। এ দিন সাহুর বিরুদ্ধেও কমিশনের কাছে নালিশ করেছে সি পি এম।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দেবাশিস সেন বলেন, "ওই ব্যক্তি (ভীমশঙ্কর)-র নামে কমিশনের কাছে অভিযোগ এসেছিল। তার ভিত্তিতে প্রাথমিক তদন্তের পরে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।" বুধবার রাতে সাহুকেও সরিয়ে দেয় কমিশন। তবে সি পি এমের চাপের কাছে কমিশন যে কোনও মতেই নতিস্বীকার করবে না, তা বুঝিয়ে দিতে সাহু পাল্টা আক্রমণ করতে ছাড়েননি। অপসারণের আগে তিনি বলেন, "কে কী অভিযোগ করল, তা জানি না। কোনও দল আমার নামে অভিযোগ করলে কিছু যায়-আসে না। কমিশনের নির্দেশেই এখানে কাজ করতে এসেছি। অবাধ নির্বাচনের জন্য যা যা করণীয়, আমি তা করব।"

আর ভীমশঙ্কর নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, "আমি কোনও ভোটারকে অপমান করার জন্য এ কথা বলিনি। অতীতে এখানে যে-ভাবে নির্বাচন হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে এই কেন্দ্রটিকে আমার সংবেদনশীল বলে মনে হয়েছে। অবাধ নির্বাচন করানোর কথাই বলেছিলাম আমি।"

কমিশন ভীমশঙ্করকে সরিয়ে নেওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করলেও বিষয়টি নিয়ে তাঁরা যে বিরক্ত, সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক বিমানবাবুর মন্তব্যেই তা পরিষ্কার। বিমানবাবু এ দিন বলেন, "মঙ্গলবারেই ভীমশঙ্করের

এর পর পাঁচের পাতায়

দুই পর্যবেক্ষককে সরিয়ে নতুন ছ'জন

প্রথম পাতার পর

মন্তব্যের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দুর্গাচরণ সাহু নামে অন্য এক পর্যবেক্ষক আবার ওই ধরনের কথা বলায় আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে ফের চিঠি পাঠিয়েছি। জানি না, এমন পর্যবেক্ষক আরও কত জন আছেন!"

বিমানবাবুর কথায়, "ভীমশঙ্কর কার্যত নির্বাচন কমিশনকেই চ্যালেঞ্জ করেছেন। কারণ, ১৯৫২ সাল থেকে নির্বাচন হলেও আজ পর্যন্ত নির্বাচকমণ্ডলী সম্পর্কে কেউ এমন খারাপ কথা বলেননি।" এই সঙ্গেই তিনি বলেন, "ওই পর্যবেক্ষক যে-ভাবে পূর্ব বেলগাছিয়া-সহ রাজ্যের মানুষকে অপমান করছেন, ভোটযন্ত্রে মানুষ তার যথাযথ জবাব দেবেন।"

সি পি এমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাটও বুধবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বি বি টন্ডনকে চিঠি লিখে পূর্ব বেলগাছিয়ার পর্যবেক্ষক ভীমশঙ্করের অপসারণ দাবি করেছিলেন। তাঁর মতে, পর্যবেক্ষকদের এই ধরনের মন্তব্য সরাসরি ভোটারদের প্রভাবিত করার প্রয়াস। সি পি আইয়ের সাংসদীয় দলের নেতা গুরুদাস দাশগুপ্ত বলেন, পর্যবেক্ষকদের কাজ নিয়ে নিয়ম স্পষ্ট করা দরকার।

বিমানবাবু এ দিন সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বলেন, "ভীমশঙ্কর-সহ কিছু শুল্ক অফিসারের বিরুদ্ধে চোরাচালান মামলায় এ বছরেই চার্জশিট দিয়েছে সি বি আই। যিনি নিজে 'নটোরিয়াস' কাজের সঙ্গে যুক্ত, তিনি কী করে কোনও নির্বাচন কেন্দ্রকে 'নটোরিয়াস' বলেন? এ তো চোরের মায়ের বড় গলা!" বিমানবাবুর অভিযোগ, এক উজবেক মহিলার সঙ্গে চোরাচালানে যুক্ত ছিলেন ভীমশঙ্কর।

দুর্গাবাবু সম্পর্কে বিমানবাবুর মন্তব্য, "যে-পর্যবেক্ষক আগেভাগেই পুনর্নির্বাচনের কথা বলেন, তিনি যে আগে থেকেই একটা ধারণা নিয়ে চলছেন, তা পরিষ্কার। এমন পর্যবেক্ষক সুষ্ঠু নির্বাচনের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারেন।" বিমানবাবুর দাবি, আগামী দিনে পর্যবেক্ষক পাঠানোর আগে যেন তাঁদের যোগ্যতা দেখে নেওয়া হয়। কারণ, পর্যবেক্ষকেরা অকারণে বাম-বিরোধী মানসিকতা নিয়ে চললে তা সুষ্ঠু নির্বাচনের কাজ ব্যাহত করবে।

বুধবার রাতে পূর্ব বেলগাছিয়া কেন্দ্রের নতুন ছ'জন পর্যবেক্ষকের নাম ঘোষণা করে উপ-নির্বাচন কমিশনার আনন্দ কুমার জানান, কোথাও ভোটদান সংক্রান্ত কোনও গণ্ডগোল হলে বা কোনও অভিযোগ থাকলে ভোটারেরা সরাসরি পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। অভিযোগ এলেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন তাঁরা। এই ছয় পর্যবেক্ষক হলেন, অনিল সন্ত (৯৪৩৪৯৪৯৬০৫), আহমেদ নাদিম (৯৪৩৪৬৮৩২৬০), অশোককুমার শিবহারে (৯৪৩৪৬৮৩২৫৯), ললিত মোহন (০৯৮৬৮১০০৫৭৭), আশিস চক্রবর্তী (৯৮১৮৮৪০৮২০) এবং কে এন ভড় (৯৮৬৮৬৭৪৪৯৯)। সন্ত, নাদিম এবং শিবহারে আই এ এস অফিসার। বাকি তিন জন সরাসরি নির্বাচন কমিশনেরই অফিসার।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, "অভিযোগ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কমিশন পর্যবেক্ষকদের সরিয়ে দিয়েছে। এর থেকেই প্রমাণিত হয়, কমিশন নিরপেক্ষ ভাবেই কাজ করছে।" তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি।

এ দিকে, ভোটের আগেই বোমাবাজি শুরু হয়ে গিয়েছে কলকাতায়। বুধবার রাত পৌনে ১১টা নাগাদ ফুলবাগানের মোড়ে একটি এবং ১২টা নাগাদ যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউয়ে দু'টি বোমা পড়ে।

ANANDABAZAR PATRIKA

তৃতীয় দফাতেও বাম হাতে বাংলা

স্টার আনন্দ | আনন্দবাজার পত্রিকা

বুথ ফেরত সমীক্ষা

তৃতীয় দফার শেষে সামগ্রিক অবস্থা

তৃতীয় দফা	মোট আসন ৭৬*
বামফ্রন্ট	৪৬
তৃণমূল	২৪
কংগ্রেস	৪
অন্যান্য	২

প্রথম ও দ্বিতীয় দফা মিলিয়ে	মোট আসন ১১১
বামফ্রন্ট	৯০
তৃণমূল	১৩
কংগ্রেস	৬
অন্যান্য	২

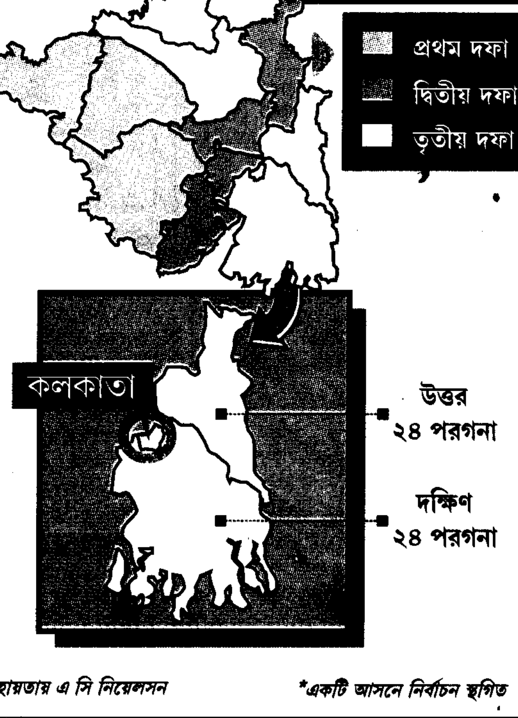

মোট আসন	১৮৭
বামফ্রন্ট	১৩৬
তৃণমূল	৩৭
কংগ্রেস	১০
অন্যান্য	৪

সামগ্রিক ফল কী দাঁড়াতে পারে*	
বামফ্রন্ট	২০৯
তৃণমূল	৪২
কংগ্রেস	৩৪
অন্যান্য	৮

সহায়তায় এ সি নিয়েলসন

**একটি আসনে নির্বাচন স্থগিত*

শহরে কিছুটা ভরল তৃণমূলের ভাঁড়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা: তৃতীয় দফার নির্বাচনের পরেও সামগ্রিক ছবিতে তেমন কোনও চমক নেই। কলকাতা এবং দুই ২৪ পরগনার ভোটের পরে বুথ-ফেরত সমীক্ষা বলছে, এগিয়ে বামফ্রন্টই। আসন-সংখ্যার নিরিখে তৃতীয় পর্বে তৃণমূলের ভাণ্ডার কিছুটা ভরলেও তাতে মূল অবস্থা বদলায় না।

তাদের দীর্ঘদিনের এই 'শক্ত ঘাঁটি'তে তৃণমুল লোকসভার গত নির্বাচনের নিরিখে এ বার ছ'টি বেশি আসনে এগিয়ে যেতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। লোকসভায় অগ্রগতির তুলনায় ১২টি আসন কমে যাচ্ছে বামফ্রন্টের। তবে এই ক্ষেত্রে একটি তথ্য হল, গত লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে তৃণমুলে ভাঙনের পরে কলকাতা উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রে তৃণমুল এবং কংগ্রেস সমর্থিত নির্দলের মধ্যে ভোট কাটাকাটিতে বামফ্রন্ট উত্তর ও মধ্য কলকাতার অন্তত পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে গিয়ে জয় নিশ্চিত করেছিল। এই ভোট ভাগ না-হলে সাধারণ ভাবে তৃণমূলের জিতে আসা ওই কেন্দ্রগুলিতে বামেদের জয়ের ক... না। এর পিছনে কোনও রাজনীতিও ছিল না, ছিল অন্তর্দলীয় কোন্দলের অঙ্ক। রাজনীতি-বহির্ভূত এই বিষয়টি হিসেবে রাখলে বামেদের এখনকার আসন হারানোর সম্ভাব্য সংখ্যাও ১২ থেকে কমে সাত হয়ে যায়।

তৃতীয় পর্বে তৃণমূলের সম্ভাব্য আসন-সংখ্যাও অবশ্য তাদের ২০০১-এ বিধানসভায় পাওয়া আসনের চেয়ে ন'টি কম। ফ্রন্টের আবার সাতটি বেশি। তবে তিন পর্বের ভোটের পরে ২৯৩ আসনের (একটিতে ভোট স্থগিত) যে-সামগ্রিক ছবি উঠে এসেছে, সেখানে বামফ্রন্টের গত বিধানসভার ফলের চেয়ে এগিয়ে আসার প্রবণতাই ফের স্পষ্ট।

বিভিন্ন নির্বাচনের ফল বিচার করলে বোঝা যায়, তৃণমুল মূলত দক্ষিণবঙ্গ-ভিত্তিক। তার মধ্যেও কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুরের মতো জেলায় তারা যতটা ছাপ ফেলে, অন্যত্র ততটা নয়। গত বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত তৃণমূল যে-সব জেলায় বামফ্রন্টকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পেরেছিল, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা তার অন্যতম। কলকাতায় ২১টি আসনের মধ্যে সে-বার তৃণমুল পায় ১১টি। দু'টি পায় কংগ্রেস। দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও ২৮টির মধ্যে তৃণমূল একক ভাবে পায় ১৪টি। উত্তর ২৪ পরগনায় তাদের আধিপত্য কম হলেও বিধানসভার আসন-সংখ্যার নিরিখে ২০০৪-এর লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত তারা নিজেদের শক্তি মোটামুটি অটুট রাখতে পেরেছিল। ফলে এই তিন জেলার ভোটে এ বারেও তাদের কিছুটা ভাল অবস্থা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু যেটা লক্ষণীয়, তা হল চতুর্থ ও পঞ্চম দফার ভোট। দক্ষিণবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম তৃণমুলের অতি দুর্বল জায়গা। মুর্শিদাবাদ গত লোকসভার ভোটেও কংগ্রেসের পক্ষে ছিল। উত্তরবঙ্গেও তৃণমুলের তুলনায় কংগ্রেস শক্তিশালী। তাই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, তৃতীয় দফার ভোটের পরে তৃণমুলের ব্যাপক শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। ফলত তৃতীয় দফার ভোটে বুথ-ফেরত সমীক্ষায় পাওয়া চিত্রে আপাত ভাবে তৃণমূলকে কিছুটা উজ্জ্বল দেখালেও পরবর্তী দুই পর্বে তাদের অগ্রগতির এই ধারা বজায় থাকার সম্ভাবনা কম।

গত কয়েকটি নির্বাচনের নজির অনুযায়ী সেখানে বিরোধী হিসেবে কংগ্রেস কিছুটা এগোতে পারলেও মূল লাভ যা, তা হতে পারে বামফ্রন্টেরই। তাতে তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের পরে এ সি নিয়েলসনের সহায়তায় স্টার আনন্দ-আনন্দবাজার পত্রিকার সমীক্ষায় পাওয়া সামগ্রিক দলগত অবস্থার বদল ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ এ দিনের পরে বামফ্রন্টের মোট আসন যা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে, তা আরও বাড়তে পারে। আসন বাড়তে পারে কংগ্রেসেরও। তুলনায় আগামী দুই পর্বের নির্বাচনে তৃণমূলের বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম।

নির্বাচন কমিশনের নজরদারির জন্য রিগিং, সন্ত্রাস, বুথ দখলের মতো অনিয়মের কথা এ বার শোনা যায়নি। শাসক বা বিরোধীরা বৃহস্পতিবারেও তেমন অভিযোগ তোলেননি। শুধু প্রদেশ কংগ্রেসের নির্বাহী সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, "রাসবিহারী, বীজপুর ও খড়দহে কিছু জাল ভোট পড়েছে। তবে সামগ্রিক ভাবে তৃতীয় দফার ভোট ভালই হয়েছে।"

এ দিনের ভোট নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তৃণমুল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীপুরের একটি স্কুলের বুথে ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি বলেন, "পুরো ভোট প্রক্রিয়া শেষ না-হলে কোনও মন্তব্য করব না।" সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু বলেন, গত বার বিধানসভার নির্বাচনে এই তিন জেলায় বামফ্রন্ট যত আসন পেয়েছিল, এ বার তার চেয়ে আসন বাড়বে। গত বার বামেরা পেয়েছিলেন ৩৯টি আসন। বিমানবাবুর দাবি: "এ বার ৪০-এর চৌকাঠ পেরিয়ে যাবে।"

গত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে কলকাতা এবং দুই ২৪ পরগনায় ভোটের হার ছিল একই রকম। কলকাতায় ৬০%। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৭৯%। উত্তরে ৭৬/৭৭%। এ বার কলকাতায় ভোটের হার ৩% বেড়েছে। কমেছে দুই ২৪ পরগনাতেই। উত্তরে হয়েছে ৭২%, দক্ষিণে ৭৪%।

● ভোটের আরও খবর...পৃঃ ৯ ও ১০

কমিশনের দাপটে ইতি সল্টলেকের 'পরম্পরা'য়

নিজস্ব সংবাদদাতা: যেন জাদুমন্ত্রে বদলে গেল ছবিটা।

গত বছর জুলাই মাসে পুরসভার ভোটে সল্টলেকের বি কে ব্লকের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র হাই স্কুলে দলবল নিয়ে ঢোকার সময় দমদমের সিপিএম সাংসদ অমিতাভ নন্দীকে নিরাপত্তা রক্ষীরা আটকালে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধেছিল। সাংসদ ছাড়াও নিরাপত্তা কর্মীদের হাতে মার খেয়েছিলেন জ্যোতি বসুর আপ্ত সহায়ক জয়কৃষ্ণ ঘোষ। সেই গণ্ডগোলের পরে এলাকার মানুষ আর ওই কেন্দ্রে ভোট দিতে যাওয়ার সাহস দেখাননি। কেবল ওই কেন্দ্রেই নয়, এফ ই ব্লকে পুরসভার স্কুলে যে ভাবে খোলাখুলি ছাপ্পা ভোট হয়েছিল তা গণতন্ত্রের পক্ষে কম লজ্জার নয়।

কিন্তু সেই সব গোলমাল গণ্ডগোলের কোনও অবকাশই ছিল না বৃহস্পতিবার দিনভর ভোটে। কেবল সাংসদ অমিতাভ নন্দীই নন, কোনও দলের কোনও নেতাই নিজের এলাকার বাইরে বেরতে পারেননি এ বার। প্রার্থীর এজেন্ট বাদ দিয়ে সব রাজনৈতিক দলের কর্মীরা ছিলেন বুথ থেকে বহু দূরে। পোস্টার, ব্যানারে সাজানো ক্যাম্প নেই কোথাও। ভোটকেন্দ্র থেকে বহু দূরে কয়েকটা চেয়ার নিয়ে হয়তো বসে আছেন কয়েক জন। তিন জেলা জুড়ে এ দিন ছিল শুধু নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকদের দাপট। তাঁদের দাপটেই ভোট হয়েছে সুষ্ঠু এবং অবাধ।

রাজনৈতিক কর্মীদের মতোই বুথের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি রাজ্য ও কলকাতা পুলিশকে। ভর দুপুরে সল্টলেকে করুণাময়ীর কাছে গাছের তলায় অলস দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রশ্ন করায় রাজ্য পুলিশের এক অফিসার বেশ আক্ষেপের সুরেই বললেন, "নির্বাচন কমিশন তো আমাদের কনফার্মড কমিটেড ক্যাডার বলে মনে করে। বুথের দু'শো মিটারের মধ্যে ঢোকার উপায় নেই, পুনর্নির্বাচন হয়ে যাবে।"

তাঁদের জায়গা নিয়েছেন আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানেরা। তাঁরা এতটাই সতর্ক ও তৎপর যে, বুথের বাইরেই দেখে নিচ্ছেন ভোটারের হাতে সচিত্র পরিচয়পত্র আছে কি না। বৈধ পরিচয়পত্র নিয়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়েও ভোট দিতে পারেননি, এমন অভিযোগ শোনা যায়নি একটাও।

অথচ এক বছর আগেও ভোটের ছবিটা ছিল পুরোপুরি আলাদা। সেই 'কুখ্যাত' পুরভোট তো বটেই, তার আগেও বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচনেও ভোটাররা লাইনে দাঁড়াতেন এক ধরনের অনিশ্চয়তা নিয়ে— লাইনের শেষে পৌঁছে নিজের ভোটটা দিতে পারবেন তো? কারণ, এত দিন ভোট দিতে গিয়ে বেশির ভাগ ভোটারকেই শুনতে হয়েছে, 'আপনার ভোট পড়ে গিয়েছে'। কোনও ক্ষিপ্ত ভোটার বেশি চেঁচামেচি করলে সিপিএম ক্যাডারেরা 'দয়া করে' কাউকে কাউকে অন্যের নামে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এ বার ভোটারেরা ভোটের লাইনে অপেক্ষা করেছেন দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা— নিঃশঙ্ক চিত্তেই।

অন্যান্য বার ভোটের আগের দিনই সল্টলেক ভরে যেত বাইরের

এর পর ছয়ের পাতায়

সকালে খোশমেজাজি সুভাষ

"কোথায় প্রিসাইডিং অফিসার? জওয়ানরা যে প্রার্থীদের ঢুকতে দিচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছেন না!"

ক'দিন ধরেই ভোট-পরিস্থিতি তাঁর স্নায়ুর চাপ বাড়িয়ে রেখেছে। আর সামলাতে পারলেন না।

নিজের কেন্দ্রে চক্কর দিতে দিতে দুপুর ১টা নাগাদ এলেন বিধানপল্লির নেতাজি সঙ্ঘে। কিন্তু বুথে ঢোকার মুখেই পথ আগলে দাঁড়ালেন এক জওয়ান। 'পরিচয়পত্র দেখান।' শুনেই তিনি অগ্নিশর্মা।

একটু আগে দমদম রোডে তিনিই দলীয় কর্মীদের মাথা গরম না করার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু নিজেই মাথা ঠান্ডা রাখতে পারলেন না বেলগাছিয়া পূর্ব কেন্দ্রের সি পি এম প্রার্থী সুভাষ চক্রবর্তী।

শেষমেশ পরিচয় পেয়ে তাঁকে ভিতরে ঢুকতে দেন ওই জওয়ান। কিন্তু সুভাষবাবুর তখন 'আগুনে ঘি পড়া' অবস্থা। বুথে ঢুকেই একচোট নিলেন প্রিসাইডিং অফিসারকে। বুক চাপড়ে জওয়ানদের উদ্দেশে বললেন, "আমি প্রার্থী। আমাকে ঢুকতে দেবেন না! নিয়ম দেখাচ্ছেন!"

বৃহস্পতিবার সকালে এই সুভাষবাবুই ছিলেন অন্য মেজাজে। ঘুম থেকে উঠেছেন সাড়ে সাতটায়। তখন আধ ঘণ্টা ভোট হয়ে গিয়েছে। তার পর অসংখ্য ফোন ধরেছেন। ফোনে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। দিন কয়েক আগের মতো এ দিনও বুদ্ধদেববাবু তাঁকে সংযত থাকার পরামর্শ

সব ঠিক আছে। সমর্থকদের সেই আশ্বাসই কি দিচ্ছেন সুভাষ? নিজের কেন্দ্রে, বুথের বাইরে। — *নিজস্ব চিত্র*

দিয়েছেন। টেলিফোনের অন্য প্রান্ত থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছেন সুভাষবাবু, "আমি কিছু বলব না।" এর পরে দলের কর্মী, নেতা থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজন— সকলের সঙ্গে একচোট ঠাট্টা-তামাসা করেন। তারই ফাঁকে চোখ বুলিয়ে নেন সংবাদপত্রে। কথাও বলেন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে।

ছ'জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে তাঁর কেন্দ্রকে যে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে ফেলা হয়েছে, তার জন্য ভিতরে যা-ই হোক, বাইরে অন্তত উদ্বেগ দেখাতে রাজি নন এই পোড় খাওয়া রাজনীতিক। বলেন, "প্রতিটি ভোটার পিছু এক জন করে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করুক নির্বাচন কমিশন। তাতেই বা অসুবিধা কোথায়?" পরে অবশ্য তিনি অভিযোগ করেন, "কমিশনের নিয়োগ করা লোকজন নিরপেক্ষ নয়। আমার প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে উপ নির্বাচন কমিশনার আনন্দ কুমার ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

নিজের ভোট দিয়েছেন দশটার আগেই। তার পর শুধুই বুথে বুথে বেড়ানো। তার মধ্যেও কিন্তু ভোলেননি জ্যোতি বসুকে ভোট দেওয়ানোর কথা। যেখানে জ্যোতিবাবুর ভোট দেওয়ার কথা, ১১টা নাগাদ সেই বুথে পৌঁছেছেন। জ্যোতিবাবুর হাত ধরে নিয়ে গিয়ে ভোটদানে সাহায্য করেছেন। ওই বিরতিটুকুর পরে স্ত্রী রমলাকে সঙ্গে নিয়ে আবার কর্মীদের মনোবল বাড়াতে গোটা কেন্দ্র ঘুরে বেড়িয়েছেন।

দিনের শেষে কী বুঝছেন? সুভাষবাবু জবাব দেন একান্ত ভাবেই সুভাষবাবুর ঢঙে, "আমি জিতছি। গত বারের থেকে বেশি ভোটে।"

আপনার মতে

নির্ভয়ের পরিবেশই কি বেশি সংখ্যায় কলকাতাবাসীকে বুথমুখো করল?

এসএমএস করুন ৮২৪৩ নম্বরে

'হ্যাঁ' হলে লিখুন: **Apoll a**

'না' হলে লিখুন: **Apoll b**

উত্তর পাঠান হাচ, এয়ারটেল, টাটা ইন্ডিকম, রিলায়েন্স ইন্ডিয়া অথবা বিএসএনএল মোবাইল থেকে।

ভোটের আগের দিন দুই পর্যবেক্ষককে সরানোয় কি সিপিএমের নৈতিক সুবিধা হল?

হ্যাঁ	৫৭%	না	৪৩%

ভাল ভোট হচ্ছে, আশীর্বাদ রইল বৃদ্ধ বললেন আনন্দ কুমারকে

সুনন্দ ঘোষ

নাহ! এ বার একটু অন্য দিকে যাই।

এই বলে আনন্দ কুমার বেলগাছিয়া পূর্ব কেন্দ্র যখন ছাড়লেন তখন ঘড়িতে বাজে ১১ টা ৪৫ মিনিট। তার আগে সকাল ৬ টা ৫৫ মিনিট থেকে তিনি ঘুরে বেড়ালেন বিতর্কিত এই কেন্দ্রেরই আনাচে কানাচে।

ইতিমধ্যেই এই কেন্দ্রের সি পি এম প্রার্থী সুভাষ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে থানায় এফ আই আর করেছে কমিশন। এই কেন্দ্র থেকেই অভিযোগ পেয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছে পর্যবেক্ষককে। এই কেন্দ্রের জন্যই শেষ মুহূর্তে নিয়োগ করা হয়েছে ৬ জন পর্যবেক্ষককে। ভোটের আগের দিন রাতে তাঁদের নিয়ে আলাদা বৈঠক করেছেন উপ নির্বাচন কমিশনার আনন্দ কুমার। বৈঠক চলেছে রাত তিনটে পর্যন্ত!

বৃহস্পতিবার বিধাননগর থেকে ব্যারাকপুর, বেহালা থেকে রাজারহাট

ধীর গতিতে ভোট। বিক্ষুব্ধ ভোটারদের সামলাতে ব্যস্ত আনন্দ কুমার। বৃহস্পতিবার সল্টলেকে অশোক মজুমদারের তোলা ছবি।

সারাদিন প্রায় ২০০ কিলোমিটার ঘুরে বেড়ালেন উপ নির্বাচন কমিশনার আনন্দ কুমার। সারাদিন ধরে টুং টাং করে কয়েকশো বার বেজে গেল তাঁর দু'টি মোবাইল ফোন। বেশিরভাগই অভিযোগ। ভোটকেন্দ্রে তাঁকে দেখে এগিয়ে এসে একের পর এক অভিযোগ জানিয়েছেন সাধারণ ভোটার। বেশিরভাগ অভিযোগই দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়ান নিয়ে। এছাড়াও রয়েছে নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ। বহু মানুষ এগিয়ে এসে হাত মিলিয়ে বলেছেন, "দারুণ হয়েছে। এরকমই চাই। প্রতিবারই যেন এই রকম ভোট হয়।"

তাঁর মুখ এখন সাধারণ মানুষের কাছে চেনা। দমদমে লাইনে দাঁড়ানো ব্যক্তি তাই দূর থেকে স্ত্রীকে চিনিয়ে দেন, "ওই তো আনন্দ কুমার।" বিধাননগরের বয়স্ক বাসিন্দা তাঁকে পেয়ে এগিয়ে এসেছেন। গায়ে হাত দিয়ে বলেছেন, "ভাল ভোট হচ্ছে। আমার আশীর্বাদ রইল তোমার জন্য।" ব্যারাকপুরে

এর পর ছয়ের পাতায়

উত্তরবঙ্গে কংগ্রেস-তৃণমূল দ্বন্দ্বের ফসল তুলছে ফ্রন্ট

উন্নয়ন কম, তাই 'দুয়োরানি'র ক্ষোভ স্পষ্ট। কাজিয়া-মত্ত বিরোধীরা সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। উত্তর-গীন পর্বেও সেই ট্র্যাডিশনই চলেছে। ফলে, বামফ্রন্ট নিশ্চিন্ত। লিখছেন শিবাজীপ্রতিম বসু এবং সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যে উত্তরবঙ্গ বুঝি দুয়োরানি! ভোটের রাজনীতির কারবারিরা এ কথা স্বীকার করবেন না স্বভাবতই, প্রশাসনিক কবুলনামাও মিলবে না কিছুতেই, তবু ফরাক্কা পার হয়ে বহু প্রাচীন 'বরেন্দ্রভূমি'তে পা রাখলেই আপনি শুনবেন কখনও চাপা, কখনও সশব্দ অভিমান: 'ও, কলকাতা থেকে এসেছেন!' 'যত উন্নতি, ব্রিজ-ট্রিজ, ক্ষমতা, প্রচারের আলো সবই তো আপনাদের কলকাতার? ইত্যাকার কথার মাঝে কখনও কখনও, 'শিলিগুড়ির সুপারমার্কেট দেখেছেন... ওইখানে যা ফরেন মাল পাওয়া যায়। আপনাদের কলকাতা ঘুরেও পাবেন না' জাতীয় প্রতিস্পর্ধী জাহিরও শোনা যায়, যারও তলায় লুকিয়ে থাকে দীর্ঘ দিনের বঞ্চনা-অবহেলার পরোক্ষ স্বীকারোক্তি।

তা বলে উত্তরবঙ্গ কখনওই এক 'সব নেই'-এর রাজ্য নয়, বরং প্রাকৃতিক বনজ-ক্ষেত্রজ সম্পদে ও জনবিন্যাসের বৈচিত্রে এ হল এক অতি বর্ণিল ও বহুমাত্রিক ভূখণ্ড— যার সমস্যা ও সম্ভাবনার সম্যক আলোচনা দু'এক কথায় সম্ভব নয়, দু'চারটে বই লিখেও নয়, নির্বাচনী প্রেক্ষিতে সেগুলির সুলুকসন্ধান আরও কঠিন। আমরা কেবল সাম্প্রতিক ও বিগত দিনের কিছু কেন্দ্রীয় প্রশ্ন ধরে এই নির্বাচনের চালচিত্র বোঝার চেষ্টা করব। প্রশ্নগুলি নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, প্রকৃতিসম্বন্ধীয় ও দলীয় রাজনৈতিক, যাদের সঙ্গে এ বার ভোটের কিছু না কিছু সম্পর্ক আছে। তবে এগুলি কোনও 'সাধারণ' প্রশ্ন নয়, বৈচিত্র্যময় উত্তরবঙ্গের ছ'টি জেলার ভিন্নতা অনুযায়ী এই প্রসঙ্গগুলিরও যথেষ্ট তারতম্য আছে।

নৃতাত্ত্বিক প্রশ্ন

নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস'-এ বর্ণিত হয়েছে সেই জটিল ও দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নানা অঞ্চল ও নরগোষ্ঠীতে বিভক্ত বাঙালিদের মধ্যে কিছুটা হলেও স্বতন্ত্র ঐক্যচেতনা গড়ে উঠেছিল। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া আজও অসম্পূর্ণ। মাঝে মাঝে বিভিন্ন 'অ-বাঙালি' নরগোষ্ঠীর মানুষের আত্মপরিচয়ের রাজনীতির প্রবল উত্থানেই তা স্পষ্ট হয়। চালু কথায় যে আন্দোলনগুলিকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আখ্যা দিয়েই প্যান-বাঙালি মধ্যবিত্ত বিবেক নিশ্চিন্ত হয়।

উত্তরে দার্জিলিং থেকে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর সর্বত্র বঙ্গভাষী জনগণের পাশাপাশি ভাষা-নৃতত্ত্বগত ভাবে অ-বঙ্গীয় গোষ্ঠীগুলি সুদীর্ঘ কাল ধরেই মিলেমিশে আছে। কোথাও এই গোষ্ঠীগুলি সংখ্যাগুরু, কোথাও বা বাঙালিরা। কোথাও কোথাও দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙালিরা পুরনো জনবিন্যাসের চেহারা-ছবি পাল্টে দিয়েছেন। চাকরি, ব্যবসা, এমনকী চাষের জমির ওপর বাঙালিদের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি এবং (গোটা রাজ্য রাজনীতির চাবিকাঠি দক্ষিণবঙ্গ থেকে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরিণামে) রাজনৈতিক দাপট এই অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে মাঝে মাঝেই এক ধরনের স্বতন্ত্র ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলে।

দার্জিলিঙের গোর্খা আন্দোলনকে এর মধ্যে ধরছি না। তার চরিত্র ও সমস্যার চেহারা আলাদা। কেবল বাঙালি নয়, ওই অঞ্চলের মূল আদিবাসী লেপচাদের সঙ্গেও নেপাল থেকে আগত গোর্খাদের সম্পর্ক অনেকটাই শাসক-শাসিতের মতো। তবে, স্বতন্ত্র রাজ্য না পেলেও সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত হলে গোর্খারা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসবেন। 'সমতলের রাজনৈতিক দলগুলির' (সি পি এম, কংগ্রেস প্রভৃতি) প্রাসঙ্গিকতা তখন প্রায় তলানিতে ঠেকবে। ইতিমধ্যেই, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ গঠিত হওয়ার পর থেকে বিগত তিনটি নির্বাচনে (১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০৬) জি এন এল এফ ছাড়া অন্য কেউ পাহাড়ের তিনটি আসনে দাঁত ফোটাতে পারেনি, এ বারও সম্ভবত তা-ই হতে চলেছে।

পাহাড়ে সংখ্যাগুরুর গৌরব থাকলেও, 'অন্য' গোষ্ঠীগুলি উত্তরবঙ্গের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এই পরিস্থিতির ফলে কখনও 'কামতাপুরী' ভাষাকে সামনে রেখে রাজবংশীরা, কখনও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অন্তর্ভুক্তির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে 'গ্রেটার কোচবিহার'-এর সমর্থকগণ স্বতন্ত্র পরিচয়ের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। এই সব আন্দোলন কখনও কখনও সহিংস সশস্ত্র হয়ে ওঠে। এবং তারা বাংলা তথা ভারতের বাইরে থেকে অস্ত্র, অর্থ ও প্রশিক্ষণগত সাহায্য পাচ্ছে, এমন অভিযোগ ওঠে। কিন্তু দার্জিলিং পাহাড় বাদ দিলে অন্যত্র এই সব আন্দোলনের প্রভাব ভোটবাক্সে এ যাবৎ প্রতিফলিত হয়নি।

অর্থনীতি

বাগিচা-শিল্প বাদ দিলে উত্তরবঙ্গ প্রধানত কৃষিভিত্তিক। 'শিল্প' নেই বললেই চলে। চাষের জমি আবার বর্ধমান-হুগলির মতো উচ্চ ফলনশীল নয়। কোথাও কোথাও জমি উষর, সেচ ব্যবস্থাও ভাল নয়। রয়েছে গঙ্গায় ভাঙনের সমস্যা বা বর্ষায় পাহাড়ি নদীনালা ফুলেফেঁপে সমতলে প্লাবনের সমস্যা। আবার, বাংলাদেশ, নেপাল, বিহার এবং সিকিম-সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি নিকটবর্তী হওয়ায় 'বাইরে থেকে' কর্মপ্রত্যাশীদের ভিড় বাড়তি চাপ বাড়ায়। অবশ্য 'বাইরের' লোক আসা বা নিয়ে আসার কাহিনি একশো বছরেরও বেশি পুরনো। মুখ্যত চা-বাগি[illegible] কুলি-কামিনদের আমদানি এক দিকে যেমন নেপাল, [illegible]ক হয়েছে, তেমনই সুদুর ছোটনাগপুর অঞ্চল [illegible] আদিবাসীদের অ[illegible] হয়েছে। কালক্রমে এঁরা উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাসে নতু[illegible] ও সমস্যা যোগ করেছেন। বেশ কিছু দিন চা-বাগিচা হাল খারাপ, একের পর এক বাগিচা বন্ধ হয়েছে বা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। প্রজন্ম পরম্পরায় চা-বাগানের কাজ ছাড়া অন্য কোনও কাজ জানা না থাকায় এক বিরাট অংশের শ্রমজীবী আজ অস্তিত্বের সংকটে ভুগছেন।

উত্তরবঙ্গ। (উপরে বাঁ দিক থেকে ঘড়ির কাঁটা যে ভাবে ঘোরে) কামতাপুরি আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে ধৃত; মুখ্যমন্ত্রী ও সুবাস ঘিসিং; বন্ধ চা-বাগান খোলার দাবিতে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে; মালদহে নদীর ভাঙন রুখতে বোল্ডার ফেলা। *রয়টার্স, এ এফ পি, পি টি আই*

চা ছাড়া বেশ কিছু ফলের বাগিচাও উত্তরবঙ্গের বহু মানুষকে অন্ন জোগায়, যেমন, আম, আনারস, কমলালেবু। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সব অঞ্চলে ফল সংরক্ষণ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে, যেখানে পুরুষদের পাশাপাশি বহু নারী-শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। কিন্তু যে ধরনের ভারী শিল্প একসঙ্গে হাজার হাজার মানুষকে চাকরি দিতে পারে, তেমন কিছু উত্তরবঙ্গে এখনও দূর অস্ত্।

দলীয় রাজনীতি

মুখ্যত কৃষিনির্ভর এই উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি-ফাঁসিদেওয়া অঞ্চলের সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে কেবল সদ্যোজাত (১৯৬৪) সি পি আই(এম) দলকেই ভাঙেনি, তার আগুন সারা বাংলা ও বিহারের কিয়দংশকে গ্রাস করে। এই আন্দোলন পরবর্তী কালে ভারতে যে-কোনও উগ্র বামপন্থাকেই 'নকশালবাদী' নামে ডাকতে শিখিয়েছে। উত্তরবঙ্গে নকশালদের দাপাদাপি শেষ হয়েছে অনেক দিন, কিন্তু বামপন্থীদের দাপট, বিশেষত সি [illegible] এখনও অটুট। তবে ফ্রন্টের অন্য দুই [illegible]য়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি-র প্রতাপও কিছু [illegible]চন্দ্রপুর (ফরওয়ার্ড ব্লক) বাদ দিলে সর্বত্র সি পি এমের প্রাধান্য আছে বটে, কিন্তু অন্য সব ক'টি জেলাতেই এই শরিক দুটি কম যায় না। ২০০১ সালের নির্বাচনে ৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ফরওয়ার্ড ব্লক ৮টিতে এবং আর এস পি ৮টি আসনের মধ্যে ৭টিতে জয়লাভ করে। সি পি আইয়ের ভাঁড়ারে ১টি আসন। আর প্রধান শরিক সি পি এম ৩০টি আসনে লড়ে পেয়েছে ২০টি এবং দক্ষিণবঙ্গের বিপরীতে বামবিরোধী ভোটের প্রধান কর্ণধার উত্তরবঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস। গত বার কংগ্রেস ও তৃণমূল জোট হয়েছিল। সেই বলে বলীয়ান হয়ে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এসপার-ওসপার'-এর লড়াইয়ের ডাকে উদ্বুদ্ধ তৃণমূলীরা উত্তরবঙ্গে ২৮টি আসনে লড়েছিলেন। পেয়েছিলেন একটি মাত্র আসন, ইসলামপুর।

তৃ[illegible] কংগ্রেসকে এত বেশি আসন দেওয়ায় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়ছিল। এর মধ্যে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় এক বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস প্রার্থী (হামিদুল রহমান) সি পি এম ও তৃণমূল উভয়কে পরাস্ত করে জয়ী হয়েছিলেন। প্রয়াত গনিখান চৌধুরীর অনুমোদনে একটি কেন্দ্রে (মালদহের ইংলিশবাজার) আবার কংগ্রেস ও তৃণমূল সরাসরি লড়াই হয়েছিল, তাতে লাভ হয়েছিল সি পি এমের, মাত্র ৩৮.৪৯ শতাংশ ভোট পেয়ে তারা আসনটি পেয়ে যায়। তবে সব মিলিয়ে কংগ্রেসের অবস্থান স্বস্তিদায়ক— ২১টি আসনে লড়ে তাদের সরাসরি লাভ ৮টি আসন। বিক্ষুব্ধ প্রার্থীকে ধরলে ৯টি। অন্য দিকে, গত বারে আলোড়ন তোলা কামতাপুর পিপলস পার্টি এখানে ৪টি জেলায় ২৪ জন প্রার্থী দিয়ে সর্বোচ্চ ১৯.২৪ শতাংশের বেশি ভোট পায়নি। বহু জায়গায় তাদের প্রাপ্ত ভোটের হার ৫ শতাংশেরও কম। অর্থাৎ, রাজবংশীদের বড় অংশ এখনও পথ হাঁটছেন 'মূল স্রোত'-এর (মুখ্যত শাসক ফ্রন্টের) সঙ্গেই।

উত্তরবঙ্গের ৪৯টি আসনের গত ৬টি (১৯৭৭ থেকে) বিধানসভার ফলাফল যদি উপর থেকে নীচে সাজাই, তবে আসন পিছু যে কলামগুলি তৈরি হবে, তা দেখলে মনে হবে যেন (বেশির ভাগ সময়ে) শাসক দলের চিরস্থির নীর, কখনও কখনও কয়েকটি জায়গায় 'অন্য' জল এসে ঢেউ তুলেছে বটে, কিন্তু বাদবাকিগুলি অটল, অচঞ্চল। মালদহের সুজাপুর ছাড়া (প্রয়াত গনি খানের প্রাক্তন কেন্দ্র) কংগ্রেসের এমন কোনও অটুট স্তম্ভ নেই। গনি খানের প্রয়াণের পর এবং কংগ্রেস বনাম তৃণমূলের কুস্তির ঋতুতে বামফ্রন্টের গোলায় আরও কত ভোটের ধান ওঠে, তা দেখার জন্য আমাদের আর কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হবে।

28 [illegible] 2006
ANANDABAZAR PATRIKA

CHANGING COLOUR

Calcutta looked like this after 2001 Assembly elections

1 Cossipore
2 Shyampukur
3 Jorabagan
4 Jorasanko
5 Burrabazar
6 Bowbazar
7 Chowringhee
8 Kabitirtha
9 Alipore
10 Rashbehari
11 Tollygunge
12 Dhakuria
13 Ballygunge
14 Entally
15 Taltala
16 Beliaghata
17 Sealdah
18 Vidyasagar
19 Burtala
20 Manicktala
21 Belgachhia East
22 Belgachhia West
23 Jadavpur
24 Behala East
25 Behala West

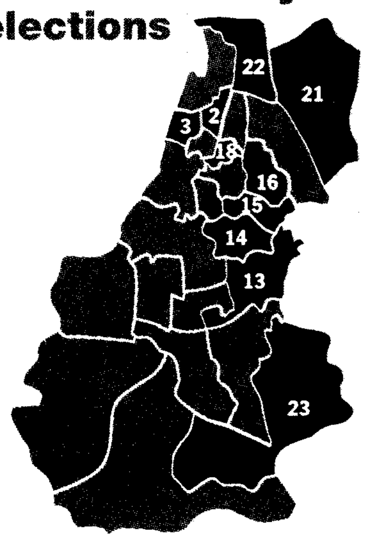

This is how it changed in the 2004 Lok Sabha elections

Jadavpur, Behala East, Behala West and Belgachhia East are included, though they are officially outside Calcutta limits

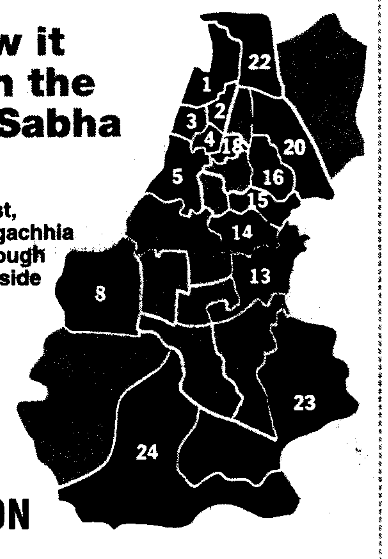

In 2001, Trinamul and Congress fought together and in 2004, separately

■ LEFT
■ OPPOSITION

Graphic: RAJ

WHAT WILL HAPPEN IN 2006?

A Telegraph-Mode opinion poll in 10 key constituencies

JADAVPUR — Ahead: Left (holds)

	VOTE %	SWING %
Buddhadeb Bhattacharjee (Left)	57	+2.2
Dipak Ghosh (TMC)	39	-4.0

BEHALA WEST — Ahead: Trinamul (holds)

	VOTE %	SWING %
Niranjan Chatterjee (Left)	47	+4.8
Partha Chatterjee (TMC)	48	-7.8

BALLYGUNGE — Ahead: CPM (holds)

	VOTE %	SWING %
Rabin Deb (Left)	46	-1.0
Javed Khan (TMC)	44	-4.2

BELIAGHATA — Ahead: Trinamul (CPM holds)

	VOTE %	SWING %
Manab Mukherjee (Left)	46	-2.3
Ashim Chatterjee (TMC)	47	-2.6

DHAKURIA — Ahead: Trinamul (holds)

	VOTE %	SWING %
Kshiti Goswami (Left)	47	+2.1
Saugata Ray (TMC)	48	-4.8

MANICKTALA — Ahead: Trinamul (holds)

	VOTE %	SWING %
Rupa Bagchi (Left)	46	-1.0
Paresh Paul (TMC)	47	-1.3

TOLLYGUNGE — Ahead: Trinamul (holds)

	VOTE %	SWING %
Partha Biswas (Left)	45	+1.2
Arup Biswas (TMC)	47	-6.9

CHOWRINGHEE — Ahead: Trinamul (holds)

	VOTE %	SWING %
Subrata Bakshi (TMC)	51	-15.8
Subrata Mukherjee (Cong)	25	+24.4

ALIPORE — Ahead: Trinamul (holds)

	VOTE %	SWING %
Biplab Chatterjee (Left)	36	+3.5
Tapas Paul (TMC)	54	-9.6

BELGACHHIA EAST — Too close to call (CPM holds)

	VOTE %	SWING %
Subhas Chakraborty (Left)	47	-1.6
Sujit Bose (TMC)	47	-3.2

The survey, conducted on April 25-26 among 400 voters in each constituency, has a margin of error of +/- 5%

Malls and Marxists versus Mamata

ASHIS CHAKRABARTI

Calcutta, April 26: Haughty new high-rises and flyovers, widened roads, newly laid parks, glittering multiplexes and malls. Even the Left's critics cannot deny Calcutta is on a roll.

One may have to look hard to see Buddhadeb Bhattacharjee's development caravan rolling in the districts. But not in Calcutta. Seeing truly is believing here.

It is only to be expected that this image makeover of a city that many had given up as irredeemably lost will find an echo in the polls.

What this remaking of Calcutta has done to the city's politics is as interesting as the new icons. For many years, the conventional wisdom had been that Jyoti Basu lived in Calcutta, but ruled from the villages.

It meant that the communists might have conquered Bengal's countryside, but the capital city held them at bay. The Left may have ruled the municipal corporation for a period. When the Trinamul Congress-BJP alliance wrested it in 2000, the city was said to have rediscovered its anti-Left tradition.

That impression was strengthened when the Trinamul-Congress alliance won 15 of the 24 seats in the city in 2001.

But, as the new apartment blocks were changing the cityscape, its politics too began to change. The signals of its slow transformation from a laid-back town teeming with the unemployed to a metropolis in self-renewal seem to have coincided with an emerging political culture. This culture hated life-stopping bandhs and processions and the old politics they symbolised.

The Left should have borne the brunt of this protest fatigue. They were the original sinners. Instead, Mamata Banerjee was the one who suffered more because of this new anti-politics mood of the city. Bhattacharjee became the face of Calcutta's long-awaited development. Mamata came to be perceived as anti-development.

Respondents were asked in **The Telegraph-Mode** opinion poll if they expected the Left to get more or less seats this time

Nearly 2 in 3 (63%) said more

The years 2000 and 2001 were the high noon of her popularity in Calcutta. It has been very different since. In the Lok Sabha elections in 2004, it was a story of reversals — the Left ahead in 15 of the 24 Assembly segments and the Trinamul-BJP alliance leading in nine.

The parliamentary polls of 2004 also saw the beginning of divisions within Mamata's camp. Sudip Bandyopadhyay left her and eventually helped the Left win the Calcutta North-West seat. A worse setback followed the year after when Subrata Mukherjee, the mayor of Calcutta, left Trinamul and queered her pitch in the 2005 polls to the Calcutta corporation. The Left secured 75 of the 141 wards, as against 65 in 2000, and Trinamul was down to 42 from 57.

If anything, Mamata's problems have only worsened since. Failing to strike an alliance with the Congress in these elections could hurt her also in Calcutta, still her strongest base in the state. The Congress may not be a big force by itself, but last year's civic polls showed Mukherjee may not be a winner himself, but he is enough of a spoiler.

The downslide in Mamata's fortunes on her home turf is borne out by the vote-swing away from her party almost uniformly across the city. It is as much true in generally low-income Beliaghata and Tollygunge as in mixed Ballygunge and upmarket Alipore.

If the trends of the 2004 parliamentary and the 2005 civic polls are to be repeated this time, this April could prove the cruellest month for Mamata.

27 APR 2006

THE TELEGRAPH

Capitalism lumpenised

Mr Bhattacharjee's headache on home turf

It is difficult to imagine that Mr Buddhadeb Bhattacharjee, who plays footsie with tycoons and speaks the language of what he in his younger days would have called a capitalist roader, should so consciously suffer a cruel antithesis of his political philosophy in his own home turf. The election holds no surprises in his constituency; but it will need some doing for the Chief Minister and his next government to live down the paradox. For all the talk of a Resurgent Bengal, Jadavpur today showcases the worst in industrial stagnation. Socialism may yet be the talking point at the party office; the contradiction sets in when the subject of conversation gets abruptly changed to capitalism at Writers'. The upmarket area in the city's periphery, which has returned Mr Bhattacharjee to the Assembly on four occasions, represents the worst of both worlds. Many of the industries, now closed, shall remain as icons in Bengal's economic history. It would have raised no cavil if the sheds had been renovated and the factories reopened in step with the resurgence. With hundreds of thousands out of livelihood, they have made way for housing establishments of the *nouveau riche* that seems unwittingly to have emerged as the Chief Minister's clientele whether in housing or healthcare.

He seems pretty much helpless against the smash-and-grab strategy of the promoters, a consistently loyal bastion of the party. Clearly, it is the real estate lobby that has filled the breach once the shutters were brought down on languishing industry. An ink factory, once a household name in the era of fountain pens, has given way to a highrise apartment. The complex of a closed glass factory is under the pickaxe for similar enterprise. And a shopping mall has been planned on the premises of a factory that was almost synonymous with herbal medicines. The tongue-in-cheek barb – Capitalist Party of India (Marketist) – in a recent article in this newspaper was never more appropriate. The tragedy is that on the eve of the election the party should become so vulnerable to snide epithets. What Jadavpur witnesses today is, therefore, the heartless paradox of a Resurgent Bengal, a stark contradiction in terms if ever there was one. That contradiction will be the singular deterrent in the march of capitalism in Marxist Bengal. Mr Bhattacharjee can rest assured; even his worst detractor wouldn't call him a fool. He should nevertheless be astute enough to grasp the acutely damaging dichotomy in the contemporary economic history of Bengal.

THE STATESMAN

26 APR 2006

Catch in rain washes police shame

OUR BUREAU

April 25: A nasty Nor'wester had broken over Calcutta, rain lashed the narrow lane lined with hole-in-the-wall shops. At one — Millennium Communication — Sher Singh Rana had just finished making a call and paying the phone booth employee the Rs 13 charge when he felt a tap on his shoulder.

A group of three people dragged Rana out in the rain. Around him, pounded by the wind-blown showers, shops rolled the shutters down in the street popularly known as Metro *gali*.

It was around 7.30 in the evening when the ring closed in on the alleged killer of bandit queen Phoolan Devi.

Humiliated like possibly no other law-keeping force in the world when Rana, now 28, simply walked out of jail over two years ago, Delhi police had pulled off a sensational re-arrest to repair their reputation.

Rana is an accused in the murder of Phoolan, then a Samajwadi Party MP, outside her 44 Ashoka Road residence on July 25, 2001.

Showing off the trophy, Delhi police chief K.K. Paul described the hunt for Rana as one of the longest in the force's recent history.

A team of over two dozen personnel from the Delhi police's special cell was lying in wait for him for four days, unknown to their Calcutta counterparts who learnt about the arrest from TV.

Paul said the sleuths were watching all the intersections in the Esplanade area. "Yesterday, an additional team of eight personnel was sent to Calcutta to step up the vigilance. He was spotted at the PCO, identified by the team and arrested around 7.30 pm. He was brought back by air."

Rana in Delhi on Tuesday.
Picture by Ramakant Kushwaha

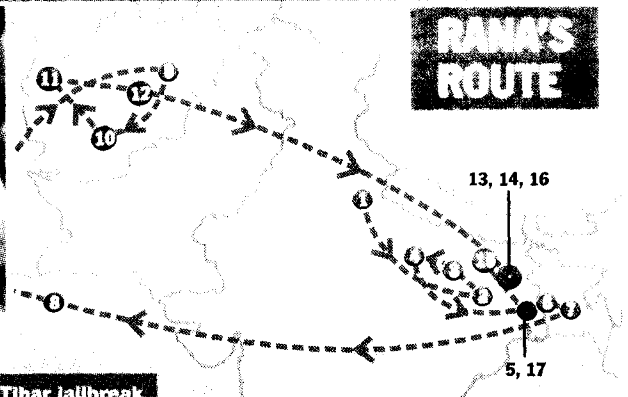

Places Rana visited after the Tihar jailbreak
1 Moradabad (UP) 2 Ranchi 3 Gaya 4 Varanasi 5 Calcutta 6 Khulna (Bangladesh) 7 Dhaka 8 Dubai 9 Kabul (Afghanistan) 10 Kandahar (Afghanistan) 11 Herat (Afghanistan) 12 Ghazni (Afghanistan) 13 Bokaro (Jharkhand) 14 Dhanbad (Jharkhand) 15 Patna 16 Deoghar (Jharkhand) 17 Calcutta

The police had information that Rana would be in Calcutta to get his Bangladesh visa extended and located him at Hotel Blue Moon, where he was staying under an assumed name, Joy Tirkey. It also happens to be the name of an assistant commissioner of Delhi police who had headed the interrogation in the Phoolan murder.

Ajay Kumar, the deputy commissioner of police (special cell), who headed the investigation team, said Rana had plans to venture into the coal business.

"He had visited Dhanbad a couple of times," Kumar said. Rana made a call to Dhanbad recently. "Call-tracking was the key in his arrest," Kumar added.

"Before coming to Calcutta we raided several hideouts in the bordering areas of North 24-Parganas but could not get much information."

Apart from walking out of Tihar jail early in the morning of February 17, 2004, as his associates posed as a police team that had come to escort him to a Hardwar court, Rana fooled the law in many ways.

He got himself a false passport from Ranchi in the name of Sanjay Gupta and entered and exited the country almost at will, despite an Interpol red-corner notice issued in August 2005. He travelled to Afghanistan, Dubai and, of course, Bangladesh, where he seemed to have taken shelter.

When caught, he was carrying a Thuraya satellite phone, an expensive piece of equipment, suggesting money was not a problem for Rana.

The Delhi police not only became the laughing stock across the country after Rana's escape, he also thumbed his nose at them by giving a subsequent interview to a Hindi news channel in Varanasi.

Rana has revealed that after fleeing from jail, he stayed in a hotel near Moradabad where his brother sent him Rs 1 lakh through Sandeep, an associate, shifting from there to Ranchi. He even met another associate, Subhash Thakur, in a Varanasi jail.

■ See Metro, Page 8

26 APR 2006
THE TELEGRAPH

2 3 APR 2006

THE STATESMAN

EC scores as 74% electorate votes

Statesman News Service

KOLKATA, April 22. — It was thumbs up for the Election Commission as voters of 66 constituencies spread over Howrah, Hooghly, Midnapore East and Nadia went to polls in the second phase of Assembly elections today. The election process passed off peacefully with a 74 per cent voter turnout recorded till 5 p.m, a figure certain to rise what with long queues in front of most polling booths even at that hour. If exit polls by some TV channels are to be believed, the Left Front could bag close to a 100 seats in the 111 constituencies where voters exercised their franchise in the first two phases.

Electorate in the districts, where polling has been completed, was all praise for the Election Commission, which, they said, had helped ensure the electoral process had been smooth and trouble-free. Many elderly voters said they had never voted so comfortably in the past. All polling booths were under tight security with heavy deployment of Central paramilitary forces.

Polling in areas of Howrah district such as Pilkhana in North Howrah constituency, notorious for it history of violent and rigged polls, was incident-free this time around. Barring those in the queue, security men didn't allow groups of four or more persons to gather outside booths. Only four voters were allowed into a booth at a time in Howrah. The EC observers promptly attended to complaints from voters and political parties.

Voters turned out spontaneously to cast their ballots and not under any pressure in Nadia. The strong presence of security forces instilled in them a confidence to vote without fear even in the Naxalism-hit areas of Chapra constituency. The CPI-M candidate from Ranaghat West constituency was beaten up and injured, allegedly by a CRPF jawan, when he entered a booth. The jawan who mistook him to be an intruder was eventually pulled out of the security detail.

Nadia's voters, particularly the elderly ones, spoke of a stark contrast between the way this election was conducted and those in the past had been when many had to return without casting their votes or had to do so under the watchful eyes of political functionaries.

Polling was largely peaceful in Hooghly district, barring a few minor disruptions caused by malfunctioning of electronic voting machines. Also, the Opposition complained of some instances of booth jamming.

Malfunctioning EVMs caused polling to be suspended for an hour in a booth each at Natibpur and Krishnagunj villages of Khanakul constituency and for half-an-hour in two booths of Chinsurah constituency. Voters across the district expressed immense satisfaction with the arrangements made by the EC. Many said even if something went wrong, they could count on EC observers, to set things right.

See pages 4, 5 & 6

STAR আনন্দ আনন্দবাজার পত্রিকা

বুথ ফেরত সমীক্ষা

দ্বিতীয় দফা

মোট আসন	৬৬
বামফ্রন্ট	৫০
তৃণমূল	১২
কংগ্রেস	৩
অন্যান্য	১

প্রথম দফা : ফিরে দেখা

মোট আসন	৪৫
বামফ্রন্ট	৪০
তৃণমূল	১
কংগ্রেস	৩
অন্যান্য	১

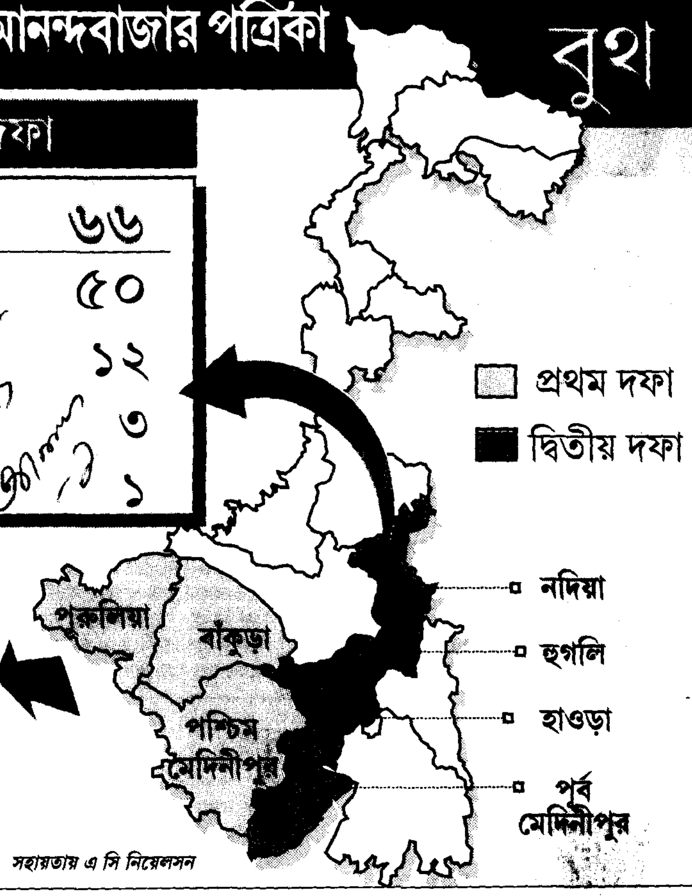

সহায়তায় এ সি নিয়েলসন

দ্বিতীয় দফার শেষে সামগ্রিক অবস্থা

মোট আসন	১১১
বামফ্রন্ট	৯০
কংগ্রেস	৬
তৃণমূল	১৩
অন্যান্য	২

সামগ্রিক ফল কী দাঁড়াতে পারে

বামফ্রন্ট	২১৯
তৃণমূল	৩৬
কংগ্রেস	৩১
অন্যান্য	৮

কমছে তৃণমূল, দ্বিতীয় দফাতেও তুলনায় ভাল কংগ্রেস

শিল্পাঞ্চলেও বাম-ভোট বাড়ার ইঙ্গিত

নিজস্ব সংবাদদাতা: প্রবণতা বদলায়নি। সামগ্রিক চিত্রটিও একেবারে এক রকম। ফলে দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের পরে করা বুথ ফেরত সমীক্ষা থেকে বামফ্রন্টের অগ্রগতির সম্ভাবনাই অটুট থেকে গেল। কিছুমাত্র বদল হল না দুই বিরোধী দল তৃণমূল এবং কংগ্রেসের সম্ভাব্য অবস্থানেরও। তবে শনিবার চার জেলায় যে ৬৬টি বিধানসভা আসনে ভোট হয়েছে, ২০০৪-এর লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে এ দিনের সমীক্ষার রায় বিচার করলে সেখানে সামান্য ক্ষতি বামফ্রন্টের এবং লাভবান কংগ্রেস। তৃণমূল যথাপূর্বম। লোকসভার ফলের ভিত্তিতে এগিয়ে থাকা তিনটি আসন বামেরা এ বার হারাতে পারে বলে শনিবারের বুথ ফেরত সমীক্ষায় ইঙ্গিত মিলেছে। সমীক্ষায় কংগ্রেস পাচ্ছে বাড়তি দু'টি আসন। আর একটিতে ভাগ বসাচ্ছে নির্দল।

এ দিন যে চার জেলা হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর ও নদিয়ায় ভোট হয়, সেখানে শহর, শিল্পাঞ্চল, গ্রামীণ এলাকা সবই ছিল। ছিল আরামাবাগ, খানাকুল, গোঘাটের মতো সেই সব এলাকা, যাকে বিরোধীরা এত দিন ধরে 'সি পি এমের সন্ত্রাসে উপদ্রুত' বলে চিহ্নিত করে এসেছেন। কিন্তু প্রথম দফার মতো এ দিনের ভোটের পরেও বিরোধী শিবির থেকে রিগিং-সন্ত্রাসের জোরালো অভিযোগ তোলা হয়নি। তবু বুথ ফেরত সমীক্ষায় এই চার জেলায় গত লোকসভা নির্বাচনের ফলের ভিত্তিতে বামফ্রন্টের কিছুটা পিছিয়ে থাকার সম্ভাবনা দেখা গেলেও দক্ষিণবঙ্গের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তৃণমূল কোনও অগ্রগতি করতে পারেনি। বরং সিন্ধুতে বিন্দুর মতো সামান্য হলেও কংগ্রেস বেড়েছে। এ রাজ্যে বি জে পি-জোটের কাণ্ডারী এবং প্রধান বিরোধী দল বলে স্বীকৃত তৃণমূলের এই অবস্থা রাজনৈতিক ভাবেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

এ দিনের সমীক্ষা থেকে শহর ও শিল্পাঞ্চলে বাম-সমর্থন বৃদ্ধির সাধারণ লক্ষণও ফের স্পষ্ট হয়। তেমনই এ বার নির্বাচন কমিশনের কঠোর নজরদারির দরুণ খারিজ হয়ে যায় সি পি এমের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন বলে আসা বৈজ্ঞানিক রিগিং ও সন্ত্রাস করে ভোটে জেতার অভিযোগ। তৃণমূল শুধু কিছু কিছু জায়গায় রাজ্য সরকারের পাঠানো নির্বাচন কর্মীদের বিরুদ্ধে শাসক দলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ জানিয়েছে। যদিও তারই পাশাপাশি দলের সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়ের দাবি, "তবু ফল ভাল হবে"। গত বারের চেয়ে বামেদের আসন বাড়তে পারে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু। আর কংগ্রেসের প্রদীপ ভট্টাচার্যের সংশয়: "এত ভোট পড়াই কি সরকারের বিরুদ্ধে জনমতের প্রতিফলন হয়ে উঠবে?"

এ সি নিয়েলসনের সহযোগিতায় স্টার আনন্দ-আনন্দবাজার পত্রিকার বুথ ফেরত সমীক্ষা কিন্তু সে কথা বলছে না। দ্বিতীয় দফার চার জেলায় মোট ৬৬ আসনের মধ্যে ২০০১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট পেয়েছিল ৪৩। তৃণমূল ১৮ এবং কংগ্রেস ৫। তার পরে ২০০৪-এর লোকসভা ভোটে ছবিটি অনেকটাই বদলে যায়। তখন ওই ৬৬টি আসনের মধ্যে ৫৩টিতে এগিয়ে যায় বামেরা। তৃণমূল কমে হয় ১২, ১টিতে কংগ্রেস। শনিবারের বুথ ফেরত সমীক্ষায় তৃণমূলের আসন যা ছিল তা-ই রয়ে গেল। কংগ্রেস একটু বাড়ল। তাই ক্ষয় যে টুকু তা বামফ্রন্টেরই।

তবে দু'দফা মিলিয়ে ভোট হয়ে যাওয়া ১১১টি আসনের মধ্যে সমীক্ষা অনুযায়ী সামগ্রিক ভাবে বামফ্রন্টের ৯০টি আসন ধরে রাখার সম্ভাবনা এটা বুঝিয়ে দিতে পারল, রাজ্যে বৃহত্তর রাজনৈতিক পাল্লা প্রথম দফার পরে তাদের দিকে যতটা ঝুঁকে ছিল, ঠিক ততটাই আছে। ২৯৪ আসনের বিধানসভায় তাদের আসন সংখ্যা ২১৯-এর নীচে নামছে না। তৃণমূল এবং কংগ্রেসের মিলিত শক্তিও থেকে যাচ্ছে সেই ৬৭তেই। গত বারের চেয়ে যা প্রায় ২০টি কম। তবে একক ভাবে কংগ্রেসের মোট আসন গত বারের চেয়ে ৫টি বাড়তে পারে, আর তৃণমূলের কমতে পারে ২৪টি।

● **ভোট সংক্রান্ত আরও খবর...পৃঃ ৭**

74 per cent turnout in second phase of West Bengal polls

Polling peaceful; clean sweep for Left Front, says exit poll

PATIENT WAIT: *People queuing up to cast their vote in the second phase of the Assembly polls in Howrah district on Saturday.* – PHOTO: SUSHANTA PATRONOBISH

Special Correspondent

- **Long queues seen outside booths after voting time**
- **BSF jawan on poll duty shoots himself dead with service rifle**

KOLKATA: Polling in 66 constituencies in four districts of West Bengal in the second round of the five-phase Assembly elections passed off peacefully on Saturday. The voter turnout was 74 per cent.

The first phase of voting was held on April 17, when the poll percentage was around 81 per cent.

The districts that went to the polls amid elaborate security arrangements were Medinipur, Howrah, Hooghly and Nadia. In all, 348 candidates are in the fray in this region, that has an electorate of more than 11 million.

An exit poll conducted by a local television channel 'Star Ananda' predicted 50 seats for the Left Front, 12 for the Trinamool Congress and three for the Congress. Polls conducted by two other channels also said the Left Front was in for a clean sweep in the constituencies where polling was held.

"There was no report of any major untoward incident. Polling was peaceful and spontaneous," Chief Electoral Officer Debashish Sen said. Long queues were seen outside booths well past the voting time. The voting percentage could rise further, officials said.

People who claimed to have photo-identity cards but whose names were missing from the rolls surrounded Deputy Election Commissioner Anand Kumar, in Chakdah area of Nadia district. They dispersed after Mr. Kumar instructed officials to look into the matter.

Biman Bose, State Secretary of the Communist Party of India (Marxist) and chairman of the Left Front Committee, thanked the people for turning out in large numbers.

"The Left parties will get a larger share of the percentage of votes this time than in the last Assembly polls," he said.

There was a flutter when a Border Security Force jawan, who was on duty in Uluberia constituency of Howrah district, shot himself dead with his service rifle.

He was allegedly suffering from depression.

In Ranaghat West constituency in Nadia district, a group of BSF jawans allegedly manhandled a CPI(M) candidate as they failed to recognise him.

Local party leaders filed a complaint to the BSF Commanding Officer.

More than 500 companies of Central paramilitary forces were deployed across the district for the smooth conduct of polls. Jawans were posted outside polling stations and also patrolled roads leading to the booths.

Policemen kept a check on vehicles passing over the Howrah Bridge that connects Kolkata with Howrah.

Bengal shining?

Young Leader Helps Put Gloss On Party's Image

Debaki Nandan Mandal

6 November, 2000. The CPI-M took a tactical decision. Jyoti Basu's health was the stated reason. But the party leadership reposed more faith in what Swami Vivekananda had said, "The best leader is one who leads like a baby. The baby, though apparently depends on everyone, is king of the household". When the baby chief minister came to power, not many actually rooted for him. But after five years, many do ~ from Azim Premji to Singapore's former Prime Minister.

"He is the country's best chief minister who has inspired business confidence across corporate India", said Premji. Goh Chok Tong was critical of the Left's labour policy in a recent Kolkata meet. But he complimented the chief minister saying, "Mr Buddhadeb Bhattacharjee is a different person". When the state is going to the polls, these eulogies do matter and bring grist to the propaganda mill".

No relevance

Admittedly, no election in India is a referendum on the policy or programmes of the party or coalition in power. And in West Bengal the incumbency factor lost relevance long ago. As of now, there is little doubt that the Left Front will return to power for the seventh time in a row. Yet, a balance-sheet for the young chief minister may not be an altogether futile exercise to set the record straight.

The Left Front, having consolidated rural Bengal, turned to Kolkata applying mouth to mouth resuscitation to the city under the benign guidance of the chief minister. What had been placid fields and ponds have become the bustling suburbia of Salt Lake. The city centre, the all-important Sector V, the IT hub and the flyover linking the airport through New Town at Rajarhat showcase the recent accomplishment. Kolkata is spreading its wings eastwards with towering commercial and residential complexes. There is no dearth of shopping malls and cineplexes where the urban affluent can splurge.

Another city centre at New Town has been promised by next year. And we lose precious little time in taking pride on the fast growing IT sector which is touted as the bright hope for the educated Bengali unemployed.

What do these really mean to an average city dweller? Without being parochial, he tends to view Kolkata as a Marwari-dominated city "with the Bengalis merely fellow travellers on the gravy train, like ticketless passengers on the Metro". The IT jobs created are largely at the low-end BPO scale. Even here, sons of the soil are largely handicapped by the Left Front's earlier policy of scrapping English at the primary level. The housing projects on the eastern periphery wetlands are an environmental disaster in the making.

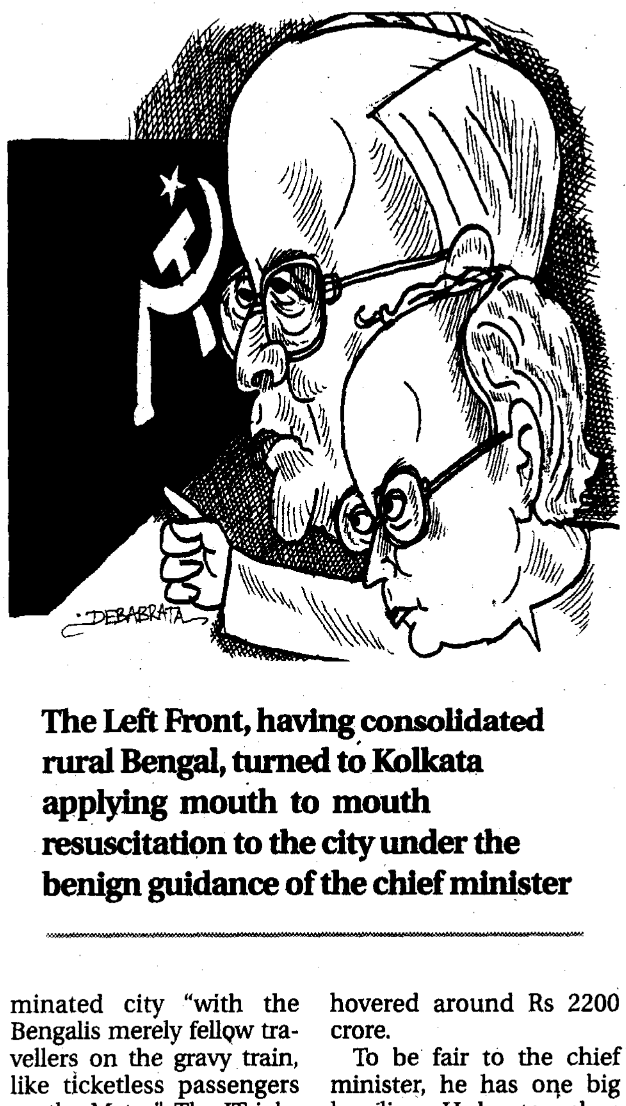

The Left Front, having consolidated rural Bengal, turned to Kolkata applying mouth to mouth resuscitation to the city under the benign guidance of the chief minister

Without growth of manufacturing industries, promises of job creation remain largely on paper. Except the two-wheeler unit to be set up at Uluberia by the Salim group, nothing concrete appears on the horizon. Rather the state has lost to Jharkhand the Jindal's proposed Rs 12,000 crore steel factory. And hassles persist. Investors face pressure from local dadas. Negotiations often turn violent. Workers hired on patronage soon become a drag. The fear of militant trade unionism refuses to go. This helps explain why West Bengal has lagged behind other states in employment creation. While Gujarat and Maharashtra found jobs for 140,000 and 150,000 folks from investments between 1991-2004, West Bengal could create only 70,000 jobs. Between 2001 and 2004, investments in this state have hovered around Rs 2200 crore.

To be fair to the chief minister, he has one big handicap. He has to reckon with the Delhi-based leadership. The latter have very little experience in governance and are high on ideological chastity. They don't want overseas investment in retail or dollar-funded airports in Kolkata. His views on strikes or bandhs in IT sector are not taken very kindly by the militant comrades in the central committee or the Politburo. The central leadership is still debating whether private investors can get in.

The Left Front's jubilant outbursts at the drop of a hat on the success story of land reforms are too well known to need any reiteration. But what does the recent UNDP Human Development Report say? It has shown that rural landlessness in West Bengal may be rising and that the CPI-M's land reforms, rather than empowering the farmer, have resulted in "The Party" becoming the state's largest landowner. In other words, party commissars are Bengal's new zamindars.

Our erudite finance minister is very consistent in dishing out GDP growth rate figures. Between 1993-94 and 2002-03, the state claims to have clocked the second highest inflation adjusted GDP growth among all states, an average of 6.8 per cent per year over these 10 years. Look at the precision about the annual growth rates: 6.8 per cent, 7.4 per cent, 7 per cent, 8.3 per cent, 6.4 per cent, 6.9 per cent, 6.4 per cent, 7.2 per cent, and 6.9 per cent. It is claimed that the growth miracle has occurred due to agricultural prosperity because of systematic land reforms.

Poor heartland

Yet, the rural heartland of the state is abysmally poor in terms of expenditure, assets and amenities. According to the National Sample Survey, over 31 per cent of the rural population is below the poverty line ~ worse than the national rural average of 27 per cent. The average per capita rural expenditure of the state is the sixth lowest in the country. The 2001 census reveals that only 13 per cent of rural households own TVs which is, again, below the national rural average of 19 per cent. Only 25 per cent of the state's rural households have pucca houses as against an all-India average of over 41 per cent. And 36 per cent of houses have access to electricity as against 95 per cent in Punjab and more than 80 per cent in Gujarat, Karnataka and Maharashtra.

There is no sign of starvation death anywhere in the state, the Left Front chairman claims. So what actually happened to the people of Amlasole, Bundwan and tea gardens in North Bengal? If Biman Bose is to be believed, rats and ant-eggs which are delicacies for them were unavailable.

He lately exhorted his audience in Falakata to emulate his example. "Have you ever eaten a roasted rat? I have and believe me it tastes good". Look, how the people can be taken for a ride.

Is Bengal then shining? Did the party leadership really want the state to shine or did it wish to put a gloss on the image of the party under a young leader? Yes, the latter objective has been largely fulfilled.

The author is a former member of the Indian Civil Service.

WEST BENGAL: People Defy Maoist Boycott Call To Cast Vote In Huge Numbers

70% turnout in first phase of polls

TIMES NEWS NETWORK

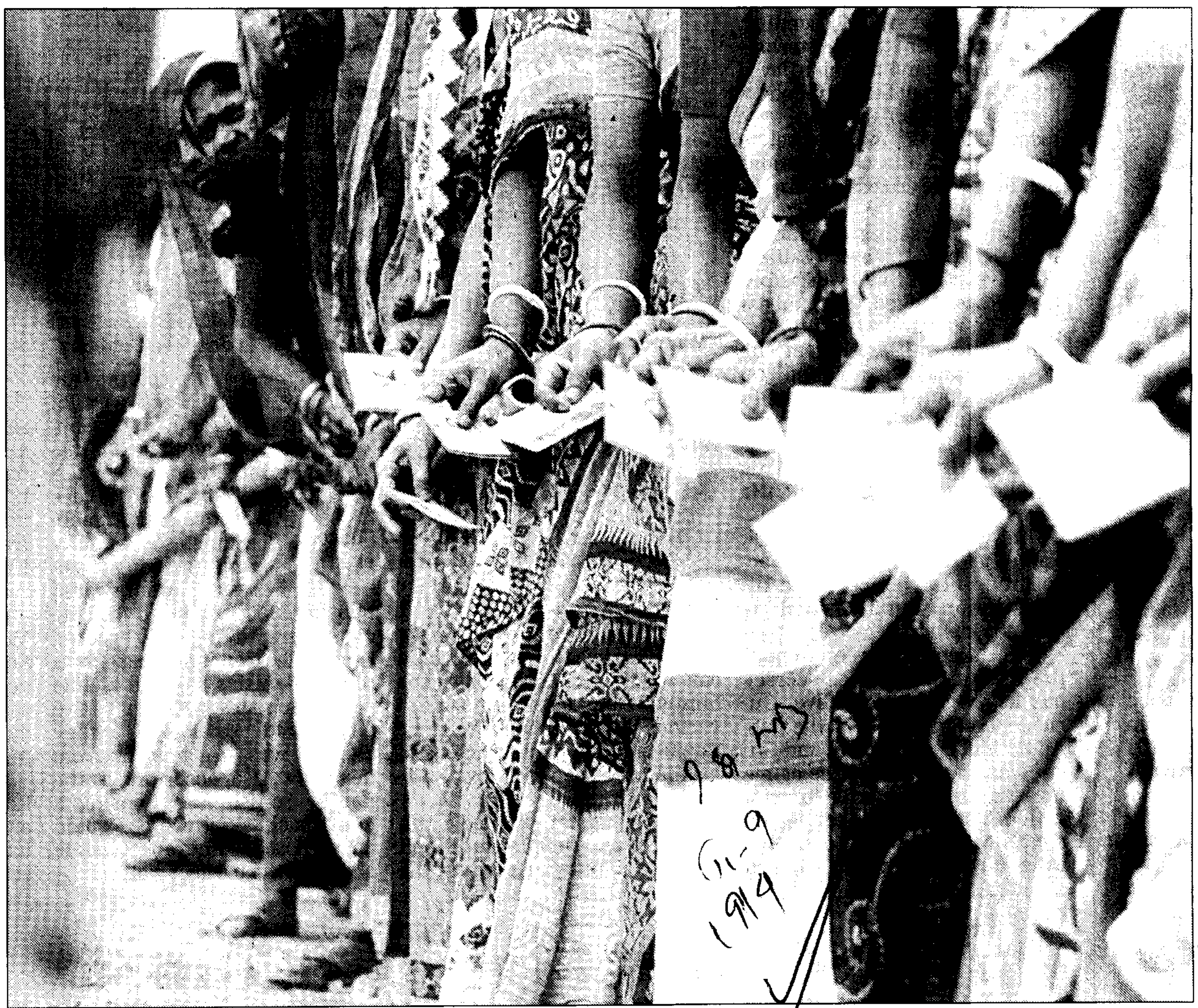

Women, who turned up in droves, await their turn to vote in Bengal's first phase of polls at Midnapore on Monday

Kolkata: Fear of Maoist strikes wasn't enough to stifle the will to vote in West Bengal on Monday.

People, especially women, came out in large numbers in the far-flung forest hamlets of West Midnapore, Bankura and Purulia, since morning to cast their votes. The way they queued up in front of booths, flaunting electoral photo identity cards (EPIC) impressed observers as well.

In New Delhi, the Election Commission said an estimated 70% of nearly 6.8 million people voted in the peaceful first phase of assembly elections. "The polling passed off peacefully and there was no major incident," deputy election commissioner R Balakrishnan said.

It can only translate to advantage Left, as the mainstream Opposition — Congress, Trinamul Congress and Jharkhand Party only have a nominal presence in these south-western districts that went to the polls on Monday.

The presence of paramilitary forces and the weather were a blessing for the electorate, who walked through dense Maoist-ridden forests to polling booths. So much so that the percentage in these areas crossed the 40% mark within two hours of polling.

The day passed off peacefully in the 45 assembly constituencies, despite the repeated threats by Naxals to disrupt polls.

The massive deployment of paramilitary forces also helped to bring voters out in droves. The local police, however, had no role in this phase of the election. They were kept either in the barracks or reduced to being mere onlookers.

In stray booths of Gopiballavpur, Jambani and Belpahari in West Midnapore, villagers boycotted polls on local development issues without any "political ramification". Maoists had also called a vote boycott in Gopiballavpur that may have added to the absence of voters.

The EC doesn't have infrastructure to troubleshoot... It could have solved technical problems inside booths if observers took help of the state administration. I hope the EC would take lessons from this election.

— Biman Bose, CPM state secy

Though by and large smooth, there were some initial hiccups in over 30 booths in West Midnapore. Voting started an hour or more late in these booths due to technical glitches in voting machines. Main rivals — CPM and Congress — claimed that voting was slow because poll personnel were doing a lot of checking before allowing voters inside the booth.

But chief election officer Debashis Sen said: "Polling officers were doing their duty, following the procedure laid down by the Election Commission."

Meanwhile, a visibly happy CPM state secretary Biman Bose congratulated the people in the three Maoist-hit districts for coming out in large numbers.

But Bose did have a grouse: "The Election Commission doesn't have the infrastructure to troubleshoot on its own. It has to depend either on the Centre or the state government. It could have solved technical problems inside booths if observers took help of the state administration. I hope that the Election Commission would take lessons from this election."

But K J Rao, who resigned as EC observer for West Bengal and was surveying West Midnapore, Purulia and Bankura as a TV election expert, said these would be the "fairest polls" in the state because of the EC's strict observance of procedures and foolproof security. He said polling may have been slow, but such measures are "required to avoid false voting, booth jamming and impersonation."

He said that while these methods might cause consternation among political parties, the poll panel had "assumed the correct and perfect roll of watchdog of democracy".

▸ To have your say and read more news & views, go to: http://dod.timesofindia.com

In Maoist backyard in 3 districts of Bengal

70% NO TO BOYCOTT

EXPRESS NEWS SERVICE
KOLKATA, APRIL 17

BRAVING a Maoist boycott call, under unprecedented security, 70 per cent of around 6.8 million people cast their votes today in the first phase of elections in three Maoist-influenced districts of West Bengal.

Polling for 45 of the total 294 seats in the Assembly was peaceful and covered West Midnapore, Purulia and Bankura districts, official sources here said. Voting was continuing in some areas in West Midnapore district where there were long queues.

Deputy Election Commissioner R Balakrishnan told reporters in New Delhi that 70 per cent of the electorate cast exercised their franchise and the polling was peaceful. The paramilitary forces and the state police were deployed in all 45 Assembly constituencies in the first phase while two helicopters kept watch from the sky.

These polls, former Election Commission observer KJ Rao said, would be the "fairest" in the state because of the EC's strict enforcement of the code of conduct and foolproof security arrangements. Rao, who resigned as EC observer citing personal reasons, was touring the three districts of West Midnapore, Purulia and Bankura as a "private observer". He attributed the slow polling rate in the three districts today to rigorous checking of photo identity cards.

The fate of five ministers — Surya Kanta Mishra, Nandagopal Bhattacharya, Bilasibala Sahis, Nandagopal Bhattacharjee and Susanta Ghosh will be decided in this phase. As many as 227 candidates were in the fray for the first phase.

There were stray incidents of poll boycott in five booths in Purulia's Arsa, Raghunathpur and Joypur constituencies due to the Maoists' poll boycott call, sources said.

A Midnapore report said that defying the poll boycott call by Maoists, an average 80 per cent of voters exercised their right in the strongholds of the Naxalites in Belpahari and Lalgarh where women voters outnumbered men.

The state's ruling Left Front has fielded 43 candidates in the three districts with CPI(M) alone putting up 35 nominees. The Trinamool Congress has put up 39 candidates, leaving four to its electoral ally BJP.

The Congress, which is fighting the poll in alliance with Jharkhand Mukti Morcha and Party for Democratic Socialism, has fielded 36 nominees giving six seats to JMM and two to PDS. The CPI(M) said it was confident of doing better than its last year tally of 39 seats of the 45 in the three districts.

"Last time in West Midnapore, the Left Front won 18 out of 21 seats. This time, there can be addition to the figure. But we won't lose any seat. Similarly, we will do better in Purulia where we had won nine out of 12 seats in 2001," CPI(M) state secretary Biman Bose told reporters. "In bankura, we hope to wrest the only seat that we lost among the 13 in the district," he said. The CPI(M), however, alleged that security forces at a few booths "harassed" genuine voters and turned them away.

PTI

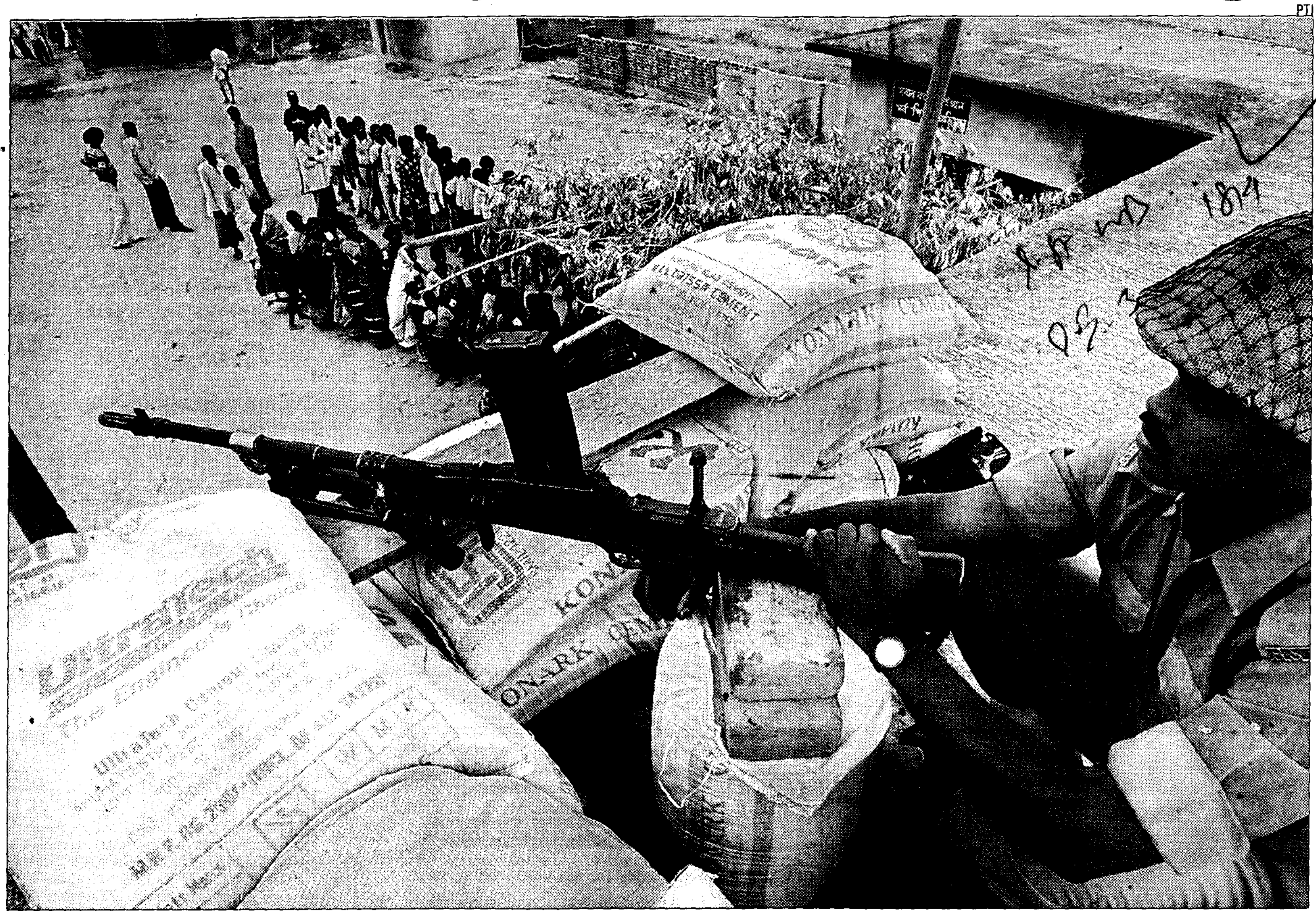

PTI

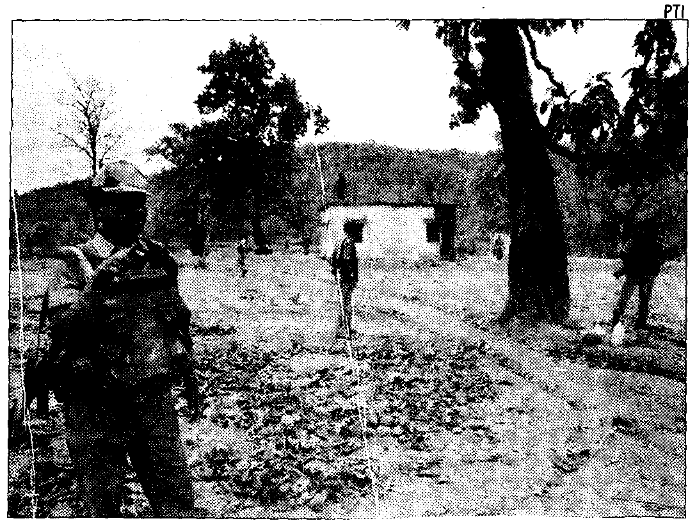

(Above) A security personnel keeps watch as voters queue up in Asanbani. Hours before polling began, the security set-up at the booth

Karat interview: VS refuses to bite the bullet

RAJEEV P I
KOZHIKODE, APRIL 17

V S Achuthanandan, CPI(M)'s top hardline honcho and likely chief minister if the Left comes to power this poll, declined to comment whether he agreed with his General Secretary Prakash Karat that the strife in Kerala CPI(M) was between two ideological perspectives.

Karat had said in a TV interview yesterday that the discord in the Kerala unit was not between two individuals, but two perspectives. "If it were only a matter of two individuals having their differences, we would have sorted it early on. But this is a complex issue," Karat had said. He was referring to the virtual ideological rift in the party, with VS's hardliners pulling in one direction and state secretary Pinarayi Vijayan's reformist bandwagon in another.

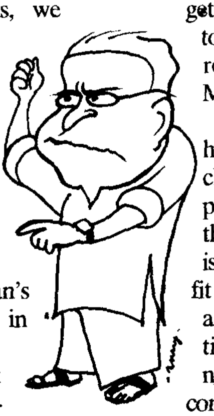

VS declined to accept or reject Karat's observation. "It's all a matter of how you want to interpret what Karat may have wanted to say," according to him. Denying that he was actually anti-development as being painted, VS said he had only been trying to prevent leaders of the Congress-led UDF from plundering public money. He reiterated that the Rs 1500-crore Smart City, Kerala's dream infotech project ready to be launched, is "meant only to fill their pockets" and can't be allowed.

On why he had been silent about enlisting the support of outfits like the PDP and Jamaat-e-Islami that he and the CPI(M) had condemned earlier as communal this poll, VS said the party had not asked for their vote, but they had offered support. He declined to comment whether CPI(M) MP T K Hamsa had the party's mandate for holding parleys with PDP leader Abdul Nasser Madani in Coimbatore jail, where he is lodged as an accused in the 1998 serial bomb blasts that killed 58 in Coimbatore.

VS, however, volunteered he had written twice to TN CM Jayalalithaa seeking an audience to plead for Mahdani's release on Parole, on health grounds. "He has been in jail for the last eight years and is a sick man," VS said. He said he had himself taken the initiative to get the state Assembly to pass a unanimous resolution seeking Mahdani's release.

Asked whether he saw no dichotomy in his party's posture that the Muslim League is a communal outfit while its long time ally, the Indian National League, was not, a caustic VS commented: "We are still studying whether they are communal".

VS, who had led a long and often violent series of campaigns against the state government accepting loans from ADB and other agencies, was cryptic when asked if he personally subscribed to his party's lately revised stance that ADB loans are not untouchable. "Any loan with strings from anyone is not good," he said. On the agitation that he had led against conversion of paddy farms, which involved his men chopping down and laying waste large tracts of cash crops grown on converted paddy fields, VS said he had only striven to protect the ecological balance of the state.

Signals just right for Left

OUR BUREAU

POLLING FIGURES LITTLE CHANGED FROM THE PAST

Women queue up to vote in Bhedakui, West Midnapore, as a soldier stands guard. Picture by Amit Datta

Calcutta, April 17: An exit poll predicted almost status quo in the 45 seats that went to polls today in Bengal as voting percentages too diverged little from 2001, handing a weapon to the Left Front to rubbish long-voiced allegations of forcibly jacking up the turnout.

The unprecedented security and surveillance mounted by the Election Commission made no difference to the turnout and would have had no impact on the outcome, if the exit poll proves correct.

According to the exit poll, the Left will win 40 of the 45 seats in the districts of West Midnapore, Purulia and Bankura, the Trinamul Congress one and the Congress three. In 2001, the Left had 39.

Her Story: What women voters want, Page 13

Both Trinamul and the Congress said the exit poll was "motivated" and "absurd". "We don't believe in exit polls," Trinamul MP Mukul Roy said.

Chief electoral officer Debashis Sen said the polls were peaceful, free and fair. "We have received no complaints from anywhere. There was a festive mood among the voters."

In some booths in the trouble-prone Keshpur seat in West Midnapore, voting stretched beyond the closing time of 5 pm by over two hours. "There was strict scrutiny which is why the polling got delayed. So we allowed them to vote," said an official.

Padma Dolai of Amrakuchi village in Keshpur was standing in the queue for over two-and-a-half hours since 10.30 am. "I came quite early but the queue is moving very slowly. Whatever it may be, I will cast my vote," she said.

Trinamul demanded re-election in Keshpur, where a few booths recorded a turnout of 95 per cent, which is not unusual because polling in the past, too, has been as high.

That is the striking feature of the election in the first phase — things look the same, which is an ominous sign for the Opposition.

Across the three districts, the turnout was 70 per cent compared with 75 per cent in the 2001 elections. But the turnout number is likely to go up because collation was incomplete when the Election Commission gave out the figure. Even district-wise, the turnout differs only marginally.

CPM state secretary Biman Bose, was jubilant. "We are happy at the large turnout," Bose said. "The central forces and the state police have ensured free and fair polls."

The statement stands in contrast to the bitter battle the CPM has had with the poll panel. Trinamul, which was satisfied with the role of the commission, alleged that the presence of central forces did not prevent its supporters from being intimidated. "Our supporters have been driven out by the CPM," said Roy.

The Congress, too, alleged intimidation.

Sen said that as announced earlier, polling in booths which had recorded an over 80 per cent turnout would be scrutinised.

Today's was the toughest phase of the elections for the security forces as a part of the area is under Maoist influence and there was a boycott call that did not have an impact.

Deputy election commissioner Anand Kumar said at the end of the day: "*Sab kuchh thik hai* (Everything is fine).

■ See Pages 8 and 13

TURNOUT

Vote percentage

	2006	2001
W. Midnapore	73	75.87
Purulia	65	67.35
Bankura	75	74.51

Current election vote percentages are tentative and are likely to rise once all figures come in

PROJECTION

Exit poll for 45 seats

LEFT	40(+1)
TMC	1(-2)
CONG+	3(+1)

Others are getting one

Seat projection for Bengal*

LEFT	219(+19)
TMC	36(-24)
CONG+	31(+7)

•Others are getting eight compared with 10 in 2001

•Figures in brackets represent the difference from existing numbers

**Projection based on exit poll results for the first phase*

Exit poll done by AC Nielsen for STAR News, STAR Ananda and Anandabazar Patrika

1 8 APR 2006

THE TELEGRAPH

Bengal turns out Maoists

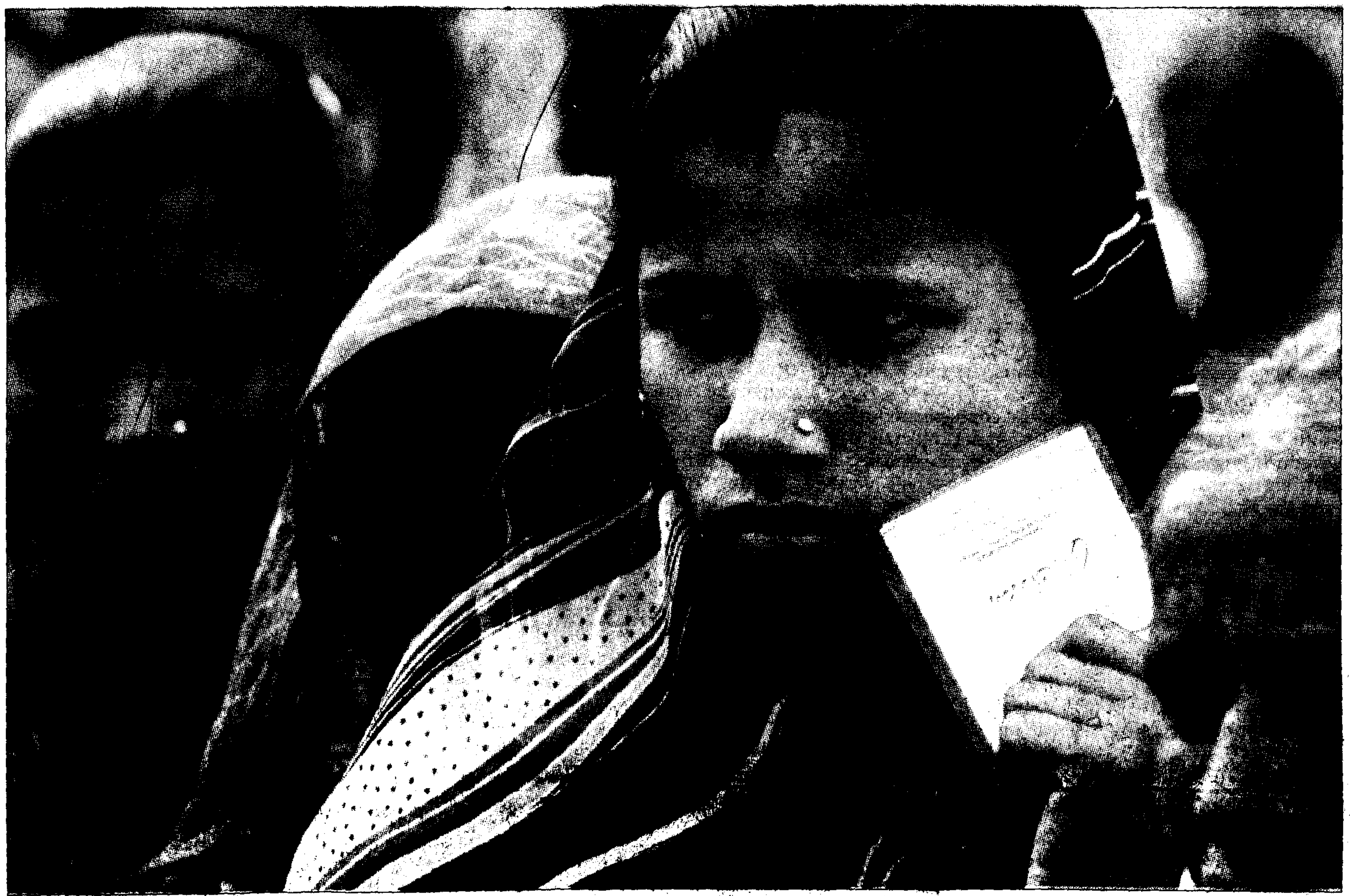

WELL BEGUN

Women queue up at a booth in a Maoist-dominated area to cast their votes in the first phase of the state Assembly elections on Monday. The polls were by and large peaceful. ■ **AFP**

Statesman News Service

KOLKATA, April 17: The Maoists' vote boycott call and apprehensions of large-scale violence notwithstanding, the first phase of Assembly elections to 45 constituencies passed off peacefully today with a 70 per cent voter turnout in Bankura, Purulia and West Midnapore where ultra Leftists have unleashed terror. In what appeared to be a fitting democratic reply to Left-wing terrorism, the turnout in the Maoist-affected areas of West Midnapore was 73 per cent compared to 37 per cent in 2001. The turnout in these three districts was 75 per cent in 2001.

A massive security net was thrown across the three districts to keep the Maoists at bay and instill confidence among the electorate. Apart from 588 companies of Central forces deployed in the polling stations another 10,000 police personnel were deployed for maintaining law and order in the first phase of polls in the Naxalite-dominated three districts. Borders with neighbouring Jharkhand and other adjoining districts were sealed to prevent crossovers. Radio flying squads patrolled the streets and helicopters made aerial surveys and even landed in Naxalite sensitive spots as confidence-building measures. A crack force led by DIG (Midnapore Range) also made aerial sorties.

In Purulia, voters in five polling booths spread over Raghunathpur, Arsha, Manbazar and Joypur constituencies boycotted the election. The administration claimed these voters protested over local issues and didn't stay back heeding the Maoists' boycott call. The ultras, incidentally, had highlighted various local issues in their boycott call.

Though polling was apparently peaceful in Bandwan, the shadow of the gun was clearly visible in the constituency with security personnel outnumbering voters in some polling booths. Among them were two booths in the Rishinibaran Chandra Vidyapith merely 50 meters from Bandwan

■ Turn to page 7

Assembly Polls 2006 ▶ Pages 6 & 7

THE STATESMAN

Paramilitary worries CPM

Statesman News Service

KOLKATA, April 16: Poll arithmetic shows it will be advantage Left Front in the first phase of the state Assembly election tomorrow. However, the CPI-M feels the massive presence of paramilitary forces, deployed at the request of the state government to keep Maoists in check, may boomerang on the Left Front's poll prospects.

"The villagers have different perceptions about the paramilitary force. They are not habituated to seeing these Central security personnel. Particularly, women are scared at seeing them. They rush back home and bolt their doors ," the CPI-M state secretary, Mr Biman Bose, said today. Reacting to the Chief Election Commissioner, Mr BB Tandon's call to voters to cast their votes without fear, he said: " I do not know what prompted Mr Tandon to say that. Since we do not sit in glass houses, we know the ground reality. Hence we are concerned about the fear in people's mind," he added.

Accusing the Opposition parties of trying to take advantage of the Maoist call for poll boycott, he urged voters not to succumb to any fear psychosis or get swayed by any rumour. "A whisper campaign for a poll boycott is on particularly in Left-dominated areas. We are not sure in how many places Maoists are behind this campaign. The Jharkhandis as well as the Congress and the Trinamul-BJP combine are among the trouble-mongers," he commented. According to him, a campaign to 'confuse the voters and disturb the normal rate of voting' is being carried on in at least five or six constituencies in three districts. He asked his partymen as well as other LF cadres to take initiatives with the help of the administration so that the people can cast their votes without fear.

Mr Bose flared up when he was asked to identify the constituencies where Maoists and Opposition parties were hand in glove and asked about his party's plan to ensure normal voting in pockets of ultra-left influence. "Why should I divulge my party's plan to you? Do you know those villages at all ? Would you be able to identify the places if I name them ? I do not consider any of these areas as Maoist-influenced," he fumed, concluding the press meet abruptly.

The state Congress working president, Mr Pradip Bhattacharya, said: "It was not the Opposition but the state government which asked for the paramilitary force. The CPI-M misrule and lack of development in the three districts gave birth to the Maoists," he said.

Mr Bose later resumed the press meet to air the party's veiled ire against the EC's decision on polling agents. Contrary to the old practice, three agents per candidate will be issued a single ID card.

EC helpline

KOLKATA, April 16: The state election commission has urged citizens to contact officials at the state election control room in Kolkata in case they come across any irregularities during the first phase of polling tomorrow. The numbers are: 2282-8452/2282-6334 ■ SNS

17 APR 2006 THE STATESMAN

Phased polls begin under shadow of the gun

HT Correspondent
Kolkata, April 16

IF ONE word sums up the mood ahead of the first phase of polling on Monday, it is fear. Everyone is afraid in the Maoist-dominated districts of West Midnapore, Purulia and Bankura, particularly in the eight constituencies bordering Jharkhand.

The 70 lakh voters are afraid because the Naxalites have told them to boycott the polls, and they have seen too many attacks not to know what disobedience can mean.

The Election Commission is afraid because it has taken up the challenge and phased out the polls. Having concentrated 60,000 poll personnel in one zone, it will be under pressure to ensure that the Maoists don't foil its efforts. It has also deployed two helicopters, which will keep an aerial watch on the most volatile areas.

The administration is afraid mainly of the Election Commission, but the ruling party is still confident of retaining its grip on the region. Like everyone else, the Left Front too will be hoping that the Maoists don't disrupt the proceedings, for that could be seen as a justification of the way the poll panel has organised the polls.

The poll panel too faces pressure from within, for the fear has also overcome personnel on poll duty. Satpada Chalak of the state animal resource development department and schoolteacher Prafulla Kumar Das, both from West Midnapore, have failed to turn up for election duty.

BENGALVOTES

Some officers, however, wanted to be part of the poll process despite the Maoist threat. They staged an agitation by blocking the road when the buses meant to carry them failed to turn up. They did get transportation eventually.

Lest anyone overcome their fear, the Maoists kept up the pressure. They issued threats wherever they could, their targets including even a tanker meant to carry water for security personnel in Bankura's Barikul. Absence of water can be demoralising, with the heat threatening to even ruin the voting machines. Paramilitary forces are combing the region for the militants who made the threat.

The administration and the Election Commission sought separately to play down the threat. The Left Front's Biman Bose said, "The Opposition parties are encouraging voters to fall in line with the Maoists. But there is nothing to fear."

Chief electoral officer Debasish Sen said, "The security arrangements are foolproof." Deputy election commissioner Anand Kumar kept flying between Purulia and Midnapore, making sure security arrangements were in place. "We are keeping a tight watch on the Maoist strongholds," he said.

To check rigging, 300 digital cameras will be at work, storing information to ensure that everything is fair in every booth.

(Subhendu Maiti reported from West Midnapore, Rakeeb Hossain from Purulia and Soumen Datta from Bankura).

Full coverage in Bengal Votes

17 APR 2006

EC doubles observers

A STAFF REPORTER

Calcutta, April 15: Just when the CPM thought the Election Commission is through with its diktat-a-day regimen, the panel has struck again.

Forty-eight hours before Bengal's first vote will be punched in, the commission has decided to double the number of observers in over 80 per cent of the 45 seats going to polls on Monday.

Thirty-seven additional observers will be sent to Purulia, Bankura and West Midnapore — the three districts where polling will be held in the first phase. The three districts already have 57 observers — one general observer in each of the 45 seats and 12 expenditure observers who will monitor activities of police on the day of polling.

The additional observers will be deployed in all first-round seats, barring eight. This means 37 constituencies will have two general observers, which has never happened before in the state.

In earlier elections, the commission used to put several seats under one observer. This time, it has earmarked one observer for each constituency. Today's decision to send another observer adds a unique feature to an already unparalleled exercise in the state.

Deputy election commissioner Anand Kumar today said additional observers were being sent to monitor the districts more intensely.

BENGAL VOTES 2006

Page 10

"Except for the eight Assembly constituencies, each of the remaining 37 will now have two observers. The officers are being asked to divide the Assembly segment among themselves and increase their surveillance," said an election official.

The eight exceptions include Kharagpur Town, Salboni, Garbeta (West), Raipur, Jhalda, Jaipur, Taldangra and Bandwan Assembly constituencies.

The commission would have liked to send additional observers to these seats, except Kharagpur Town, as well but it is not doing so because of Maoists. "Other than Kharagpur Town, the rest are Maoist-infested areas and sending observers there would mean arranging additional security forces for them. We don't have that much resources," said an official. "For Kharagpur Town, there is no need for additional surveillance."

Officials said the main reason to send the extra observers stems from a fear of low voter turnout due to political intimidation. "The commission is deploying the additional observers to tell the people that they should go out and cast their vote without fear," said another official.

With campaigning for the first phase ending today, the commission appealed to the voters to exercise their franchise "fearlessly and according to their free will".

■ **Biman last shot, Page 10**

West Bengal phase one campaign ends

227 candidates are contesting in 45 constituencies that go to the polls on April 17

Special Correspondent

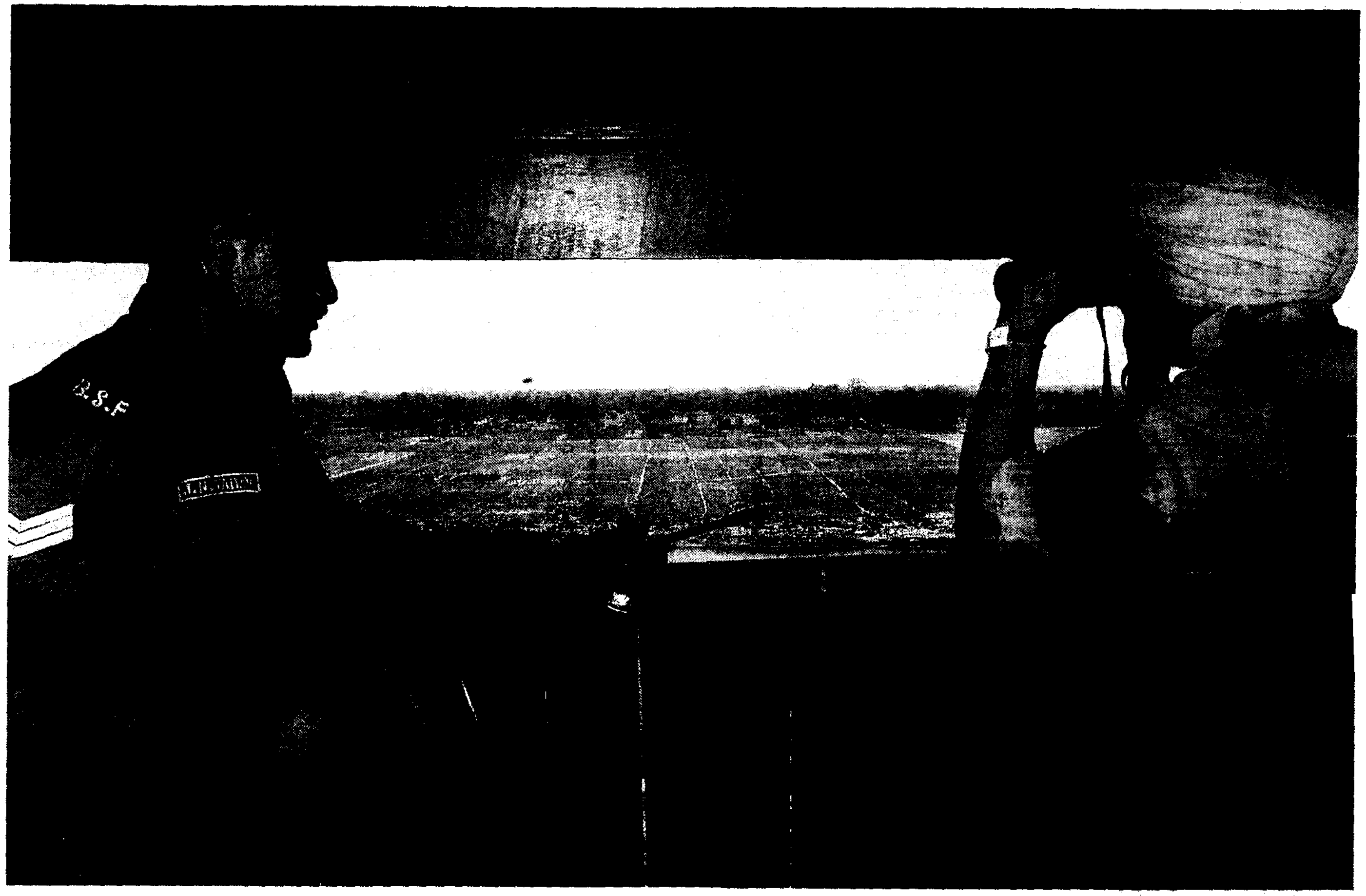

ON THE ALERT: *BSF personnel keeping a vigil at the Muchia outpost in Malda district of West Bengal on Saturday ahead of the Assembly election.* – PHOTO: SUSHANTA PATRONOBISH

KOLKATA: Campaigning for the first of the five-phase Assembly elections in West Bengal, to be held on April 17 in 45 constituencies in Paschim Medinipur, Bankura and Purulia districts, ended on Saturday afternoon.

The fate of 227 candidates will be decided. Elaborate security arrangements are being made to ensure peaceful elections in areas which have been affected by Maoist activity in the recent past.

West Bengal Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee spearheaded the Left Front campaign in the region, addressing rallies in Purulia and Bankura.

Star campaigner

The star campaigner for the Paschimbanga Ganatantrik Front was Trinamool Congress leader, Mamata Banerjee. At some rallies jointly organised by the Trinamool Congress and the Bharatiya Janata Party, Ms. Banerjee was accompanied by BJP leader Arun Jaitley. Defence Minister Pranab Mukherjee and Information and Broadcasting Minister Priya Ranjan Dasmunshi led the campaign for the Congress-led United Democratic Alliance.

Electioneering in these areas picked up after April 13 when the use of loudspeakers was permitted following the completion of the Higher Secondary examinations in the State. The ban on poll graffiti pushed political parties to innovative ways of reaching out to the electorate.

Main plank

While the need for greater industrialisation, increasing employment opportunities and overall economic development formed the main plank of Mr. Bhattacharjee's speeches, Ms. Banerjee focused on the 'failures' and the 'misrule' of the Left Front Government since it first came to power in 1977. Despite expressing regrets for not succeeding in forming a "mahajot" (grand alliance) of anti-Left forces, she said her party and the Front it led, which included the BJP, was the only viable alternative to the Left in the State.

Pledge to fight extremists

Inhis campaign, Mr. Bhattacharjee reiterated the Left Front's pledge to counter Maoist insurgency in the region through the implementation of schemes aimed at socio-economic development. He said he was determined to deal firmly with the extremists. The Maoists have called for a boycott of the coming polls.

Biman Bose, secretary of the State committee of the Communist Party of India (Marxist) and chairman of the Left Front criticised an Election Commission directive stipulating a re-poll in booths where the turnout was unusually high. "If a re-poll is ordered in the event of the turnout being 85 per cent, the voters will come out in larger numbers and ensure a 87 per cent turnout as a protest against the directive," he said at a meet-the-press programme here.

169

. 6 APR 2006

THE HINDU

হকার-বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে রেহাই দিল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল: পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় দফার ভোটের মাত্র পাঁচ দিন আগে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ক্লিনচিট দিল নির্বাচন কমিশন। কিন্তু একই সঙ্গে সুভাষ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে পাওয়া নতুন অভিযোগ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঝুলিয়েই রাখল কমিশন।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ১২ মার্চ সল্টলেকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সিটু আয়োজিত এক জনসভায় তিনি হকারদের উচ্ছেদ করা হবে না বলে ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী সেখানে বলেন, "ইচ্ছে করে তো কেউ হকার হননি। সরকার কাজের ব্যবস্থা করতে পারেনি বলেই মানুষ হকারি করে। আমরা যখন ভাত দিতে পারছি না, তখন হকারদের কিল মারার অধিকারও আমাদের নেই।" পাঁচ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটের দিনক্ষণ পয়লা মার্চই ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। সে দিন থেকেই এই রাজ্যগুলিতে শুরু হয়ে গিয়েছে আদর্শ নির্বাচনী আচরণ বিধি। তার ১২ দিন পরে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা আচরণ বিধি লঙ্ঘন বলে অভিযোগ জমা পড়ে কমিশনের কাছে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা উপ-নির্বাচন কমিশনার আর বালকৃষ্ণন আজ জানান, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এসেছিল, তা আমরা খতিয়ে দেখেছি। কিন্তু এই বিষয়ে আমরা আর কোনও ব্যবস্থা নিতে চাই না। কারণ, এই অভিযোগে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের কোনও প্রমাণ আমরা পাইনি।

মুখ্যমন্ত্রী কমিশনের কোপ থেকে রেহাই পেলেও বিতর্ক এখনও রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর পিছু ছাড়ছে না। ভোটের দায়িত্বে থাকা সরকারি কর্মীদের উদ্দেশে 'হুমকি' দিয়ে ইতিমধ্যেই তিনি কমিশনের কোপে পড়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কমিশন রাজ্য সরকার ও সিপিএমের কাছে চিঠি লেখে। কমিশন নিজে উদ্যোগী হয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে এফআইআর-ও দায়ের করতে বলে। সেই নির্দেশ অনুসারে সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে লেক টাউন থানায় অভিযোগও করা হয়। কিন্তু তারপরেও তাঁকে থামানো যায়নি।

এফআইআর দায়ের করার কয়েক দিনের মধ্যে সুভাষ ফের কমিশন বিরোধী মন্তব্য করেন। ৯ এপ্রিল দমদম সেন্ট্রাল জেলের ময়দানে বামফ্রন্টের এক জনসভায় সুভাষবাবু পুলিশের উদ্দেশে বলেন, "আমিও ভোটের আচরণবিধি জানি। কার প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাচ্ছেন? মনে রাখবেন, নির্বাচন আজ আছে, কাল চলে যাবে। আপনাদের নিয়োগ করেছে রাজ্য সরকার। সেই সরকারের প্রতি আপানাদের কোনও দায়িত্ব নেই?"

উপ-নির্বাচন কমিশনার আর বালকৃষ্ণন আজ জানান, সুভাষ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে প্রথম দফার অভিযোগ খতিয়ে দেখার পরে আমরা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিই। আর একটি নতুন অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে কমিশনের কাছে জমা পড়েছে। এটিও তাঁর বিতর্কিত মন্তব্যকে ঘিরে। আমরা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট নথি খতিয়ে দেখছি। তাঁর এই মন্তব্যের কী 'ব্যাখ্যা' বা তাতে আচরণবিধি লঙ্ঘন করা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোটা বিষয়টিই এখন কমিশনের বিবেচনাধীন।

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় দফার ভোটের দিনেও বিভিন্ন মহল থেকে নানা অভিযোগ জমা পড়েছে কমিশনের কাছে। হুগলি, নদিয়া থেকে অনেক অভিযোগ এসেছে। অনেকের অভিযোগ, বৈধ ভোটার হয়েও ভোটার তালিকায় নাম নেই। উপ-নির্বাচন কমিশনার জানান, যে অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে, সেগুলি সবই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষক ও নির্বাচন কর্মীদের কাছে। তিনি জানান, মনোনয়নের শেষ দিন পর্যন্ত ভোটার তালিকায় সংশোধনের কাজ চলেছে। তারপরে যদি আবার অভিযোগ আসে, তা নিশ্চয় তদন্ত করে দেখা হবে। পর্যবেক্ষকদের কাছে এ ব্যাপারে সবিস্তার রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় দফার ভোটে এ বার সব কেন্দ্রেই বাড়তি পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রথম দফার পর্যবেক্ষকদের দ্বিতীয় দফাতেও ব্যবহার করা হচ্ছে। বালকৃষ্ণন জানান, লাইনে দাঁড়ানো ভোটাররা বৈধ পরিচয়পত্র এনেছেন কি না, তা এই পর্যবেক্ষকরা খুঁটিয়ে দেখেছেন।

সংরক্ষণের প্রস্তাব না পাঠাতে নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনগ্রসরদের সংরক্ষণ নিয়ে কোনও প্রস্তাব এখনই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পাঠাতে নিষেধ করল নির্বাচন কমিশন। এ ব্যাপারে কমিশন তাদের বক্তব্য কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রককে জানিয়েও দিয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এর আগে প্রস্তাবটি মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য ক্যাবিনেট সচিবের কাছে পাঠিয়েছিল। কিন্তু ক্যাবিনেট সচিব সেটি মন্ত্রকের কাছে ফেরত পাঠিয়ে এই ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের মতামত চাইতে বলে। পাঁচ রাজ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনগ্রসরদের সংরক্ষণ নিয়ে মন্তব্য করায় কমিশন সে ব্যাপারে সরকারের কাছে কৈফিয়ত চায়। সরকারের আংশিক জবাব আসার পর কমিশন চূড়ান্ত রিপোর্ট দেওয়ার জন্য সময়সীমা ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত ধার্য করেছে। লাভের পদ বিতর্কে এ যাবৎ যে ৪৩ জন সাংসদ ও ২১৬ বিধায়ক বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য এ বার ওয়েবসাইটে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।

23 APR 2006

ANADABAZAR PATRIKA

THE STATESMAN

Socialism v capitalism in the time of poll

Biswajit roy

KOLKATA, April 15. — It's poll time. So Citu and Left Front have rallied, albeit willy-nilly, behind the chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee even if he has put socialism, the official faith of the Left Parivar, on the backburner and embraced capitalism as the practising credo for his government. Yet, murmurs of resentment are present.

CPI-M ideologues and apparatchiks in Delhi may still swear by communism, but both Citu and LF partners have describe the state government as a social-democrat one. "The chief minister has spoken the truth" Citu state general secretary Mr Kali Ghosh commented. "When did we speak of socialism? We may not like private ownership of factories but never questioned the right to private property as trade unionists. What we do is compromise with the capitalists while trying to protect workers' rights and benefits," he claimed. The Citu veteran, however, sounded tongue-in-cheek whilst defining the relationship between Citu and the Buddha administration. "We do not consider the government as a *sangramer hatiar* (weapon of struggle) any more as it was called during the first Left Front government. You can call it a social democrat government as it has not come to power through a revolution. Nevertheless, it's a friendly government which can help workers exercise their democratic rights.". But the tension between the investment-wooing chief minister and Citu became obvious as Mr Ghosh reacted to the chief minister's call for "harmonious relations between labour and capital". "That harmony depends on both sides. It does not mean class collaboration," he quipped.

LF allies too praised the chief minister for "revealing reality". "We have been practising social democracy for the last 29 years. But this is the first time Buddha *babu* has admitted it in such an open manner, that too on the eve of the Assembly poll. It is better than misleading or cheating people with false promises. Socialism is our ideal but the compulsions of running a government in a capitalist system have to be kept in mind," senior RSP leader and the LF candidate from Dhakuria. Mr Kshiti Goswami said. The Forward Bloc veteran Mr Asoke Ghosh was more cautious: "Do you want me to say that the chief minister was wrong when the poll is around the corner? What he has said is the Left Front's stand too, though what the chief minister said is different from the tenor of the LF manifesto." Mr Goswami too admitted "some confusion among the rank and file of Left Front constituents".

But not everybody is convinced. "What about socialism then? Is it no more 'practical' to be a communist? It's fine that our government seeks investors' cooperation to build industries in the state. But we can't accept violation of labour rights in the name of industrial resurgence," state CPI secretary Mr Manjukumar Mazumdar said. A real irony, that, coming as it does from the "rightist" CPI as the CPI-M described its fraternal little brother at the time of the 1964 split !

Yes & no

Two days after the chief minister admitted to practising capitalism to revive the state economy, his party secretary said factory workers had a right to strike if they were exploited by their employers but socialism was impossible to practice in the Indian federal structure. "We have to protect the rights of farmers and factory workers. Factory workers have the right to strike if they are robbed of their legitimate rights. But they have to be responsible as well. It requires both sides to be sensible," Mr Biman Bose told reporters today.

ASSEMBLY ELECTIONS 2006

Why the Left will win once again

The Left Front has won 14 Assembly and Lok Sabha elections in a row since 1977

ELECTIONS TO ASSEMBLY/ LOK SABHA	LEFT FRONT VOTE SHARE (%)	ASSEMBLY SEATS WON	LOK SABHA SEATS WON
1977 ASSEMBLY	45.8	230	
1980 LOK SABHA	54.0		38
1982 ASSEMBLY	52.8	237	
1985 LOK SABHA	48.5		26
1987 ASSEMBLY	52.9	251	
1989 LOK SABHA	52.3		38
1991 ASSEMBLY	48.9	245	
1991 LOK SABHA	47.1		37
1996 ASSEMBLY	49.4	203	
1996 LOK SABHA	48.7		33
1998 LOK SABHA	46.6		33
1999 LOK SABHA	46.8		29
2001 ASSEMBLY	49.1	199	
2004 LOK SABHA	50.7		35

... and is poised to win the fifteenth comfortably

2006 vs projection*	54	233-243	

* As per The Hindu-CNN-IBN poll conducted by the CSDS.

Gradual erosion of Left's support base among women

[illegible]	LEFT FRONT VOTE SHARE (%)		LEFT ADVANTAGE AMONG WOMEN
1996	52	46	6*
2001	51	48	3*
2006	55	53	2*

*Source: The Hindu-CNN-Survey for 2006. Other figures from election surveys carried out by CSDS. *: in percentage points.*

A subtle shift in the class base of the Left Front

	SURVEY 2006	CHANGE SINCE 2001
Losses among the rural poor but gains among the well to do		
Rural poor	55	-5
Rural lower	56	+2
Rural middle	54	+12
Rural rich	48	+17
Overall improvement in urban vote, especially among the middle and upper classes		
Urban poor	57	+9
Urban lower	51	+9
Urban middle	56	+16
Urban rich	52	+18

Note: The Hindu-CNN-Survey for 2006. Figures compared from survey 2001 conducted by CSDS. Figures in %. Those of swing in percentage points.

Rise of the BJP and split in the Congress led to fragmentation of non-Left votes

ELECTIONS TO ASSEMBLY/ LOK SABHA	VOTE SHARE (%) OF LEADING NON-LEFT PARTIES: CONGRESS	TRINAMOOL CONGRESS	BJP
1991 ASSEMBLY	35.1		11.3
1991 LOK SABHA	36.2		11.7
1996 ASSEMBLY	39.5		6.5
1996 LOK SABHA	40.1		6.9
1998 LOK SABHA	15.2	24.4	10.2
1999 LOK SABHA	13.3	26.0	11.1
2001 ASSEMBLY	8.0	30.6	5.2
2004 LOK SABHA	14.6	21.0	8.1

The Left dominates reserved constituencies

ELECTIONS YEAR	LEFT SEATS	VOTE (%)
2001	64	52.59
1996	66	52.40
1991	74	52.06
1987	71	55.47

Note: Combined data for 76 Assembly constituencies, including 59 seats reserved for SC and 17 seats reserved for ST.

Decline in industrial belt

ELECTIONS YEAR	LEFT SEATS	VOTE (%)
2001	40	47.18
1996	45	47.90
1991	66	48.04
1987	57	52.33

Note: Data from 75 Assembly constituencies that fall in the 'industrial belt'

Left and young voters

	PROJECTED VOTE IN 2006	CHANGE SINCE 2001
Upto 25 yrs	54	+8
26-35 yrs	55	+9
36-45 yrs	55	+1

Note: The Hindu-CNN-Survey for 2006. Figures compared from survey 2001 conducted by CSDS. Figures in %. Those of swing in percentage points.

The question is not who will win but what lies behind the Left Front's impending electoral victory, its 15th in succession, say

YOGENDRA YADAV AND SANJAY KUMAR

'Guessing who will win in West Bengal. Of the four States that go to the polls in the current round of Assembly elections, the outcome in West Bengal is the most easily predicted. *The Hindu*-CNN-IBN Poll carried out by the Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) only confirmed what any observer of State politics already knew. The poll said that if elections had been held in the first week of April, the Left Front would have secured 54 per cent of the vote and won 233 to 243 seats in the 294-member Assembly. Thus, the Left Front appears set to win the seventh consecutive Assembly election and add to the size of its majority. If one takes parliamentary elections into account, this would be its 15th straight electoral win since 1977.

The near certainty about the poll outcome does not mean a consensus on what accounts for it. One needs to explain not just this election, but the 29 years of Left Front dominance. The successive victories mask variations in regions, segments and social groups. These are crucial to understand what this election means for the politics of West Bengal. The question is not the electoral verdict but what goes into its making and what outcomes flow from it.

Before explaining the dominance of the Left Front, it is useful to take a quick look at the cold statistics, which have few parallels in electoral democracy. The Left Front came to power in the post-Emergency election of 1977, following the infamous regime of Siddhartha Shankar Ray, who came to power on the back of a controversial poll in 1972. Since then it has not looked back. The Left Front's vote cent, give or take about three percentage points. The only time it faced serious erosion was during the Rajiv Gandhi wave of 1985, when the Front lost 16 of the 42 parliamentary seats to the Congress. The Front has always won a two-thirds majority in the Assembly. The CPI(M), the dominant partner in the Front, has won a majority on its own in every election except in 2001.

In 2001, there was talk that Mamata Banerjee could cause an electoral upset. But following her crushing defeat, it has been downhill for her since then as well as for the anti-Left forces. The Lok Sabha elections of 2004 saw the Left Front scoring an even more emphatic victory. The Trinamool-BJP alliance secured just one Lok Sabha seat. The Left Front went on to score a comprehensive victory in the urban local body elections to complete its dominance and eliminate any possibility of a radical reversal in the Assembly elections.

This kind of dominance is reminiscent of the 'Congress system' that prevailed in many States in the 1950s and 1960s. But the nature of Left dominance is very different from the one-party dominance of the Congress. The Left Front is not a single party but a CPI(M)-dominated coalition that includes three major allies (the CPI, the Forward Bloc, the Revolutionary Socialist Party), some minor partners (such as the West Bengal Socialist Party and the RCPI) and some Independents. Over the years, the CPI(M) has retained the allies and even increased its hold over the allies. The Front's dominance of West Bengal is more complete than the one-party dominance of the Congress has ever been. The CPI by the unlettered voter. The party dominates not just the elections and politics of the State, but also civil society spaces in a way that the Congress did not.

The Left Front and its supporters see the lack of vulnerability to 'anti-incumbency' as a corollary of the performance of its Government. There is some substance in this. Unlike the Janata Party, which also came to power in 1977, the Left Front Government consolidated its victory with a series of far-reaching policy measures. These policies, most famously Operation Bargha, gave land to the sharecropper and empowered the rural poor. The first two terms of Left Front rule were a rare example of the use of State power for the social transformation of the marginalised classes. Even though this drive subsided thereafter, the Government has created a climate of security for minorities and has provided more for the poor than other Governments have.

However, it is too simplistic to see the dominance of the Left Front as a function of its governmental performance. The overall economic record of West Bengal under the Left Front is not exactly glorious. The State has seen initially compensated by a decade of amazing growth in the agricultural sector in the 1980s. The State has a high unemployment and poverty rate. A high burden of debt and insufficient support from the Centre has left little resources with the State Government. While the visible face of Government has remained largely free of charges of corruption — not a mean achievement in our country — widespread corruption at lower levels of Government has been a matter of concern.

In other words, the record of the Left Front in Government alone cannot explain 14 successive electoral victories. We need to supplement it with an understanding of the social bloc cultivated and consolidated by the extraordinary election machine of the CPI(M), the creative role of the leadership, and the failure of the political opposition in West Bengal.

The architects of the Left Front, leaders such as the late Pramode Dasgupta, carefully integrated Government policy with a strategy of political mobilisation. This design was flawlessly executed by legendary party managers such as the late Anil Biswas, who created a party ma- [illegible] State. The Left shifted its [illegible] base from being a party of the industrial proletariat to that of marginal farmers, sharecroppers and the landless poor. This class base was carefully stitched together; a coalition of the socially marginalised groups that included Dalits, Adivasis and Muslims. This class-community coalition has stood by the Left Front (M) election machine has ensured a very high level of mobilisation, thus increasing the turnout in the State to one of the highest in the country.

The power of this election machine is perceived and presented as 'scientific rigging' by the opponents of the Left Front. This assumption seems to be behind the polls. The EC's special measures could achieve the opposite of what was intended. If the Left Front wins this election with a comfortable margin, it could be just the certificate it needs to refute charges of scientific rigging.

Evidence from the last few years shows that the social base of the Left Front has changed in a subtle but significant way. Earlier the Left used to enjoy a huge advantage among women voters; this has reduced in recent years. Also, the Front's traditional support in urban industrial areas has eroded substantially. A few years ago, the Left faced a severe deficit of support among younger voters, threatening its future. The Left never enjoyed dominance among the urban poor in a way it did among the rural areas.

Thus, the Left faced a challenge of renewing itself. Like many dominant parties, the Left managed to produce an alternative from within. This is the real importance of Buddhadeb Bhattacharjee, the new face of the Left Front and a symbol of continuity and change. With him at the top, the CPI(M) is in the process of changing its Governmental policies, which now focus middle class. The findings of *The Hindu*-CNN-IBN Poll suggest that the Left has succeeded in retaining its old social base while adding new classes to it. It has lost a little among the rural poor but gained more by expanding its support among the rural well-to-do and the urban middle class. It has also recovered ground among younger voters.

The Left has been helped in achieving this by an Opposition that lacks a political perspective, a policy package and a credible leadership. Mamata Banerjee, the only Opposition leader capable of taking on the Left, is no match for Buddhadeb Bhattacharjee, who has inherited Jyoti Basu's charisma. Besides, non-Left votes are badly fragmented. The BJP has become a marginal force in the State. It is significant enough to cut into the votes of the non-Left forces but not big enough to challenge the Left on its own. The Trinamool Congress is now the main opponent of the Congress. The parent party is still a force to reckon with in the Malda and Murshidabad districts. The political impossibility of Banerjee's dream of a mahajot (a grand alliance of Congress, the BJP and the Trinamool) is a reflection on the state of the Opposition.

In politics, a short-term advantage can be a long-term handicap. In this election, the political bankruptcy of the anti-Left Front forces combined with the newly acquired social base of the Left Front make the result a forgone conclusion. But in the long run, the political vacuum and the social churning can create conditions for a 'left' alternative to the 'new left' politics practised by Buddhadeb Bhattacharjee.

Left dominance accompanied by a dramatic increase in turnout

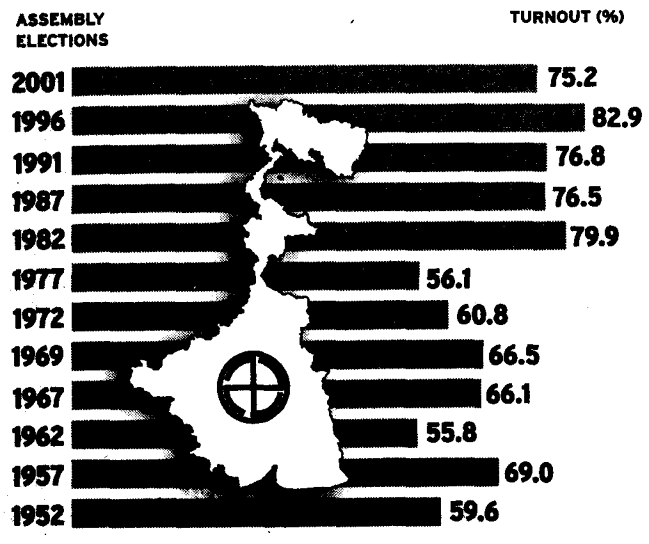

2001: The Left Front retained its dominance in South West and North Bengal, while staging a comeback in Kolkata

REGION	TOTAL SEATS	TURNOUT %	LEFT FRONT W/C	LEFT FRONT VOTES	TRINAMOOL CONGRESS W/C	TRINAMOOL CONGRESS VOTES	CONGRESS W/C	CONGRESS VOTES	BJP W/C	BJP VOTES	INDEPENDENTS W/C	INDEPENDENTS VOTES	OTHER PARTIES W/C	OTHER PARTIES VOTES
North	49	75.98	36/ 49	46.14	1/ 28	19.97	8/ 20	15.23	0/49	7.28	1/ 72	5.42	3/53	5.96
South East	71	77.92	42/ 71	44.46	16/ 53	28.68	9/ 18	10.80	0/67	5.48	4/105	7.61	0/101	2.97
Greater Calcutta	49	68.28	22/ 49	47.90	24/ 44	41.71	3/ 5	3.53	0/40	3.45	0/218	2.44	0/55	0.97
South West	125	76.39	99/ 125	53.22	19/ 101	31.90	6/ 17	5.11	0/110	4.85	1/129	2.46	0/97	2.46
TOTAL	294	75.29	199/ 294	48.98	60/ 226	30.66	26/ 60	7.98	0/266	5.19	6/524	4.26	3/306	2.93

Source: CSDS Data Unit. W stands for seats won and C for seats contested.

'Development must always touch the masses'

Q & A

PALOLI MOHAMMED KUTTY

The Muslim face of the CPI (M) in Kerala and convener of the Left Democratic Front (LDF), Paloli Mohammed Kutty, has been vocal on sensitive issues relating to his party and politics in general. As the LDF looks forward to a convincing win in the Assembly elections, he speaks about the LDF's priorities and its agenda for governance in an interview to ***C. Gouridasan Nair****. Development, he says, will have no meaning if it does not touch the lives of the toiling masses. Excerpts from the interview:*

What is the main slogan of the LDF in this election?

We consider the UDF rule as a period when there was a deliberate attempt to undo the creditable achievements of Kerala in several fields. This is our single major charge against the UDF Government. For instance, while it cannot be said that the State Government is solely responsible for the crisis in the farm sector, it must bear a major share of the responsibility. The suicides in Wayanad and other places are a result of this crisis. We must find a solution. Steps must be taken to boost investment in the farm sector.

The sector that provides employment to the second highest number of persons is the traditional industrial sector. The industries can be revived only with Government support. Two other sectors that are crucial to the State's development are education and healthcare. Kerala has been able to stay afloat despite its deep economic crisis only because of its achievements in the education sector. What the present Government has done is to allow free rein to the private sector.

> **'Our perspective on development is that it should help us find a solution to the problem of unemployment'**

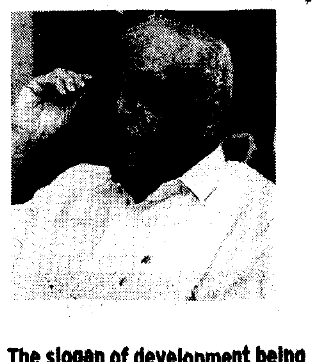

The slogan of development being raised by Chief Minister Oommen Chandy should normally find acceptance among the middle class. If so, wouldn't it prove harmful for the Left?

It is a fact that their campaign has influenced the middle class to a certain extent. Moreover, their campaign that the position being adopted by the Left, particularly the CPI(M), is not in the interest of development has influenced this section to a small extent. But the initial enthusiasm is no longer there because people have understood that this is nothing but empty rhetoric.

Their development perspective and the LDF's perspective are different. The Left cannot think of development that does not touch the lives of the majority. Our perspective on development is that it should help us find a solution to the problem of unemployment.

Although crores are being spent, most industries coming up in Kerala are those that do not generate employment. The clash of perceptions about development is quite strong in Kerala today.

Congressmen allege that development is an unresolved issue in the LDF with those pitching for development and those opposed to it engaged in a major ideological battle...

There is a tendency among some sections to come up with sweeping criticism against development initiatives such as Smart City. In our State, we cannot depend entirely upon our own resources for any development project. We will have to mobilise resources from individuals and institutions from within the State and outside.

But, this should be done without surrendering the sovereign powers of the government. They may have to be given certain concessions. They may have to be given land at concessional prices; we may have to have legislations on workers — all that may be necessary. But all this will have to be done with the public interest in view. If, on the contrary, we are forced to observe silence simply because they are investing some money, that will be disgraceful. The State will not gain much from such development. This is our only objection.

This is the first LDF manifesto promising an environment policy. Also, there is the promise that separate courts would be set up to handle sexual harassment cases. What are you trying to tell the people?

Although individuals have, in the past, taken a positive stand on environment protection, we have not seen it as a major issue so far. This was a shortcoming. Today, we have to see it as a major issue. So we thought we must have an environment policy. Our aim is to educate the masses and prepare them.

As for the second point, these are not isolated incidents now. It has become a regular phenomenon. Although action has been taken, most have taken up to 10 years for a result. This does not deter people who indulge in such actions. There must be quick action. It should not be handled as one among a thousand problems.

Given the importance of the issue, it should be handled separately and there must be deterrent action. We must have a different yardstick in handling cases relating to communal forces and anti-socials like these. If not, these will land among thousand other cases.

বাক্‌সংযমের পরামর্শ দিয়েছে বুদ্ধ, মেনে চলব, নিজেই বললেন সুভাষ

স্বপন সরকার

দলকে ভুগিয়েছেন প্রচুর। শেষ পর্যন্ত সুভাষ চক্রবর্তী ঠিক করেছেন, তিনি বাক্‌সংযম করবেন। অন্তত নির্বাচন কমিশন প্রসঙ্গে। তাঁর 'পিতৃতুল্য' প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নির্দেশে নয়। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পরামর্শে।

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কটু মন্তব্যের পাশাপাশি ভোটের কাজে যুক্ত আমলা ও পুলিশকর্মীদেরও হুমকি দিয়েছিলেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী। একটি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন তাঁর বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের করেছে। অন্য অভিযোগের প্রাথমিক তদন্ত করে বুধবারেই কমিশনের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন।

এই অবস্থায় দলে এমন কারও প্রয়োজন ছিল, যিনি সুভাষবাবুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এত দিন অনিল বিশ্বাস এই কাজটা করতেন। কখনও-সখনও জ্যোতিবাবু। গত বছর সল্টলেক পুরসভার নির্বাচনে পুলিশের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে সুভাষবাবু বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। এ বার সুভাষবাবুর বিপদের দিনে সেই বুদ্ধবাবুই 'ঠিক' পরামর্শটি পৌঁছে দিলেন তাঁর মন্ত্রিসভার বিতর্কিত সদস্যের কাছে।

রবিবার দমদমে পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করেছিলেন সুভাষবাবু। পরিস্থিতি বুঝেই বুদ্ধবাবু আলাদা করে কথা বলেন তাঁর সঙ্গে। বুধবার একান্ত আলাপচারিতায় সুভাষবাবু এ কথা জানিয়ে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বাক্‌সংযম করতে বলেছেন।"

মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কী বলেছিলেন তাঁর মন্ত্রিসভার ওই হেভিওয়েট সদস্যকে?

এ দিন কলকাতা প্রেস ক্লাবে সেটা পরিষ্কার করে দিয়ে বুদ্ধবাবু বলেন, "সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমি ওঁকে বলেছি, এটা বলা ঠিক হয়নি। একটা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ওই কথা বলেছিলেন। আমি বলেছি, এর যেন পুনরাবৃত্তি না-হয়।"

কমিশনের বিরুদ্ধে সুভাষবাবু এ ভাবে মন্তব্য করতে গেলেন কেন?

পরিবহণমন্ত্রীর জবাব, "কেউ যদি কোনও স্বাভাবিক ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটানোর চেষ্টা করে, তা হলে আমি প্রতিবাদ করবই।"

নির্বাচন কমিশন কোনও ব্যতিক্রমী কাজ করছে কি?

সুভাষবাবু বলেন, "দেশের সংসদেরও ক্ষমতার একটা সীমা থাকে। দেশের নির্বাচন কমিশনেরও একটা সীমা থাকা উচিত।"

কমিশন ঠিক কোথায় সীমা লঙ্ঘন করেছে বলে মনে করেন তিনি?

সুভাষবাবু বলেন, "দলীয় পতাকা লাগানো যাবে না, এমন নিয়ম কোথায় আছে, আমাকে কেউ দেখাক। আমি নিজে হাতে খুলে দেব। ওরা পুলিশকে দিয়ে পতাকা খোলাচ্ছে। এটা কি সীমা লঙ্ঘনের ব্যাপার নয়!"

পুলিশ এখন নির্বাচন কমিশনের আওতায়। তাদের সমালোচনা করার অর্থ পরোক্ষে কমিশনের সমালোচনা করা। এটা কি তিনি জানেন না?

উত্তেজিত মন্ত্রী বলেন, "পুলিশ দক্ষিণ দমদম পুরসভার চেয়ারম্যানকে দেওয়াল-লিখন মুছে দিতে বলেছে। পুলিশ যা খুশি তা-ই করবে নাকি?"

পুলিশকে কি তা হলে কমিশনের নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে বলছেন?

সুভাষবাবু বলেন, "আমি পুলিশকে বলেছিলাম, লিখিত নির্দেশ দেখান। আমি কাউকে কোনও হুমকি দিইনি। আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে।"

তা হলে কমিশন কীসের ভিত্তিতে আপনার বিরুদ্ধে এফ আই আর করল?

তিনি যে আর বিতর্ক বাড়তে দিতে চান না, তা বুঝিয়ে দিলেন সুভাষবাবু। বললেন, "এই নিয়ে কিছু বলব না।"

নির্বাচন কমিশন নিয়ে বিতর্কে এ বার স্বয়ং জ্যোতিবাবু 'তাঁর' সুভাষের মন্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। তাতে কি পরিবহণমন্ত্রী বিচলিত নন?

কিছুটা বিহ্বল দেখাল সুভাষবাবুকে, "জ্যোতিবাবু সম্পর্কে আমি কিছু বলব না। মাফ করবেন।"

বিতর্ক তাঁর পিছু ছাড়ছে না। বিভিন্ন সময়ে দলের নানা বিষয়ে মন্তব্য করে অনেকেরই বিরাগভাজন হয়েছেন তিনি। এক বার তো দল ছাড়ার কথাও ভেবেছিলেন। অনিলবাবুর মৃত্যুর পরেকার পরিস্থিতিতে দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে তাঁর জন্য জায়গা তৈরি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এই নিয়ে কী ভাবছেন সুভাষ চক্রবর্তী?

সুভাষবাবু মনে করেন, এ বারেও তাঁর জায়গা হবে না। তাঁর মন্তব্য, "ওরা (দলীয় নেতৃত্ব) আমাকে নেবে না। যদি নিত, তা হলে ১৯৮২ সালেই জায়গা পেতাম সম্পাদকমণ্ডলীতে। আমার পরে যারা দলে এসেছে, তাদের অনেকে সম্পাদকমণ্ডলীতে ঢুকে গিয়েছে। দলে আমার অবদান কিন্তু কিছু কম নয়।"

এই প্রথম সুভাষবাবুর হতাশাটা প্রকাশ্যে চলে এল।

তদন্ত-রিপোর্ট পেল কমিশন, সিদ্ধান্ত হবে পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি ও কলকাতা: পুলিশকে হুমকি দেওয়ার যে-অভিযোগ উঠেছে, তার তদন্ত-রিপোর্ট বুধবার হাতে পেয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে ওই রিপোর্ট খতিয়ে দেখা হবে। সুভাষ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা ঠিক হবে ওই বৈঠকেই।

এক বার এফ আই আর করার পরেও সুভাষবাবু নির্বাচনের কাজে যুক্ত সরকারি কর্মীদের ফের যে-ভাবে শাসিয়েছেন, তাতে নির্বাচন কমিশন ক্ষুব্ধ। এ দিন তার ইঙ্গিত মিলেছে। কমিশন পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে-এফ আই আর করেছিল, তার তদন্ত কত দূর এগিয়েছে, সেই ব্যাপারেও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। এ দিনই জেলা প্রশাসন প্রাথমিক রিপোর্ট দিয়েছে। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেবেন জেলার পুলিশ সুপার।

এ দিন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক লিখিত রিপোর্ট ছাড়াও একটি ভিডিও ক্যাসেট পাঠিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বি বি টন্ডনের কাছে। ওই ভিডিও ক্যাসেটটি গত রবিবারের একটি সভার। সেখানে ক্রীড়া ও পরিবহণমন্ত্রী সুভাষবাবুকে নির্বাচন কমিশন ও পুলিশের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে দেখা গিয়েছে। সেই সভায় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাসেটে দেখানো হয়েছে, ওই সভায় সুভাষবাবু বক্তৃতা দিচ্ছেন।

এর পর ছয়ের পাতায়

স্লোগান দিয়ে কারখানা বন্ধ আর চলবে না

নিজস্ব সংবাদদাতা: সপ্তম বামফ্রন্ট গড়ার লক্ষ্যে নির্বাচনী প্রচারে নেমে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, এ বার তাঁর সরকার 'পাগলের মতো লড়াই, লড়াই, লড়াই চাই' স্লোগান দিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেওয়াটা বরদাস্ত করবে না।

বুদ্ধবাবুর আরও ঘোষণা, "আমি এখানে সমাজতন্ত্র করছি না। রাজ্যে শিল্প গড়তে হবে। শিল্প গড়তে হলে শিল্পপতিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। আমি তো শিল্পপতিদের বলতে পারি না যে, আমরা কমিউনিস্ট, তোমরা এখান থেকে বিদেয় হও।" মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, 'ডু ইট নাউ' স্লোগান থেকে তিনি সরবেন না। আগামী মন্ত্রিসভাতেও দেখা যাবে অনেক নতুন মুখ।

বুধবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেছেন চাঁছাছোলা ভাষায়। গত সেপ্টেম্বরে বাংলা বন্ধের দিন তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাম ক্যাডারদের গা-জোয়ারি একেবারেই মেনে নিতে পারেননি বুদ্ধবাবু। তথ্যপ্রযুক্তিকে বন্‌ধের আওতার বাইরে রাখতে তাঁকে কার্যত লড়াই করতে হয়েছিল পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গেও। মুখ্যমন্ত্রীর এ দিনের দৃঢ় ঘোষণায় ফের স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাজ্যকে শিল্পায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আর কোনও জঙ্গি বাধা তিনি মানবেন না, তা সে তাঁর নিজের পার্টির হলেও।

বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে।

বিভিন্ন সময়ে শ্রমিকদের দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য তিনি যে-কথা বারবার বলে এসেছেন, এ দিন তার পুনরাবৃত্তি করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "শ্রমিকদেরও শিল্পে উৎপাদনশীলতা, উৎপাদনের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট দায়িত্বশীল হতে হবে। এটা শুধু পরিচালন কর্তৃপক্ষের চিন্তা নয়। শিল্প রুগ্‌ণ হলে শ্রমিকেরও ক্ষতি। শিল্পে শ্রমিক ও মালিক দু'পক্ষেরই সমন্বয় দরকার।" কর্মসংস্কৃতি প্রসঙ্গে তিনি জানান, সরকারি প্রশাসনে গতি আনতে তিনি এখনও 'ডু ইট নাউ' স্লোগানটি প্রতিনিয়তই আউড়ে যাবেন। তাঁর কথায়, "আজ বললাম, এখনই করুন। আর কাল সকালেই সব ঠিক হয়ে যাবে, এটা কি কখনও সম্ভব? ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসে।"

শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দফতরে কাজ ভাল হয়নি বলে সাধারণ মানুষের যে-অভিযোগ আছে, এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে তারও পূর্ণ সমর্থন মিলেছে। বরং সরকারের স্বাস্থ্য দফতর সম্পর্কে এক কদম এগিয়ে তিনি বলেছেন, "দায়বদ্ধতা, শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতার গুরুতর ঘাটতি আছে।"

শুধু সরকার পরিচালনা নয়, পার্টি যাতে আগামী সরকারের শিল্পায়নের পথে কোনও প্রতিবন্ধকতা তৈরি না-করে, সেই জন্য দলের নেতৃত্বের লাগামও যে বুদ্ধবাবুর হাতে থাকবে, তার ইঙ্গিত মিলেছে মুখ্যমন্ত্রীর এ দিনের বক্তব্যে। অনিল বিশ্বাসের মৃত্যুর পরে নির্বাচনী প্রচারের কর্মসূচি বিমান বসুর সঙ্গে যৌথ ভাবে কাঁধে তুলে নিয়েছেন তিনি। ভোটের পরেও তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান বুদ্ধবাবু। তিনি বলেন, "শুধু নির্বাচনী লড়াইয়ে নয়, অনিলের অনুপস্থিতিতে পার্টির কাজও নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে হবে।"

তাঁদের বামফ্রন্টের জয়যাত্রা যে এ বারেও অব্যাহত থাকবে, মুখ্যমন্ত্রী সেই বিষয়ে নিশ্চিত। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, "বিরোধীরা একটু এলেবেলে অবস্থায় আছে।" বিরোধীদের এই ছন্নছাড়া হাল কেন, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বুদ্ধবাবু বলেন, "আমাদের সফলতার কারণেই বিরোধীরা ব্যর্থ।" তবে মুখ্যমন্ত্রী যে বিরোধী-শূন্য পশ্চিমবঙ্গ চান না, তা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য, "বিরোধী দল না-থাকলে বা দুর্বল হলে সরকারের কাজের অসুবিধা হয়। গঠনমূলক সমালোচনা দরকার।"

তবে বিরোধীদের হালহকিকত সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী যে অত্যন্ত হতাশ, তা তাঁর তির্যক মন্তব্যেই স্পষ্ট। বিশেষ করে কেন্দ্রে তাঁদের সমর্থন নিয়ে যে-দল সরকার চালাচ্ছে, সেই কংগ্রেস সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, "আমি ওঁদের নেতাদের বলেছি, বেশ তো ঘুমিয়ে ছিলেন, ঘুমিয়েই থাকুন না!"

তা হলে ফ্রন্টের আদপে প্রতিদ্বন্দ্বী কে? মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে পরিষ্কার, এখানে তাঁদের প্রধান প্রতিপক্ষ তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু সেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে তাঁর মূল অভিযোগ, "তৃণমূল-বি জে পি জোটের সব চেয়ে বড় অপরাধ পশ্চিমবঙ্গে আর এস এস-কে নিয়ে আসা।" এ বার নির্বাচনে অনেক জায়গায় কংগ্রেস, তৃণমূল এবং বি জে পি-র 'অঘোষিত' জোটের ব্যাপারে বুদ্ধবাবু বলেন, "কথায় আছে না চাচা আপন প্রাণ বাঁচা! বিভিন্ন জায়গায় বিরোধী বিধায়কেরা আসন রক্ষা করার জন্যই স্থানীয় স্তরে বোঝাপড়া করে নিচ্ছেন। এর মধ্যে কোনও নীতি নেই, মতাদর্শের বালাই নেই।"

মাওবাদীদেরও ধর্তব্যের মধ্যেই আনছেন না মুখ্যমন্ত্রী। তাদের 'পরিত্যক্ত, পরাজিত এবং বিকৃত মতাদর্শের ধারক' বলে চিহ্নিত করেন তিনি। ক্ষমতায় ফিরলে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের অভিযান যে চালু থাকবে, তা-ও ঘোষণা করেন বুদ্ধবাবু।

কোনও কোনও সমীক্ষায় যে বামফ্রন্টের সম্ভাব্য আসন-সংখ্যা ২৩০ থেকে ২৪০-এ পৌঁছে গিয়েছে, সেই ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে বুদ্ধবাবু হাসিতেই বুঝিয়ে দেন, এতটা তাঁরাও ভাবেন না।

13 APR 2006

ANADABAZAR PATRIKA

Season's first 'official' FIR

Statesman News Service

KRISHNAGAR, April 11: For the first time in poll-bound West Bengal, a block development officer has filed an FIR with police. Late last night, Chakdah BDO Mr Sanjib Sarkar filed an FIR against Trinamul Congress district president and the party's candidate from Chakdah Assembly constituency, Mr Naresh Chaki, for obstructing government officials deputed on election duty and for using abusive language.

Mr Sarkar also lodged an FIR against other five persons, including Madanpur-II Trinamul Congress panchayat pradhan Mr Kumud Ranjan Sarkar and a group comprising at least 150 persons in connection with obstructing government officials from performing their poll duty and manhandling a woman deputed for election duty, after illegally detaining her for hours.

On the basis of the complaint, Chakdah police arrested eight persons, including panchayat pradhan Mr Sarkar, early this morning and produced them before the Kalyani additional chief judicial magistrate court.

Chakdah police, however, failed to trace Mr Chaki during their raids. Mr Chaki has not been arrested yet.

Asked about the FIR lodged against him, Mr Chaki, who was campaigning at Soguna around 2.30 p.m. today, said: "Let police arrest me. I will not go to court to surrender nor will I go to the police station."

Mr Chaki has complained against BDO Mr Sarkar and SDO Mr Samit Ghosh to election observer Mr Kamran Rizvi and chief election officer

■ See FIR: page 7

'Off with your head'

KRISHNAGAR, April 11: The Chakdah BDO, Mr Sanjib Sarkar, has lodged an FIR against CPI-M leader Mr Gurudas Dutta for making 'threatening' statements against him.

CPI-M leaders alleged that the names of genuine voters had been deleted from the rolls. The BDO said Mr Dutta had threatened him, saying that "Your head will be separated from the body after the election".■ SNS

12 APR 2006 THE STATESMAN

Left Front heads for clean sweep in West Bengal

The Hindu-CNN-IBN Poll indicates 3/4th majority

Sanjay Kumar, Rajeeva Karandikar, Suprio Basu and Yogendra Yadav

The Left Front is all set to sweep West Bengal - winning a three-fourths majority - for its seventh successive electoral triumph. The first phase of the five-phase Assembly elections is still a week away. By current indications, the Left Front is likely to match or even better its best ever performance in the Assembly elections.

The Left has consistently won a two-thirds majority in the State since its winning streak began in 1977. This time it can look forward to securing a three-fourths majority. The findings of *The Hindu*-CNN-IBN pre-election survey in West Bengal conducted by the Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) indicate that the Left Front could win as many as 233 to 243 seats in the 294-member Legislative Assembly. The Left's best performance in the Assembly elections was in 1987 when it won 251 seats and secured 52.9 per cent of the popular vote.

Both the rivals of the Left are expected to finish way behind, with 24 to 30 seats. This will mean the Congress stays where it was while the Trinamool Congress (TMC) suffers a big loss from the 60 seats it won last time. The Congress seats are concentrated in a few pockets and are less vulnerable to negative swings.

Increase in vote share

The poll indicates that the Left Front's vote share has increased in the State since the 2001 Assembly elections and the 2004 Lok Sabha general election. Even after adjusting for the usual over-reporting in favour of the Left Front, it is estimated that 54 per cent of the respondents will vote for the ruling front, if elections were held in the first week of April (the survey period). If the same trend were to continue up to the time of the elections, the Left Front could surpass its performance in the 1987 Assembly elections when it secured 52.9 per cent of the vote.

THE FORECAST

	ESTIMATED SEATS 2006	SEATS IN 2001	PROJECTED VOTE SHARE 2006	CHANGE FROM 2001
Left Front	233-243	199	54 %	+ 5
TMC+BJP	24-30	60	27 %	- 9
Congress	24-30	26	12 %	+ 4
Others	2-5	9	7 %	0

Note: Figures for 2001 follow current alliances. Figures for vote change in last column in percentage points

The Trinamool Congress and the Bharatiya Janata Party combine appears a distant second with only 27 per cent of the popular vote. This represents a decline of 9 percentage points from the combined votes secured by the two parties contesting separately. The Congress looks like a poor third, although its vote share appears to have picked up from 8 per cent in 2001 to 12 per cent in this poll.

In real terms, it means a fall from the 14 per cent vote the Congress secured in the Lok Sabha election when it contested on its own.

Fluidity of choice

Is this the way it will finally be when the votes are cast? The poll cannot answer this question in a definite manner. But there are no indications to suggest a high degree of fluidity in voters' choice. In this highly politicised and polarised State, 94 per cent of the voters had heard about the coming elections and 78 per cent had made up their minds about who to vote for. If anything, the Left voters are much more firm about their choices and the opposition voters a little more tentative.

The survey was conduced between April 1 and 7, just after the election process began in most parts of the State. A total of 3,535 voters spread across 224 locations in 56 Assembly constituencies were interviewed at their homes. (See methodological box for details.) *The Hindu*-IBN-CNN will conduct a post-poll survey to track any changes in voting and report its findings as soon as the five-phase election is over.

Details of survey on Page 12

THE HINDU

From the old Left to the new Left?

The prospect of yet another stunning electoral performance by the Left Front in West Bengal raises a simple question that is difficult to answer. What makes the Left Front in this State an exception to all the trends and patterns of Indian politics? Why does the incumbency disadvantage not apply in this case? If this is because of the nature of the Left, why does this not apply in Kerala? If this has to do with the nature of West Bengal, can we expect this to go on and on? Explanations of the extraordinary endurance of the Left Front are varied.

The Left itself would argue that it is a tribute to its record of governance specially the success of its pro-poor policies. But then why did the success continue even after the early period, after transformative policies such as Operation Bargha came to an end? The Left's mobilisation of the poor is legendary. But how does the Left continue to do this even with its new economic policies? The sceptics have blamed the weak and divided Opposition in West Bengal for the success of the Left Front. But is it the formidable organisational presence of the Left that makes the Opposition look weak and that drives it desperation? Not much is spoken about the personalilty or the caste-community factor in the politics of West Bengal. Could this have a crucial role to play in the continued success of the Left Front? The findings of *The Hindu*-CNN-IBN Poll enable us to answer some of these questions.

Left Front more popular among women

SUPPORT FOR	LEFT	CONGRESS	BJP+ TMC
Men	53	27	13
Women	55	27	12

...Also more popular among Dalits

SUPPORT FOR	LEFT	CONGRESS	BJP+ TMC
Upper Castes	52	28	13
OBCs	53	29	13
SCs	58	22	11
Muslims	51	35	8

...Support evenly spread among economic classes

SUPPORT FOR	LEFT	CONGRESS	BJP+ TMC
Poor	55	25	10
Lower	55	26	12
Middle	55	27	13
Rich	51	31	15

Rest: No opinion, All figures are in per cent.

Here we see the operation of the famous social bloc that the Left has built for itself over the last three decades. The Left gets a little more support among women than men, despite facing opposition from a political party led by a woman leader. It also appears to have retained its stronger than average support among Dalits in this State, with a high proportion of Scheduled Castes. The Left used to get about 60 per cent votes among Muslims but appears to have dropped a little among them. The Buddhadeb Government has not had an easy relationship with the Muslim voters in the border areas of West Bengal. The class analysis of the Left vote shows no sharp differences. Buddhadeb's 'New Left' appears to be becoming an all class party. Here lies a story.

High degree of satisfaction with Left front Government

	SATISFIED	DISSATISFIED
All	66	24
Traditional Left supporters	88	7
Traditional Left opponents	36	57

Rest: No opinion. All figures are in per cent.

There is no doubt about it. The Left Front Government is more positively rated than most other incumbent Governments. This is particularly impressive given that the incumbency is 29 years old.

Two thirds of the voters say that they are "very satisfied" or "somewhat satisfied" with the record of this Government in the last five years. The traditional non-Left voters are less enthusiastic. But the Left's rating by its opponents would put many incumbent Governments to shame.

Stong sense of neglect of the North Bengal region

THE REGION HAS BEEN NEGLECTED	AGREE	DISAGREE
All	37	20
North Bengal	69	22
Rest	28	29

Rest No opinion. All figures are in percent.

The issue of regional imbalance awaits attention. The six districts of North Bengal are a case in point. The people of North Bengal suffer from an acute sense of neglect and deprivation, to which the people in the rest of the State are seemingly indifferent

Buddhadeb Bhattacharjee leads as the Chief Ministerial choice

	BUDDHADEB BHATTACHARJEE	MAMATA BANERJEE	PRANAB MUKHERJEE
All	48	12	7
Left supporters	73	1	2
Left opponents	10	32	17
Not committed	37	11	5

Rest: No opinion. All figures are in per cent.

The steady growth in the popularity and stature of Buddhadeb Bhattacharjee over the last five years is one of the few instances of successful transfer of political charisma in Indian politics. Seen as a reluctant political animal and an unlikely successor to Jyoti Basu, Buddhadeb Bhattacharjee has surprised both admirers and critics.

Today he is undoubtedly the most popular political leader in West Bengal whose popularity extends beyond his own party. While Mamata Banerjee is accepted only by the small band of diehard opponents of the Left, Buddhadeb is more acceptable to the Congress and BJP leaders. His acceptance among non-committed voters underlines his popularity.

Some unease about corruption

CORRUPTION IN GOVERNMENT	CORRUPT	NOT CORRUPT
All	48	34
Traditional Left supporters	32	51
Traditional Left opponents	71	14
Not committed	53	25

Rest: No opinion. All figures are in per cent.

The issue that raises the strongest anxiety is that of corruption, especially at the lower levels. Two thirds of Left opponents, half of the non-aligned voters and one-third of Left supporters feel that the Government is corrupt.

Bhattacharjee Govt. rated better than Basu's

WHOSE GOVERNMENT WAS BETTER?	BUDDHADEB BHATTACHARJEE	JYOTI BASU
All	34	16
Traditional Left supporters	44	17
Traditional Left opponents	27	12
Non committed	30	20

Rest: No opinion. All figures are in per cent.

Asked directly to compare the Governments led by Basu and Bhattacharjee, the popular verdict is two is to one in favour of the latter. And this cuts across the political divide.

Left Front losses among rural poor

	SURVEY 2006	SWING
Rural poor	55	-5
Rural lower	56	+2
Rural middle	54	+12
Rural rich	48	+17

Overall improvement in urban vote

	SURVEY 2006	SWING
Urban poor	57	+9
Urban lower	51	+9
Urban middle	56	+16
Urban rich	52	+18

Notes: Figures compared from survey 2001 conducted by CSDS. Figures of swing are in percentage points

A break up of the Left vote by rural and urban classes shows the real change in this election. Compared to the last election, the LF has lost a significant 5 percentage points among the rural poor, its very own social bloc. This loss is made up by gains among the rural middle and rural rich who had so far acted as the political opposition to Left rule. Compared to its rural bastion, the Left has remained weaker in urban areas. This is where the Left seems to be making its biggest gains, especially among the urban middle and rich classes. Clearly Buddhadeb's new economic policies, aimed at urban areas, have succeeded in courting these classes. How long can these continue with the traditional social base of the Left remains a question.

Support for EC's role

	APPROVE	DISAPPROVE
Removal of names of bogus voters	70	3
E.C's ban on defacement	65	9
Five-phased election schedule	35	12

Rest: No opinion. All figures are in per cent.

Notwithstanding the strong opposition to the Election Commission's directives on West Bengal the people of the State seem positively inclined towards the EC. It is perhaps a recognition of this public mood that may have prompted the Chief Minister to call a ceasefire on the EC front.

METHODOLOGY

The findings of survey reported here are based on the Pre-Poll survey conducted by the Centre for the Study of Developing Societies (CSDS), Delhi, in West Bengal in the first week of April. The findings are based on a sample of 3535 electors spread across 224 locations in 56 Assembly constituencies. While 50 Assembly constituencies were selected randomly, 6 of them were chosen deliberately to undertake a closer analysis of seats won by the Opposition. The voters randomly selected from the electoral rolls were interviewed face-to-face between April 1 and 7 using a structured interview format.

The sample included 47 per cent women, (females constitute 48 per cent of the State), 72 per cent rural voters, (72 per cent in the State) 77 per cent Hindus, (72 per cent in the State) 22 per cent Muslims (25 per cent in the State) 26 per cent Scheduled Castes (23 per cent in the State) and 5 per cent Scheduled Tribes (5 per cent in the State)

The fieldwork for the survey was coordinated by Suprio Basu of Kalayani University. Sanjay Kumar of the Centre for the Study of Developing Societies (CSDS), Delhi, directed the survey. The team which designed, coordinated and analysed the survey comprised D.L Sheth, V.B. Singh, Yogendra Yadav, Sanjeer Alam, Banasmita Bora, Praveen Rai, Pallavi Shrivastava, Vikas Gautam, K.A.Q.A Hilal, Himanshu Bhattacharya, Kanchan Malhotra, Ninu Nair and Ramajayam of CSDS, and Professor Rajeeva Karandikar of the Indian Statistical Institute (ISI), Delhi.

Graphic: Surjit

At sundown, campaigning goes 'underground'

9.8r
WB HO.19 11/4

The insurgents are a force to reckon with in the historically neglected, tribal dominated southwestern districts of West Bengal

MARCUS DAM

Belpahari

With the setting of the sun, the campaigning for the Assembly elections goes "underground" in the Belpahari area of Paschim [West] Medinipur district – one of the three districts in southwestern West Bengal affected by the Maoist insurgency.

Gun-toting jawans of the Border Security Force [BSF] patrol the dusty pathways that branch off the State highway and thread their way through thick forests to the largely tribal-dominated villages. But their presence does little to ease the insecurity of the campaigners or the locals. Life retreats indoors by sundown; even when the sun is up, apprehension and wariness lurk in the shadows.

The region, which stretches across the districts of Paschim Medinipur, Purulia and Bankura, shares its western border with Jharkhand, Bihar and Orissa and has emerged as a hotbed of insurgency over the past few years – particularly since the merger of the Maoist Communist Centre with the Peoples' War and the formation of the Communist Party of India (Maoist) last year. At the commencement of the Assembly session not too long ago, Governor Gopalkrishna Gandhi warned of such groups "trying to create a compact revolutionary zone to be used as a corridor from Andhra Pradesh to Nepal".

Paramilitary forces patrolling a Maoist-infested area under Binpur constituency in West Medinipur district in West Bengal. PHOTO: PTI

The activities of the militants, or Naxalites as they are better known, are a matter of growing concern to the State Government. More than 50 political leaders and workers, 35 of them belonging to the Communist Party of India (Marxist), and security personnel have been killed in Maoist violence since the last Assembly elections. It is a matter of concern to the Election Commission too, which is paying "special" attention to the security environment in this part of West Bengal.

The 45 Assembly constituencies that fall under these three districts go to the polls on April 17 in the first of the five phase-elections in the State. The stridency of the Maoist call for a boycott of the elections in the three districts has waned over the past week – as evinced by reports of clandestine distribution of pamphlets by leaders of the militant outfits speaking of the need for "restraint" to avoid a bloody fall-out following a massive build-up of Central paramilitary forces in the region for the elections. But the echoes can still be heard.

Nearly 600 companies of Central paramilitary forces are expected to be deployed and advance aerial surveillance conducted to ensure peaceful elections in the Maoist-affected areas. Whether such measures will have the desired effect one will have to wait and see. The big question is whether the presence of the Maoists will deter voters from going to the booths in fear of reprisals once the security forces are withdrawn.

There is also a lingering apathy towards elections among the voters. It stems from decades of developmental neglect, acute poverty and deprivation which make the region one of the most backward in the State – a factor that has ensured the three districts in the region a place in the Centre's "Backward Districts Initiative".

Development schemes

Despite the State Government's recent drive to implement social development programmes – one of its professed ways of combating the Maoist influence in the region – "much of the benefits have yet to reach the targeted groups", according to a team of anthropologists belonging to the Vidyasagar University in Medinipur commissioned by the local authorities to study the efficacy of the inputs provided under the Rashtriya Samovikas Yojna Scheme in Paschim Medinipur district.

"The approach of the implementing agencies is essentially target-fulfillment; what is lacking is an effective system of checks and monitoring once the projects are implemented. Moreover, the weaker sections among the tribals like the Lodhas do not get to enjoy the development inputs earmarked for them; very often these inputs are usurped by the Santhals and Mahatos who are the more dominant and historically assertive groups among them", Abhijit Guha, leader of the team says. Such discrimination within the tribal community, compounded by the fact that the region has been on the wrong end of the uneven development schemes executed across the State, have fuelled social discontent precipitating political unrest.

Insurgent groups have been exploiting the situation, drawing the economically deprived into their fold with the promise of providing them an alternative political platform. Even Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee has cautioned that it would be naïve to assume that the problem is simply a matter of law and order.

The outcome of the elections is unlikely to upset the existing balance of power in this part of the State, where the CPI(M) is dominant. But the threat to its regional hegemony may come not from parties like the Congress and the Trinamool Congress; it could well come from the Maoists with their militant political agenda, observers believe.

The Maoists' attempts to reorganise – both underground and in the open – can only be thwarted by speedy and effective development; and the beneficiaries of the development schemes are those they are intended to benefit. Until that happens, the Maoists will be a force to reckon with.

1 1 APR 2006

THE HINDU

Referendum Buddha

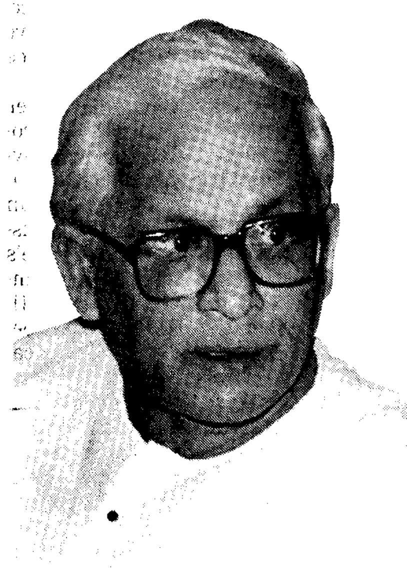

What he would like to showcase

Buddhadeb Bhattacharjee has impressed much of urban Bengal by his simple living (he continues to live in a modest Palm Avenue flat), candour and willingness to own up to his government's, and his party's, mistakes.

With a slew of flyovers, shopping malls, condominiums and multiplexes in the offing, the dream of making Calcutta a real metropolitan city does not look that unrealistic any more.

From the Tatas to the Salim group chief, Bhattacharjee now dines with the best and the biggest in the industry. He has brought some of their money to the state, too. So what if there isn't yet an infrastructure to support the ventures? More industry means more employment for the youth, and what could sell better than that in an election campaign?

In the hills, for the time being, the GNLF has been appeased, and Siliguri has frequent visits by celebrities, thanks to Asok Bhattacharya.

With dissidents like Saifuddin Chowdhury and Samir Putatunda no longer a problem, North and South 24-Parganas are less of a worry.

The fair play trophy must go to him for agreeing to comply with the EC's directives and urging party workers to scrub the walls clean.

Unfamiliar face I

For perhaps the first time, the CPM faces an adversary it doesn't quite know how to handle. The party has accused the Election Commission's observers of grabbing every opportunity to embarrass it by acting on baseless Opposition complaints.

Yet, the CPM realises, taking on the commission directly is fraught with danger – the FIR against Subhas Chakraborty is proof of that. Jyoti Basu has told the cadre to cooperate with the poll authority, and advised party secretary Biman Bose not to rub it the wrong way.

But the sparring continues, with the CPM politburo on Sunday accusing the poll panel of assuming executive powers.

"What made you choose Bengal?" someone asks Anthony Salim. The Indonesian tycoon had just signed the agreement on setting up the first of a series of commercial projects in Bengal. The reply is short and swift: "The chief minister. He's Bengal's best brand ambassador." That was in a hotel suite in distant Jakarta in June last year.

The scene shifts to our very own New Township at Rajarhat. Ratan Tata lays the foundation of a cancer hospital. He is happy that the Tatas have started something new in Bengal at long last. One reason why they were happy to do so, he says, is the chief minister, whose "sincerity" has so impressed him. The Tatas' plan to set up a small car project in the state came a little later, though.

It isn't unusual for businessmen to speak well of serving chief ministers. So, what's special about all these public eulogies of Buddhadeb Bhattacharjee? And, what do these really mean for the coming elections?

Almost everything, one might say. For, these elections are to be a referendum on Bhattacharjee's rule in Bengal over the past five years in a manner that no previous election has been a referendum on the long reign of Jyoti Basu. It isn't as simple as saying that any election anywhere is a referendum on the incumbent in office.

Bhattacharjee has given the game a completely new set of rules. For long, despair dominated the perceptions about Bengal. Suddenly, everyone was talking of a new hope, a new beginning. This hope seemed to have united the common man, the young executives in Salt Lake's high-tech zone and the likes of Sanjeev Goenka. For more than two decades, the Opposition's electoral refrain was "*Ei hatasha bhangtey chai, natun bangla gartey chai* (We want to break free from this despair, we want to build a new Bengal)."

That hope of a new Bengal is now Bhattacharjee's signature tune. He has hijacked it from the Opposition and re-fashioned it in his own way. There is no such thing as an election wave sweeping Bengal or a so-called election issue. The only thing that is on offer is this politics of hope. It hasn't come floating on the wings of fancy. The last five years – the investments and the changed perceptions – have created this climate of hope of which the chief minister is the most visible – and the most saleable – face.

It certainly is not all his doing. The changing policies of the CPM have smoothened his passage; some policy prescriptions came from Jyoti Basu's time at the helm of the state. Like Bengal's new industrial policy of 1994. Much of today's changed environs are the result of the economic liberalisation that New Delhi ushered in in 1991. But Bhattacharjee turned out to be the right man at the right time, when things had to change.

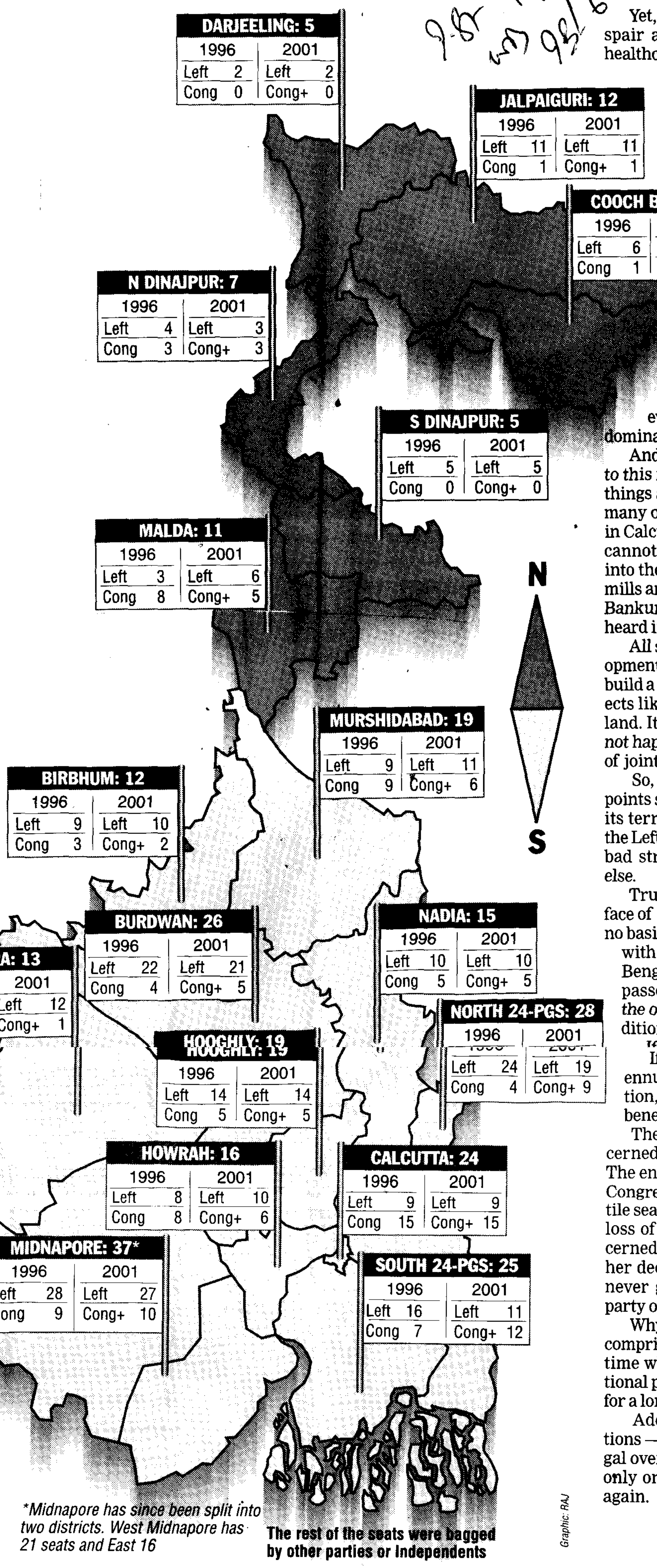

*Midnapore has since been split into two districts. West Midnapore has 21 seats and East 16

The rest of the seats were bagged by other parties or independents

Graphic: RAJ

Yet, there is still so much in Bengal to despair about. A pathetically malfunctional healthcare system, declining standards in education, bad roads and a bad record in rural electrification (in terms of availability in households, as distinct from the villages), continuing stagnation in manufacturing industry, even a new stagnation in agriculture and above all, an ever-expanding army of the unemployed.

So, why the hope? It comes from a general perception that things are at last changing. The change may not yet be touching the lives of all sections of the people in equal measure. But the perception that nothing happens in Bengal was so pervasive for so long that even a glimmer of hope seems to be the dominant note now.

And, how does Mamata Banerjee respond to this new note? Even she cannot deny that things are changing. The flyovers, malls and many other new faces of the change, at least in Calcutta, are there for everyone to see. She cannot deny that investments are coming into the state, both in IT and in the new steel mills and sponge iron plants in Burdwan and Bankura. Big names in business are seen and heard in Bengal as never before.

All she can do is call all this phoney development. She has done that. She has sought to build a campaign, complaining that new projects like Salim's would rob farmers of their land. It hasn't clicked, not because this may not happen, but because this campaign is out of joint with the new climate of hope.

So, she has gone back to her old campaign points such as the CPM's rigging of the polls, its terror in the villages and the failures of the Left's long rule. Flogging a dead horse is a bad strategy for elections as for anything else.

True, Mamata still is Bengal's best-known face of protests. It isn't that her protests have no basis at all. But she seems to be out of step with the changing political reality. Even in Bengal, the politics of protest has become passe. The Left still goes through some of the old rituals, but it has lived up to its tradition of changing with the times.

If the culture of protests prompts more ennui and scepticism than real political action, the Marxists as rulers have reaped the benefit of this protest fatigue.

The result, as far as the Opposition is concerned, is despair and disarray in its ranks. The endless squabble between the Trinamul Congress and the Congress and their long, futile search for the "*mahajot*" symbolise their loss of direction. As far as Mamata is concerned, this sense of drift is also reflected in her decision to stick to the BJP, which has never got over its image in Bengal as the party of "*banias*".

Why she did so in a state where Muslims comprise one-fourth of the electorate and at a time when the BJP is on a downslide in national politics may intrigue political analysts for a long time.

Add all this to the trends in all the elections — Lok Sabha, municipal, etc — in Bengal over the past five years and you arrive at only one inference. It's advantage Left, yet again.

ASHIS CHAKRABARTI

What she would like to hold aloft

In every bush, Mamata Banerjee would love to spot a Salim group's Benny Santoso, and accuse Buddhadeb Bhattacharjee and the Left of trying to sell out Bengal.

The state of healthcare in the state (remember Bhattacharjee urging people to go to nursing homes rather than to government hospitals?) could land the CM and the health minister, Surjya Kanta Mishra, in trouble. If Mamata wants to add a punchline, she could always ask why Anil Biswas was taken to a private nursing home and not to the state-run SSKM?

Subhas Chakraborty has scored a few self-goals for the Left and given Mamata some home advantage. How good a man-manager is the chief minister when he cannot put his own house in order?

If Keshpur was Mamata's trump card in the last elections because of political violence, Bandwan-Barikul could play the same role in the coming polls because of Maoist unrest. However, no Trinamul workers are being targeted. So it remains to be seen how effectively Mamata will be able to criticise the Left's failure to tackle the Maoist menace.

Evictions and lack of proper rehabilitation could be a solid plank for Mamata, as well as some Left leaders' nexus with land sharks.

Finally, why is the Left so resentful of a larger number of election observers and forces?

Unfamiliar face II

A Bengal election without graffiti – it's just one more sign of the Election Commission's control over these polls.

The commission had asked the Left Front government to enforce across the state a 1976 law banning defacing of walls.

For three decades, the wall owner's "permission" – obtained under duress or not — had been enough to keep the graffiti-writer's paintbrush busy, but the government bowed to the commission's request. The CPM sought a clarification on banners and posters and learnt that they, too, were banned.

The government took it upon itself to whitewash walls already defaced with graffiti.

THE NUMBERS GAME: HOW THE RIVALS HAVE FARED

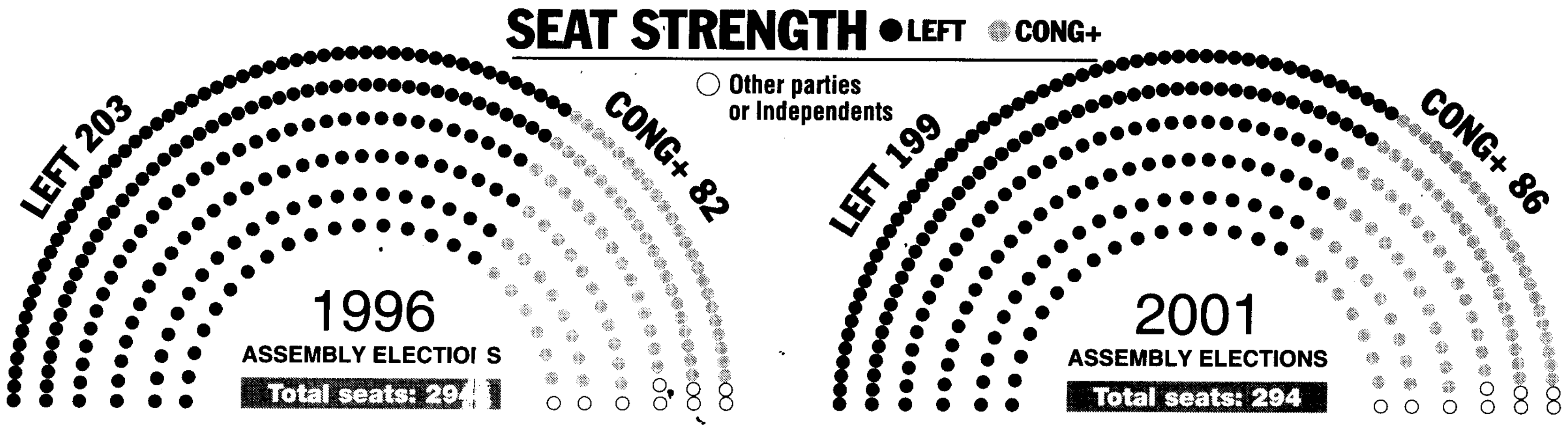

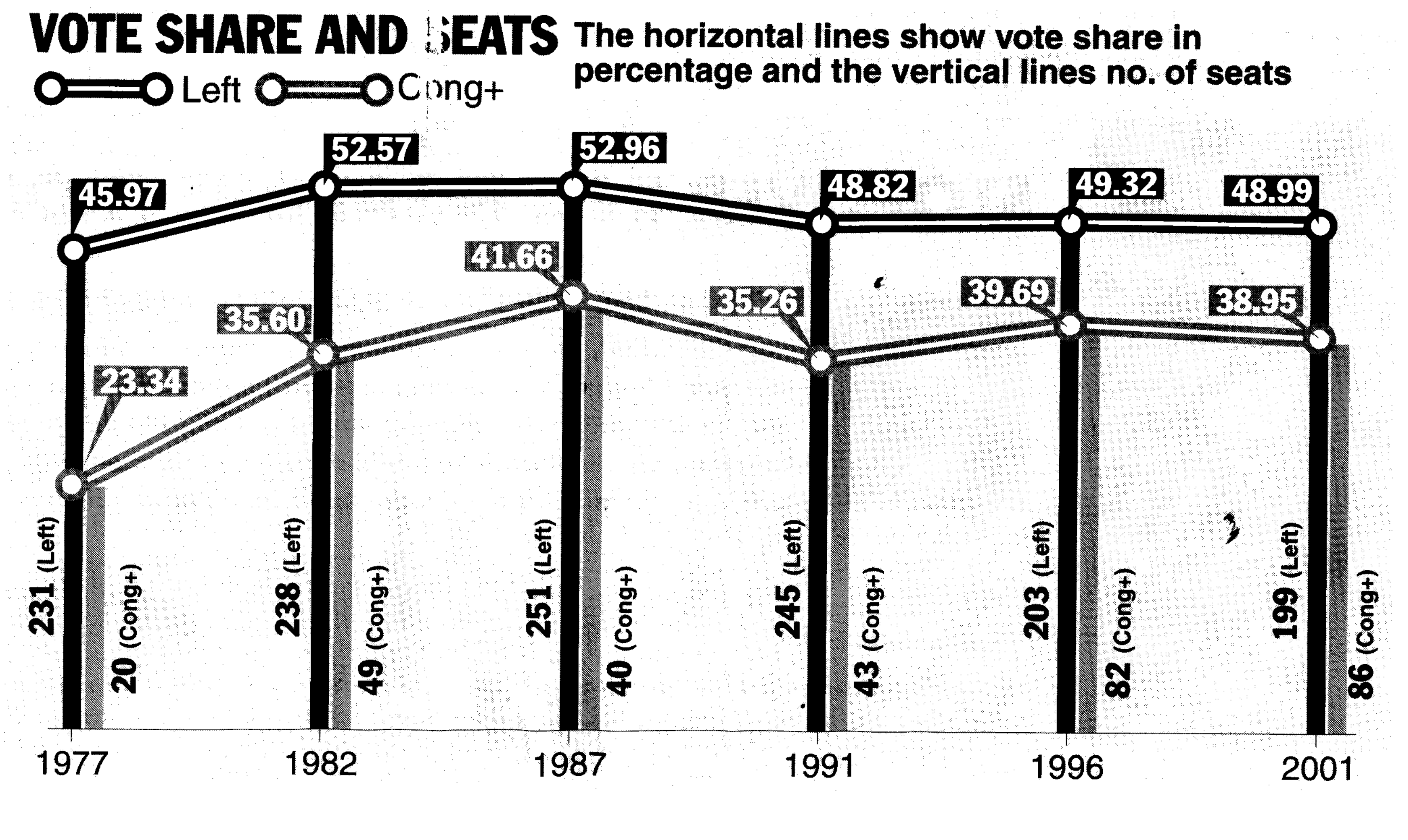

MONDAY, APRIL 10, 2006

Going for the seventh

The longer the streak, the sooner it will end. But election after election, the Left Front in West Bengal has defied this rule. As Bengalis prepare for the contest for the 14th Legislative Assembly, the Left parties led by the Communist Party of India (Marxist) seem more than likely to follow up their six consecutive wins, beginning 1977, with a record seventh in 2006. The Left Front administration is already the longest serving State Government in India, having repulsed sympathy waves and high-decibel campaigns. Now, with the Opposition in complete disarray, the Left Front is the favourite by a long way. Over the years, the Congress, the Trinamool Congress, and the Bharatiya Janata Party have tried, together and separately, to dislodge the Left Front, and failed. Indeed the Trinamool Congress leader, Mamata Bannerjee, allied alternately with the BJP and the Congress in the hope of breaching the citadel. But in electoral arithmetic, two plus two is not always four, and the Left shook off the challenges with relative ease. This time, the Trinamool proposed a 'grand alliance' that would include arch national enemies, the Congress and the BJP. Not surprisingly, the Congress refused to do business with the Trinamool until it snapped ties with the BJP; and the grand alliance was a non-starter. Differences between the Trinamool and the BJP over issues such as reservation for Muslims have further ensured that consolidation of non-Left votes remains in the realms of fantasy. Moreover, not all non-Left votes are anti-Left votes. Both the Trinamool and the Congress have lost supporters in the forging of opportunistic election-eve alliances in the State.

The string of successes enjoyed by the Left Front — the permanent government of West Bengal — seems to have caused nothing short of consternation in the Election Commission (EC). By holding the poll in five stages from April 17 to May 8, the EC betrayed its apprehensions of violence during polling. During the campaign period, the EC also extended a State law, the West Bengal Prevention of Defacement of Property Act, 1976, beyond its Kolkata jurisdiction. This has given rise to an eccentric situation: the EC-imposed restrictions are applicable throughout West Bengal, but not throughout Tamil Nadu, the other big State going to the polls in mid-2006. Such inconsistencies lower the prestige of the EC; they also inhibit participatory democracy and raise questions about arbitrariness and partisanship. Those in the opposition who saw a window of opportunity when five-time Chief Minister Jyoti Basu stepped down in November 2000 were hugely disappointed when the CPI(M) under Buddhadeb Bhattacharjee swept the 2001 Assembly election. The political message was that the CPI(M) owes its popularity to its achievements and organisational resources on the ground, not to the charisma of individual leaders. Little wonder then, incumbency is a non-issue in West Bengal.

THE HINDU

What's left of opposition

If Bengal looks set to repeat its past poll results, blame Mamata and Congress, not the Left

ALMOST like the current one-day cricket series, the question surrounding the West Bengal Assembly elections is not so much whether the Left Front will win, as by how much. The CPI(M)-led front has been in power since 1977 and, in defiance of any anti-incumbency threat, looks set for its eighth consecutive win. The paradox is that even the Kolkata *bhadralok*, long passed over by the Left in favour of the more lucrative rural vote bank, is veering around to the belief that the coalition in power should be returned. This is partly in recognition of the Left Front's efforts to push West Bengal along the path of economic reform, which the chief minister and his core team have been doing. But this is equally in damning indictment of the utter and abject failure of any alternative leadership. Especially the failure of Mamata Banerjee.

When she first burst on the scene 22 years ago, unseating Somnath Banerjee from his safe constituency in Jadavpur, Mamata summed up the average Kolkatan's disenchantment with the Left. Many avatars later, she is seen as the problem, not the solution; her USP as a lightning conductor for anti-Left forces has been eroded by too many displays of whimsy, too much tilting at imaginary windmills. Indeed, it's a moot point whether the 'mahajot' planned for this election — a tie-up of anti-Left forces barring the BJP — would have made a difference. Certainly not on the basis of the last Assembly elections, in 2001; neither in terms of vote-share nor seats won.

The Congress, meanwhile, has been reduced to a cipher in the state, its strength restricted to Malda and Murshidabad. Its most charismatic leader, ABA Ghani Khan Chowdhury, is in hospital and unlikely to contest another election. The other politician with any pulling power, Berhampore MP and Murshidabad strongman Adhir Chowdhury, is too much of a loose cannon and far too controversial. That, ultimately, is the problem facing the Trinamool and the Congress: The lack of a Generation Next to offer any hope. The Left has its stars — Mohammed Salim, industries minister Nirupam Sen — who, though lacking in the broad appeal of a Jyoti Basu or even a Buddhadev, have years of expertise to fall back on. It does not look like anyone depriving them of the chance to use that experience.

10 APR 2006 INDIAN EXPRESS

চাঁছাছোলা ভাষায় চিঠি সিপিএমের

কেশপুরে ব্যর্থ তল্লাশির জেরে বিব্রত কমিশন

অনিন্দ্য জানা ● মেদিনীপুর

সুভাষ-কাণ্ডে যতটা বেকায়দায় পড়েছিল, কেশপুর-কাণ্ডে ততটাই সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছল সিপিএম!

বস্তুত, নির্বাচন কমিশনকে কটূক্তি করে মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী দলকে যতটা অপ্রস্তুতে ফেলেছিলেন, কেশপুরের পার্টি অফিসে কমিশনের পর্যবেক্ষকের নির্দেশে 'ব্যর্থ তল্লাশি' সিপিএমকে তার চেয়েও বেশি রাজনৈতিক সুবিধা করে দিয়েছে। পাশাপাশি, খানিকটা অপ্রস্তুতে ফেলেছে কমিশনকে।

সুভাষবাবুর মন্তব্যের পরে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলতে বাধ্য হন, "সুভাষ ভুল করেছেন।" আর কেশপুর-কাণ্ডে 'সিজার-লিস্ট'-এ 'নিল রিকভারি' লিখে দিয়ে পুলিশ ফিরে আসার পরে দলের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নীলোৎপল বসু মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বি বি টন্ডনকে কড়া চিঠি লিখে বলেছেন, "আমাদের আগের অভিযোগের ক্ষেত্রে যেমন বলেছিলেন, জানি না, এ ক্ষেত্রেও পর্যবেক্ষকের আচরণকে আপনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয় বলে বলে রায় দেবেন কি না, কিন্তু গোটা ঘটনাটাই সম্পূর্ণ বেআইনি। কোনও আইন, বিধি বা কমিশনের নির্দেশবলে একে সমর্থন করা যায় না। সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষক (মনমোহন সিংহ)-এর কি এমন কোনও প্রশাসনিক ক্ষমতা রয়েছে? আসলে পুরোটাই ঘটানো হয়েছে আমাদের দলকে বেকায়দায় ফেলার জন্য এবং আমাদের কর্মীদের সন্ত্রস্ত করার জন্য।" আরও একধাপ এগিয়ে নীলোৎপলবাবু দাবি করেছেন অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। তার সঙ্গেই জুড়ে দিয়েছেন অতীতেও তাঁরা যে তিন পর্যবেক্ষকের (দীপক প্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ ডস এবং লিঙ্গরাজ পাণিগ্রাহী) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন, তাঁদের বিষয়েও কোনও ব্যাখ্যা কমিশন দেয়নি— এই প্রসঙ্গও।

মেদিনীপুরে উপনির্বাচন কমিশনার বালকৃষ্ণন। — সৌমেশ্বর মণ্ডল

কেশপুরের ঘটনার প্রেক্ষিতে মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষকের কাছে বৃহস্পতিবার রিপোর্ট তলব করেছেন উপনির্বাচন কমিশনার আর বালকৃষ্ণন। জেলাশাসক, জেলার পুলিশ সুপার এবং সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষকের কাছে ওই ঘটনার আলাদা আলাদা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নিয়ে বালকৃষ্ণন জানিয়েছেন, তিনটি রিপোর্টই নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হবে। তার পর বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন।

নিঃসন্দেহে কেশপুরের 'শহিদ জামশেদ ভবন'-এ মঙ্গলবার রাতের বিশদ তল্লাশিতে কোনও অস্ত্র না-পাওয়ায় জেলা প্রশাসন খানিকটা ব্যাকফুটে। জেলা পুলিশের এক পদস্থ অফিসারের কথায়, "যে ভাবে রিপোর্ট তলব করা হল, তাতে একটা কথা স্পষ্ট যে, ভবিষ্যতে ভাল করে খোঁজখবর না-নিয়ে দুমদাম রেইড করতে না-যাওয়াই ভাল!" আর জেলা সিপিএমের এক নেতার কথায়, "এর ফলে আমাদের যে কী রাজনৈতিক সুবিধা হল, ভাবা যায় না! আমাদের তো ক্লিন-চিট দিয়ে দিল কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশ!" বস্তুত, পড়ে-পাওয়া এই রাজনৈতিক সুবিধা হাতছাড়া করতে সিপিএম এতটাই নারাজ যে, দলের একটা অংশ বললেও হাতের সামনে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেশপুরের জমিতে পেয়েও তাঁকে কালো পতাকা দেখানোর ধারপাশ দিয়েও হাঁটল না সিপিএম। পাছে হিতে বিপরীত হয়! মমতা নিজেও সম্ভবত বুঝেছেন যে, ব্যাপারটা 'কাঁচা কাজ' হয়ে গিয়েছে। তাই ১৫ মিনিটের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় তিনি সিপিএমের পার্টি অফিসে পুলিশি তল্লাশির বিষয়টির ধারপাশও মাড়াননি।

মমতা বিলক্ষণ জানবেন এ-ও যে, কেশপুর-কাণ্ডে তৃণমূল নেতাদের ভূমিকাও তাঁর দলকে প্রশাসনের কাছে যথেষ্ট হাস্যকর করেছে। বস্তুত, মঙ্গলবার রাতের ব্যর্থ অভিযানের জন্য এখন তৃণমূলের কিছু ভুঁইফোড় নেতাকেই দায়ী করছে জেলা প্রশাসন। সে দিনই দুপুরে পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে সর্বদলীয় বৈঠকে তৃণমূলের নেতারা কেশপুরের জোনাল অফিস, নেড়াদেউল লোকাল কমিটি অফিস এবং দুই সিপিএম সমর্থকের বাড়িতে অস্ত্র মজুত থাকার 'খবর' দিয়েছিলেন পর্যবেক্ষককে। তাঁদের 'সোর্স'-এর ভিত্তিতে। সেই অভিযোগ অনুযায়ীই রাত ১২টা নাগাদ দু'টি পার্টি অফিস এবং দুই সমর্থকের বাড়িতে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। এতটাই গোপন রাখা হয়েছিল সেই অভিযান যে, কেশপুর থানার অফিসার ইন-চার্জও জানতেন না, অভিযান হতে চলেছে। জেলা পুলিশের বাকি যাঁরা জেলাসদর থেকে অভিযানে গিয়েছিলেন, জানতেন না তাঁরাও। 'শহিদ জামশেদ ভবন'-এ তল্লাশি করতে হবে দেখে স্থানীয় পুলিশবাহিনী যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়ে। ঘাবড়ে গিয়ে এক পদস্থ অফিসার সেখান থেকেই ফোন করেন রাজ্য পুলিশের এক পদস্থ অফিসারকে। তিনি খানিক চিন্তা করে রায় দেন, পর্যবেক্ষক যখন নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তল্লাশি করাই ভাল। না-হলে জেলার পুলিশ সুপারকে কমিশনের শো-কজের সামনে পড়তে হতে পারে। তার পরেই পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলে। পঞ্জাব পুলিশের কমান্ডোরা দোতলা বাড়ির আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়েন। ঘণ্টাখানেক তল্লাশি চালিয়েও কিছু পাওয়া যায়নি। জেলা পুলিশের এক অফিসারের কথায়, "তৃণমূলের চার নেতা, এমনি সময় যাঁরা ভয়ে ওই বাড়ির আশপাশও মাড়ান না, তখনও দাবি করছিলেন, ওখানে অস্ত্র আছে। ভবিষ্যতে ভাল করে খোঁজ না-নিয়ে স্রেফ তৃণমূলের কথার ভিত্তিতে আর তল্লাশি করতে যাওয়া হবে কি না, তা নিয়েও

এর পর ছয়ের পাতায়

● পর্যবেক্ষকদের 'মাথায়' উপদেষ্টা... পৃঃ ৪

9 APR 2006 ANADABAZAR PATRIKA

দায় পুলিশের ঘাড়েই

তল্লাশি নিয়ে পর্যবেক্ষকেরই পাশে কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি ও কলকাতা: সংঘাত বেড়েই চলেছে। সুভাষ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে এফ আই আরের জের এখনও কাটেনি। এ বার কেশপুরের ঘটনাকে বৈধতার ছাড়পত্র দিয়ে নির্বাচন কমিশন বুঝিয়ে দিল, ভোটের ১০ দিন আগে তারা সিপিএমের কাছে মাথা নত করতে রাজি নয়। অন্য দিকে, পাল্টা চাপ বজায় রাখতে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলল সিপিএম।

কেশপুরে সিপিএমের জোনাল অফিস জামশেদ ভবনে তল্লাশির বিষয়টি খতিয়ে দেখে শুক্রবার নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি পর্যবেক্ষক মনমোহন সিংহের পাশেই দাঁড়িয়েছে। কমিশন এক বিবৃতিতে বলেছে, 'পর্যবেক্ষক ঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে ঠিক কাজই করেছিলেন।' নিজেদের হাত ঝেড়ে ফেলে নির্বাচন কমিশন ওই অভিযানের দায় চাপিয়ে দিয়েছে রাজ্য পুলিশের উপরে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে জেলার পুলিশ সুপার অজয় নন্দের উপরে।

কমিশনের দাবি, পুলিশ সুপারের কথামতো কেন্দ্রীয় বাহিনী নয়, রাজ্য পুলিশই তল্লাশি চালিয়েছে। সব মিলিয়ে জামশেদ ভবনে তল্লাশি নিয়ে আপত্তি তুলে সিপিএমের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নীলোৎপল বসুর লেখা চিঠিটিকে কমিশন যে কার্যত বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছে, তা তাদের মন্তব্যেই পরিষ্কার। কমিশন মনে করছে, প্রার্থীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সুপারকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলে পর্যবেক্ষক ঠিক কাজই করেছিলেন।

কমিশনের তরফে বলা হয়েছে, সে-দিনের ঘটনা সম্পর্কে তথ্য বিকৃত করা হচ্ছে এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে দেখে তারা (কমিশন) 'ব্যথিত'। পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে সিপিএমের অভিযোগের পরে এই বিষয়ে রিপোর্ট দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দুই উপ-নির্বাচন কমিশনারকে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতেই শুক্রবার রাতে কমিশন নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানায়।

কমিশনের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু রাতে কিছু বলতে চাননি। পুরো বিষয়টি বিশদ ভাবে খতিয়ে দেখে শনিবার দলের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাটের সঙ্গে আলোচনার পরেই রাজ্য নেতৃত্ব তাঁদের মতামত জানাবেন। তবে কমিশনের নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে যে সিপিএমের সন্দেহ আছে, বিকেলে বিমানবাবু নানা ভাবে তা বুঝিয়ে দেন। পর্যবেক্ষকদের কাছে তৃণমূল ও ঝাড়খণ্ডী নেতাদের অভিযোগের ভিত্তিতে কেশপুর ও লালগড়ে তাঁদের পার্টি অফিস এবং দলীয় নেতাদের বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর 'ব্যর্থ' অভিযানের কথা তুলে বিমানবাবু বলেন, "আমরা চাই সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। ভোটে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে কমিশনের যা যা করণীয়, তা করতে হবে। বাম-বিরোধীদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরলে নিরপেক্ষতার প্রশ্নে আঁচড় লাগে কি না, সেটাও ভেবে দেখা উচিত।"

সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে এ ব্যাপারে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক প্রচার-অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রতিটি বিষয় মানুষের সামনে তুলে ধরে জনগণের আদালতে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। সিপিএম নেতৃত্বের ধারণা, এর ফল তাঁরা পাবেন ভোটযন্ত্রে। বিমানবাবু বলেন, "আমরা জেলা নেতৃত্বকে বলেছি, কোনও কাজ নিয়ে আপত্তি থাকলে সঙ্গে সঙ্গে তা জানান। কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না। আমরা আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের পার্টি অফিস থেকে যা করার করব।"

কমিশনের বক্তব্য, এক জন পর্যবেক্ষকের নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনী জামশেদ ভবনে তল্লাশি চালিয়েছিল বলে সিপিএম যে-অভিযোগ করেছে, তা ঠিক নয়। তারা জানিয়েছে, ৩১ মার্চ পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুর কেন্দ্রে পর্যবেক্ষক মনমোহন সিংহের কাছে ওই আসনের তৃণমূল প্রার্থী আশিস প্রামাণিক অভিযোগ করেছিলেন, বিভিন্ন জায়গায় সিপিএম প্রচুর অস্ত্র জড়ো করে রেখেছে। তার পরে, ৪ এপ্রিল জেলার সর্বদলীয় বৈঠকেও তিনি এই অভিযোগ করেন। ওই বৈঠকে অন্য পর্যবেক্ষকেরাও ছিলেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষক জেলার পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেন, উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি জেলাশাসককে বলেন, বিষয়টি যাতে যথাযথ প্রচার পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশনের তরফে বলা হয়েছে, তৃণমূল প্রার্থীর অভিযোগের ভিত্তিতে কোথায় তল্লাশি হবে, তা পর্যবেক্ষকদের জানা ছিল না।

সে-দিন বিকেলেই আশিসবাবু ফের পর্যবেক্ষকের সঙ্গে আলাদা ভাবে দেখা করেন। যেখানে অস্ত্র আছে, সেই জায়গাগুলিতে তল্লাশির জন্য পুলিশের কিছু দলও তৈরি হয়। কিন্তু অনেক জায়গায় হানা দেওয়া দরকার। সেই জন্য আরও বাহিনী প্রয়োজন বলে আশিসবাবু দাবি করেন। পুলিশ সুপার বিভিন্ন জায়গায় হানা

এর পর নয়ের পাতায়

পর্যবেক্ষকেরই পাশে কমিশন

প্রথম পাতার পর

দেওয়ার জন্য চারটি দল তৈরি করেন। কিন্তু পুলিশ সুপারের কাছেও আশিসবাবু জানাননি, তিনি কোন নির্দিষ্ট জায়গায় হানা দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন। পরিবর্তে তিনি শুধু বলেন, পুলিশ পৌঁছলে এক জন শনাক্তকারী জায়গাগুলি দেখিয়ে দেবেন। গড়বেতার তৃণমূল প্রার্থী মহম্মদ রফিকও জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ করেন, বিভিন্ন জায়গায় অস্ত্র জড়ো করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের আওতায় আসা পুলিশ ও সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার অপরাধে ইতিমধ্যেই পরিবহণমন্ত্রী সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে এফ আই আর করা হয়েছে। 'সুভাষবাবু ভুল করেছেন'— মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে দলীয় নেতৃত্ব এ কথা বলে বিষয়টি আপাপত ধামাচাপা দিতে চাইলেও সিপিআইয়ের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কিন্তু সুভাষবাবুর পাশেই দাঁড়িয়েছে। সুভাষবাবু কোনও অন্যায় করেননি বলে মনে করছেন সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন। পশ্চিম মেদিনীপুরে বাইরের বাহিনী সেখানে গিয়ে কেন ফ্ল্যাগ মার্চ করছে, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। বর্ধন বলেন, "এর ফলে মানুষ সন্ত্রস্ত হবেন।" তাঁর প্রশ্ন, "ভগবানের বিরুদ্ধে যদি মুখ খোলা যায়, তা হলে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে খোলা যাবে না কেন?"

নির্বাচন কমিশনের নানা কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সিপিএম-ও। বিমানবাবু বলেন, ভোটার তালিকা সংশোধনের পরে দেখা যাচ্ছে, বাঁকুড়া জেলায় বহু মানুষের নাম বাদ গিয়েছে। আমরা এই ব্যাপারে অবিলম্বে কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করছি। পর্যবেক্ষকদের একাংশের কাজ কি বিরোধীদের সাহায্য করছে? বিমানবাবু বলেন, "ভোটের কাজে যারা যুক্ত, তারা পূর্ব মেদিনীপুরের এক লক্ষ ১২ হাজার ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তারাই ভোটার তালিকায় নাম থাকার প্রসঙ্গে আমাদের দলের সাংসদ প্রশান্ত প্রধানকে শো-কজ করেছিল। এর থেকেই যা বোঝার বুঝে নিন।"

07 APR 2006

ANADABAZAR PATRIKA

EC case against Subhas

Statesman News Service

KOLKATA, April 5. — The chief electoral officer today filed a complaint with the police against state transport minister Mr Subhas Chakraborty for allegedly making "threatening" statements about government officials on poll duty. The complaint, the first of its kind against a state Cabinet minister, was lodged under three sections of the IPC. Unless convicted, Mr Chakraborty cannot be debarred from contesting the elections, the CEO, Mr Debashis Sen, said. A compliance report will be sent to the commission.

Mr Chakraborty, the CPI-M candidate from Belgachia (east), has been charged with obstructing public servants from discharging public function, threatening to injure public servants and intimidation, the CEO said. The complaint has been filed at the Lake Town PS. A video cassette, containing the speech, has been handed over to the police, Mr Sen said. The commission has sought a report from the North 24-Parganas DM about charges against Mr Chakraborty.

In the complaint, the CEO accused the minister of threatening EC officials. Also, he had allegedly violated the model code of conduct by using a government vehicle during campaigning a few days back. Mr Chakraborty spent most of the day campaigning. He said the EC's action would not affect his image. "My party leadership will decide the next course of action". Chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee told a TV channel this evening that Mr Chakraborty should not have made that comment.

Biman's allegation

KOLKATA, April 5. — The CPI-M state secretary, Mr Biman Bose, charged a Central election observer with initiating police raids on party offices in the Kespur area with Trinamul supporters. — SNS

Another report on page 8

06 APR 2006

THE STATESMAN

EC orders tab on criminals

Statesman News Service

NEW DELHI, April 4. — The Election Commission today discussed the issue of sealing of West Bengal's inter-state and international borders during the coming Assembly polls to avoid intrusion of anti-social elements.

The EC convened a high-level meeting of the chief election officer of West Bengal along with the chief secretaries and directors-general of police (DGPs) of West Bengal and its neighbouring states, Bihar and Jharkhand.

It has also issued instructions to the home ministry to ask paramilitary forces to step up vigilance and keep a check on criminals along the international border during the poll process in West Bengal.

The meeting started at 3 p.m. and continued for an hour. The main agenda was to discuss assistance from Bihar and Jharkhand to seal the state's borders prior to all the five phases of assembly elections so as to keep a check on the movement of anti-social elements from intruding into West Bengal.

The Election Commission asked the state chief secretary and DGP to keep a check on naxal-affected areas particularly in view of the recent upsurge of violence in certain states. These areas include West Midnapore, Bankura and Purulia, which are to go to polls on 17 April.

The EC also took up the issue of execution of non-bailable warrants (NBW) pending against criminals and asked the state government to take all precautionary measures against anti-social elements.

It instructed the West Bengal government to expedite the process of removing all hoardings that boast of the state government's performance.

A National Democratic Alliance (NDA) delegation comprising BJP and Trinamul Congress leaders today apprised the Election Commission of their "apprehensions" over free and fair conduct of Assembly poll in West Bengal in view of what they alleged was the ruling Left Front's "plan to rig booths" during the ensuing elections.

The delegation, comprising BJP general secretary and in-charge of West Bengal Mr Arun Jaitley and Trinamul's Mr Mukul Roy and Mr Dinesh Trivedi, demanded that the state police be kept out of all poll duties inside booths. The EC told NDA leaders that it was aware of the problems.

CD on PM speech: The Assam CEO said the CD containing the Prime Minister's election speech would be sent to the Election Commission.

Cong praises poll decorum, page 3

Subhas kicks up a row

NEW DELHI, April 4. — The Election Commission today ordered immediate filing of a complaint with police against state transport minister Mr Subhas Chakraborty for allegedly making certain "threatening" statements at a public meeting against government officials on poll duty. The Commission has asked the CEO to file the complaint. The EC also issued a notice to the CPI-M to submit an explanation regarding the statements made by Mr Chakraborty, EC sources said. It also sent a letter to the state chief secretary asking him to urgently look into the matter and take appropriate action and file a compliance report by tomorrow. — PTI

05 APR 2006

THE STATESMAN

Govt buy or sell offer to Purnendu

OUR BUREAU

March 31: The Bengal government today pushed the dispute with Purnendu Chatterjee over Haldia Petrochemicals towards resolution by making a take-it-or-leave-it offer.

In a proposal placed before the Company Law Board (CLB) that is adjudicating the dispute, the government offered to sell its entire holding in the company to Chatterjee at a price that will be higher than the Rs 28.80 per share it had sought earlier and which its partner refused to pay.

There is a second part to the offer. According to it, the government is prepared to buy Chatterjee out at the price at which it is prepared to sell itself.

The CLB has asked Chatterjee to convey his response by April 12. The West Bengal Industrial Development Corporation, which holds the shares on behalf of the government, said in the offer that it would submit the price — "not being lower than Rs 28.80 per equity share" — at which it is ready to sell its holding in a sealed envelope to the CLB.

The government "is equally willing at that same price to buy all the shares held by the Chatterjee Group", the proposal said.

Chatterjee said: "I have not seen the offer as yet so I have no comments to offer at this stage.

"My lawyers told me that there is an offer and they will be sending me the papers. I will not be going to my office today so I will see the papers when I reach."

Sources, however, said Chatterjee does not see himself as a seller in Haldia.

Gopal Krishna, who heads the corporation, said: "There is a compatibility issue. We have been fighting for a year. This cannot go on. One (partner) has to go. This is a unique and fair offer."

If Chatterjee does accept the proposal, he will have seven days to decide from the time the government makes its price offer. If he does not make up his mind by then, the government will buy him out.

On the contrary, if he decides to buy the government's stake, he has to pay up within two weeks. In the case of failure to meet the deadline, the government will buy him out.

In a situation where he does not even consider the proposal, the CLB will give a judgment.

The Chatterjee camp is sceptical of the government's ability to stump up the cash if he decides to sell out. But Gopal Krishna said: "We are confident of meeting the financial obligations. We have worked that out before making the offer."

He added that there were several ways the government could raise the money. One of the options is for the corporation to issue bonds.

At least two companies are prepared to buy Haldia Petrochemicals if Chatterjee pulls out — one a public sector giant and the other a private behemoth.

At the instance of the Bengal government, the Haldia Petrochem board had offered a 7.5 per cent stake to Indian Oil Corporation, a move that prompted Chatterjee to approach the CLB.

The dispute is so bitter that the two sides do not even agree on each other's shareholding.

Government sources, however, said if they were to buy Chatterjee out, the approximate price would be Rs 2,200 crore.

TAKE IT OR LEAVE IT

The Offer	What now?
• Govt ready to sell all its shares to Chatterjee at over Rs 28.80 apiece	• Chatterjee has to respond on April 12
• If he doesn't want to buy, govt will buy him out	• If he agrees to discuss proposal, govt will set price at which it will sell
	• In a week he has to decide if he will buy or sell
	• If he doesn't agree to either, CLB will decide

9 h MB

1/4

0 APR 2006 THE TELEGRAPH

রাজ্যের পক্ষে লজ্জাকর

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন আসন্ন, অথচ রাজ্যের বিশাল পুলিশ বাহিনীকে নির্বাচনকেন্দ্র বা বুথের ধারেকাছেও ঘেঁষিতে দেওয়া হইবে না। নির্বাচনী কাণ্ডের নিরাপত্তা দেখাশোনা করিবে কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনী। এই নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের। কিছু কাল আগে বিহার বিধানসভার নির্বাচনও ঠিক এ ভাবেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা বলয়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন যুক্তি ছিল, বিহার পুলিশের নিরপেক্ষতা বিশ্বাসযোগ্য নয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় তাহার ভূমিকাও নির্ভরযোগ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গেও সেই দাওয়াই প্রয়োগ করিয়া নির্বাচন কমিশন কি প্রকারান্তরে সেই একই বার্তা পৌঁছাইয়া দিতেছে না? আগে তবু বুথে লাঠিধারী হোমগার্ডরা থাকিতেন। তাঁহারা যে খুব কার্যকর ভূমিকা লইতেন, এমন নহে। এ বার বুথে সর্বত্রই কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনীর জওয়ান থাকিবে। রাজ্য সরকারের পুলিশ বা হোমগার্ড কেহই ভোটকেন্দ্রের ত্রিসীমানায় আসিতে পারিবে না।

নির্বাচন কমিশনের এই ফতোয়া স্পষ্টতই রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের উপর সামগ্রিক অনাস্থার পরিচায়ক। এবং তাহা কোনও নির্বাচিত সরকারের পক্ষে শ্লাঘনীয় নয়। কমিশনের নিশ্চিত ধারণা, এই পুলিশ-হোমগার্ডদের নিরাপত্তার দায়িত্বে রাখিলে রাজ্যে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোটগ্রহণ সম্ভব হইবে না। অনুমান, ধারণাটি হাওয়ায় তৈয়ারি হয় নাই। কমিশনের পর্যবেক্ষকদের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, জনতার অভিযোগ, রাজনৈতিক দলগুলির সংশয়, সব মিলাইয়াই এই ধারণা সৃষ্টি করিয়াছে। এবং ধারণাটি রাজ্যের শাসনপ্রণালী সম্পর্কেও সমূহ সংশয় সৃষ্টি করিতে বাধ্য। পুলিশ-প্রশাসন রাজ্যে শাসকদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট এবং বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি খড়্গহস্ত, পুলিশ শাসক দলের হইয়া কাজ করিবে, বিরোধী প্রার্থীদের ভোটারদের অবাধ ভোটদানে বাধা দিবে, এই আশঙ্কাই কমিশনকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর নির্বাচনী নিরাপত্তার সম্পূর্ণ ভার তুলিয়া দিতে প্ররোচিত করিয়াছে। ইহা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মরূদ্যানের কল্পনা ও তত্ত্বের বেলুন ফাঁসাইয়া দেয়। মুখ্যমন্ত্রী যে প্রায়শ এ রাজ্যকে শান্তিশৃঙ্খলার মরূদ্যান বলিয়া দাবি করেন, তাহার পিছনে থাকে পুলিশের নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতার উপর তাঁহার অগাধ ও দ্বিধাহীন বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবে পুলিশ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা আদৌ সুখকর নয়। শাসক দলের আশ্রিত হইলে দুষ্কৃতীরাও যে বুক ফুলাইয়া ঘুরিতে পারে, বিরোধী দলের সমর্থকদের যে সামান্য ছুতানাতায় হেনস্থা করা হয়, লক-আপে পুরিয়া জামিন-অযোগ্য অপরাধের মামলা ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, এ সব মানুষের নিত্যকার অভিজ্ঞতা।

এ হেন পুলিশ ও তাহার ছত্রছায়ায় আশ্রিত দুষ্কৃতীরা যে ভোটের সময় শাসক দলকে জয়ী করিতে বাড়তি উদ্দীপনা দেখাইতে পারে, স্থানীয় নেতাদের পরামর্শে প্রতিপক্ষের ভোটারদের সন্ত্রস্ত করিয়া বুথ হইতে বিতাড়িত করিতেও ব্যগ্র হইতে পারে, তাহা আশ্চর্যের নয়। নির্বাচন কমিশনের কাছে নিশ্চয় এই মর্মে ভুরি-ভুরি অভিযোগ জমা পড়িয়াছে। তাই রাজ্য পুলিশের উপর কমিশন বিন্দুমাত্র আস্থা স্থাপন করে নাই। একই ভাবে ভোটকর্মীদের মধ্যেও যে শাসক দলের প্রতি আনুগত্যের এবং সেই কারণেই নিরপেক্ষতার অভাবের সমস্যা রহিয়াছে, কমিশন সে সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল। তাই ভোটকর্মীদের কাহাকেও নিজ জেলায় ভোট পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হইতেছে না, এমনকী কোন বিধানসভা কেন্দ্রে 'ডিউটি' পড়িবে, তাহাও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গোপন রাখা হইতেছে। বাম সমর্থক রাজ্য সরকারি কর্মীদের কোঅর্ডিনেশন কমিটি কমিশনের এই সব ব্যবস্থায় দৃশ্যত ক্ষুব্ধ, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুও 'আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের এক্তিয়ার' ইত্যাদি বলিয়া কেন্দ্রীয় বাহিনীর তত্ত্বাবধানে ভোট পরিচালনার সমালোচনা করিয়াছেন। এই সব সমালোচনা ও ক্ষোভই কিন্তু প্রকারান্তরে সংকেত দেয় যে 'ডেনমার্ক রাজ্যে পচন ধরিয়াছে'। নির্বাচন কমিশন সেই পচনের প্রক্রিয়া উল্টাইয়া দিয়া প্রজাপুঞ্জকে আপন প্রতিনিধি নির্বাচনের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরাইয়া দিতে চায়। ইহাতে তাহাদেরই আপত্তি থাকিতে পারে, যাহারা জনাদেশে অন্তর্ঘাত করাকে শীলিত অভ্যাসে পরিণত করিয়াছে।

31 MAR 2006 ANADABAZAR PATRIKA

উন্নয়নই ফ্রন্টের তাস, বিরোধীদের হাতে পেনসিল

ভোটে চাই নতুন স্লোগান। এ বঙ্গের নানা ভোটে কেমন ছিল প্রচারের গতিপ্রকৃতি। এ বারেই বা কেমন তার চরিত্র? অতীত এবং বর্তমানের বিশ্লেষণ করেছেন শিবাজীপ্রতিম বসু এবং সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী

সে-বার মমতা বলেছিলেন, 'হয় এ বার নয় নেভার'। আর বাম-রা সমস্বরে বলেছিলেন, 'উন্নততর বামফ্রন্ট' সরকার গড়ার কথা। এত দিনে মমতা নিশ্চয়ই বুঝেছেন, রাজনীতিতে 'নেভার' বলে কিছু নেই, সেই জেমস বন্ডের একদা হিট সিনেমার নামের মতোই 'নেভার সে নেভার এগেন', অথবা, চালু পদ্যে 'এক বার না পারিলে দেখ শত বার'।

পশ্চিমবঙ্গে বাম জমানা অবসানের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যি সত্যি কত বার দেখবেন, তা নিয়ে 'বুকি'রা বাজি ধরতে পারে। কিন্তু একটা কথা মানতে হবেই যে 'সে-বার', ২০০১ সালে, 'এ বারের' সঙ্গে ধ্বনিগত ভাবে 'নেভার' মিলিয়ে মমতা বামবিরোধী জনগণকে যেমন এসপার-ওসপারের স্বপ্নে মাতিয়েছিলেন, এ বার, এ পর্যন্ত তেমন কোনও মন্ত্র আবিষ্কার করতে পারেননি। অথচ, নির্বাচনে বাজিমাত করতে গেলে বা কমপক্ষে তীব্র বিরোধিতা করতে গেলেও কিছু প্রশ্ন/প্রসঙ্গকে প্রাধান্যের আলোকে আনতে হয়, কয়েকটি জুতসই শব্দে সেগুলির তীক্ষ্ণতা বাড়াতে হয়, যাতে ওই প্রশ্নগুলি ভোটারদের মনে গেঁথে যায়। এই প্রশ্ন/প্রসঙ্গ বা 'ইস্যু'গুলি না থাকলে আধুনিক নির্বাচন পানসে হয়ে যায়, ফলে গণতন্ত্রের বহতা স্রোত নিস্পৃহতার বালিতে পথ হারায়।

পুরানো সেই 'ইস্যু'র কথা

বাংলায় তো বটেই, জাতীয় নির্বাচনেও বিভিন্ন সময় নানা ইস্যু ভিড় করেছে। এদের মধ্যে কোনও কোনওটি কেন্দ্রীয় স্থান দখল করেছে, কোনওটি আঞ্চলিক/প্রান্তিক হয়ে থেকে গেছে। তবে, কখন কোন প্রশ্ন/'ইস্যু' কেন্দ্রীয় স্থান দখল করবে, কোনটি আঞ্চলিক/প্রান্তিক হয়ে উঠবে, তা কাল-নির্দিষ্ট। এমনও হতে পারে যে, একটি নির্দিষ্ট নির্বাচনে কোনও কেন্দ্রীয় প্রশ্নই নেই, কেবল বহুমাত্রিক আঞ্চলিক প্রশ্নমালা কেন্দ্র করেই নির্বাচনী দ্বৈরথ চলছে। সে-ক্ষেত্রে ভোটের গতিপ্রকৃতি বুঝতে বা তার ফলাফল আগাম আন্দাজ করতে যে ভোটবিজ্ঞানীদের কালঘাম ছুটে যাবে, তা চোখ বুজে বলা যায়।

গত তিন দশকে সর্বভারতীয় নির্বাচনী প্রশ্নগুলি নানা কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। যেমন, ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনটি (ইন্দিরা গাঁধীর হাত থেকে) 'গণতন্ত্র বাঁচানোর' প্রশ্নে চিহ্নিত, অথচ মাত্র আড়াই বছর বাদে ১৯৮০ সালের নির্বাচনে জনতা পার্টির খেয়োখেয়িজনিত অস্থিরতার কারণে সরকারের 'স্থিতিশীলতার' প্রশ্নটিই বড় হয়ে ওঠে। আবার, ২০০৪ সালে অতি আত্মবিশ্বাসী বিজেপি 'ভারত উদয়ের' স্লোগান দিলেও শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, মোটের ওপর 'সাম্প্রদায়িকতা' ও 'আর্থিক নিরাপত্তার' প্রশ্নটিই বড় হয়ে উঠেছে।

তিন দশক আগে যখন বামফ্রন্ট প্রথম ক্ষমতায় আসে, তখন এক দিকে ছিল 'কংগ্রেসি স্বৈরতন্ত্র' পরাস্ত করার প্রশ্ন, অন্য দিকে ছিল কেন্দ্রের শাসকদল জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যশাখার বিশৃঙ্খল আত্মম্ভরিতায় বিরক্ত ভোটারদের মানসিকতার প্রতিফলন। পরের বার (১৯৮২) ছিল সরকারি পক্ষের 'রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা' দেবার প্রশ্ন বনাম বিরোধীদের পঞ্চায়েত ও কৃষিক্ষেত্রে (বিশেষত বর্গাদারির মাধ্যমে) 'দলীয় দুর্নীতির' প্রশ্ন। পরের তিনটি বিধানসভা নির্বাচনেও মোটের ওপর এগুলিই সরকারি ও বিরোধীদের প্রধান প্রশ্ন ছিল, যদিও বিরোধীরা এর সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার 'অবনতি', কলকারাখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং সর্বোপরি, সর্বত্র 'দলবাজির' অভিযোগ যুক্ত করেছে।

এই সময়কালেই বামফ্রন্ট, বিশেষত তার প্রধান শরিক সি পি এম যেন পশ্চিমবঙ্গের অখণ্ডতার প্রধান রক্ষক হয়ে ওঠে। এই সময় সুবাস ঘিসিং-এর নেতৃত্বে দার্জিলিঙে পৃথক রাজ্যের দাবিতে কেবল পাহাড় নয়, সমতলও উত্তাল হয়ে উঠেছিল। অনেকেরই নিশ্চয়ই মনে আছে, '৮৭-র নির্বাচনে সি পি এমের দেওয়াল লিখন: 'সাক্ষী আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, দেশের জন্য লড়ছে কারা'। কেবল দার্জিলিং নয়, এর পর এ রাজ্যে যেখানেই আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলন হয়েছে, সি পি এম তাকে মুখ্যত 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' কার্যকলাপ হিসেবেই গণ্য করে তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে— ঝাড়খণ্ডী বা কামতাপুরিদের আন্দোলনের সময় এটাই ঘটেছে, 'গ্রেটার কোচবিহার'-এর ক্ষেত্রেও তাই ঘটবে। এবং বিশ শতকের গোড়া থেকে বঙ্গব্যবচ্ছেদের শঙ্কায় কাতর এবং পরে দেশভাগের স্মৃতিবাহী পশ্চিমবঙ্গের গরিষ্ঠ বাঙালির মানসিকতার সঙ্গে পার্টির এই অবস্থান দারুণ খাপ খেয়ে যায়।

গত বিধানসভার ভোটের সময় থেকে নির্বাচনী প্রশ্ন কিছুটা অন্য খাতে বইতে থাকে। সরকার বিশ্বায়নের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন হতে শুরু করে, ভোটের আগে জ্যোতি বসুর জায়গায় বুদ্ধদেবের অভিষেকে সেই ইঙ্গিত ছিল। অন্য দিকে, কেন্দ্রে এন ডি এ-র জোটসঙ্গী— এ রাজ্যে নবোদিত বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বাধিনায়িকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভঙ্গি ও আবেগ মিশিয়ে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে থাকেন, তাতে অচিরেই তিনি বাম-বিরোধী ভোটের কেন্দ্রস্থান দখল করেন এবং বিকল্প হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে এসপার-ওসপার লড়াইয়ের হাঁক দেন। উল্টো দিকে, সরকারি পক্ষের স্লোগান, বামফ্রন্টের বিকল্প কেবল 'উন্নততর বামফ্রন্ট'। অতএব, উন্নয়ন-এর প্রশ্নটি পরবর্তী পাঁচ বছর সরকারের কাছে সবচেয়ে অগ্রাধিকার পেতে থাকে। এ বার ভোটে সরকারের তুরুপের তাস ওটাই।

পঞ্চায়েত ও বর্গাভিত্তিক গ্রামীণ ক্ষেত্র ও শহুরে ক্ষেত্রে শিল্পায়নভিত্তিক উন্নয়নের যে মডেল বামফ্রন্ট তুলে ধরেছে, বিরোধীরা নীতিগত ভাবে তাকে চ্যালেঞ্জ না জানিয়ে কেবল সেই মডেলের নানা অপূর্ণতা, দুর্নীতি বা দলবাজির অভিযোগ জানাচ্ছে মাত্র।

'কৃষি আমাদের ভিত্তি— শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'। কলকাতার রাজপথে সরকারের ঢাউস হোর্ডিংগুলোর এই বাণী এ বার বামফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারেরই সূচিমুখ। এ ভাবেই সরকারি/দলীয়সূত্রে আমরা ঢুকে পড়ি উন্নয়নের বিতর্কিত প্রতর্কে। 'উন্নয়ন কাকে বলে?'— এই সরল-চেহারার কঠিন প্রশ্নে বিব্রত না হয়ে আমরা, পাঁচ জনে এ ব্যাপারে যা বোঝে, তাকেই আপাতত ধ্রুব ধরি, সরকারও তেমনটাই ধরে। এই ধারণায়, উন্নয়ন হল তা-ই, যা আমাদের জন্য (সরকারি বিজ্ঞাপন অনুযায়ী) ভবিষ্যতে অপেক্ষা করছে, অর্থাৎ শিল্পায়ন এবং তার জন্য চাই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো।

গত পাঁচ বছর বুদ্ধদেববাবুর সরকার দলের সঙ্গে নানা দরকষাকষির মধ্যে দিয়ে সচেতন ভাবে এই কাজটা চালানোর চেষ্টা করেছে। রাজ্য জুড়ে চওড়া ও মসৃণ রাস্তা, কলকাতায় তাক লাগানো উড়ালপুলের সারি, আশেপাশের ঝাঁ-চকচকে উপনগরী, সল্টলেকে তথ্যপ্রযুক্তি এবং অন্যত্র ভারী শিল্পায়নের জন্য দেশি/বিদেশি বিনিয়োগের দ্বার খুলে দেওয়া— এ সবের মধ্য দিয়ে সরকারপক্ষ দাবি করতেই পারেন যে রাজ্যে উন্নয়নের ব্যাপারে তাঁরা সত্যিই আন্তরিক।

কিন্তু এ-সব করতে গিয়ে কি কৃষিকে, চাষের জমিকে জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে? মমতার মতো বিরোধীরা নন, সি পি এম তথা বামফ্রন্টের অন্দরমহলেও এ নিয়ে তর্কের শেষ নেই। রেজ্জাক মোল্লার মতো কট্টর কৃষক নেতারা ভাঙড়ে সালিম গোষ্ঠীকে জমি দেবার ব্যাপারে যে ভাবে কামান দাগছিলেন, তা ভোটের আগে বিরোধীদের হাত শক্ত করত। সে জন্যই কি উন্নয়নের আবাহনী গাইতে কৃষিকে 'ভিত্তির' স্বীকৃতি দেওয়া? মনে করিয়ে দেওয়া: উন্নত কৃষির ভিত্তির ওপরেই গাঁথা হবে শিল্পায়নের ভবিষ্যৎ! অনেকে বলছেন, উন্নয়ন যত না, প্রচার তার বহুগুণ। তা ছাড়া, কেবল কলকাতাকেন্দ্রিক তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তার হলেই কি গোটা রাজ্যের শিল্পায়ন হবে? সম্প্রতি বুদ্ধবাবু এ দিকে কিছুটা হলেও (মুখ্যত দক্ষিণবঙ্গভিত্তিক) মনোযোগী হতে শুরু করেছেন।

উন্নয়ন বনাম '?'?

বামফ্রন্টের প্রধান নির্বাচনী স্লোগান যদি উন্নয়ন হয়, তবে বিরোধীরা কোন বিকল্প প্রশ্নকে সামনে রাখছেন? এইখানেই বিরোধীপক্ষের শূন্যতা বড় বেশি প্রকট হয়। সরকারি পক্ষের উন্নয়নের ধারণার প্রতিস্পর্ধী, সারা বাংলার ক্ষেত্রে কোনও বিকল্প উন্নয়নের প্রশ্ন তুলতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন (যে-প্রশ্ন নর্মদা আন্দোলন বা উত্তরাঞ্চলে চিপকো আন্দোলনের সময় পরিবেশবাদীরা তুলেছিলেন)। সুতরাং, পঞ্চায়েত ও বর্গাভিত্তিক গ্রামীণ ক্ষেত্র ও শিল্পায়নভিত্তিক শহুরে ক্ষেত্রে উন্নয়নের যে মডেল বামফ্রন্ট তুলে ধরেছে, নীতিগত ভাবে তাকে চ্যালেঞ্জ না জানিয়ে কেবল সেই মডেলের ভিতর নানা অপূর্ণতা, দুর্নীতি বা দলবাজির অভিযোগ জানাচ্ছে মাত্র। অন্য দিকে, বামফ্রন্টের উচ্চ নেতৃত্ব, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং অনেক সময় এই ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতির কথা স্বীকার করে নিয়ে সংশোধনের কথাও বলেন মাঝে মাঝে। সুতরাং, যেহেতু 'চূড়ান্ত ক্ষমতা = চূড়ান্ত দুর্নীতি— অতএব পরিবর্তন চাই' গোছের পুরোনো স্লোগান ছাড়া বিরোধীদের ভাঁড়ারে আর কী বাকি থাকে?

সম্প্রতি বুদ্ধদেববাবু আরও দু'একটি প্রশ্ন বিরোধীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছেন। তাদের মধ্যে একটি হল, বি জে পি উত্থাপিত বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের প্রশ্ন, অন্যটি তৃণমূল কংগ্রেসের কলকাতায় ফুটপাথে হকার বসানোর উদ্যোগ। এই সব প্রশ্ন নিজেই তুলে তিনি এই বার্তাই পৌঁছতে চেয়েছেন, এ ব্যাপারে তাঁদের মনোযোগ/সহানুভূতি কিছু কম নয়। সঙ্গে অবশ্যই থাকছে উন্নয়নের জন্য উচ্ছেদ, বন্ধ কলকারখানা খোলার দাবি, চা-বাগানের সমস্যা বা মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে একদিকে সন্ত্রাস এবং অন্য দিকে বিদ্যুৎ, সড়ক, পানীয় জল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার ও রোজগারি বাড়ানোর প্রশ্ন, অথবা দার্জিলিং, কামতাপুরির পুরনো কিংবা গ্রেটার কোচবিহারের 'নতুন' প্রশ্নগুলি। তবে তার জন্য আমাদের অঞ্চলভিত্তিক হিসেবনিকেশ কষতে হবে।

বুথের কাছে ঘেঁষতে মানা পুলিশকে, ভোটে পূর্ণ দায়িত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনীই

নিজস্ব সংবাদদাতা: বিধানসভার নির্বাচনে এ বার রাজ্য পুলিশের গুরুত্বই কমিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। ভোটকর্মীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের আর কোনও দায়িত্বই দেওয়া হচ্ছে না। লোকসভার বিগত নির্বাচনের পর্যবেক্ষক আমানুল্লার সুপারিশের ভিত্তিতেই কমিশনের এই সিদ্ধান্ত।

ভোটকেন্দ্রে ঢোকা তো দূরের কথা, এ বার তার ধারেকাছেই যেতে পারবে না রাজ্যের পুলিশবাহিনী। এত দিন যেখানে লাঠিধারী হোমগার্ডেরা ভোটকেন্দ্রের প্রবেশ-প্রস্থানের মুখ সামলাতেন, সেখানে এ বার মোতায়েন করা হবে আধা-সামরিক বাহিনীর জওয়ান। অর্থাৎ বুথের ভিতর ও বাইরেটা পুরোপুরিই নিয়ন্ত্রণ করবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ওই বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ন্ত্রণ করতে প্রতি বুথে এক জন কমান্ডিং অফিসার থাকবেন।

তা হলে নির্বাচনে রাজ্য পুলিশের কাজ কী হবে?

বুধবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দেবাশিস সেন বলেন, এ বার নির্বাচনে রাজ্য পুলিশের প্রধান কাজই হবে ভোটকর্মীদের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। পুলিশ ও প্রশাসনের সেক্টর অফিস সামলানোর দায়িত্বও ন্যস্ত হবে পুলিশের উপরে।

এত দিন সেক্টর অফিসগুলি ছিল স্রেফ প্রতীকী। ভোটকেন্দ্রের সামনে পরপর নানা ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকলেও সেক্টর অফিসারের দেখা মিলত না। ফলে ভোটার বা রাজনৈতিক দলের কর্মীদের অভিযোগ শুনে ব্যবস্থা নেওয়ার কেউ থাকত না। এ বার কমিশনের নির্দেশ, প্রত্যেক সেক্টর অফিসারের দায়িত্বে থাকছে ১০টি বুথ। ব্যতিক্রম হতে পারে সুন্দরবন ও পাহাড়ি অঞ্চলে। সেক্টর অফিসারকে তাঁর সেক্টরের প্রতিটি বুথে ঘণ্টায় ঘণ্টায় হাজিরা দিতে হবে। তিনি যে হাজিরা দিয়েছেন, রেখে যেতে হবে তার প্রমাণও।

কী ভাবে? ভোটকেন্দ্রে সেক্টর অফিসারের জন্য থাকবে একটি খাতা। সেই খাতায় প্রতি বার হাজিরার সময় সেক্টর অফিসারকে ভোটের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে রিপোর্ট লিখে রাখতে হবে।

লোকসভার ভোটের সময় পর্যবেক্ষক আমানুল্লা যে-রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তার ভিত্তিতেই এ বারের নির্বাচন অবাধ করতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমানুল্লার রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ভোটকেন্দ্রে রাজ্য পুলিশের প্রাধান্য থাকায় বুথ জ্যাম, বুথ দখল, বুথের মধ্যে মারপিটের ঘটনা ঘটে। পুলিশের সাহায্য মেলে না। এই প্রেক্ষিতে এ বারের ভোটে পুলিশের ভূমিকাই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুথ জ্যাম এড়াতে সচিত্র পরিচয়পত্র না-দেখালে ভোটের লাইনে কাউকে দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। সেই কাজের জন্য কমিশন এ বার বুথ-প্রতি এক জন অতিরিক্ত পোলিং অফিসার নিয়োগ করছে।

বজ্র আঁটুনি

- কোনও বুথেই রাজ্য পুলিশ থাকবে না। থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী।
- প্রতি বুথে প্রতি ঘণ্টায় সেক্টর অফিসার গিয়ে পরিস্থিতি দেখে মন্তব্য লিখবেন।
- ভোটকর্মীরা কেউ নিজের জেলায় দায়িত্ব পাচ্ছেন না।
- কোন বিধানসভা কেন্দ্রে কাজ পড়বে, তা গোপন রাখতে ভোটকর্মীর তালিকা হয়েছে লোকসভা কেন্দ্র ধরে।

ভোটের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরে পরেই পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বি বি টন্ডন ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্যে 'সায়েন্টিফিক রিগিং' নিয়ে বারবার যে-অভিযোগ ওঠে, কমিশন তার মোকাবিলার পরিকাঠামো তৈরি করে ফেলেছে। কিন্তু সেই পরিকল্পনার কথা জানাননি টন্ডন। শুধু বলেছিলেন, নির্বাচনের দিন তা বোঝা যাবে। পুলিশকে সরিয়ে ভোটকেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করাটা যে রিগিং বন্ধে টন্ডনের অন্যতম অস্ত্র, তা এখন পরিষ্কার।

এখানেই থামেননি টন্ডন।

ভোটকর্মীদের তালিকা তৈরিতেও এ বার নয়া পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন। কোন বিধানসভা কেন্দ্রে কাজ দেওয়া হবে, তা গোপন রাখতে লোকসভা কেন্দ্র অনুযায়ী ভোটকর্মীদের তালিকা তৈরি করছে তারা। এত দিন বিধানসভা কেন্দ্র অনুযায়ী ভোটকর্মীদের তালিকা পাঠানো হত, গোপন থাকত বুথের নাম। বুধবার মহাকরণ-সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে ভোটকর্মীদের যে-তালিকা পাঠানো হয়েছে, তাতে কোনও কর্মীকেই নিজের জেলায় দেওয়া হয়নি। কলকাতার কর্মীদের পাঠানো হচ্ছে হাওড়ায়। বীরভূমের কর্মীদের বর্ধমানে এবং হাওড়ার কর্মীদের হুগলিতে।

অসুস্থতার কারণে ভোটের কাজ করতে পারবেন না বলে যে-সব কর্মী আগাম জানিয়ে অব্যাহতি চেয়েছিলেন, তাঁদেরও ভোটের কাজ দেওয়া হয়েছে। তবে বলা হয়েছে, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে নিয়ে গঠিত মেডিক্যাল বোর্ডে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে উপস্থিত হতে হবে। বোর্ড অসুস্থতা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট দিলে তা রিটার্নিং অফিসারকে দেখালে তবেই ছাড় মিলবে।

এর পর ছয়ের পাতায়

30 MAR 2006 ANANDABAZAR PATRIKA

25 MAR 2006

Defining moment for Left and government

Centre mulls law on office of profit; EC receives complaints against CPM MPs

HT Correspondents
New Delhi/Kolkata, March 24

THE CENTRE is reportedly mulling legislation to spell out what constitutes an office of profit. The move comes amidst growing convergence of views on the issue that is beginning to take a toll of MPS and MLAs cutting across parties, left and right. A final view should emerge only after the Prime Minister confers with allies like the RJD, the DMK and the NCP early next week and the government follows it up with talks with other parties.

But the mood is clearly in favour of legislation. In Kolkata, former chief minister Jyoti Basu demanded that Parliament define an office of profit. The CPM wants amendments to the existing Parliament (Prevention of Disqualification) Act 1959 followed by a comprehensive law.

His comrade, Lok Sabha Speaker Somnath Chatterjee, said on Friday that he wasn't holding any office of profit and thus wouldn't resign. This coincides with confirmation from Chief Election Commissioner B.B. Tandon during the day that he had received petitions from the Trinamool against 10 Left MPs, including Chatterjee, and an EC notice to Trinamool general secretary Mukul Roy seeking by April 17 more details and evidence in support of the petitions.

Apart from Chatterjee, the Trinamool wants Mohd Salim, Hannan Mollah, Lakshman Seth, Amitava Nandi, Sudhanshu Sil, Tarit Baran Topdar, Banmasagopal Choudhry, Sujan Chakraborty (all Lok Sabha) and Nilotpal Basu (Rajya Sabha) disqualified.

The BJP too is keen on a piece of legislation, but not with retrospective effect. Though the legal course to be adopted would depend on its consultations with allies, supporting partners and Opposition parties, the government seems to have dropped the idea of an ordinance. The government's reported move to bring an ordinance had raised a storm in Parliament with charges flying that it was aimed at protecting Sonia Gandhi from objections that she, as chairperson of the NAC, was holding an office of profit.

But the Centre hasn't ruled out making amendments to the existing Act to exempt some additional offices from being deemed offices of profit. The Act, however, doesn't define an office of profit; it merely has a list of positions, which should be exempted as offices of profit as and when required.

"Making an exemption of an office as an office of profit means providing protection to it. Our purpose is to clearly define an office of profit. This would help in deciding whether an office is one of profit, without having to put it on the list," a senior Cabinet minister said.

He hinted at the possibility of such legislation whenever Parliament meets againt. The practice of sending a fresh bill to a standing committee could be waived in such a situation as was recently done when the budgetary demands for grants were approved by the House without referring them to these parliamentary panels.

On Friday, law minister H.R. Bhardwaj denied in Chandigarh that the Centre had wanted to bring an ordinance. But he admitted that he had begun consultations with other parties about a fortnight ago to expand the list of posts exempted as offices of profit.

Related reports on Page 2

Code violation notice to Rabin

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Calcutta, March 23: The Election Commission has served showcause notices on two sitting MLAs, charging them with violation of the model code of conduct.

The poll panel has asked CPM MLA and government chief whip Rabin Deb and Trinamul MLA Manturam Pakhira to reply to the showcause notices by March 27.

It is learnt that provisions of the model code of conduct call for strict action against a candidate trying to influence or bribe voters. A candidate could be barred from contesting elections.

However, chief electoral officer (CEO) Debashis Sen said he could not comment and the EC was the final authority to decide the nature of action.

The showcause notice to Deb is based on reports that he had distributed wheelchairs,

Rabin Deb

LPG cylinders and tricycles to people in his Ballygunge constituency between March 3 and 5. He had also organised health camps. These, according to the EC, amount to violation of the model code.

Pakhira is said to have allotted Rs 10 lakh from his MLA fund to various organisations and implementing agencies in his Kakdwip constituency on March 3 and 4.

The model code of conduct came into force on March 1, the day Bengal's poll schedule was announced by the Election Commission in Delhi.

If Deb and Pakhira fail to send their replies by March 27, it would be presumed that they do not have anything to say in this regard, the CEO said.

Article 324 of the Constitution empowers the poll panel to take action against those who violate the model code of conduct. The model code states that all parties and candidates must avoid "corrupt practices" and offences like bribing voters.

The EC is yet to take a decision on chief minister Buddhadeb Bhattacharjee's announcement at Salt Lake stadium recently that hawkers would be rehabilitated on city streets. Labour minister Md Amin was also present at the programme that saw signing of a tripartite agreement.

24 MAR 2006 THE TELEGRAPH

সি পি এমের চাপ খাটবে না, হুঁশিয়ারি টন্ডনের

নিজস্ব সংবাদদাতা: সিপিএম যতই চাপে রাখার চেষ্টা করুক না কেন, কমিশন যে তাতে এতটুকু প্রভাবিত হবে না, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিজেই তা স্পষ্ট করে দিলেন। শুদ্ধ ভোটার তালিকায় অবাধ নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া তাঁরা শুরু করেছিলেন, তা থেকে তাঁরা এতটুকুও সরে আসছেন না বলে বুধবার জানিয়ে দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বি বি টন্ডন।

বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু মঙ্গলবার পর্যবেক্ষকদের উদ্দেশে যে অভিযোগ করেছিলেন, কার্যত তা উড়িয়ে বুধবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বি বি টন্ডন বলেন, "যাঁরা যতই মন্তব্য করুন না কেন, কমিশন বা তার পর্যবেক্ষকদের নিজেদের দায়িত্ব পালনের কাজে আটকানো যাবে না।" বিমানবাবুর মন্তব্যে তাঁরা যে অখুশি টন্ডন তাও জানিয়ে দেন। বিমানবাবু মঙ্গলবারই কয়েক জন পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে 'বাড়াবাড়ি'র অভিযোগ করেন। পর্যবেক্ষকদের জন্য আচরণবিধি তৈরির দাবিও জানান।

কমিশনের পর্যবেক্ষকদের নিরপেক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, "দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পর্যবেক্ষকদের বেছে নেওয়া হয়েছে। ওঁরা সকলেই অত্যন্ত যোগ্য এবং নিরপেক্ষ। তাঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে কোনও সমালোচনার সুযোগই নেই। কমিশন চায়, কোনও প্রার্থী যেন বাড়তি কোনও সুবিধা না পান।"

তিনি জানিয়ে দেন, "পশ্চিমবঙ্গের ভোটে নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। নির্বাচন কমিশন যে কোনও সূত্রেই যা অভিযোগ পাবে তা খতিয়ে দেখবে।" কিন্তু নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে এ হেন মন্তব্য কি শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়? টন্ডন এর জবাব দেননি। তবে রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে তিনি অবাধ নির্বাচন করার প্রেক্ষিতে পুলিশকে 'নিরপেক্ষ' থাকার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। এ ধরনের কোনও অভিযোগ পেলে যে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মীর শাস্তি হবে তাও জানিয়ে দিয়েছেন টন্ডন।

বিরোধীরা এ রাজ্যে বৈজ্ঞানিক রিগিংয়ের অভিযোগ এনেছেন। তার মোকাবিলা কী ভাবে করবে নির্বাচন কমিশন? টন্ডন বলেন, "দু' দিন ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছাড়াও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে কথা বলেছি। প্রত্যেকের অভিযোগ ও পরামর্শ শুনেছি। যে রাজ্যে যে কৌশলে নির্বাচন পরিচালনা করা দরকার, তেমনই কৌশল নেব।"

রাজ্যে অবাধ নির্বাচন করার জন্য নির্বাচন কমিশন কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে তার খতিয়ান দেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। (ক) ভোটের দিন এলাকা দখল রুখতে আন্তর্রাজ্য ও আন্তর্জেলা সীমান্তগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে। বিশেষ করে মাওবাদী অধ্যুষিত তিনটি জেলায় নির্বাচনের আগেই ঝাড়খণ্ড ও বিহার সীমান্ত বন্ধ করার ব্যাপারে ওই দুই রাজ্যের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওই দুই রাজ্যের মুখ্যসচিব ও পুলিশের ডিজিকে কমিশনে ডাকা হয়েছে।

(খ) মাওবাদী এলাকায় সুষ্ঠু ভোট করতে যত কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজন হবে তার সবটাই পাওয়া যাবে। ঠিক কত কেন্দ্রীয় বাহিনী আনা হবে তা নিয়ে তিনি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসকদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

(গ) রাজ্যের জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করার প্রক্রিয়া জোরদার করা হবে। এখনও ২০১৭৫টি পরোয়ানার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আবার যে সব ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার ৬৭ শতাংশই হয়েছে দাগি আসামীদের বিরুদ্ধেই।

(ঘ) রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের ৪৬টি আসনে প্রতিটি ভোটদাতারই সচিত্র পরিচয়পত্র হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে গোটা রাজ্যের ৯০ শতাংশ ভোটদাতার পরিচয়পত্র হয়ে গেছে। নির্বাচনের আগেই এই সংখ্যাটা শতকরা ১০০ ভাগের যথাসম্ভব কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে।

(ঙ) নির্বাচন প্রক্রিয়া তদারকি করতে কমিশন মোট ৩৬১ জন পর্যবেক্ষক পাঠাবে রাজ্যে। এর মধ্যে প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্রের জন্য একজন করে নির্বাচনী পর্যবেক্ষক ছাড়াও আরও ৬৭ জন পর্যবেক্ষক প্রার্থীদের খরচ-খরচার উপরে নজর রাখবেন।

(চ) মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন পর্যন্ত তালিকা সংশোধিত হবে। এ পর্যন্ত ১৩ লক্ষ ভোটদাতার নাম বাদ গেছে, যোগ হয়েছে ২১ লক্ষ নাম।

(ছ) ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে যে অভিযোগ রয়েছে, তার নিষ্পত্তিতে কমিশন চার সদস্যের দু'টি টিম গড়েছে।

পাঁচ পর্বে নির্বাচনের সময় প্রথম চার পর্বে নির্বাচনের পরে 'এগজিট পোল' বা বুথ-ফেরৎ সমীক্ষা প্রকাশ করা চলবে না বলে বিভিন্ন রাজনৈতিকদল টন্ডনের কাছে মঙ্গলবার দাবি জানিয়ে ছিল।

নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে কী করছে? টন্ডন জানান, ২০০৪ সালে এ ব্যাপারে সর্বদলীয় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে আইন সংশোধনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি এখনও কেন্দ্রের বিবেচনাধীন।

ANADABAZAR PATRIKA

22 MAR 2006

Biman hits out at observers

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Calcutta, March 21: On a day the full bench of the Election Commission came to the city to look into Bengal's poll preparedness, the CPM lashed out at its observers saying many of them were acting according to their whims and fancies.

Chief election commissioner B.B. Tandon and his two deputies today heard political parties and their complaints and the CPM was no exception. Its leaders Rabin Deb, Madan Ghosh and Sukhendu Panigrahi met the commission.

However, Left Front chairman and CPM politburo member Biman Bose hit out at the commission's observers for having committed "excesses" by entertaining all complaints lodged by the Opposition parties and deleting names of "genuine voters".

Speaking at the party's Alimuddin Street headquarters, Bose said the poll panel should frame guidelines for observers clearly spelling out the don'ts.

The CPM also made public its reservations about two observers who had toured East Midnapore and Burdwan.

"We have drawn your attention to the role being played by EC observers Dipak Prasad (in charge of East Midnapore) and R.N. Dash (Burdwan). Please ensure that such incidents do not recur," Bose has written to the commission.

The Midnapore leadership had accused Prasad of verbally ordering the administration to transfer some employees associated with the electoral rolls revision. Dash allegedly went to an abandoned coal mine in Asansol to inquire into illegal mining with the local Trinamul Congress MLA and a former Congress legislator.

"There are exceptions, but most EC observers are simply not aware of the Representation of the People Act. They should find out whether they are acting on genuine complaints. Just because they have been sent by the EC does not mean they can do anything and everything," Bose said.

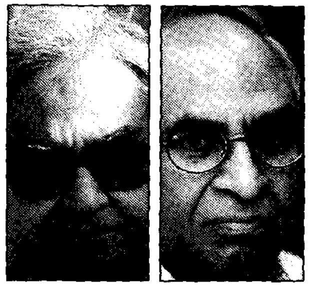

Biman Bose and BB Tandon

The front chief, who along with chief minister Buddhadeb Bhattacharjee will share responsibility for running the CPM's campaign in the wake of state secretary Anil Biswas's illness, also raked up the party's unhappiness over the five-phase elections.

Asked if the CPM representatives told the panel today that it was an "unwarranted step", Bose said though not in favour of split polls, the party had "no problem accepting it".

He alleged that MPs Prasanta Pradhan and Alakesh Das had been asked to prove whether their residential addresses were true, while former MP Sudhir Giri's name had been deleted from the rolls.

The observers are entertaining "flimsy complaints" made by the Trinamul Congress, Congress and BJP without "verifying them", Bose said.

Over a dozen residents of Benachity in the heart of Durgapur went to the subdivisional office yesterday to prove that they were not dead, as the rolls had claimed. All of them had voter I-cards.

A group of seven in Malda, Bose said, has asked the district administration to produce their death certificates. "Isn't this a mockery of an error-free voters' list?" he asked.

THE TELEGRAPH

সরকার আর দল, দুইয়েরই কাণ্ডারী বুদ্ধ

জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

২১ মার্চ: এ বার নির্বাচনের আগে শুধু সরকার নয়, দলেরও প্রধান মুখ হলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সি পি এম-এর রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের আকস্মিক অসুস্থতার জন্য এ বার দল তাঁর উপরে অনেকটাই নির্ভর করছে।

সি পি এম পলিটব্যুরোর বৈঠকে আজ দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট পশ্চিমবঙ্গের চলতি পরিস্থিতি সকলকে জানিয়েছেন। কী ভাবে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এবং মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে, তা বুঝিয়েছেন তিনি। কিন্তু যে রণকৌশল সি পি এম তৈরি করেছে, তা থেকে আজ এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, এ বার সরকার এবং দল— দুইয়েরই প্রধান কাণ্ডারী হলেন বুদ্ধবাবু।

মাওবাদী-অধ্যুষিত পুরুলিয়ায় ১৩ই এপ্রিল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষের দিনে প্রচার শুরু করছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পরে বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো এলাকাতেও মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছেন। পুরুলিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে দু'টি জনসভা করার কথা ভাবা হয়েছে। তার পরে তাঁকে প্রতিটি জেলায় প্রচুর জনসভা করতে হবে। দলীয় কর্মসূচিও থাকছে অনেক। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও প্রচারে নামবেন, কিন্তু এই বয়সে তাঁকে জেলাওয়াড়ি সফরে পাঠানো হবে না। তিনি কলকাতা, ২৪ পরগনা, হাওড়ার মতো কাছেপিঠে প্রচার করবেন।

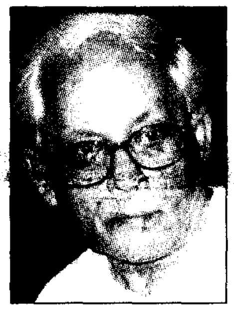

পলিটব্যুরোর বৈঠকে প্রকাশ বুঝিয়ে দিয়েছেন, শুধু সরকারের নীতি নিয়ে প্রচার গড়ে তোলা নয়, দলের সাংগঠনিক নানা সমস্যাও এখন নিয়মিত দেখতে হবে বুদ্ধবাবুকে। অনিলবাবু জেলায় জেলায় গিয়ে সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে এ সব ছোট ছোট বৈঠকগুলি করবেন বলে স্থির করেছিলেন। এই বৈঠকগুলিও অনেকটা বুদ্ধবাবুকে দেখতে হবে। ফলে দলের বাইরে সাধারণ মানুষের সামনে যেমন মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তির নির্বাচনী বিপণন ছিল খুব জরুরি, ঠিক সে ভাবেই দলের মধ্যেও কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য বুদ্ধবাবুকে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

অনিল বিশ্বাসের শারীরিক অবস্থা একই রকম সঙ্কটজনক। তবে দলীয় সূত্রে বলা হয়েছে, গত কালের তুলনায় পরিস্থিতি অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণে। পলিটব্যুরোর সদস্য বৃন্দা কারাট আজ এইম্‌সের চিকিৎসকদের সঙ্গে অনিলবাবুর শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সাত সদস্যের এক মেডিক্যাল বোর্ড অনিলবাবুকে পরীক্ষা করেছে। বৃন্দা সেই রিপোর্ট দিল্লির চিকিৎসকদের দেখিয়েছেন। তবে বৃন্দা বলেন, এখানকার চিকিৎসকেরাও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অনিলবাবুর স্নায়বিক অবস্থা (নিউরোলজিক্যাল স্ট্যাটাস)-র কিছুটা উন্নতি লক্ষ করা গিয়েছে বলে আজ দুপুরে মেডিক্যাল বোর্ডও জানিয়েছে। জমাট রক্ত বার করে দেওয়ার জন্য মস্তিষ্কে যে নল ঢোকানো ছিল, সেটিকেও খুলে দেওয়া হয়েছে। সিটি স্ক্যানের রিপোর্টেও কিছুটা উন্নতি ধরা পড়েছে। রবিবার অনিলবাবুর রক্তচাপ একেবারে নেমে গিয়েছিল। মেডিক্যাল বুলেটিনে আজ বলা হয়েছে, রক্তচাপ এবং নাড়ি স্পন্দনের হার বেড়েছে। শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে বললেও চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, অনিলবাবু এখনও সংজ্ঞাহীন। হাত-পা নাড়াতে পারছেন না। চোখের পাতাও পড়ছে না।

দলের কাছে এখন এটা স্পষ্ট যে, আপাতত বিপন্মুক্ত হলেও অনিলবাবুর পক্ষে ভোটের পরেও আর রাজ্য সম্পাদক হিসাবে কাজ করা সম্ভব নয়।

এর পর আটের পাতায়

22 MAR 2006 ANADABAZAR PATRIKA

THE STATESMAN
22 MAR 2006

Left wants exit polls banned

Statesman News Service

KOLKATA, March 21. - Apprehensive of a mass mood swing influencing the state elections' eventual collective outcome, the Communist Party of India-Marxist and its Left Front partners today urged the Election Commission to ban exit polls in the media during the proposed five-phase polling. The Left Front chairman, Mr Biman Bose, shouldering additional responsibilities in the absence of the ailing state secretary, Mr Anil Biswas, also demanded that the panel set forth a code of conduct for poll observers. "Some of them act on fictitious complaints by the Trinamul Congress, Bharatiya Janata Party and the Congress, disenfranchising parliamentarians and legislators whose identities could yet be established by Assembly or Lok Sabha records," alleged Mr Bose, naming Mr Sudhir Giri and Mr Alokesh Das as having been victimised thus. "The EC should specify the extent of the observers' powers," he said. Mr Madan Ghosh, CPI-M state secretariat member, said: "We are against exit polls as they influence voters." Earlier, he, accompanied by Mr Rabin Deb, Left Front chief whip, met the CEC, Mr BB Tandon, and his colleagues, Mr M Gopalswamy and Mr Navin Chawla, at Raj Bhavan. The Trinamul Congress chief, Ms Mamata Banerjee, the state BJP chief, Mr Tathagata Roy, and the state Congress secretary, Dr Manas Bhunia, too, met the EC members, the Left as well as the Opposition seeking the green light for hoardings and festoons to be used in view of a ban on graffiti. The CPI-M demanded special arrangements for voters not given their photo-identity cards and Ms Banerjee requested strict vigilance. The Congress wanted the EPIC card made mandatory for all, with paramilitary personnel identifying voters. The BJP called for Central forces within 200 metres of booths and exclusion of government staff associated with Leftist TUs from the polling process.

'Biswas a little better now'

KOLKATA, March 21. — Mr Anil Biswas' neurological condition improved marginally today, said authorities in the southern Kolkata nursing home where the CPI-M state secretary is admitted. His pulse and blood pressure were said to be stable. Mr Biswas was still on "some degree" of ventilatory support. Mr Biman Bose described as "inhuman" and "cruel" reports by two TV channels and a newspaper on Mr Biswas' state of health. — SNS

রাজারহাটে ইনফোসিস আর খড়্গপুরে টাটা, রাজ্যের শিল্প-মুকুটে জোড়া পালক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুম্বই ও বাঙ্গালোর: টাটা মোটরস এবং ইনফোসিসের বিনিয়োগ মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ জায়গা করে নিচ্ছে। আর এরই সঙ্গে রাজ্যের শিল্প-চিত্রে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রংয়ের প্রত্যাশা এই বসন্তেই বাস্তব হতে চলেছে।

খড়্গপুরে টাটা মোটরস তৈরি করবে ছোট গাড়ি। আর রাজারহাটে ১০০ একর জমিতে গড়ে উঠবে ইনফোসিসের ক্যাম্পাস। দু'টি বিনিয়োগই রাজ্যের লগ্নি টানার প্রক্রিয়ায় অন্যতম দু'টি পালক যোগ করবে বলে মনে করছে শিল্পমহল।

চলতি মাসের গোড়ায় ইনফোসিসের চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার মোহনদাস পাইয়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিনিয়োগ নিয়ে প্রাথমিক আলোচনাটি সেরে ফেলেন। তার কয়েক সপ্তাহ আগেই নারায়ণমূর্তি কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করে বিনিয়োগের বলটি গড়িয়ে দেন। মহাকরণের আলোচনায় স্থির হয়েছে, রাজ্য রাজারহাটে ১০০ একর জমির ব্যবস্থা করে দেবে ইনফোসিসকে। যেখানে ২৫০ কোটি টাকা লগ্নি করে দেশের অন্যতম তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাটি ক্যাম্পাস তৈরি করবে। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী ৫০০০ জনের কর্মসংস্থান হবে প্রকল্পে। এবং বছরে প্রায় ১০০০ কোটি টাকার সফটঅয়্যার সলিউশন্স রফতানি হবে ইনফোসিসের ওই ক্যাম্পাস থেকে।

ইনফোসিসের বিনিয়োগকে রাজ্যে টানতে পারা তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প ঘিরে পশ্চিমবঙ্গের স্বপ্ন বাস্তব করে তোলার পথে অন্যতম পদক্ষেপ। কারণ ইনফোসিসের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অন্যতম তিনটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থারই বিনিয়োগের

গন্তব্য হয়ে উঠল কলকাতা। টাটা কনসালট্যান্সি সার্ভিস প্রায় তার জন্মলগ্ন থেকেই কলকাতায় উপস্থিত। উইপ্রো কলকাতায় পা রেখেছে সাম্প্রতিক কালে। কিন্তু যে সংস্থাটিকে জ্যোতিবাবুর আমল থেকেই রাজ্য টানতে চেয়েছে, সেই ইনফোসিস এত দিন অধরাই থেকে গিয়েছিল। কয়েক বছর আগে অবশ্য সংস্থাটি রাজ্যে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত পাকাই করে ফেলেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে রাতারাতি সেই বিনিয়োগকে ছিনিয়ে নেয় ভুবনেশ্বর। এবং এই গোটা সময় জুড়েই রাজ্যের বিনিয়োগ টানার কৌশলের ব্যাখ্যায় তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী বারে বারেই বলে এসেছেন ভাবমূর্তির সমস্যায় জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গ যদি ইনফোসিসের মতো সংস্থার লগ্নির মানচিত্রে জায়গা করে নিতে পারে, তা হলে তা অন্য চারটি সংস্থাকে রাজ্যে পা রাখতে উদ্বুদ্ধ করবে।

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে বাঙালির মেধা অন্যতম বড় সম্পদ বলে চিহ্নিত। ইনফোসিস-সহ ভারতের প্রতিটি বড় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাতেই বাঙালিরা দলে বেশ ভারী। এই কারণেই বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের শিল্পনীতিতে তথ্যপ্রযুক্তিতে জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। শুধু তাই নয়। তা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ছাত্রদের জন্য চিহ্নিত। অথবা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত প্রজন্মের জন্য নির্দিষ্ট।

রাজ্য জুড়ে আম নাগরিকের কর্মসংস্থানের জন্য তাই রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরেই চেন্নাই বা দিল্লির মতো মোটরগাড়ি শিল্পে বিনিয়োগ টেনে অনুসারী শিল্পের হাত ধরে বেকার সমস্যা সমাধান করতে চেয়েছিল। সেই স্বপ্নপূরণে এ যাবৎকাল কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। শুধু তাই নয়। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বাইরে সেই অর্থে দেশের কোনও বড় শিল্প সংস্থাও রাজ্যে নতুন ভাবে পা বাড়ায়নি। হলদিয়ায় পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে গুটি কয়েক প্রকল্প ছাড়া গাল ভরে বলার মতো নাম রাজ্যের কপালে জোটেনি। খড়্গপুরে টাটারা ছোট গাড়ি তৈরি শুরু করলে উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগের পথে এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বলে শিল্পমহলের ধারণা।

শিল্পমহলের যুক্তি, দিল্লি এবং তার আশপাশের অঞ্চলে মারুতির হাত ধরে যন্ত্রাংশের কারখানা ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছিল। শুধু কর্মসংস্থান নয়, এই কারখানাগুলি টেনেছিল গাড়ি শিল্পে বিনিয়োগের জন্য দেয়ুর মতো সংস্থাকেও। টাটা মোটরস ছোট গাড়ির বাজারে এখন অন্যতম উপস্থিতি। ফলে পশ্চিমবঙ্গে এদের উৎপাদন কেন্দ্র দিল্লি ও চেন্নাইয়ের মতো কর্মসংস্থান ও নতুন বিনিয়োগ টানার পথ সুগম করবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা।

21 MAR 2006

ANANDABAZAR PATRIKA

পশ্চিমবঙ্গে ৩৫৮ জন পর্যবেক্ষক

অস্বাভাবিক ভোটের বুথে বাড়তি নজর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ: পশ্চিমবঙ্গের যে সব বুথে গত লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচনে আশি শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে সেগুলির উপরে বাড়তি নজরদারির সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব বেঁধে দেওয়া হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে গত বিধানসভা এবং লোকসভা ভোটে বিশেষ করে পশ্চিম মেদিনীপুর এবং হুগলির বেশ কয়েকটি বুথে শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত ভোট পড়েছে। হুগলির গোঘাট, আরামাবাগ, পুরশুড়া এবং খানাকুল কিংবা পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুর, গড়বেতা (পূর্ব) এবং সবংয়ের ওই সব বুথগুলি ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করেছে নির্বাচন দফতর। যে সব কেন্দ্রে প্রার্থীরা শতকরা ৮০ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতে গিয়েছেন সেগুলির উপরেও বাড়তি নজর থাকবে পর্যবেক্ষকদের। পাশাপাশি যে সব বুথে ত্রিশ শতাংশের কম ভোট পড়েছে সেগুলিতেও নজর রাখার কথা বলা হয়েছে।

দিল্লিতে আজ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ৩৫৮ জন পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করল নির্বাচন কমিশন। অর্থাৎ, প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রপিছু এক জন করে পর্যবেক্ষক ছাড়াও ৬৪ জন অতিরিক্ত পর্যবেক্ষক পশ্চিমবঙ্গে আসছেন। ওই ৬৪ জন প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় খতিয়ে দেখবেন। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনেই পর্যবেক্ষকদের নিজ নিজ কেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। ব্যয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষকদের এক একটি সাব-ডিভিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মনোনয়ন পর্ব থেকে শুরু করে প্রচার, নির্বাচন, ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত নির্বাচন পরিচালনা, নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন, নির্বাচন কর্মীদের উপর নজরদারি রাখার মতো যাবতীয় ঘটনার দায়িত্ব থাকবে এই পর্যবেক্ষকদের। অন্ধ্র, অসম, ছত্তীসগঢ়, হরিয়ানা, কেরল, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে এই পর্যবেক্ষকদের।

পর্যবেক্ষকদের ভূমিকায় সি পি এম যে খুব একটা স্বস্তিতে নেই, তা দলের বিভিন্ন নেতার মন্তব্যেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কমিশন মনে করে পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি নির্বাচনে ভোটারদের আস্থা ফেরাতে সাহায্য করবে। পশ্চিমবঙ্গ সফরের আগের দিন সোমবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বি বি টন্ডন বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গে সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য সেখানকার ভোটারদের মধ্যে আস্থা অর্জন করাও হবে পর্যবেক্ষকদের অন্যতম লক্ষ্য। তাঁদের উপস্থিতিতেই সাধারণ মানুষদের মধ্যে আস্থা বাড়বে।"

প্রথম দফায় নকশাল প্রভাবিত জেলাগুলিতে ভোট হচ্ছে। সেখানের নিরাপত্তা নিয়ে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। টন্ডন বলেছেন, "পাঁচ দফায় ভোট হওয়ায় প্রতিবারই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী থাকবে। সেগুলিকে ঠিক মতো ব্যবহার করা পর্যক্ষেকদের কাজ।" কোনও আধা সামরিক বাহিনীকে রিজার্ভ রাখা যাবে না বলেও পর্যবেক্ষকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আজ সকালে প্রায় তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গের জন্য নিযুক্ত পর্যবেক্ষকদের তাঁদের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়। এর আগে তিন দফায় যে পর্যবেক্ষকেরা জেলা সফরে গিয়েছিলেন, এ বার তাঁদের সেই জেলার অন্তর্গত কেন্দ্রেই পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গত কাল কমিশন রক্ষী নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের নিজের কেন্দ্রে থাকার যে নির্দেশ দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে আজ বাম সাংসদরা সরব হন। সংসদে এই বিষয়টি তোলেন সিপিএম সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া। বামেদের বক্তব্য, কমিশনের এই সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক। কমিশন এ ভাবে

এর পর ছয়ের পাতায়

বুথের কাছে দলীয় অফিস বন্ধের নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ও নয়াদিল্লি: ভোটকেন্দ্রের পাশের দলীয় অফিস থেকে যাতে ভোটারদের উপরে প্রভাব বিস্তার না করা যায়, তার জন্য ভোটকেন্দ্রের ২০০ মিটারের মধ্যে থাকা রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নের অফিস নির্বাচনের আটচল্লিশ ঘণ্টা আগেই বন্ধ রাখতে বলল নির্বাচন কমিশন। ভোট পর্ব শেষ হওয়ার পরেই সেগুলি খোলা যাবে।

তবে দলগুলির রাজ্য ও জেলার প্রধান দফতরগুলি খোলা থাকবে। তার ২০০ মিটারের মধ্যে এতকাল যে সব ভোটকেন্দ্র ছিল, সেগুলি এ বার সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের গা-লাগোয়া প্রায় সাড়ে ৩ হাজার বুথের পাশে কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের অফিস কিংবা তাদের ট্রেড ইউনিয়নের অফিস রয়েছে। ভোটের দিন ওই অফিসগুলিতে দলীয় সমর্থকেরা জড়ো হয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন বলে বিভিন্ন সময় অভিযোগ উঠেছে। এ বারের নির্বাচনে যাতে এই অভিযোগ না উঠতে পারে, তার জন্য নির্বাচন কমিশন এই ব্যবস্থা নিল। পাশাপাশি ভোটের আগে যে ধরপাকড় পুলিশ চালায় তাও বিধি মেনে করার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ওই গ্রেফতারের ব্যাপারে যাতে কোনও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ না ওঠে তা সুনিশ্চিত করতে বলেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার।

রাজ্য নির্বাচন দফতরের হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে রাজনৈতিক দল ও তাদের শ্রমিক সংগঠনের অফিসের ২০০ মিটারের মধ্যে ৩৫০০টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। তার মধ্যে কতগুলি রাজ্য ও জেলা সদর দফতরের ২০০ মিটারের মধ্যে রয়েছে, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দেবাশিস সেন এই দিন তার হিসাব দিতে পারেননি। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই তা চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। এর আগেই নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে, বিভিন্ন ক্লাবে এতকাল থাকা ভোটকেন্দ্রগুলি অন্যত্র সরিয়ে দিতে হবে। দেবাশিসবাবু জানান, কমিশনের ওই নির্দেশ ইতিমধ্যেই জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের জানানো হয়েছে।

রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংগঠনের অফিসের ২০০ মিটারের মধ্যে থাকা ভোটকেন্দ্রগুলি সরিয়ে দেওয়া ও দলের অফিস বন্ধ রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার সর্বদলীয় বৈঠক করেছিলেন। কিন্তু সেই বৈঠকে ঐকমত্য হয়নি। তখনই রাজনৈতিক দলগুলিকে এ ব্যাপারে লিখিত মতামত জানাতে বলা হয়। তাতেও ভিন্ন মত পাওয়া যায়। বামফ্রন্ট জানিয়েছিল, রাজনৈতিক দলের রাজ্য ও জেলা অফিসগুলি বন্ধ রাখা যাবে না। তবে বাকি অফিসগুলি নির্বাচনী প্রচার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার জন্য বন্ধ রাখতে তাদের আপত্তি নেই। কংগ্রেসও দলের রাজ্য ও জেলার সদর দফতর বন্ধ না করার পক্ষে মত দেয়। অন্য স্তরের অফিসগুলি বন্ধ রাখার ক্ষেত্রে তারা মত দিয়েছিল।

এ দিকে, রাজ্যের নির্বাচনী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বি বি টন্ডন তাঁর আরও দুই নির্বাচন কমিশনারকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যে আসছেন। প্রথম দিন তাঁরা রাজ্যের স্বীকৃত ৯টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই পৃথক পৃথক ভাবে কথা বলবেন। কিছু মানুষ ব্যক্তিগত ভাবেও নির্বাচন কমিশনের ফুল টিমের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে আবেদন করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের ভোট পর্যালোচনা করতে যে ৩৫৬ জন পর্যবেক্ষক আসবেন তাঁদের সকলের জন্য বিশেষ নির্দেশ জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। ওই পর্যবেক্ষকদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা যেমন রাজনৈতিক

এর পর ছয়ের পাতায়

বাড়তি নজর

প্রথম পাতার পর

গণতন্ত্র খর্ব করতে চাইছে। জনপ্রতিনিধিদের চলাফেরায় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। সিপিএমের এই বক্তব্য সমর্থন করে আরজেডি ও সমাজবাদী পার্টি।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানান, "আগামিকাল পশ্চিমবঙ্গ সফরে গিয়ে রাজনৈতিক দল, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, পুলিশের ডিজি-সহ কালেক্টর, এসপি-দের সঙ্গে বৈঠক করব।" কমিশন সূত্রের খবর, ভোটের আগে সচিত্র পরিচয়পত্র যতটা সম্ভব শেষ করার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। ৯৫ শতাংশ কাজ হলেই সন্তোষজনক বলে ধরে নেওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত একান্তই এই কাজ সম্পূর্ণ না হলে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

MAR 96 ANANDABAZAR PATRIKA

কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ না করতে নির্দেশ আলিমুদ্দিনের

নিজস্ব সংবাদদাতা: প্রচারে নানা বিধিনিষেধ-সহ নির্বাচন কমিশনের নানা কাজে ক্ষুব্ধ হলেও কোনও ভাবেই যাতে প্রার্থীরা সরাসরি ক্ষোভ প্রকাশ না করেন, তার জন্য জেলায় জেলায় দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দিলেন সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্ব। যতই ক্ষোভ থাক, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত মেনেই যেন কাজ করা হয়।

শনিবার দলের রাজ্য কমিটির বৈঠকে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, "নির্বাচনে প্রচারে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। তবে নির্বাচনী বিধি মেনেই আমাদের এগোতে হবে। পরীক্ষার্থীদের কথা ভেবেই আমরা স্বেচ্ছায় সভা করা বন্ধ রেখেছি।"

সম্প্রতি তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্রের কালিন্দীতে এক দলীয় সভায় পরিবহণ মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে পর্যবেক্ষকদের কাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর কথায় পুলিশ ও আমলাদের বিরুদ্ধে কিছুটা হুমকির সুরও ছিল। পরে ওই সভার ক্যাসেট জোগাড় করে সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুজিত বসু জমা দেন নির্বাচন কমিশনের কাছে। বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট জলঘোলা হয়। তদন্তও হচ্ছে। পাঁচ পর্যায়ে নির্বাচন-সহ নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন সময়ে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কর্তারাই প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এখন তাঁরা কোনও ভাবেই নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করে বিপদ ডাকতে চান না।

দেওয়াল লেখা, পোস্টার-হোর্ডিং-এ নিষেধাজ্ঞা এমনকী, মাইক ব্যবহারেও নির্বাচন কমিশন নিষেধাজ্ঞা জারি করায় স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামের প্রার্থীরা ক্ষুব্ধ। কারণ, এগুলিই তাঁদের প্রচারের প্রধান উপাদান। সেখানে শহরের মতো ঘরে ঘরে কেবল টিভি নেই। ফলে গ্রামগঞ্জের নেতা-কর্মীদের মনে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জেলা থেকে আসা নেতাদের এদিন দলের রাজ্য নেতৃত্ব বোঝান, তাঁরাও মনে করেন নানা ভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। কিন্তু আপাতত এই ক্ষোভ মনের মধ্যে চেপে রেখে যেন নির্বাচন বিধি মেনেই তাঁরা প্রচার চালান। মিছিল করেন। ঘরে ঘরে প্রার্থীদের ছবি-সহ পরিচয়পত্র বিলি করে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান। সি পি এমের ২১০ জন প্রার্থীই ছবি-সহ পরিচয়পত্র বিলি করা হবে। কারণ, এদের মধ্যে অনেকেই এবার প্রথম নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন।

প্রথম পর্যায়ের ভোটে সি পি এমের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মাওবাদী এলাকার ভোট। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় যে ভাবে একেক পর এক কর্মী মাওবাদীদের হাতে খুন হচ্ছেন, তাতে দলের নিচুতলায় ভীতি, হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সভায় অনিলবাবু বলেন, "সত্তরের দশকে নকশাল আন্দোলনের সময়েও আমাদের দলের বহু কর্মী নকশালদের হাতে খুন হয়েছেন। তাতে আমাদের কর্মীদের মনোবল ভাঙা যায়নি। '৭৭ সালে ভোটে জিতে আমরা ক্ষমতায় এসেছি। এবারও মনোবল ভাঙা যাবে না। জনগণের মধ্যে আমাদের পাল্টা প্রচার চালাতে হবে।" এই সব হত্যাকাণ্ডের পিছনে সহায়ক শক্তি হিসাবে ঝাড়খন্ড পার্টি, কংগ্রেস ও তৃণমূলের ভুমিকা আছে— এই অভিযোগ করে অনিলবাবু বলেন, "শত্রুরা যতই চেষ্টা চালাক এবার আমাদের অনুকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে নির্বাচন হচ্ছে। ভোটে জিতে আমরাই সরকার গড়ব।"

নির্বাচন কমিশন সচিত্র পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক করবে কি না ঠিক নেই। কিন্তু তা করতে পারে, এই কথা মাথায় রেখেই সি পি এমের পক্ষ থেকে দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 'সব ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্র করার কাজে উদ্যোগী হোন। কেউ যেন সচিত্র পরিচয়পত্রের আওতার বাইরে না থাকেন।' অনিলবাবু জানান, এক মাস ধরে চলা প্রচার পর্বে তাঁরা দেখাছেন, বহু বুথেই বিরোধীদের অস্তিত্ব নেই। তাঁর দাবি, এসব জায়গায় বামদের জয় নিশ্চিত বলেই নানা ষড়যন্ত্র চলছে।

এদিন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ বলেন, "মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের কাছে আমরা জানতে চাইব, কেন পশ্চিমবঙ্গের ভোট পাঁচ দফায় করা হচ্ছে, তা জানাতে হবে। কারণ, আমাদের ধারণা বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে বড় ষড়যন্ত্র হচ্ছে।"

MAR
19 MAR 2006
ANADABAZAR PATRIKA

ভোটে সমস্যা মাওবাদীরা, অবশেষে মানল রাজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ও জামবনি: পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটে মাওবাদীরা সমস্যার কারণ বলে স্বীকার করে নিল রাজ্য সরকার। রাজ্যের তরফে এই প্রথম এ কথা কবুল করা হল।

সম্প্রতি দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, মাওবাদী নন, তিনি বেশি চিন্তিত বাংলাদেশি জঙ্গি নিয়ে। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব প্রসাদরঞ্জন রায়ের কথায় অন্য ইঙ্গিত মিলেছে। স্বরাষ্ট্রসচিব সরাসরি বলেছেন, "বাংলাদেশ থেকে ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের কার্যকলাপ নিয়েও রাজ্য সরকার চিন্তিত। তবে রাজ্য সরকারের সব চেয়ে মাথাব্যথা এখন মাওবাদীদের নিয়েই।"

স্বরাষ্ট্রসচিবের আরও বক্তব্য, "ভোটের কাজে মাওবাদীরাই এখন বড় সমস্যা। তবে রাজ্য সরকারও সব ব্যবস্থা নিয়েছে। রাজ্যে প্রথম পর্যায়ে মাওবাদী এলাকায় ভোট হচ্ছে। সে জন্য ৬০ কোম্পানি আধাসামরিক বাহিনী ২ এপ্রিলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পাঠানোর জন্য কেন্দ্রকে জরুরি বার্তা পাঠানো হয়েছে। ওই সব বাহিনী আসবে বিহার, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও গুজরাত থেকে।"

অন্য দিকে, বুধবার রাতে পশ্চিম মেদিনীপুরের জামবনি থানার ডুমুরিয়া গ্রামে জোড়া খুনের ঘটনায় ঝাড়খণ্ড পার্টিকেই দায়ী করছে সিপিএম। যদিও খুনের ধরন, পোশাক-সহ পারিপার্শ্বিক তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে জেলা পুলিশের একাংশের সন্দেহ, এই ঘটনার পিছনে মাওবাদীদের হাত রয়েছে। পুলিশের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত সিপিএম নেতা শতদল মাইতি পুলিশের চর হিসাবে কাজ করতেন বলে মাওবাদীরা সন্দেহ করেছিল। সেই জন্যই তাঁকে 'শাস্তি' দেওয়া হয়েছে।

জেলার পুলিশ সুপার অজয় নন্দ অবশ্য বলছেন, "রাজনৈতিক কারণেই এই খুন। ঘটনার পিছনে মাওবাদীদের হাত থাকার কোনও প্রমাণ মেলেনি। তবে সম্ভাব্য সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" ভোটের আগে মাওবাদীরা যে প্রশাসনের সমস্যা বাড়াচ্ছে, তা জানিয়ে কলকাতায় স্বরাষ্ট্রসচিব বলেন, "প্রাক্তন রাজ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বিধায়ক শম্ভু মাণ্ডিকে ওরা হুমকি দিয়েছে। শম্ভুবাবুর অভিযোগ পেয়ে রাজ্য সরকার তাঁর নিরাপত্তা বাড়িয়েছে।" তিনি বলেন, শম্ভুবাবু ছাড়া আর কোনও বড় মাপের নেতা বা মন্ত্রীর কাছ থেকে মাওবাদী হুমকির খবর এখনও রাজ্য সরকার পায়নি। তবে ছোট মাপের অনেক নেতাকে যে

এর পর নয়ের পাতায়

ভোটে সমস্যা মাওবাদীরা, মানল রাজ্য

প্রথম পাতার পর

মাওবাদীরা হুমকি দিয়েছে বলে খবর এসেছে।" স্বরাষ্ট্রসচিব জানান, ভোটে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৬০০ কোম্পানি আধাসামরিক বাহিনী চাওয়া হয়েছে।

বুধবার রাত সওয়া ৯টা নাগাদ ডুমুরিয়া বাজারে গুলি করে, টাঙি দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় শতদলবাবু ও স্থানীয় ব্যবসায়ী পীযূষ মহান্তিকে। শতদলবাবু সিপিএমের নুনিয়া শাখা কমিটির সদস্য হলেও পীযূষবাবু সক্রিয় রাজনীতি করতেন না বলেই তাঁর পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন। সিপিএম অবশ্য পীযূষবাবুকে তাদের যুব নেতা হিসাবে দাবি করছে। পীযূষবাবুকে কেন খুন করল আততায়ীরা, সে ব্যাপারে পুলিশ ও গ্রামবাসীরা অন্ধকারে। তবে পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, সিপিএম প্রভাবিত ডুমুরিয়া থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দূরে ঝাড়খণ্ডের বেঁনধ গ্রামে মাওবাদীদের ভাল প্রভাব রয়েছে। বেঁনধ-সহ ঝাড়খণ্ড রাজ্যের কানিমহুলি, চালুনিয়া গ্রামগুলিতে মাওবাদীদের স্কোয়াড ঘুরে বেড়ায়। পুলিশকে আরও যে তথ্য ভাবাচ্ছে— মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডুমুরিয়া গ্রামে 'অপারেশন' চালানো।

সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডহরেশ্বর সেনের অভিযোগ, "মাওবাদী, ঝাড়খণ্ড পার্টি, তৃণমূল সবই এক। ভোটের আগে ওরাই একসঙ্গে আমাদের বিরুদ্ধে হামলা চালাচ্ছে।" জামবনি ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। ওই আসনে এবার সিপিএমের প্রার্থী গিধনি লোকাল কমিটি সম্পাদক অমর বসুকে। অমরবাবু অবশ্য সরাসরি বলেন, "আমাদের আশঙ্কা, আরও কিছু দলীয় কর্মীকে খুনের উদ্দেশ্যে ঝাড়খণ্ড পার্টির দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছিল। ওই দু'জনকে সামনে পেয়ে ওরা তাঁদের খুন করে পালায়।" পুলিশেরও ধারণা, আরও কয়েকজন সিপিএম কর্মী আততায়ীদের লক্ষ্য ছিলেন। শতদলবাবুরা যেখানে আড্ডা দিতেন, সেখানে স্থানীয় আরও কর্মীরা রোজ জড়ো হন। পুলিশের অনুমান, আততায়ীরা জানত, ওই সময় গেলে অনেককে একসঙ্গে পাওয়া যাবে।

ফলে গত রবিবার জামবনির কাপাসিটা গ্রামে দুই ঝাড়খণ্ড পার্টির নেতাকে খুনের বদলা নিতেই শতদলবাবু ও পীযূষবাবুকে হত্যা করা হয়েছে, এটা পুলিশের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য ঠেকছে না। এর আগে মাওবাদীরা যে-সব সিপিএম নেতা-কর্মীকে খুন করেছে, তাঁরা সকলেই দলের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত। শতদলবাবুও বুথ কমিটির সদস্য ছিলেন। আততায়ীরা এসেছিল পুলিশের পোশাকে, কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে। এর আগের সব ক'টি ঘটনায়ও মাওবাদীরা পুলিশের পোশাক পরেই হামলা চালিয়েছিল। পুলিশ ডুমুরিয়া গ্রামে গিয়ে শতদলবাবুর মৃতদেহের উপরে বাবুই দড়ি পড়ে থাকতে দেখে। খুন করার সময় তাঁকে ওই দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল কিনা, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। *ছবি: মিতুল দাস*

1 7 MAR 2006 ANADABAZAR PATRIKA

House nod for Gorkha council

Bengal asks Centre to amend Constitution to set up autonomous body

ENS & PTI
KOLKATA, MARCH 16

THE West Bengal Assembly today passed a resolution calling upon the Centre to take steps for setting up a new Autonomous Council for Darjeeling hills by amending the Constitution.

Initiating the debate, Trinamool Congress member Sougata Roy opposed the motion moved by Chief Minister Buddhadeb Bhattacharya saying his party was not taken into confidence on the matter.

Roy questioned the wisdom of moving a resolution since the tripartite agreement signed by the Centre, the state government and the GNLF on December 6, last, would remain valid till the Constitution is amended.

Lone GNLF (C) member D K Pradhan also opposed the motion saying that setting up the council under the Sixth Schedule would divide Gorkhas into tribals and non-tribals and lay the foundation for ethnic violence in the Darjeeling hills.

He claimed that non-tribals, the majority in the hills, were already dissatisfied as there was not a single non-tribal official in the Darjeeling Gorkha Hill Council. Observing that the House would be committing a blunder if it passed the resolution, Pradhan said he would support the resolution, provided the entire Gorkha race were included in the Scheduled Castes.

Before the 1988 Gorkha Hill accord, the CPI(M) had been opposing the proposal for an Autonomous Council and trying to extract political mileage by accusing the Congress of trying to divide West Bengal. The accord was finally signed after mediation by then Prime Minister Rajiv Gandhi, he said. However, Minister for Urban Development Ashok Bhattacharya said that the 10th Clause in last year's tripartite agreement stipulated that a resolution had to be passed in the Assembly before the Constitutional amendment.

The state government was in favour of solving the issue through democratic means, he said, adding, the new Council would benefit Darjeeling people.

17 MAR 2006 INDIAN EXPRESS

Trinamool list for Assembly elections upsets BJP

Congress decision on aligning with Trinamool Congress likely to be taken on Wednesday

Special Correspondent

KOLKATA: Rebuffed by the "unilateral" decision of the Trinamool Congress, its partner in the National Democratic Alliance (NDA), on seat adjustments with the Congress for the coming Assembly elections in West Bengal, the State BJP unit took stock of the sudden turn of eventsat a meetinghere on Tuesday.

The meeting was held against the backdrop of signs of strains developing in relations between the two NDA constituents less than five weeks before the first of the five-phase elections in the State begins on April 17.

State BJP leaders are peeved over the manner in which Trinamool leader Mamata Banerjee made public on Monday the Trinamool's decision to set aside 23 seats for the BJP when "one-to-one talks are underway between Ms.Banerjee and Arun Jaitley, the BJP's central observer for the State."

Party sources said Ms. Banerjee's announcement came at a time when a consensus had been reached between the two parties that the BJP would field candidates from at least 30 constituencies even though it had aspired for more. They said Ms. Banerjee's "list" was unacceptable.

- **Door open for further seat adjustments with BJP and Congress: Mamata**
- **For us it is a wait and watch situation, says State Congress chief**

The Trinamool leader, however, has maintained that the doors are open for further seat adjustments with both the BJP and the Congress.

The names of 201 candidates to be put up by her party and its smaller partners in the Paschim Banga Ganatrantik Front have been announced.

The Congress is likely to take a decision on seat adjustments with the Trinamool at the Pradesh election committee meeting on Wednesday.

"We have been saying that the Congress would like to have seat adjustments with the Trinamool but this will be difficult for as long as the latter remains aligned to the BJP," working president of the West Bengal Pradesh Committee, Pradip Bhattacharya, said.

"For us it is a wait and watch situation," he said.

A fallout between the BJP and the Trinamool over seat adjustments would pave the way for an understanding, he indicated.

THE HINDU

পর্যবেক্ষকেরা ফিরে যেতেই দেওয়াল মোছার কাজ লাটে

দায়সারা চুন বোলানোয় বেড়ে গেল দৃশ্যদূষণই

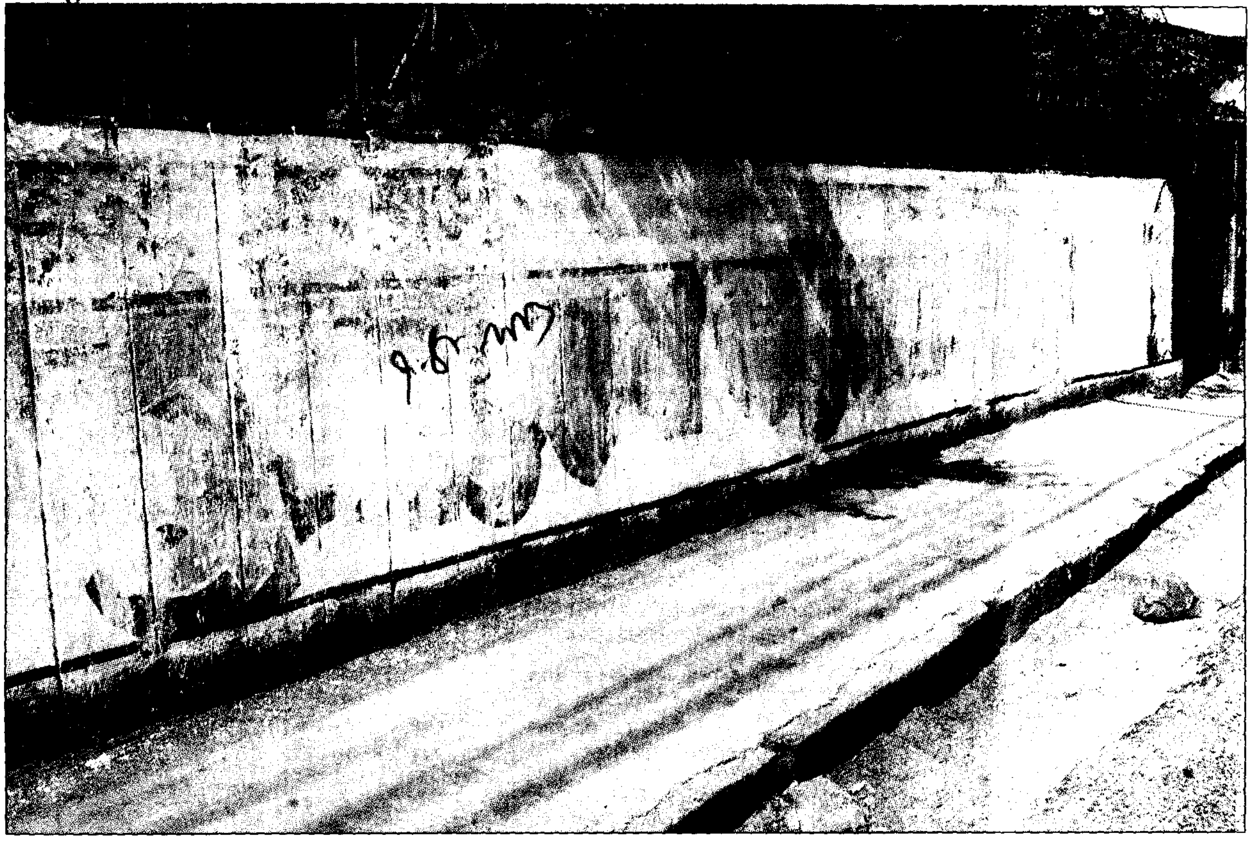

দূষণ বাড়ল বই কমল না! যেমন তেমন ভাবে দেওয়াল-লিখন মোছার জের। মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্রে বুধবার তোলা নিজস্ব চিত্র।

নিজস্ব সংবাদদাতা: নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকেরা চলে গেলেন দিল্লি। আর থমকে গেল দেওয়াল-লিখন মোছার যাবতীয় অভিযানও।

দেওয়াল যেখানে মোছা হয়েছে, সেখানে যেন-তেন প্রকারে চুনের প্রলেপ দেওয়ায় সৌন্দর্য তো বাড়লই না, বরং দৃশ্যদূষণের মাত্রা বহু গুণ বেড়ে গেল। কোথাও কোথাও এমন ভাবে দেওয়াল মোছা হয়েছে যে, চুনের প্রলেপের আড়ালে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে প্রার্থীর নাম, প্রতীক চিহ্ন। বস্তুত দেওয়ালগুলো হয়ে উঠছে আরও নোংরা, আরও কুৎসিত।

উড়ালপুলের গায়ে সাঁটা বামফ্রন্ট সরকারের স্লোগান রয়ে গিয়েছে বহু জায়গাতেই। এটা নির্বাচনী বিধির পরিপন্থী। অথচ রাজ্য সরকারের পুলিশ তা সরানোর চেষ্টাই করেনি।

রাজনৈতিক দলগুলি রাজি না-হওয়ায় নির্বাচন কমিশন শেষ পর্যন্ত দেওয়াল মোছার দায়িত্ব দিয়েছে পুলিশ-প্রশাসনকে। লোক ভাড়া করে চুন কিনে পুলিশকর্মীরা রাস্তায় নামেন। কিন্তু কেন এই দেওয়াল মোছার নির্দেশ, সেটাই বলা হয়নি পুলিশ-প্রশাসনকে। এক দিকে খরচ বাঁচানোর তাগিদ, অন্য দিকে তাড়াহুড়ো করে কাজ শেষ করা চেষ্টা— সব মিলিয়ে দেওয়াল পরিষ্কারের উদ্দেশ্যটাই হারিয়ে গিয়েছে। এলোমেলো ভাবে চুনের প্রলেপ বোলানো দেওয়াল দেখে অনেক বাড়ির মালিককে আফসোস করতে হচ্ছে, 'এর থেকে আগের লেখাটাই তো ভাল ছিল!'

এ যেন নিতান্ত দায়সারা ভাবে কর্তব্যপালন। এ-রকম দায়সারা কাজের ভুরি ভুরি উদাহরণ মিলবে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কেন্দ্রে। বুদ্ধবাবুর সরকারের নির্দেশ মেনে ওখানে দেওয়াল মোছার কাজ শুরু হয়েছে সব থেকে পরে। আর এক দিন অভিযানে বেরিয়েই ক্ষান্তি দিয়েছে পুলিশ। তাই সন্তোষপুর, বাঘা যতীন, গড়িয়া, পাটুলি কিংবা বাঁশদ্রোণীর অধিকাংশ দেওয়ালেই জ্বলজ্বল করছে মুখ্যমন্ত্রীর নাম। বড় রাস্তার উপরে হাতে গোনা যে-ক'টি দেওয়াল মোছা হয়েছে, তাতে পেশাদারিত্বের অভাব, যত্নের অভাব। ফলে কোথাও স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে প্রার্থীর নাম। কোথাও হতশ্রী অবস্থা বিশাল দেওয়ালের।

কলকাতা ঘুরলে এমন দৃশ্য চোখে পড়বে অগুন্তি। কিন্তু কেন এ ভাবে দেওয়াল মোছাল পুলিশ? দৃশ্যদূষণের দিকটি কেনই বা এড়িয়ে গেল তারা?

ডি সি (নর্থ) দময়ন্তী সেনের সাফ কথা, "ও-সব নিয়ে ভাবা আমাদের কাজ নয়। আমাদের যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমরা সেই ভাবেই কাজ করছি।" অর্থাৎ পুলিশকে কেবল লেখার উপরে চুনের প্রলেপ দিতে বলা হয়েছে। দেওয়ালকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে বলা হয়নি। এমনটাই দাবি করছেন পুলিশকর্তারা।

কিন্তু ঢাকঢোল বাজিয়ে দেওয়াল মোছা শুরু করার পরে পুলিশ এ ভাবে রণে ভঙ্গ দিল কেন?

পুলিশকর্তাদের বক্তব্য, হোলির জন্য দেওয়াল মোছার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। সেই জন্যই কাজ আটকে আছে। তবে আপাতত কাজ আটকে থাকলেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সব দেওয়াল মোছা হয়ে যাবে বলে তাঁদের আশা। ডি সি (সেন্ট্রাল) অজয় কুমার বলেন, "হোলির জন্য শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশকর্মীরাও অন্য দিকে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। তাই একটু অসুবিধা হচ্ছে।"

বুদ্ধবাবুর নির্বাচনী কেন্দ্র যাদবপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশের আওতায় পড়ে। জেলাশাসক রোশনি সেন বলেছেন, "রাজনৈতিক প্রচারের সমস্ত দেওয়াল-লিখনই ২৪ এপ্রিলের মধ্যে মুছে দেওয়া হবে। সাম্প্রতিক দেওয়াল-লিখনের পাশাপাশি মোছা হবে আগের লেখা সমস্ত রাজনৈতিক প্রচার-লিখনও। বড় রাস্তায় মোছার কাজ শেষ হলে অলিগলির দেওয়াল মোছার কাজে হাত দেওয়া হবে।"

দেওয়াল মোছা নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের মনোভাবে নির্বাচন কমিশন যে মোটেই সন্তুষ্ট নয়, তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দেবাশিস সেনের কথায়। বুধবার তিনি বলেন, দেওয়ালের প্রচার-লিখন এমন ভাবে মুছতে হবে, যাতে কোনও মতেই বোঝা না-যায়, ওই দেওয়ালে কী লেখা হয়েছিল। যদি কোথাও দেওয়াল মোছার পরে অস্পষ্ট হলেও লেখা পড়া যায়, তা হলে সেটা আবার মুছে দেওয়ার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনকে নির্দেশ দেবে রাজ্যের নির্বাচন দফতর।

এর পর সাতের পাতায়

1 6 MAR 2006

Mamata door still open to Congress

ARINDAM Sarkar
Kolkata, March 13

MAMATA BANERJEE has given the Congress three more days to make up its mind. If it wants a grand alliance, one out of every three seats is still open for sharing between the Congress and the NDA. If it doesn't, Mamata will give some of those seats to the NDA and fill up the rest with her own candidates.

In her exercise to woo a potential ally, however, Mamata ended up offending an existing one. She released a partial candidate list and a manifesto on Monday, apparently without consulting the BJP.

She nominated 193 Trinamool members and gave the Paschim Banga Ganatantrik Mancha eight other seats out of a total of 294. That leaves 93 seats still open for a possible grand alliance. Mamata thought she had chosen these with care: the sitting MLAs in most belong either to the Congress or to its ally, the GNLF.

What she hadn't bargained for was an upset BJP. State party chief Tathagata Roy was noncommittal, saying the high command would work out the seat adjustment, but his colleague Rahul Sinha said: "Seat sharing talks are still under way with Arun Jaitley. How could she announce a list?"

Mamata thinks she has given the BJP all it needs. "We have offered the NDA 23 seats but they want 10 more. The rest are for the Congress, if it wants them," Mamata said.

She then showed her frustration: "I have been waiting for the Congress for six months, but they are just wasting my time. How long do they expect me to wait? They have three days and no more."

Mamata has told Pranab Mukherjee and Margaret Alva that she was willing to give the Congress 53 seats to start with. Should talks begin, the number could be increased, she said.

"Last time, we had given them 59; this time we're offering less because we have a new partner in the alliance. But we can always raise the Congress' share to 60 or 70 later," she said.

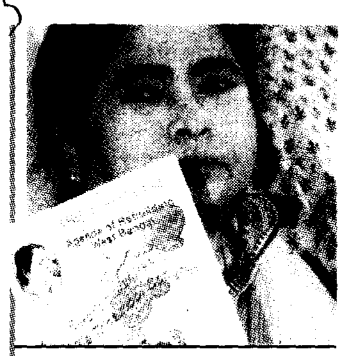

Retained

All sitting MLAs. New seats for Subrata Bakshi, Dipak Ghosh, Sisir Adhikari, Soumen Mahapatra

Targets

- **Subrata Mukherjee**
  If he contests from Chowringhee, he will face Subrata Bakshi. If from Jorabagan, he will face Sanjay Bakshi
- **Buddhadeb Bhattacharjee**
  Will face Dipak Ghosh in Jadavpur
- **Sudip Bandopadhyay**
  Will face Sultan Ahmed in Bowbazar
- **Hashim Abdul Halim**
  Will face Muzaffar Khan in Entally
- **Rabin Deb**
  Will face Javed Khan in Ballygunge

14 MAR 2006 THE HIDUSTAN TIMES

পরিচয়পত্র তৈরিতে গাফিলতির দায় জেলাশাসকের, বলল কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা: সচিত্র পরিচয়পত্র তৈরির কাজে গাফিলতি হলে তার দায় বর্তাবে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার তথা জেলাশাসকের উপরেই। সোমবার তেমনই বলে গেলেন উপ-নির্বাচন কমিশনার আর বালকৃষ্ণন।

রাজ্যের ১৯ জন জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠকে সোমবার বালকৃষ্ণন ইঙ্গিত দিয়েছেন, নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসবে, নির্বাচন কমিশন ততই আরও কঠোর হবে। রাজ্যের বেশির ভাগ ভোটারের যাতে সচিত্র পরিচয়পত্র তৈরি হয়, তা সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। কোনও জেলায় ওই কাজে গাফিলতির দায়িত্ব জেলাশাসকের উপরে পড়বে বলে যেমন জানিয়ে দিয়েছেন, তেমনই সচিত্র পরিচয়পত্র তৈরিতে কোনও সমস্যা হলে জেলাশাসকদের যে কোনও ধরনের ব্যবস্থা নিতে ঢালাও অনুমতি দিয়েছেন। ছবি তুলতে স্থায়ী ও অস্থায়ী কেন্দ্র তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন জেলাশাসকেরা। সেই সঙ্গে ভোটার তালিকায় নাম তোলা ও ভুয়ো ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার কাজও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চালিয়ে যেতে হবে বলে উপ-নির্বাচন কমিশন প্রত্যেক জেলাশাসককে জানিয়ে দিয়েছেন।

আর বালকৃষ্ণন

তৃতীয় দফায় রাজ্য থেকে ঘুরে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা যে রিপোর্ট দিল্লিতে পেশ করেছেন, তাতে বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ্যে উঠে এসেছে। আর কলকাতার পর্যবেক্ষকেরা যে মহানগরীর ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে একেবারেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি, তা এ দিন পরিষ্কার করে দিয়েছেন বালকৃষ্ণন। কলকাতার তিন নির্বাচনী অফিসারকে তাই সোমবারের বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল।

বৈঠকে প্রসঙ্গটির উল্লেখ করে বালকৃষ্ণন বলেন, কলকাতা-সহ রাজ্যের পুর এলাকায় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে নির্বাচন কমিশন খুশি ছিল না। তাই 'নোডাল অফিসার' নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাতেও কাজ হয়নি।

অন্য পুর এলাকা সম্পর্কে সরাসরি কোনও মন্তব্য না-করলেও কলকাতা পুরসভা এলাকায় ভোটার তালিকা থেকে মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার কাজে যে কমিশন সন্তুষ্ট নয়, তা বালকৃষ্ণন নিজেই জানিয়ে দেন। তিনি বলেন, ওই কাজটি করার জন্য 'নোডাল অফিসার' এবং পুরসভার প্রতিনিধি থাকলেও গোটা কাজটার উপরে নজরদারি চালাতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দেবাশিস সেনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আচরণবিধি কার্যকর হচ্ছে কি না, সে ব্যাপারে নজর রাখতে রাজ্য স্তরে একটি 'নজরদারি সেল' গঠনেরও নির্দেশ দেন বালকৃষ্ণন। ওই সেলের মাধ্যমেই কমিশন বিষয়টির উপরে নজর রাখবে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া চালু হয়ে যাওয়ার পরে হকার থাকবে বলে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা নির্বাচন বিধি ভেঙেছে কি না, জানতে চাইলে বালকৃষ্ণন বলেন, "বিষয়টি জানা নেই। মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের মাধ্যমে জেনে নেব।"

নির্বাচনী প্রচারের জন্য রবিবার সাধারণ যানবাহন তুলে নিয়ে দলীয় সমর্থকদের মিটিং-স্থলে পৌঁছনোর ব্যবস্থা কি নির্বাচনী আচরণবিধি ভাঙার সমান? উপ-নির্বাচন কমিশনার জানান, এ ব্যাপারেও তিনি ওয়াকিবহাল নন, তবে মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের কাছে খোঁজ নিয়ে নেবেন। আর আচরণবিধির ক্ষেত্রে যেখানে যা সমস্যা হবে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা কমিশন শীঘ্রই দিয়ে দেবে। আচরণবিধি কার্যকর করার ক্ষেত্রেও জেলা নির্বাচনী অফিসারকেই নজর রাখতে হবে বলে তিনি জানান।

স্পর্শকাতর বুথ চিহ্নিতকরণে যে কমিশনের পর্যবেক্ষকেরাই বেশি গুরুত্ব পাবেন, তা-ও উপ-নির্বাচন কমিশনার জানিয়ে দেন। তিনি বলেন, স্পর্শকাতর বুথ নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেলাশাসক ওই কেন্দ্রের প্রার্থী, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলবেন। ওই এলাকার অতীত ঘটনা পর্যালোচনা করে জেলাশাসক পর্যবেক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেবেন।

ANADABAZAR PATRIKA

হোর্ডিংয়ে প্রচার নয়, অনিলের ঘোষণায় বিপাকে পুরসভাই

নিজস্ব সংবাদদাতা: দেওয়াল-লিখন নিয়ে ওদের নীতি ছিল এক। হোর্ডিংয়ের ব্যাপারে দেখা গেল, তা সম্পূর্ণ অন্য রকম। সি পি এম নেতৃত্বের এই নীতি বদলের আঁচ আগে থেকে না-পাওয়ায় বামফ্রন্ট-শাসিত কলকাতা পুরসভা এখন সমস্যায় পড়েছে। আগেভাগে হোর্ডিং বণ্টনের যে-সিদ্ধান্ত পুরসভা নিয়েছে, তা কতটা যুক্তিযুক্ত, সেই প্রশ্ন উঠেছে সি পি এমেই।

রাজ্য সরকার নিজেদের আইন অনুসারে দেওয়াল-লিখন বন্ধের জন্য যখন নির্দেশ জারি করেছিল, তখন সি পি এম তা মানতেই চায়নি। শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ জারি করে দেওয়াল-লিখন বন্ধ করতে হয়েছিল। হোর্ডিংয়ে প্রচারের ব্যাপারে এ বার রাজ্যের 'অ্যান্টি ডিফেসমেন্ট' সংক্রান্ত আইন রূপায়ণেরই সিদ্ধান্ত নিল সি পি এম। তাতে নিজেদের সিদ্ধান্ত বদলাতে হবে পুরসভাকে। তবে সোমবার পর্যন্ত পুরসভা নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল।

সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস সোমবার বলেছেন, "হোর্ডিংয়ে ভোটের প্রচার চালানো চলবে না। ফ্রন্ট পরিচালিত সব পুরসভাকে আমরা এই নির্দেশ দিয়েছি।" এতে বেকায়দায় পড়েছে কলকাতা পুরসভা। হোর্ডিং লাগাতে তারা উদ্যোগী, কিন্তু তাতে বাদ সেধেছেন সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্ব!

অনিলবাবু বলেন, "কলকাতা পুরসভা আইনটি দেখেনি। আমরা আইনবিদদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা জানিয়েছেন, পুরসভাগুলি ঠিক কথা বলছে না। অ্যান্টি ডিফেসমেন্ট অ্যাক্ট রাজ্য সরকারের আইন। সেই আইনই অনুসরণ করতে হবে।" তা হলে কীসের ভিত্তিতে পুরসভা হোর্ডিং ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল? মেয়র-পারিষদ ফৈয়াজ আহমেদ খান বলেন, "পুর আইন অনুসারেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" পুর আইন ঘেঁটে বিকেলে ফৈয়াজ ঘোষণা করেন, "কলকাতা পুরসভা ব্যানার ও হোর্ডিংয়ে ভোটের প্রচারের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে কোনও কর নেবে না।" অর্থাৎ শুধু হোর্ডিংয়ে প্রচার করতে দেওয়াই নয়, পুরসভার কর ছাড় দিয়ে দলগুলিকে আরও সুবিধা দিতে চেয়েছেন ফৈয়াজ।

অনিলবাবুর যুক্তি, "পুরসভাগুলির যে-আইন আছে, তা সরকারি আইনকে চালনা করবে না।" এ ব্যাপারে কলকাতা পুরসভার সিদ্ধান্তও ঠিক নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। রাজ্যে ১২৬টি পুরসভার মধ্যে ৮৪টি ফ্রন্টের দখলে। অনিলবাবু বলেন, "ফ্রন্ট পরিচালিত সব পুরসভাকে রাজ্যের আইন মানতে বলেছি। অর্থাৎ ভোটের প্রচারে হোর্ডিং লাগানো যাবে না।" কী ভাবে প্রচার করবে সি পি এম? অনিলবাবু বলেন, "আমরা নানা পদ্ধতিতে প্রচার করছি। কী ভাবে প্রচার হবে, সেই বিষয়ে ১৮ মার্চ আলোচনা হবে সি পি এমের রাজ্য কমিটিতে।"

রাতে মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য অবশ্য জানান, পুরসভা হোর্ডিং নিয়ে তাদের আগের সিদ্ধান্তই বহাল রাখবে। তিনি বলেন, "পুরসভা তাদের নিজস্ব হোর্ডিং রাজনৈতিক প্রচারের জন্য ব্যবহার করতেই পারে। রাজ্যের অ্যান্টি ডিফেসমেন্ট আইনের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।" রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারই পুরসভাকে এই অনুমতি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বিকাশবাবু।

পুরসভা কি অনিলবাবুর নির্দেশ মানবে না? মেয়র একটু ঘুরিয়ে বলেন, "উনি (অনিলবাবু) কী ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, জানি না। আইনজীবী হিসেবে বলতে পারি, আইনগত দিক দিয়ে পুরসভার নিজস্ব হোর্ডিং ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের কোনও বাধা নেই।"

মাওবাদী আতঙ্কে পার্টি ছাড়ছেন কেউ, মানতে নারাজ রাজ্য সম্পাদক

নিজস্ব সংবাদদাতা: দলের নিচু তলায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে বলে মানতে চাইছে না সি পি এমের উপরমহল।

গাছে পোস্টার সেঁটে পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড়ের সি পি এম কর্মী-সমর্থকদের একাংশ দল ছাড়লেও রাজ্য নেতৃত্বের কোনও হেলদোল নেই। মাওবাদীদের হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে তাঁদের কোনও সদস্যই দল ছাড়েননি বলে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস সোমবার সাফ জানান।

লালগড়ের পূর্ণাপানি গ্রামের সি পি এম-কর্মী দয়াসিন্ধু মাহাতো-সহ বেশ কয়েক জন মাওবাদীদের হুমকির কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। দয়াসিন্ধুবাবু গাছে পোস্টার সেঁটে তাঁর ওই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েও দিয়েছেন। মাওবাদী-অধ্যুষিত অন্য এলাকায় দলের কর্মীদের মনোবলে যাতে এতটুকু চিড় না-ধরে, তার জন্য পূর্ণাপানি গ্রামের ঘটনাটিকে সি পি এম নেতৃত্ব আমলই দিতে চাইছেন না।

অনিলবাবু বলেন, "সন্ত্রাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের কেউ পার্টি ছেড়েছেন, এমন একটি উদাহরণও নেই। ওই অঞ্চলে তিনটি লোকাল ও একটি জোনাল কমিটি থেকে কেউ দল ছেড়েছেন বলে উদাহরণ নেই।"

পুলিশ ওই এলাকার সি পি এমের নেতা ও কর্মীদের এলাকা ছেড়ে যেতে বলছে। দল এ ব্যাপারে কোনও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভেবেছে কি? রাজ্য সম্পাদক বলেন, "পুলিশ কী করছে, জানি না। খবরের কাগজে পড়লাম। খবরের কাগজ পড়ে কোনও মন্তব্য করব না।"

মাওবাদী এলাকায় দলের মধ্যে আতঙ্কের আবহের কথা অনিলবাবু মানতে না-চাইলেও ওই অঞ্চলে ভোটের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন অবশ্য উদ্বিগ্ন। উপ-নির্বাচন কমিশনার বালকৃষ্ণনের কথাতেও সেটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। বালকৃষ্ণন বলেন, ওই এলাকার পরিস্থিতি বিচার করেই প্রথম পর্যায়ে ওখানে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার, রাজ্য নির্বাচন দফতর ও বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছে কমিশন। তার পরে দিন ঠিক হয়েছে।

মাওবাদী-অধ্যুষিত তিন জেলা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন বালকৃষ্ণন। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডি জি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের সঙ্গে কথা হয়েছে। কী পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনী পাওয়া যাবে, তার উপরেই নির্ভর করছে ওই এলাকায় কত সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করা হবে।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অন্যতম অঙ্গই হল প্রচার। কিন্তু মাওবাদী এলাকায় প্রচারের যে সমস্যা রয়েছে, সে ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কি বিশেষ ব্যবস্থা নেবে? উপ-নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্য, প্রচার একেবারেই রাজনৈতিক দলের ব্যাপার। তিনি জানান, ওই সব এলাকাতেও যত বেশি সম্ভব ভোটারের জন্য সচিত্র পরিচয়পত্র তৈরির কথা বলা হয়েছে। ওই তিন জেলার নির্বাচনী অফিসারেরা অবশ্য সময় কম পাবেন। কারণ, সেখানে নির্বাচন সবার আগে। তবে ওই কাজটি করার জন্য ঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে জেলাশাসকদের।

ভিন্ রাজ্য থেকে ভোটকর্মী আনা বা স্কুলশিক্ষকদের কাজে লাগানোর ব্যাপারে কমিশন এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি বলে বালকৃষ্ণন জানিয়েছেন।

ANADABAZAR PATRIKA

14 MAR 2005

HAWKERS AGAIN

Hawkers are not the only people who are used as pawns in the games that politicians play. Never mind what that does to Calcutta's vehicular traffic or citizens' rights. It seems particularly futile to look for an escape from the ordeal when elections are round the corner. The ruling Left Front, though, routinely blows hot and cold on the issue of eviction or resettlement of hawkers. Mr Buddhadeb Bhattacharjee has now set the left's tune on the issue for the electoral season. He has decided that hawkers and pedestrians would coexist on the city's pavements, at least for now. The fact that he announced the decision at a pre-election rally organized by the Centre of Indian Trade Unions should explain what he expected of it. Obviously, this was meant to buy the hawkers' loyalty to the Communist Party of India (Marxist) during the coming elections. Mr Bhattacharjee clearly spoke more as a politician than as the chief minister. Ironically, his sop to the hawkers came in the presence of his party and cabinet colleague, Mr Subhas Chakraborty, who launched an "Operation Sunshine" some years ago to clear the major city roads of hawkers. It has been no easy task to keep track of the many twists and turns of the government's policy on this since the abrupt halt to Mr Chakraborty's drive.

The chief minister's economic argument for letting the hawkers stay is even more fallacious. He wondered if a government that could not offer the hawkers alternative employment, should take away their livelihood. This begs two larger questions. He should actually ask himself why the government failed to pursue policies that would promote economic growth and employment opportunities. The other question is whether the hawkers' encroachment of the streets is a serious answer to the unemployment problem. Coming from a chief minister, such a suggestion is not only absurd but also potentially dangerous. By this logic, unemployed people have the right to usurp the citizens' rights. But then, the citizens are not half as important as the hawkers in the electoral schemes. No tears need be shed for them now, even if the congested pavements force the people to walk on the roads at the risk of accidents. Mr Bhattacharjee harps on the need for a makeover of Calcutta's image. The doublespeak on hawkers cannot improve either his or the city's image.

14 MAR 2006 THE TELEGRAPH

ভাত দিতে পারি না, কিল মারব কেন

হকার তোলা হবে না, ঘোষণা এ বার বুদ্ধেরই

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভোটের মুখে হকারদের অভয় দিলেন স্বয়ং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

কলকাতার ফুটপাথ বা রেল স্টেশন, কোনও জায়গা থেকেই তাঁদের উচ্ছেদ করা হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন। সিটুর সভায় তিনি বলেন, হকারকে বসতে দেওয়ার জন্য পুলিশ টাকা চাইলে যেন তা মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়। দোষী পুলিশের শাস্তি হবে। তবে একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলে রেখেছেন, দুর্ঘটনা এড়াতে পথচারীদের চলার পথ বাঁচিয়ে যাতে হকারেরা থাকতে পারেন, সেটাও দেখতে হবে।

নির্বাচন উপলক্ষে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সিটুর সভায় 'ভাত দেওয়ার ভাতার নয়, কিল মারার গোঁসাই'— এই পুরনো প্রবাদ আউড়েছেন বুদ্ধবাবু। বলেছেন, "ইচ্ছে করে তো কেউ হকার হননি। সরকার কাজের ব্যবস্থা করতে পারেনি বলেই মানুষ হকারি করে। আমরা যখন ভাত দিতে পারছি না, তখন হকারদের কিল মারার অধিকারও আমাদের নেই।" মুখ্যমন্ত্রীর এ ঘোষণায় সিটুর নেতারা খুশি। খুশি হকারেরাও। মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে তাঁরা আগে কখনও এ ভাবে নৈতিক সমর্থন পাননি। রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিকদের একটি বড় অংশই হকার। নির্বাচনের দিন তাদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী এখন ভারসাম্যের খেলা খেলছেন। এক দিকে, তথ্যপ্রযুক্তি-সহ শিল্পায়নে রাজ্য সরকারের সাফল্যকে তুলে ধরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের বাম-মুখী করার চেষ্টা করছেন। অন্য দিকে, হকার, রাজমিস্ত্রি ও বন্ধ করাখানার শ্রমিকদের স্বার্থের কথা বলে গরিব মানুষের ভোটও একই ভোট-মেশিনে জড়ো করার চেষ্টা করছেন। রবিবারের সভাতেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু জানান, এ বার তাঁদের লক্ষ্য ৫১ শতাংশ ভোট পাওয়া। আগে বিধানসভার নির্বাচনে তাঁরা তা কখনও পাননি। আসলে এটাই সি পি এমের 'টার্গেট'।

বছর দশেক আগে 'অপারেশন সানসাইন' করে কলকাতার ফুটপাথ থেকে হকার উচ্ছেদের পরে হকার ও সিটুর নেতারা বেজায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সি পি এমের উপরে। পরবর্তী কালে কলকাতায় পুরভোট-সহ বিভিন্ন নির্বাচনে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। যে কারণে তৃণমুল-বিজেপি কলকাতা পুরবোর্ডে ক্ষমতায় থাকার সময়ে কখনওই তৃণমুলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হকার উচ্ছেদে সায় দেননি। আজও মমতার ধারণা, কলকাতার হকারদের বড় অংশ তাঁদের সঙ্গেই রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এ দিনের ঘোষণা মমতার সেই ধারণায় আঘাত হানতে পারে।

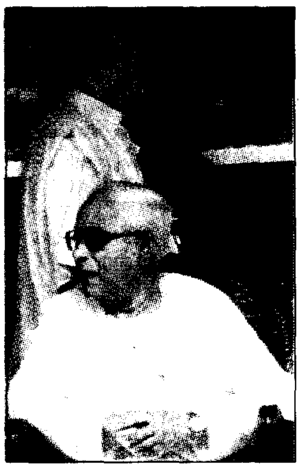

সুভাষ যা করেছিলেন, এখন করতে চান না বুদ্ধ। — নিজস্ব চিত্র

আপনার মতে

শিল্পায়নের কথা বললেও ভোটের মুখে বুদ্ধেরও ভরসা কি সস্তা রাজনীতি?

এসএমএস করুন ৮২৪৩ নম্বরে

'হ্যাঁ' হলে লিখুন: **Apoll a**

'না' হলে লিখুন: **Apoll b**

উত্তর পাঠান হাচ, এয়ারটেল, টাটা ইন্ডিকম, রিলায়েন্স ইন্ডিয়া অথবা বিএসএনএল মোবাইল থেকে।

অনিল কুম্বলের পক্ষে কি শেন ওয়ার্নকে ছাপিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে?

হ্যাঁ	৪১%	না	৫৯%

কলকাতা ও শহরতলির হকারেরা ছাড়াও রাজ্যে রেল-হকার রয়েছেন প্রায় ৭০ হাজার। রবিবারের সমাবেশে যাদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট। সম্প্রতি রেল পুলিশ বিভিন্ন স্টেশন চত্বর থেকে রেল-হকারদের উচ্ছেদ করেছে। রেলেও হকারদের ব্যাপারে পুলিশ কড়া ভূমিকা নিচ্ছে। এ ব্যাপারে পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী থেকে আরম্ভ করে রেল-হকার ইউনিয়নের নেতা সুভাষ মুখোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের কাছে একাধিক বার দরবার করেছেন। কিন্তু সমস্যার স্থায়ী কোনও সমাধান হয়নি।

তাঁদের সামনেই বুদ্ধবাবু এ দিন বলেন, "রেল হকারেরা যাতে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে, সে ব্যাপারে আমার সঙ্গে রেলমন্ত্রীর কথা হয়েছে। আবার কথা হবে। সিটু নেতাদেরও আমি বলেছি, আর পি এফ কিছু করলে আমার কিছু করার কোনও ক্ষমতা নেই। কিন্তু জি আর পি (রাজ্য সরকারের পুলিশ) কিছু করলে আমার কাছে অভিযোগ করুন। যে পুলিশ বলবে, টাকা দাও, বসতে দেব— সে শাস্তি পাবে।" মুখ্যমন্ত্রীর মতে, "স্টেশনে যাত্রীরাও থাকবেন। হকারেরাও থাকবেন। কারণ, উভয়ের উভয়কে দরকার।"

কলকাতার হকারদের জন্য তিনি মেয়র বিকাশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলেছেন, তা জানিয়ে বুদ্ধবাবু বলেন, "ফুটপাথ জবরদখল হলে পথ দুর্ঘটনা হবে। সেটা যাতে না-হয়, তা দেখতে হবে। পথচারীরা যাতে চলতে পারে, আবার হকারেরাও থাকতে পারে, আমি মেয়রকে সেটাই দেখতে বলেছি।"

রাজ্য সরকারের আর্থিক সঙ্কট সত্ত্বেও প্রায় ৭ লক্ষ অসংগঠিত

এর পর ছয়ের পাতায়

ঘোষণা বুদ্ধেরই

প্রথম পাতার পর

শ্রমিকদের জন্য কী ভাবে তাঁরা পি এফ চালু করেছেন, কী ভাবে নির্মাণ শ্রমিকদের (রাজমিস্ত্রি) সামাজিক সুরক্ষার জন্য তাঁরা আইন করেছেন, কী ভাবে ৩৩ হাজার বন্ধ কারখানার শ্রমিককে মাসে ৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হচ্ছে, সে সব কথা জানিয়ে এ দিনের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বোঝাতে চান, বামফ্রন্ট সরকারের অভিমুখ সমাজের দরিদ্রতম মানুষের দিকেই। জ্যোতিবাবু শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে ধর্মঘটের অধিকারের কথা পুনরায় বলেন।

সরকার যে শিল্প ও শ্রমিক স্বার্থে কাজ করছে, তা জানিয়ে সিটুর রাজ্য সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, "রাজ্যে শিল্পায়নের জোয়ার এসেছে। শিল্পের জন্য জমি চাই। কারণ, আকাশে শিল্প হয় না।" শ্যামলবাবু জানান, অটোচালক থেকে আরম্ভ করে রাজমিস্ত্রি, সকলেই কাজের সময় গায়ে পোস্টার সেঁটে ভোটের প্রচার চালাবে। যাতে নির্বাচন কমিশনের বিধি না-ভেঙেও প্রচার করা যায়। সভায় সুভাষ চক্রবর্তী, কালী ঘোষ, তপন সেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

AN AR PATRIKA

কলকাতায় ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে অখুশি কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা: শহরাঞ্চলের ভোটার তালিকা থেকে মৃত ও স্থানান্তরিতদের নাম বাদ দেওয়ার কাজ ঠিকমতো না হওয়ায় ক্ষুব্ধ নির্বাচন কমিশন। উপনির্বাচন কমিশনার আর বালকৃষ্ণন কাল, সোমবার কলকাতার তিন রিটার্নিং অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে ওই ক্ষোভের কথা জানাবেন।

কলকাতাই হল রাজ্যের মধ্যে সব চেয়ে বড় পুর এলাকা। এই পুর এলাকার মধ্যে দুই ২৪ পরগনার চারটি বিধানসভা কেন্দ্র ধরে মোট ২৫টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে।

কলকাতায় কোনও জেলাশাসক না থাকায় এ বারই প্রথম নির্বাচন কমিশন কলকাতার জন্য তিন জন জেলা রির্টানিং অফিসার (ডি আর ও) নিয়োগ করেছে। কলকাতার ডি আর ও-দের সঙ্গে উপনির্বাচন কমিশনার যে পৃথক বৈঠকে বসবেন, শনিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দেবাশিস সেন তা জানান।

উপনির্বাচন কমিশনার সোমবারই কলকাতায় এসে মহাকরণে রাজ্যের সব জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন। তৃতীয় দফায় রাজ্য থেকে ফিরে যাওয়া পর্যবেক্ষকদের রিপোর্টের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত ও মনোভাব তিনি সরাসরি জেলাশাসকদের জানিয়ে দেবেন। পর্যালোচনা করবেন মাওবাদী এলাকার নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়েও।

তবে রাজ্যের ভোটার তালিকায় এখনও থেকে যাওয়া মৃত ও স্থানান্তরিতদের নাম বাদ দেওয়ার কাজে অসন্তুষ্ট নির্বাচন কমিশন জেলাশাসকদের নতুন করে কী নির্দেশ দেন, তা নিয়েই চিন্তায় পড়েছেন জেলাশাসকরা ও রাজ্য সরকার।

একই সঙ্গে নতুন করে হোর্ডিং এর মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারের বিষয়টিও গুরুত্ব পাবে। এমনকী, সরকারি হোর্ডিং-এ মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রীদের ছবি যে রাখা যাবে না, তাও এই দিন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার জানিয়ে দিয়েছেন।

দেবাশিসবাবু জানান, শেষ পর্যায়ে রাজ্যের ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্রের জন্য ছবি তোলার কাজ ভাল ভাবেই চলছে। গত চার দিনের হিসাবে গড়ে প্রতিদিন এক লক্ষের কিছু কম ভোটারের ছবি তোলা হয়েছে। ওই কাজ চলবে আগামী ৬ এপ্রিল পর্যন্ত।

12 MAR 2006

ANADABAZAR PATRIKA

রাওকে পদ ছাড়তে বাধ্য করেছে সিপিএম

অভিযোগ রাজনাথের

নিজস্ব সংবাদদাতা: কংগ্রেসের উপর চাপ দিয়ে সিপিএম এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে যে বিশেষ পর্যবেক্ষকের পদ কে জে রাও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন বলে অভিযোগ করলেন রাজনাথ সিংহ। শনিবার ধর্মতলায় দলীয় সভায় বি জে পি-র সর্বভারতীয় সভাপতি এই অভিযোগ করেন।

বিহারে সুষ্ঠুভাবে ভোট পরিচালনা করার পরে নির্বাচন কমিশন বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসাবে কে জে রাও-কে এ রাজ্যে পাঠানোয় বিরোধীরা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। যে ভাবে তিনি নদিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় গিয়ে ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করেন, তাতে বিরোধীরা তাঁকে স্বাগত জানায়। কিন্তু হঠাৎই নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষকের পদ থেকে কে জে রাও অবসর নেন।

কারণ হিসাবে তিনি বলেন, ব্যক্তিগত কারণে অবসর নিচ্ছেন। কিন্তু এ দিন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি যে ভাবে কে জে রাওয়ের সরে যাওয়ার পিছনে সিপিএমের হাত থাকা নিয়ে মন্তব্য করলেন, তাতে বিষয়টি নতুন মাত্রা পেল।

এ দিন রাজনাথ ছাড়াও বিজেপি নেতা অরুণ জেটলি কলকাতায় আসেন। পরে বিজেপি-র নির্বাচনী রণকৌশল ঠিক করতে দলের রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়কে সঙ্গে নিয়ে বৈঠকে বসেন রাজনাথ ও জেটলি। রাজনাথ চলে গেলেও জেটলি মূলত তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা করেন। পরে তিনি জানান, আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে।

টাউন হলে এ দিন তৃণমূল আইনজীবীদের এক সভায় জেটলি ও মমতা দু'জনেই আমন্ত্রিত ছিলেন। কিন্তু একসঙ্গে দুই নেতা-নেত্রী মঞ্চে ছিলেন না। জেটলি চলে যাওয়ার পরে মমতা আসেন। তৃণমূলের আইনজীবী সেলের সাধারণ সম্পাদক আনসার আলি মণ্ডল বলেন, "আমরা বাম-বিরোধী ভোট এক করতে মমতা, জেটলি ছাড়াও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।" সভায় সিদ্ধার্থবাবু বলেন, "একমাত্র আইনজীবী ও চিকিৎসকেরা যদি শাসক দলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন, তবেই সরকার পরিবর্তন হতে পারে। ১৯৭২ সালে তাই হয়েছিল।"

মমতার নেতৃত্বে সরকারের পরিবর্তন ঘটবে, তা জানিয়ে অরুণ জেটলিও বলেন, সরকার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আইনজীবীদের বড় ভূমিকা আছে। মমতাও দাবি করেন, আসন্ন নির্বাচনে সরকারের পরিবর্তন হবেই।

ANADABAZAR PATRIKA

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংঘাতে যাবে না রাজ্য, জানালেন বুদ্ধদেব

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ: ভোটের দিন ঘোষণার আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গে 'সুষ্ঠু ভোট' করতে মাঠে নেমেছে নির্বাচন কমিশন। কয়েকটি ব্যাপারে তারা যে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে শাসক দলের সঙ্গে কমিশনের বিরোধ বেড়েছে। কিন্তু তার পরেও নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কোনও রকম বিরোধে যাবে না রাজ্য সরকার। শনিবার দিল্লিতে প্রেস ক্লাবে 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে স্পষ্ট ভাষায় এ কথা জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে সব থেকে বেশি সক্রিয় হতে দেখা গিয়েছে। দফায় দফায় পর্যবেক্ষক পাঠানো হয়েছে। ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে প্রচুর ভুয়ো ভোটারের নাম। রেকর্ড সংখ্যক পর্যবেক্ষক ও আধা সামরিক বাহিনী নিয়োগ করার বিষয়টিও প্রায় চূড়ান্ত। কমিশন কী পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করছে? এ প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, "নির্বাচন কমিশন তাদের কাজ করছে, আমরা আমাদের কাজ করছি। কমিশনের ব্যাপারে আমি কোনও সমালোচনা করব না। আমরা রাজনৈতিক লড়াই করি। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কোনও বিরোধ নেই।" মুখ্যমন্ত্রীর পাশে বসা সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরিও এই বক্তব্যকে সমর্থন জানান। ভোটার তালিকা সংশোধন থেকে শুরু করে নির্বাচন পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্য সরকার সহযোগিতা করছে না বলে এর আগে অভিযোগ তুলেছিল নির্বাচন কমিশন। ভোটের দিন ক্ষণ ঘোষণার অনেক আগে থেকেই নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে যে ভাবে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল, সিপিএম প্রথম দিকে তার কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। কিন্তু আজকের 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে বুদ্ধবাবু বুঝিয়ে দিলেন, নির্বাচন কমিশনের ব্যাপারে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের প্রতিক্রিয়া যা-ই হোক না কেন, রাজ্য সরকার কোনও রকম বিরোধিতার পথে হাঁটবে না। সিপিএম অবশ্য আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কমিশনের ব্যাপারে যদি সংঘাতের পথে যেতেই হয়, তাহলে দলই তা করবে, সরকারের কোনও ভূমিকা থাকবে না।

বিরোধীদের অভিযোগ, বরাবরই 'সায়েন্টিফিক রিগিং' করে ভোটে জেতে বামফ্রন্ট। সেই কারণেই কী ভোটের আগে এত কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন? 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে এই প্রশ্নেরও মুখোমুখি হতে হয় বুদ্ধবাবুকে। বুদ্ধবাবু অবশ্য পাল্টা জবাব দেন, "এই 'সায়েন্টিফিক রিগিং' বিষয়টি কী, সেটি ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন? এ নিয়ে সংবাদপত্রে লেখা হয়। আদৌ এ ধরণের কোনও কিছু হয় কি না, তা রাজ্যে এসে দেখে যান।" মুখ্যমন্ত্রীর মতে, কী কারণে বামফ্রন্ট পরপর নির্বাচনে জিতে আসছে, তা বুঝতে হলে রাজ্যবাসীর মানসিকতা বুঝতে হবে।

প্রতিটি ভোটের আগেই কয়েকটি ব্যাপারে মানুষের অসন্তোষ থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার বদলায় না। কেন? এ প্রশ্নের জবাবে বুদ্ধবাবু জানান, "গ্রামীণ এলাকায় ভূমি সংস্কারের ফলে যে পরিবর্তন হয়েছে, তা মানুষ জানেন। যিনি আমাদের সময়ে জমি পেয়েছেন, তিনি কখনওই আমাদের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন না, কংগ্রেসকে ভোট দেবেন না। তাঁরা জানেন কংগ্রেসের আমলে কী হয়েছিল।"

পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের অবস্থান নিয়ে আজ তিনি বলেন, "এক দিকে আমরা আছি জানি, অন্য দিকে কারা জানি না। গোটা ব্যাপারটাই তালগোল পাকানো। গাঁধীজি ও নাথুরাম গডসের জোট!" রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় কেন্দ্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকারকে সমর্থন করতে বাধ্য হলেও, রাজ্যে কংগ্রেসের কোনও অস্তিত্ব নেই বলে মনে করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, "কংগ্রেস বরং কিছু দিন বিশ্রাম করুক।"

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বামেরা যদি সত্যিই ব্যাপক জনসমর্থন ও অস্তিত্বহীন বিরোধীর জন্য জেতে, তাহলে ভোট প্রক্রিয়ায় ত্রুটির জন্য রাজ্যের অফিসারেরা কেন নির্বাচন কমিশনের কোপে পড়ছেন? মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, জেলাশাসক বা এসপি স্তরের কারও সম্বন্ধে নির্বাচন কমিশন কোনও মন্তব্য করেনি। বিডিও-র মতো নীচু তলার কয়েক জন অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাও সংখ্যায় তা জনা কুড়ির বেশি নয়।

ANADABAZAR PATRIKA

পোস্টার সেঁটে সিপিএম ছাড়লেন দয়াসিন্ধু

কিংশুক গুপ্ত ● লালগড়

মাওবাদী হুমকির ১৭ ঘণ্টার মধ্যে দয়াসিন্ধু মাহাতো-সহ বেশ কয়েকজন সিপিএম কর্মী ও সমর্থক দেওয়ালে পোস্টার সেঁটে দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন শনিবার বিকেলে। শুধু তাই নয়, পুলিশকে এড়িয়ে 'মাওবাদীদের টার্গেট' দয়াসিন্ধুবাবু এ দিন বিকেলে হেলমেটে মুখ ঢেকে গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন নিরাপদ আশ্রয়ে।

শুক্রবার রাতে লালগড় থানার পূর্ণাপানি গ্রামে এসে মাওবাদীরা দয়াসিন্ধু মাহাতোর স্ত্রী-কে হুমকি দিয়েছিল, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দল না ছাড়লে তাঁর চোখের সামনে স্বামীকে খুন করা হবে। ওই দিন রাতে দয়াসিন্ধুবাবু বাড়িতে ছিলেন না। বাড়িতে রাখা তাঁর মোটরবাইকটি আগুনে পুড়িয়ে দেয় মাওবাদীরা। যাওয়ার আগে শাসিয়ে যায়, গ্রামে যারা সিপিএম করে সকলকে প্রচারপত্র ও পোস্টার সাঁটিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘোষণা করতে হবে যে, তারা আর সিপিএম করবে না।

পূর্ণাপানি গ্রামের বাসিন্দারা শনিবার বলেন, "পুলিশ আমাদের নিরাপত্তা দিতে চাইছে। তাতে আরও বিপদ বাড়বে। আমরা আর কোনও দলই করব না। আমাদের পুলিশ দরকার নেই। দলও দরকার নেই।" সিপিএম কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি স্থানীয় সিপিএম গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য লালু শবরও এ দিন বাঁচার তাগিদে দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন।

শনিবার দুপুরে পূর্ণাপানি গ্রামে গিয়ে দেখা গেল, আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা জটলা করছেন। দয়াসিন্ধু মাহাতোর মাটির দোতলা বাড়ির সামনে পড়ে রয়েছে

পোস্টার সাঁটছেন দয়াসিন্ধু।— মিতুল দাস

তাঁর দগ্ধ মোটরবাইকটি। উঠোনে মজুত খড়ের গাদার কিছু অংশ পুড়ে গিয়েছে। গ্রামের স্বপন মাহাতোর বাড়িতে শুক্রবার রাত ১০টা নাগাদ প্রথমে কড়া নাড়ে সাত সশস্ত্র মাওবাদী। ওই দলে ছিল এক মহিলাও।

স্বপন মাহাতো বলেন, "কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলে 'বন পার্টি'-র লোকজনকে দেখে প্রচণ্ড ভয় পাই। ওরা আমার ভাই তপনের খোঁজ করে। তপন বাড়িতে ছিল না। তখন ওরা আমাকে বলে দয়াসিন্ধুর বাড়িতে নিয়ে চল। আমি ওদের পূর্ণাপানি গ্রামে দয়াসিন্ধু মাহাতোর বাড়িতে নিয়ে আসি।"

এর পরে মাওবাদীরা দয়াসিন্ধু মাহাতোর বাড়িটি ঘিরে ফেলে। পাশেই থাকেন তাঁর দাদা ছত্রধর মাহাতো। তাঁকে ডেকে আনে মাওবাদীরা। ছত্রধরবাবুকে ভাইয়ের নাম ধরে ডাকতে বলে মাওবাদীরা। দয়াসিন্ধুবাবুর স্ত্রী প্রতিমা মাহাতো বলেন, "আমার স্বামী ব্যবসার জন্য মেদিনীপুরে থেকে গিয়েছিলেন। আমার ননদ দরজা খুলে দেন। তার আগে বাড়ির টেলিফোনের লাইন কেটে দেয় ওরা। তার পরে বলে, তোমার স্বামী সিপিএম পার্টি করে। পুলিশের দালালি করে। ওকে পেলে কার্তিক সিংহের মতো মারব আমরা।"

প্রতিমাদেবী বলেন, "ওরা ঘর থেকে মোটরবাইকটি বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড় করায়। গাড়ি থেকে পেট্রোল বার করে আগুন লাগিয়ে দেয়।" গ্রামবাসীরা জানান, এর পরে 'সিপিআই (মাওবাদী) জিন্দাবাদ' 'সিপিএম নেতা-কর্মী উচ্ছেদ চলছে চলবে' স্লোগান দিতে দিতে তারা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। শনিবার দল ছাড়ার ঘোষণাপত্র

এর পর সাতের পাতায়

● মাওবাদী সংক্রান্ত আরও খবর...পৃঃ ৫

সিপিএম ছাড়লেন দয়াসিন্ধু

প্রথম পাতার পর

দেওয়ালে সাঁটতে সাঁটতে দয়াসিন্ধু মাহাতো বলেন, "আমি দলের পূর্ণাপানি বুথ কমিটির সদস্য। আমার ছয় বিঘা জমি আছে। কোন সাহসে আমি দল করব? আর আমি সিপিএম দলের নাম মুখে আনব না।"

সিপিএমের লালগড় লোকাল কমিটির সম্পাদক তপন দে বলেন, "কেউই দল ছাড়েননি। মাওবাদীরা জঙ্গলমহলে ভোট বানচালের জন্য আমাদের কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে।" লালগড় থানার আই সি সঞ্জীব দে বলেন, "শুক্রবার রাতের ঘটনার পরে আমরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছি।"

অন্যদিকে ৮ মার্চ বেলপাহাড়িতে খুন হওয়া গুমাই টুডুর দেহ শুক্রবার রাতে ডাঙরডিহা গ্রামে কবর দেওয়ার সময় মাওবাদীরা গ্রামে হানা দেয়। মৃতদেহ ফেলে পালিয়ে যান গ্রামবাসী ও গুমাইয়ের আত্মীয় পরিজনেরা। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, প্রায় ৩৫ জন মাওবাদীর একটি দল রাতভর গ্রামজুড়ে লং মার্চ করে। ভয়ে গ্রামছেড়ে পালিয়ে যান অনেকেই।

ANADABAZAR PATRIKA

প্রচার এ বার ক্যালেন্ডার-টিপ-বেলুনেও

শ্যামলেন্দু মিত্র

দেওয়ালে লেখা নিষেধ তো কী! প্রচারের নতুন নতুন পথ বার করছেন প্রার্থীরা। কারও কারও পন্থা 'হাইটেক', কারও বেশ মনোহারী। কারও সমর্থকেরা এস এম এসে প্রচার করার জন্য ভোটারদের মোবাইল ফোনের নম্বর সংগ্রহে ব্যস্ত। কারও প্রচার বাংলা ক্যালেন্ডার, কপালের টিপ, এমনকী রঙিন বেলুনেও।

রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী কিরণময় নন্দ জানিয়েছেন, তাঁর দল সোস্যালিস্ট পার্টির চার জন প্রার্থীর জন্য এক লক্ষের বেশি বাংলা ক্যালেন্ডারের বরাত দেওয়া হয়েছে। ক্যালেন্ডারে তাঁর দলের নাম ও প্রতীক চিহ্ন কুঠারের পাশাপাশি থাকছে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস ও বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসুর ছবি। ক্যালেন্ডারের নীচের দিকে বাংলা মাসের তারিখ ছাপা থাকছে।

এপ্রিলের মাঝামাঝি বাংলা নববর্ষ। কিরণময়বাবুর সমর্থকেরা তার আগেই বাঙালি গৃহস্থের বাড়িতে বাংলা ক্যালেন্ডার পৌঁছে দিতে ব্যস্ত।

আর এস পি-র পূর্তমন্ত্রী অমর চৌধুরী জানান, উত্তর ২৪ পরগনায় তাঁদের দলের পক্ষ থেকেও বাংলা ক্যালেন্ডারে প্রচার চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ভোটারদের মোবাইল ফোনেরও নম্বর সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রার্থীর পক্ষ থেকে এস এম এস পাঠানো হবে। মার্ক্সবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের দমকলমন্ত্রী প্রতিম চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র তারকেশ্বরে আরও অভিনব পন্থায় প্রচারের পরিকল্পনা করেছেন। প্রতীক-সহ প্রার্থীর নাম লেখা বেলুন ভোটারদের কাছে বিলি করা হচ্ছে। এলাকায় এলাকায় বড় বড় প্রচার-বেলুনও উড়ছে। দমকলমন্ত্রী তাঁর এলাকায় মহিলা ভোটারদের জন্য প্রতীক চিহ্ন আঁকা টিপ তৈরি করিয়েছেন।

নির্বাচন কমিশন এ বার দেওয়াল-লিখন ও পোস্টারে প্রচার নিষিদ্ধ করায় রাজনৈতিক দলগুলিকে নানা রকম বিকল্প উপায়ের কথা ভাবতে হচ্ছে। বাম দলগুলি প্রচারে এগিয়ে থাকলেও তাদেরও দেওয়াল-লিখন মুছে দেওয়া হচ্ছে। তাই প্রচারের বিকল্প মাধ্যম নিয়ে তাদের মাথাব্যথা বেশি। বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু জানিয়েছেন, গেঞ্জিতে প্রতীক চিহ্ন ছেপে বিতরণ করা হবে। কিন্তু তাতে প্রার্থীর প্রচারের খরচ অনেকটাই বেড়ে যাবে। ফলে অনেকেই ও-পথে যাচ্ছেন না।

বিরোধী দলগুলি এখনও প্রার্থীই ঠিক করে উঠতে পারেনি। ফলে তাদের প্রচার নিয়েও ব্যস্ততা এখনও শুরু হয়নি। কলকাতায় একটি ছাপাখানার মালিক জানান, আমরা প্রতিটি নির্বাচনেই প্রচুর সংখ্যায় পোস্টার ছাপার বরাত পেতাম। নির্বাচন কমিশনের ফতোয়ার পরে প্রথমে ভাবা হয়েছিল, এ বার হয়তো ছাপার কাজ সে-ভাবে পাওয়া যাবে না। কিন্তু কয়েক দিন ধরে প্রচুর প্রচার-ক্যালেন্ডারের বরাত আসছে। এ ছাড়া প্রচারের জন্য রঙিন পোস্ট কার্ড ছাপার কাজ চলছে। প্রচার-লিখন চলছে গেঞ্জি, টুপিতেও। তবে গেঞ্জির খরচ বেশি। সেই খরচ প্রার্থীর ভোট-ব্যয়ের সঙ্গে জুড়ে যাবে। পূর্তমন্ত্রী বলেন, দেওয়াল-লিখন ছিল বামপন্থীদের কাছে সব থেকে কম খরচের প্রচারমাধ্যম। বিকল্প সব পথই ব্যয়বহুল।

ANANDABAZAR PATRIKA

বাম চাপ সত্ত্বেও অনড় কমিশন

ফের পর্যবেক্ষক পাঠাবে রাজ্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা: পর্যবেক্ষকদের পরে এ বার উপ-নির্বাচন কমিশনার।

নজরদারি নিয়ে সিপিএমের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের লাগাতার বিরূপ মন্তব্যেও যে তাদের মনোভাব এতটুকুও বদলায়নি, তা ফের পরিষ্কার করে দিল নির্বাচন কমিশন।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের প্রস্তুতি, বিশেষ করে ভোটার তালিকা এবং সচিত্র পরিচয়পত্র তৈরি নিয়ে ২০ জন পর্যবেক্ষক যে রিপোর্ট তৈরি করেছেন, মূলত তার ময়নাতদন্ত করতেই সোমবার আসছেন আর বালকৃষ্ণন। জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ ব্যাপারে খোলামেলা আলোচনা করবেন। নির্বাচন অবাধ করতে জেলাশাসকদের কী কী করতে হবে, তার নির্দেশও দেবেন বালকৃষ্ণন।

সোমবার আসছেন বালকৃষ্ণন

আর সেই নির্দেশ যথাযথ ভাবে কার্যকর হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে উপ-নির্বাচন কমিশনারের পিছনে পিছনে আর এক দফা যে এ রাজ্যে পর্যবেক্ষকদের পাঠানো হবে, কমিশন এ দিন তারও ইঙ্গিত দিয়েছে। প্রথম দফার ভোটের জন্য তিন জন পর্যবেক্ষক আসবেন ২০ মার্চ। ২৬ মার্চের মধ্যে আরও ১৬ জন পর্যবেক্ষক পাঠাবে কমিশন।

শহরাঞ্চলের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ এখনও সন্তোষজনক নয় বলে পর্যবেক্ষকেরা ইতিমধ্যেই রিপোর্ট দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে। সে ব্যাপারে বালকৃষ্ণন জেলাশাসকদের অবহিত করবেন। সচিত্র পরিচয়পত্র তৈরির কাজের অগ্রগতির খতিয়ানও নেবেন তিনি। খতিয়ে দেখবেন মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও।

রাজ্যের মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় নির্বাচন কর্মী, বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র কী ভাবে নিরাপদে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে, তার পরিকল্পনাও তৈরি হবে ওই বৈঠকে। ওই এলাকার সাম্প্রতিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সাধারণ ভোটারদের উপরে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে তা দেখতে নিজেই পরিদর্শনে যেতে পারেন উপ-নির্বাচন কমিশনার।

তৃতীয় দফায় রাজ্য থেকে ফিরে বেশ কয়েকটি জেলার নির্বাচনী কাজের অগ্রগতি ও কাজের ধরন নিয়ে অসন্তোষের কথা জানিয়েছেন পর্যবেক্ষকেরা। বালকৃষ্ণন সেই বিষয়েও জেলাশাসকদের কমিশনের মনোভাব জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেবেন।

বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার, জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করার বিষয়েও তিনি তথ্য চাইতে পারেন বলে রাজ্য নির্বাচন দফতর মনে করছে। জেলাশাসকদের তা জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। হোর্ডিং ও ব্যানার টাঙিয়ে নির্বাচনী প্রচারে বাধা নেই বলে কলকাতা পুরসভার আইনে যে কথা বলা হয়েছে, সেই বিষয়টিও উত্থাপন করবেন তিনি।

এ দিকে, নির্বাচনের মুখে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে নজরদারি চালানোর জন্য নিজেদের একমাত্র হেলিকপ্টারটিকে পুরোপুরি তৈরি রাখছে রাজ্য সরকার। হেলিকপ্টার থেকে শুরু করে যে কোনও বিমান আকাশে ওড়ার উপযুক্ত কি না, তা পরীক্ষা করে ছাড়পত্র দেয় কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজিসিএ)-এর কার্যালয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর ওই

এর পর আটের পাতায়

পর্যবেক্ষক পাঠাবে রাজ্যে

প্রথম পাতার পর

ছাড়পত্র নবীকরণ করাতে হয়। আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে রাজ্য পরিবহণ দফতর তাদের হেলিকপ্টারটির 'এয়ার ওয়ার্দিনেস সার্টিফিকেট' নবীকরণের জন্য ডিজিসিএ-র কাছে আবেদন করেছে।

সরকারি সূত্রে খবর, তিন আসনের হেলিকপ্টারটি রয়েছে ব্যারাকপুরে। তবে রাজ্য সরকারের হেলিকপ্টারটি এক ইঞ্জিনের, তাই নিরাপত্তার কারণে কোনও ভিআইপি নির্বাচনী প্রচারে তা ব্যবহার করবেন না বলেই সূত্রের অনুমান। হেলিকপ্টারটি কোনও রাজনৈতিক দল ভাড়া নিতে চাইলে ঘণ্টাপিছু ভাড়ার কোনও সরকারি হারও ঠিক করা নেই।

তবে, নির্বাচনের সময় নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য আকাশ থেকে নজরদারির কাজে সেটি লাগতে পারে ধরে নিয়ে হেলিকপ্টারটির উড়ানের সমস্ত কাগজপত্র তৈরি রাখা হচ্ছে।

ANADABAZAR PATRIKA

স্বজনকে সাক্ষী রেখেই টাঙ্গি-ত্রাস জঙ্গলমহলে

কিংশুক গুপ্ত ● বেলপাহাড়ি

দুই কট্টর সিপিএম সমর্থককে তাঁদের স্ত্রী-সন্তানের সামনেই পিটিয়ে-কুপিয়ে খুন করে বিমলা সর্দার ও সুলেখা মাহাতো ধরা পড়ার বদলা নিল মাওবাদীরা। প্রবল মারধর করে তারা হাত-পা ভেঙে দিয়েছে আরও এক জনের।

বুধবার রাতে বেলপাহাড়ি সদর থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে ভুলাভেদা পঞ্চায়েতের ডাঙরডিহা গ্রামের বাসিন্দা জলধর মাহাতো এবং গুমাই টুডুকে খুন করার আগে মাওবাদীরা সরাসরি বলে, "তোরাই খবর দিয়েছিস পুলিশকে! তোদের জন্যই সুলেখা-বিমলা জেলে পচছে! তোদের আর বাঁচার অধিকার নেই!" বেধড়ক পিটিয়ে সত্যনাথ সোরেন নামের আরও এক গ্রামবাসীর হাত-পা ভেঙে ফেলে রেখে যাওয়ার আগে তারা আরও বলে যায়, "আমরা বাদিয়ামের জঙ্গলেই আছি। পুলিশ এলে বলে দিবি!" খাকি এবং জলপাই রঙের পোশাক পরা মাওবাদীরা সংখ্যায় ছিল অন্তত ৩৫ জন। স্কোয়াডে ছিল পাঁচ মহিলাও। তারা কথা বলছিল বাংলা, হিন্দি এবং সাঁওতালিতে। অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়ার আগে মাওবাদীরা শাসায়, "যদি কেউ পুলিশকে খবর দিস, সিপিএম করিস বা ভোট দিতে যাস, রেহাই নেই!"

সিপিএম অবশ্য ওই হুমকিতে কান দিচ্ছে না। কলকাতায় বামফ্রন্টের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। পরে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, "একের পর এক আমাদের পার্টিকর্মীদের জীবন যাচ্ছে। আরও জীবন যেতে পারে। কিন্তু নির্বাচনী প্রচার চলবে। দু'তিনটে লোক অস্ত্র ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চাইছে। কিন্তু তারা তা পারবে না।"

পশ্চিম মেদিনীপুরের ডাঙরডিহা গ্রাম থেকে উখুলডোবা জঙ্গল মাত্র দেড় কিলোমিটার। ৭ ফেব্রুয়ারি ওই জঙ্গলেই গুলির লড়াইয়ের পরে দুই মাওবাদী তরুণী বিমলা ও সুলেখাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। গত শনিবার রাতে লালগড়ের সিজুয়া অঞ্চলের হাতুলিয়া গ্রাম থেকে কার্তিক সিংহকে পুলিশের ছদ্মবেশে তুলে নিয়ে যেতে এসেছিল মাওবাদীরা। বুধবারও খাকি ও জলপাই পোশাক পরা মাওবাদীরা প্রথমে বলেছিল, "থানা থেকে আসছি।" গ্রামবাসীরা অন্ধকারে প্রথমে তাদের পুলিশ বলেই ভেবেছিলেন— জানালেন নিহত গুমাই টুডুর সম্পর্কিত ভাইপো, ঘটনার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী তরুণ মুর্মু।

পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা দুর্গম গ্রাম ডাঙরডিহা। রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ গ্রামে ঢোকে মাওবাদীরা। অধিকাংশ গ্রামবাসীই তখন রাতের খাওয়া সেরে দরজায় খিল দিয়ে দিয়েছেন। তরুণ বললেন, "কাকাও রাতের খাওয়া সেরে পড়শি বরেন মুর্মুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। ওরা গ্রামে ঢুকে জানতে চায়, কাকা কোথায়? বলে, 'থানা থেকে আসছি। বড়বাবু এসেছে। আলোচনা আছে। গুমাইকে ডাক।' আমরা বুঝতে পারিনি। আমরা ওদের বরেন মুর্মুর বাড়ি দেখিয়ে দিই।" বরেন বলেন, "তখন বাড়িতে আমার ছেলের বিয়ে নিয়ে আলোচনা চলছিল। গুমাই উঠোনের খাটিয়ায় বসেছিল। ওরা এসে বলল, বড়বাবুর সঙ্গে আলোচনা আছে। গুমাই 'হ্যাঁ স্যার' বলে বেরিয়ে গেল। তখন বুঝতে পারিনি ওরা কারা।"

গুমাই ও তরুণকে নিয়ে দলটি গিয়ে কড়া নাড়ে জলধরের বাড়িতে। গুমাইকে বলে, "জলধরকে ডাক। সঙ্কল্প স্কুল নিয়ে আলোচনা আছে।" প্রসঙ্গত, মাওবাদী মোকাবিলায় জনসংযোগের হাতিয়ার হিসাবে পুলিশ সব বয়সের পড়ুয়াদের জন্য বিভিন্ন গ্রামে স্কুল খুলেছে। এগুলিই 'সঙ্কল্প স্কুল' হিসেবে পরিচিত। জলধর (৪৮) এবং গুমাই (৩৬)— দু'জনেই ছিলেন সিপিএমের এজি মেম্বার।

গুমাইয়ের ডাক শুনে জলধর বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নিজমূর্তি ধরে মাওবাদীরা। দু'জনকেই পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হয়। তরুণ বলেন, "ওরা বলে, 'আমরা পুলিশ নই। বনপার্টি। তোদের মেয়াদ শেষ। অনেক দালালি করেছিস। এ বার চল!" জলধরের স্ত্রী অঞ্জলাদেবী, দুই কিশোর ছেলে কমল-অমল এবং ভাই বিমলকেও ডেকে নেয় মাওবাদীরা। তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামের এক প্রান্তে ভালুকখুলিয়া জঙ্গল লাগোয়া একটি ছোট ফাঁকা মাঠে। সেখানেই চোখের সামনে কাকাকে মরতে দেখেন তরুণবাবু। আর মা-কাকার সঙ্গে দাঁড়িয়ে বাবাকে মরতে দেখে অমল-কমল।

বৃহস্পতিবার কমল বলে, "আমাদের ঘিরে রেখেছিল আট জন। তাদের পাঁচ জন মেয়ে। অন্য পাঁচ জন বাবা আর গুমাইকাকাকে লাঠি আর বন্দুকের কুঁদো দিয়ে বেধড়ক পেটাতে শুরু করে। ওরা মারছিল আর বলছিল, তোদের জন্যই বিমলা-সুলেখা জেলে পচছে!" তরুণ বলেন,

এর পর ছয়ের পাতায়

● **'সঙ্কল্প' কত দুর্বল, বুঝিয়ে দিল মাওবাদীরা...পৃঃ ৬**
● **নিরাপত্তার ঘেরাটোপে প্রচার করবে সিপিএম...পৃঃ ৬**

টাঙ্গি-ত্রাস জঙ্গলমহলে

প্রথম পাতার পর

"ইতিমধ্যে বনপার্টির কয়েক জন গ্রামের উত্তরপাড়া থেকে সত্যনাথ সোরেনকে ধরে আনে।" পিটুনির পর গুমাই-জলধরের বাঁধন খুলে দিয়ে শুরু হয় টাঙির কোপ। মাথায়, ঘাড়ে, পিঠে কোপে গুমাই লুটিয়ে পড়েন। জলধরকেও টাঙির কোপে শুইয়ে দেওয়া হয়। অঞ্জলা দেবী বলেন "মরার আগে পর্যন্ত আমার স্বামী বার বার বলছিলেন, 'আমাদের মেরো না। আমরা তো কোনও অন্যায় করিনি। ওরা বলছিল, 'সি পি এম করার সময়ে মনে ছিল না? পুলিশকে খবর দেওয়ার সময় মনে ছিল না?' কাটা ছাগলের মতো ছটফট করতে করতে স্বামীকে মরে যেতে দেখলাম।" ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে শুয়ে মারাত্মক জখম সত্যনাথ বললেন, "ওরা বলল, 'তোর হাত-পা ভেঙে দিয়েছি। সি পি এম করার শখ জন্মের মতো ঘুচে যাবে'।"

অপারেশন শেষে দলনেতার হুইসলে একজোট হয় মাওবাদীরা। তার পর অন্ধকারে উধাও হয়ে যায়। সারা রাত গুমাই-জলধরের দেহ মাঠেই পড়ে থাকে। পড়ে থাকেন অচেতন সত্যনাথ। বৃহস্পতিবার সকালে গ্রামবাসীরা ভুলাভেদায় সিপিএমের নেতাদের খবর দেন। তার পরে পুলিশ আসে। দুপুরে আসেন ডি আই জি (মেদিনীপুর রেঞ্জ) গঙ্গেশ্বর সিংহ-সহ পুলিশ কর্তারা। এসপি অজয় নন্দ বলেন, "পুলিশের 'চর' বলে যে আখ্যা দিয়ে ওরা খুন করছে, তা নিছক অজুহাত।"

ANADABAZAR PATRIKA

16 MAR 2006

Marxist vs Maoist

Intelligence needs a drastic revamp

The most striking feature of the continuing wave of Maoist killings is its anti-establishment character. Unlike in 1971, there is no indication yet that the violence is directed against Bengal's tryst with elections. The fact that there has been a spurt in the mayhem on the eve of the assembly polls is no more than a coincidence. But almost reminiscent of the early seventies, it is the police and their informers who are being selectively targeted. As much is clear from the murderous attacks on CPI-M activists over the weekend in Midnapore and Bankura, the second extremist onslaught in course of a week. The similarity perhaps ends there as unlike the violence that shook Bengal three decades ago, the class enemies, so-called, comprising landlords and the bourgeoisie have thus far remained unscathed. As unscathed indeed as the urban areas of the state. Thus far the violence has been restricted to the perennially poverty-stricken belt of Midnapore, Bankura and Purulia. The response of the establishment has been less than adequate, even irresponsible. Invariably, the search for landmines begins after policemen get killed in an explosion. This has happened repeatedly in Purulia, and the drill was disgustingly re-enacted in Midnapore's Belpahari area last week after four policemen perished in the blast.

The home secretary laboured the obvious when he spoke of an Intelligence failure; it was an indictment of his own department that has been callously indifferent towards a lethal device in the possession of the Maoists. It must be a cause for acute alarm that such intelligence failure recurs all too often in all the three districts. There is no inclination to get to the root of the problem, notably the factors behind the Maoist disenchantment now compounded with the failure of internal surveillance. The post mortem is concerned more with superficial factors behind each attack, such as the arrest of women extremists or whether CPI-M cadres had indeed cosied up to the police as informers. The lesson ought to be obvious to the administration. Rural intelligence needs drastically to be revamped and should be made effective beyond the confines of its headquarters at Lord Sinha Road. The state will have to use its own machinery to get the right feedback instead of encouraging a dangerous political game by playing off the Marxist against the Maoist.

THE STATESMAN

হোর্ডিং-ব্যানারে প্রচারে সায় পুরসভার

নিজস্ব সংবাদদাতা: নির্বাচনী প্রচারে রাজ্যের বাম সরকার দেওয়াল-লিখন বন্ধ করলে কী হবে? বামফ্রন্ট-শাসিত কলকাতা পুরসভা শহরে দৃশ্যদূষণ ছড়িয়েই ভোট-প্রচারের বিকল্প পথের সন্ধান দিল।

তাদের অনুমোদন নিয়ে শহর জুড়ে ব্যানার ও হোর্ডিং লাগাতে দেবে কলকাতা পুরসভা। শুধু তা-ই নয়, হোর্ডিং ও ব্যানার লাগাতে পুরসভা অন্যান্য ক্ষেত্রে যে-কর নিয়ে থাকে, নির্বাচনী প্রচারের বেলায় তা নেওয়া হবে না বলে মেয়র-পারিষদ (তথ্য) ফৈয়াজ আহমেদ খান বুধবার জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শুধু স্থায়ী বড় হোর্ডিং নয়, শহরে রাস্তার ধারে ব্যানার লাগাতেও পুরসভা নিয়মিত অনুমোদন দিয়ে থাকে। সে-ক্ষেত্রে পুরসভা নির্দিষ্ট কর নেয়। ভোটের প্রচারের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি রাস্তার পাশে ব্যানার লাগাতে চাইলে পুরসভা অনুমোদন দেবে। তারা আবেদন করলে পুরকরে ছাড়ও মিলবে।

দিতে হবে না কর

অন্য দিকে, সরকার এ দিনই সারা রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারের দেওয়াল-লিখন মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। তাতে বলা হয়েছে, অতি দ্রুত দেওয়ালের সমস্ত প্রচার-লিখন মুছে ফেলতে হবে। রাজ্যের সর্বত্রই যাতে দ্রুত ওই কাজ সেরে ফেলা যায়, সেই জন্য 'গ্রুপ' বা ছোট ছোট দল তৈরি করে কাজ চালাতে হবে। মোছার কাজ কতটা এগোল, সেই বিষয়ে প্রতিদিন রিপোর্ট দিতে হবে স্বরাষ্ট্র দফতর ও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারকে। এ দিন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দেবাশিস সেন নিজেই এ কথা জানান।

কলকাতা পুরসভার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন করা হলে দেবাশিসবাবু জানান, শহরে যে-সব অনুমোদিত হোর্ডিং আছে, তা ভাড়া নিয়ে প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচার চালালে সরকারি আইন অমান্য করা হবে না। তবে বিভিন্ন বাড়ি বা দেওয়ালের উপরে যে-সব হোর্ডিং আছে, তাতে নির্বাচনী প্রচার চালালে সেটা 'প্রিভেনশন অব ডিফেসমেন্ট অব প্রপার্টিজ অ্যাক্ট'-এর আওতায় পড়বে।

রাস্তার পাশে ব্যানার লাগানো হলে কি ওই আইন ভাঙা হবে না? দেবাশিসবাবু বলেন, "পুরসভা কী করতে চাইছে, তা না-জেনে কিছু বলা ঠিক হবে না।" প্রতিটি বিষয় পৃথক ভাবে বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ফৈয়াজ খানের বক্তব্য, নির্বাচনে দলগুলি রাজনৈতিক কথা লিখে জানাতে পারবে না, এটা কেমন কথা? বেসরকারি সংস্থাগুলি পুরসভার অনুমোদন নিয়ে যে-সব হোর্ডিং দেয়, তা ভাড়া করার অধিকার সবার আছে। আগেও ওই সব বেসরকারি হোর্ডিং ব্যবহারকারীদের করে ছাড় দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, রাস্তার ধারে ব্যানার লাগানোর অনুমোদন দেওয়ার অধিকার পুরসভাকে দেওয়া হয়েছে পুর আইনের ২০২-২০৪ ধারায়। সেই আইন-বলেই রাজনৈতিক দলগুলিকে রাস্তার ধারে ব্যানার লাগানোর অনুমতি দেওয়া হবে।

এ দিকে, মঙ্গলবার রাতে ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটের এক বাসিন্দা হাইকোর্টের দেওয়ালে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী পোস্টার লাগানোর সময় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। ডি সি (সদর) অনুজ শর্মা বলেন, ধৃতের কাছ থেকে ওই দলের ৪৯টি পোস্টার উদ্ধার করা হয়েছে।

এর পর আটের পাতায়

প্রচারে সায়

প্রথম পাতার পর

অন্য দিকে, বুধবার নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় স্বীকৃত দলগুলির ক্ষেত্রে প্রার্থী তাঁর মনোনয়নের সমর্থক এবং অন্য চার সমর্থক নিয়ে রিটার্নিং অফিসারের কাছে যেতে পারবেন। আর অস্বীকৃত দল বা নির্দল প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রার্থী নিজে তাঁর মনোনয়নের অন্তত ১০ জন সমর্থক এবং অন্য চার জন সমর্থক নিয়ে যেতে পারবেন। স্বীকৃত দলের প্রার্থীর মনোনয়নে সমর্থক থাকবেন এক জন। কিন্তু অস্বীকৃত তথা নির্দল প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০ জনের সমর্থন থাকতে হবে। আর প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার সময় রিটার্নিং অফিসারের চেম্বার থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে তিনটির বেশি গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না। ভোট শেষ না-হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রী ও বিধায়কদের আত্মীয় ও অতিথিরা সরকারি বাংলো বা অতিথিশালায় থাকতে পারবেন না। এ দিকে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে তিরস্কৃত বা দণ্ডিত পুলিশ অফিসারদের যাতে ভোটের কাজে নিয়োগ করা না-হয়, সেই জন্য রাজ্যপালের কাছে আর্জি জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি।

আজ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে যাদবপুর-সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনায় দেওয়াল-লিখন মোছার কাজ শুরু করছে পুলিশ। মোছার খরচ কে দেবে, রাজ্য সরকার পরে সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানানো হয়েছে।

ANADABAZAR PATRIKA

মাওবাদীদের এলাকায় কেন্দ্রীয় রক্ষী ৬০ হাজার

নিজস্ব সংবাদদাতা: মাওবাদীদের ভোট বানচালের হুমকির প্রেক্ষিতে নিরাপত্তার ব্যাপক ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাজ্যের মাওবাদী অধ্যুষিত তিন জেলায় নির্বিঘ্নে ভোট সারতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ৬০ হাজার জওয়ান মোতায়েন করছে নির্বাচন কমিশন। ওই সব এলাকায় আধা-সামরিক বাহিনীর ৯০০ জওয়ান এখনই মোতায়েন রয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে কেন্দ্রের ওই বিশাল বাহিনী।

অর্থাৎ মাওবাদী এলাকায় প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ১২২ জন জওয়ান মোতায়েন করা হচ্ছে। মাওবাদী অধ্যুষিত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ৭৪৭৯টি ভোটকেন্দ্র আছে। ভোটারের সংখ্যা ৬৮ লক্ষ ২০ হাজার ৫৭২। ওই তিন জেলা দিয়েই বিধানসভার এ বারের নির্বাচন শুরু হচ্ছে। ওখানে ভোট হবে ১৭ এপ্রিল। ৬০টি বিশেষ ট্রেনে ওই ৬০ হাজার জওয়ানকে আনা হবে। মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দেবাশিস সেন বলেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওই তিন জেলার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রাজ্য ও জেলার সীমানা সিল করে দেওয়া হবে। ওই এলাকায় কী ভাবে ভোট হবে, সেই ব্যাপারে এ দিন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব প্রসাদ রায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

মাওবাদীদের ভোট বয়কটের ডাক এবং ক্রমবর্ধমান জঙ্গি কার্যকলাপে প্রার্থী ও ভোটারদের পাশাপাশি ভোটকর্মীরাও নিরাপত্তার অভাবে ভুগছেন। এই অবস্থায় ওই এলাকায় কী করে ভোট হবে, উঠেছে সেই প্রশ্নও। কমিশন যে ওই তিন জেলার পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তা জানিয়ে মুখ্য নির্বাচনী অফিসার বলেন, সব ভোটারই যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন, তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

ভোটের ১০ দিন আগে থেকেই তিন জেলার মাওবাদী এলাকাগুলিকে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে মুড়ে দিতে চাইছে কমিশন। সেখানে ২৪ মার্চ নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হবে। সে-দিনই জারি হবে নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি। নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হবে তখন থেকেই। বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র নিরাপদ জায়গায়

এর পর ছয়ের পাতায়

● মাওবাদী সংক্রান্ত আরও খবর... ৭

মাওবাদী এলাকায় কেন্দ্রীয় রক্ষী

প্রথম পাতার পর

নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত মোতায়েন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রাথমিক হিসাবে পুরুলিয়ায় ১৭৯৯টি, বাঁকুড়ায় ২০৫২টি এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ৩৬২৮টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে দৈনিক তাদের কাছে রিপোর্ট পাঠাতে বলেছে নির্বাচন কমিশন। তাদের নির্দেশ, উদ্ধার করতে হবে বেআইনি অস্ত্র। উদ্ধার করা অস্ত্রের হিসাব শুধু রাজ্য স্তর থেকে কমিশনে পাঠিয়েই ক্ষান্ত থাকা যাবে না। কোন জেলায় কত অস্ত্র উদ্ধার হল, সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচন আধিকারিককেও প্রতিদিন তা জানিয়ে দিতে হবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং এলাকার বর্তমান ও অতীত রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করে উত্তেজনাপ্রবণ এলাকা চিহ্নিতকরণ শুরু করতে হবে। তবে কমিশন যে রাজ্য প্রশাসনের চিহ্নিত করা উত্তেজনাপ্রবণ এলাকাই মেনে নেবে, তা কিন্তু নয়। দেবাশিসবাবু জানান, পর্যবেক্ষকেরা তিন দফায় এই রাজ্যে এসেছিলেন। উত্তেজনাপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তাঁদের মতামতও গুরুত্ব পাবে।

তিনটি জেলার যে-সব এলাকায় মাওবাদীদের রমরমা বেশি, মহাকরণে রাজ্য পুলিশের সদর দফতর সেই ১২টি থানাকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করেছে। ওই ১২টি থানা হল জয়পুর, ঝালদা, মানবাজারের কাছে বরো, বান্দোয়ান, রানিবাঁধ, রাইপুর, সিমলাপাল, সারেঙ্গা, বারিকুল, বেলপাহাড়ি, লালগড় ও শালবনি।

স্বরাষ্ট্র দফতরের মতে, সত্তরের দশকের নকশাল আন্দোলনের পরে আশির দশকের মাঝামাঝি গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের মোকাবিলার অভিজ্ঞতা আছে রাজ্য পুলিশের। ওই দু'টি আন্দোলনেও ব্যাপক ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল। পুলিশ তা নিয়ন্ত্রণ করেছে। তবে পুলিশ স্বীকার করছে, সাধারণ চোর-ডাকাত ধরার জন্য যে-ঝক্কি সামলাতে হয়, ওই তিন জেলার মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাদের।

ওই ১২টি থানা এলাকার বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে ২৬টি বিশেষ পুলিশ শিবির বসানো হয়েছে। আরও সুরক্ষিত করে সেই সব শিবিরকে কার্যত দুর্গের চেহারা দেওয়া হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে মাওবাদী জঙ্গিরা যাতে অতর্কিতে শিবির ঘিরে ফেলতে না-পারে, সেই জন্য সব বিশেষ শিবিরেই বসানো হচ্ছে জেনারেটর। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের পাশাপাশি শিবিরে যাতে জল, আলোর অভাব না-থাকে, তার ব্যবস্থাও হচ্ছে।

ANADABAZAR PATRIKA

Congress announces West Bengal alliance

Eight parties join UDA, Trinamool Congress not part of the new grouping

Special Correspondent

KOLKATA: Chances of an anti-Left Front *mahajot* (grand alliance) for the upcoming Assembly elections in West Bengal were virtually ruled out on Sunday with the State Congress forming an alliance with eight political parties without the State's main Opposition party, the Trinamool Congress.

The seat adjustment between the Trinamool and its National Democratic Alliance (NDA) partner, the Bharatiya Janata Party, would be finalised within "two or three days," after BJP leader Arun Jaitley holds final talks with Trinamool leader Mamata Banerjee, senior BJP MP, Murli Manohar Joshi said.

Elections are to be held in the State on five days in the course of three weeks beginning April 17 and ending on May 8.

The list of candidates for the Congress-led United Democratic Alliance (UDA) will be finalised by the Congress high command on April 17 and 18, Defence Minister and president of the West Bengal Pradesh Congress Committee Pranab Mukherjee said. "We have launched the UDA on the lines of the United Progressive Alliance at the Centre and will fight the coming elections jointly," he said.

He had earlier said the Congress would contest the majority of the seats in the State. The constituents of the alliance will contest the elections on a common minimum programme but will have separate election manifestoes, he said.

Among the constituents of the alliance are the Party for Democratic Socialism, a breakaway group of the CPI(M), the Lok Janashakti Party and the Jharkhand Mukti Morcha.

Meanwhile, Dr. Joshi demanded a full debate in Parliament on the agreement signed between India and the United States on nuclear co-operation. "The Prime Minister must explain the details of the deal and must convince us that no compromise has been made on India's security and sovereignty," he said.

06 MAR 2006 THE HINDU

নতুন চেহারায় জরুরি অবস্থা?

'দেওয়াল লিখন' নিয়ে লিখব ভেবেছিলাম, গত সপ্তাহেই। অন্য ঝামেলায়, হল না। সুতরাং এই রবিবার। কিন্তু, তিনদিন আগে, ২ মার্চ, আজকালে দেবেশ রায় এবং গণশক্তিতে গৌতম দেবের লেখা পড়ে মনে হল, যা যা বলার বলা হয়ে গেছে। তবু লিখছি। বড় ইস্যুতে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির তাগিদে, মিছিলেও গলা মেলাতে হয়। একশোর সঙ্গে একশো একের ইতিবাচক তফাতটাও তফাত, সেই তফাত তৈরির, গলা মেলানোর জন্যই আজকের লেখা। লিখতে গিয়ে যদি দু-একটা নতুন কথা বা যুক্তি এসে যায়, খুব ভাল। না এলেও এসে যায় না।

ভোট নিয়ে এবার নির্বাচন কমিশনের বড় থেকে মাঝারি কর্তারা যা যা করেছেন, তার প্রধান উদ্দেশ্য একটাই: বাংলায় বামপন্থীদের যথাসম্ভব অসুবিধেয় ফেলা। ট্যান্ডন সাহেব কাদের লোক, জানতে বাকি নেই। পাঁচ দফায় ভোট করো, আধা-সামরিক বাহিনী দিয়ে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করো, বহু সাধারণ মানুষ যাতে ফৌজি বুটের আওয়াজেই তটস্থ থেকে বুথমুখো না হন। যাদের প্রভাব ও সংগঠন বেশি, অসুবিধেও তাদেরই বেশি। প্রথম দফায় ৪৫ কেন্দ্রে ভোট ১৭ এপ্রিল, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর মাঝে দেড়দিন প্রকাশ্য প্রচার, যখন জনসভা করা যাবে। প্রথম দফায় এমন তিন জেলায় ভোট, যেখানে সি পি এম তথা বামফ্রন্ট অনেক .. অনেক শক্তিশালী। প্রভাব ও সংগঠনকে ব্যবহারের সুযোগ কমিয়ে দেওয়া হল, আহা, তাতে যদি ওদের কয়েকটা আসন কমে! শিক্ষকদের বড় অংশ বামফ্রন্টের সঙ্গে। পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁরা জড়িয়ে, ঘরে ঘরে ঘুরে নির্বাচনী প্রচারেরও সুযোগ পাবেন না। ৫ দফা কেন, পারলে ২৯৪ কেন্দ্রে ২৯৪ দফায় ভোট করুন, কিন্তু শুরু থেকেই তথাকথিত পর্যবেক্ষকরা প্রতিবেদক ও আলোকচিত্রী বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে এই হাওয়া ছড়ালেন কেন যে, এবার ওরা দেখে নেবেন? কে কাকে দেখবে? দেখে নেয় দেশের, রাজ্যের মানুষ।

কথা দেওয়াল লিখন নিয়ে। ভোট চলে গেলেও কথাটা, বিষয়টা থাকবে। দেওয়ালে লেখা যাবে না, বাড়ির মালিকের অনুমতি নিয়েও নয়। পোস্টারও মারা যাবে না। তা হলে রাজনৈতিক প্রচার কী করে হবে? উল্টোদিকের উত্তর বোধহয় এই যে, দরকার নেই। রাজনৈতিক প্রচারের দরকার নেই। রাজনীতিরই দরকার নেই। রাজনৈতিক দল থাকবে, সংসদীয় ব্যবস্থা থাকবে, কোনও না কোনও রাজনৈতিক দল বা জোটই সরকার চালাবে, কিন্তু রাজনীতির দরকার নেই। কেউ কেউ হোর্ডিং, ফ্লেক্স ইত্যাদির কথা বলছেন। খরচ? ছোট দলগুলো কী করবে? বড় দলগুলোকেও যেন বলা হচ্ছে, ভরসা রাখো প্রচারের একটাই জায়গায়— মিডিয়া। হে দেশবাসী, শুধুই মিডিয়ার মুখে ঝাল বা তেতো খাও। প্রভাবিত হও। অরাজনৈতিক হও। ভোগের সাধনা করো। নির্বাচন হল রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার লড়াই, এই ব্যাপারটাকেই মুছে দাও, দেওয়াল থেকে, মানুষের মন থেকেও।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ এবং সেই সূত্রে সরকারের ঘোষণা, দেওয়ালে লেখা বা পোস্টার মারা চলবে না। যে আইনটিকে কার্যত মৃতাবস্থা থেকে জাগিয়ে তোলা হচ্ছে, তা চিরস্মরণীয় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের অবদান। ১৯৭৬ সালে, জরুরি অবস্থার সময়ে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, আগে জানলে, খেয়ালে থাকলে এই আইন বাতিল করার উদ্যোগ নিতেন। বি জে পি ছাড়া কোনও দলই মানতে ইচ্ছুক নয়। ভাল কথা। হোক সর্বদলীয় বৈঠক। অথবা, এই সিদ্ধান্ত নিক বি জে পি ছাড়া অন্য সব দল, মানছি না। দেওয়ালের অধিকার ছাড়ছি না। সত্তর ভাগ ছেয়ে আছে কুৎসিত বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে, তিরিশ ভাগে রাজনৈতিক প্রচার— এই তিরিশের অধিকার ছাড়ব না। এই আইন মানুষের (এবং সংগঠনের) মত প্রকাশের অধিকারে হস্তক্ষেপ। 'রাইট টু ইনফর্মেশন অ্যাক্ট' পাস হওয়ার পর দেওয়ালে লেখা ও পোস্টারে নিষেধাজ্ঞা স্ববিরোধী। চলতে পারে না। এই আইন সমাজকে আরও আরও ভোগবাদী, অরাজনৈতিক ও অসচেতন করার ভয়ঙ্কর চেষ্টা। অপেক্ষাকৃত নিঃসম্বল রাজনৈতিক দলগুলোকে আরও অপ্রাসঙ্গিক করে দেওয়া। সব রাজনৈতিক দলকেই ব্যয়সাপেক্ষ প্রচারের জন্য বণিকমহলের কাছে হাত পাততে আরও আরও বাধ্য করা।

এবার একটু একসঙ্গে ভেবে দেখুন, মিলিয়ে দেখুন। বণিকমহল ও সংবাদ মাধ্যমের বড় অংশ কী বলতে চাইছে। এক, ব্রিগেডে সভা করা যাবে না। বিচারপতি লালার সেই কুখ্যাত রায়, যাতে মিটিং-মিছিলকেই কার্যত নিষিদ্ধ করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, তার পক্ষেও তো কম সওয়াল প্রচারিত হয়নি। লালাজি খুশি হবেন, মহামান্য নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে এবার রাজ্যের ৪৫ কেন্দ্রে কার্যত নিষিদ্ধ মাইকে প্রচার, মিছিল, জনসভা। .... মিছিল চলবে না। কলকাতায়, দেশের ও বিদেশের বহু বড় শহরে যানজট দৈনন্দিন ঘটনা, কিন্তু মিছিলের দিন কোথায় একজন হাসপাতালে যাওয়ার পথে আটকে গেলেন, তারই 'ছবি' খুঁজতে হবে, তারপর প্রচার করতে হবে। মিটিং নয়, মিছিল নয়, দেওয়ালে লেখা বা পোস্টারও নয়। হাতে থাকবে অমর সুকুমার রায়-কথিত 'পেন্সিল', যা দিয়ে বণিককুল এবং সহযোগীরা আঁকবেন লিখবেন 'কী কী করিতে হইবে, কী কী বুঝিতে হইবে, কী কী মানিতে হইবে।' যদি ১৯৭৬ সালে সিদ্ধার্থশঙ্করের করা আইনটি বলবৎ হয় এবং তা মেনে নেয় সব দল, বলতেই হবে, জারি হল, নতুন এক 'জরুরি অবস্থা'। রাজনৈতিক প্রচার চলবে না, বিক্ষোভ-প্রতিবাদ থাকবে না, মতপ্রকাশের অবাধ অধিকার থাকবে না, রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা থাকবে না। ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়, যদি সব স্বীকৃত রাজনৈতিক দল এই অবস্থা বা ব্যবস্থা মেনেও নেয়, দেওয়াল চিরকাল ফাঁকা থাকবে না। দৃশ্যদূষণের অজুহাত দেখিয়ে যাঁরা একই সঙ্গে ভোগবাদের প্রসার ও রাজনৈতিক চর্চার মৃত্যু চাইছেন, তাঁদের সাধ্য নেই মানুষকে আটকে রাখার। দেওয়ালে লিখলে বা পোস্টার মারলে গ্রেপ্তার হতে হবে? হব! — এ কথা বলার মানুষ থাকবেনই না, তা কি হয়। আজ, আজ, আজই আমরা কয়েকজন বা অনেকজন প্রতিবাদ করছি। যদি আমাদের দম কম থাকে, ওরা জিতে যাবে। 'ওরা'। কিন্তু চিরকালের জন্য নয়। ভবিষ্যতে, দূর নয় অদূর ভবিষ্যতেই দেওয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে সচেতন তরুণ, কাঁপা হাতে লিখবে রাজনৈতিক ঘোষণা, নবজীবনের গান। ভয়ে নয়, সে হাত কাঁপবে পবিত্র আবেগে।

05 MAR 2006

AAJKAL

AAJKAL

EYE ON ELECTIONS

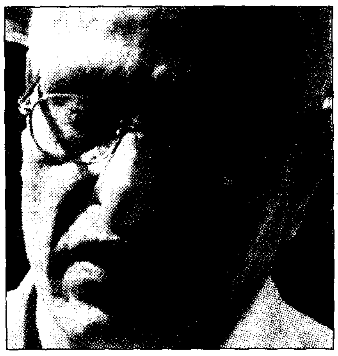

Poll hero KJ Rao quits EC

HT Correspondent
New Delhi, March 4

K.J. RAO has decided to call it a day. The Election Commission's special envoy, who rose to national fame by giving Bihar its first free and fair polls in many years and purging the Bengal voters' list of lakhs of bogus names, has refused to accept a fresh extension, citing "personal reasons".

The 64-year-old official, who worked with the Commission for decades, was a member of the team that probed the malpractices in Amethi, the late Rajiv Gandhi's constituency, in 1989. He had retired four years ago but continued with the commission in various capacities.

"He was appointed consultant for two years and then adviser (elections and training) for another two years. He was offered a fresh extension in view of the coming Assembly polls, which he declined on personal grounds," Chief Election Commissioner B.B. Tandon said.

Rao put in his papers on February 28, a day before the announcement of Assembly polls in five states and a few days after President A.P. J. Abdul Kalam honoured him for his contribution to the smooth conduct of elections in Jammu and Kashmir and Bihar.

The Congress and the Trinamool, who have long alleged electoral malpractices in Bengal, expressed shock at the news of his resignation.

State Congress working president Pradip Bhattacharya said, "It is extremely unfortunate. Our impression is that he has acted under political pressure. However, we hope that the person succeeding Rao will be just as good in his work. But, Rao definitely deserves credit for the good work he has done in West Bengal."

Trinamool MLA Sougata Roy said, "It is a psychological setback for us. We are extremely unhappy with his decision to quit and suspect a political conspiracy. It should be good news for the parties who manipulate the election process in the state."

Surprisingly, even CPM state secretary Anil Biswas was generous in his praise of Rao. Calling him "a very good officer," Biswas said he had done excellent work in Nadia.

05 MAR 2005 THE HINDUSTAN TIMES

রাজ্যে ভোট না দেখেই হঠাৎ সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কে জে রাওয়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: শুরু করলেও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের শেষটা আর দেখে যেতে পারছেন না কে জে রাও।

খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিলেন বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের সময়েই। অনেকটা সেই ধাঁচেই কাজ শুরু করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গেও। লক্ষ লক্ষ ভুয়ো ভোটার ধরা থেকে শুরু করে পাড়ায় পাড়ায় শাসক দলের দাদাগিরি বন্ধেও এ বার কমিশনের পর্যবেক্ষকদের ভরসা করতে শুরু করেছিলেন অনেকেই। এই নিয়ে সিপিএমের রোষের মুখেও পড়তে হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের উপদেষ্টা কোম্মা জশিউলা জগন্নাথ রাও-কে। কিন্তু কতকটা আকস্মিক ভাবেই পাঁচ রাজ্যে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পরপরই জানা গেল, রাও চলে যাচ্ছেন।

অন্ধ্রপ্রদেশের এই দুঁদে আমলা ২০০২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারিই কমিশনের সচিব হিসাবে অবসর নেন। কিন্তু তার পরে দু'বার তাঁর মেয়াদ বাড়ায় কমিশন। এ বারও নির্বাচন কমিশন তাঁর মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। রাও তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি নেহাতই 'ব্যক্তিগত কারণ' দেখিয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলেও তাঁর এই হঠাৎ সরে যাওয়ার সিদ্ধান্তে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বি বি টন্ডন আজ বলেন, ব্যক্তিগত কারণে কে জে রাও এ বার অব্যাহতি চেয়েছিলেন। কমিশন সেই আর্জি মেনে নেওয়ায় তিনি খুশি।

রাও কমিশনকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, ব্যক্তিগত কারণেই তিনি কাজ চালিয়ে যেতে রাজি নন। আর কমিশন জানাচ্ছে, রাও চলে গেলেও পশ্চিমবঙ্গের ভোটে কারচুপি বন্ধে যে কঠোর মনোভাব নেওয়া হয়েছে, তার কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। তা হলে কি রাওই মাথা নোয়ালেন? তীব্র প্রতিবাদ করেছেন তিনি। বলছেন "আজ পর্যন্ত কোনও চাপের কাছে মাথা নত করিনি।" তার পরে কমিশনের সুরেই তাঁর মন্তব্য, "একটা কে জে রাও গেলে দশটা কে জে রাও আসবে। আমি যদি না-ও থাকি, পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে কঠোর মনোভাবই নেবে কমিশন।"

কমিশনের অন্দরে অবশ্য অন্য একটি ব্যাখ্যাও শোনা যাচ্ছে। সেই সূত্রের মতে, রাও অব্যাহতি নেওয়ায় কমিশন ঢিলেঢালা মনোভাব নেবে না,

এর পর ছয়ের পাতায়

সরলেন রাও

প্রথম পাতার পর

এ কথা ঠিক। কিন্তু বিহার বিধানসভা ভোটের পর থেকে কমিশনকে ছাপিয়ে গিয়ে রাও যে ভাবে দিনদিন একটি প্রতীকে পরিণত হচ্ছিলেন, তাতে অসুবিধা হচ্ছিল। বিহারে লালুর পরে পশ্চিমবঙ্গে বামেরা এমন প্রচার করছিলেন যে, রাওয়ের কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। তা যে ঠিক নয়, সে কথা কমিশন ভাল করেই জানে। কিন্তু তারা এ-ও চাইছিল না যে, কমিশনের উর্ধ্বে কোনও ব্যক্তি প্রতীক হয়ে উঠুন। তাতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কমিশনের তিক্ততা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কৌশল করেই রাও-কে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কমিশন সূত্রের খবর, কাজের পদ্ধতি একটুও বদলাবে না কমিশন। প্রয়োজনে রাওয়ের বদলে ১০ জন পর্যবেক্ষক পাঠানো হবে। বিহারের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের আশা ছিল, এ বার সে রাজ্যেও পাঠানো হবে রাওকে। সেই প্রত্যাশা পূরণে নির্বাচন কমিশনও পিছপা ছিল না। ৯ জানুয়ারি কমিশন রাজ্যে ১৯ পর্যবেক্ষকের প্রথম যে দলটি পাঠায়, তার অন্যতম ছিলেন রাও। পর্যবেক্ষক হিসাবে প্রথম দিন নদিয়ায় পা রেখেই রাও-ও তাঁর নিজস্ব ধারায় কাজ শুরু করে হইচই ফেলে দেন।

নির্বাচন পর্যবেক্ষক হয়ে পশ্চিমবঙ্গে যাওয়ার পর থেকেই রাওয়ের কাজের ধরন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সিপিএম তথা বাম নেতৃত্ব। কিছু দিন আগেও কমিশনে রাওয়ের বিরুদ্ধে নালিশ জানান সিপিএম নেতারা। সে দিক থেকে দেখলে রাওয়ের সরে যাওয়ায় সুবিধা সিপিএমেরই। প্রসঙ্গটি অবশ্য এড়িয়ে গিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। বলেছেন, "উনি খুব ভাল লোক ছিলেন। শুনেছি অবসর নিয়েছেন। এর বেশি আর কী-ই বা বলতে পারি।" আর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেন, "এক জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ইস্তফা দেবেন, এ নিয়ে আমার কোনও প্রতিক্রিয়া থাকতে পারে না।"

রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবশ্য এ ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়াই জানানো হয়নি। তবে এই সিদ্ধান্তে যে তাঁরা বিশেষ উদ্বিগ্ন নন, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। দলের মুখপাত্র প্রকাশ জাভরেকর বলেছেন, "কমিশনের এই পর্যবেক্ষকের ইস্তফায় গোটা দেশ মর্মাহত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভোটে এর কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে না।" তাঁর আশা, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষণিকের জন্য সিপিএমকে তুষ্ট করলেও কমিশন যে কঠোর মনোভাব নিয়ে চলছে তার অন্যথা হবে না।

05 MAR 2006 ANANDABAZAR PATRIKA

দেওয়াল মুছতে শুরু করল প্রশাসনই, রাতে কলকাতায় টহল

নিজস্ব সংবাদদাতা: রাজনৈতিক দলগুলির উপরে ভরসা না করে শেষ পর্যন্ত পুলিশ-প্রশাসনই দেওয়াল লিখন মুছতে এগিয়ে এল। সব জেলায় না হলেও কয়েকটি জেলায় শুক্রবার রাত থেকে দেওয়াল মোছার কাজ শুরু হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন দেওয়াল লিখন সম্পর্কে নির্দেশ জারি করেছিল আগেই। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সফররত পর্যবেক্ষকেরাও এই নিয়ে তাঁদের আপত্তির কথা জানান। সেই মতো দেওয়াল লিখন নিয়ে রাজ্য সরকারের নির্দেশ দিন তিনেক আগে সমস্ত জেলা প্রশাসনের কাছে পৌঁছয়। তার পরেও টালবাহানা চলছিল। রাজনৈতিক দলগুলি আইন মানার চেয়ে আইনের ফাঁক খুঁজতে ব্যস্ত ছিল বেশি। শুক্রবার সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, দেওয়াল লিখন চলবে না। যে প্রচার-লিখন ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে সেগুলিও মুছে ফেলতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলি যদি দেওয়াল না মোছে তা হলে পুরসভা ও পুলিশকে তা মুছতে হবে। খরচ দেবে সেই দল।

সেই নির্দেশ এড়িয়ে দেওয়াল লিখনের চেষ্টা যে রয়েই গিয়েছে তা জানতে পেরেছে রাজ্য নির্বাচন দফতর। সেই কারণে রাতে শহরের রাস্তায় টহল দেওয়ার ব্যবস্থা করতে শনিবার কলকাতা পুলিশকে নির্দেশ দিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দেবাশিস সেন। এ দিন তিনি পুলিশ কমিশনার এবং ডি সিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে তিনি পুলিশ কর্তাদের জানান, নির্বাচন বিধি চালু হওয়ার পরেও রাতের বেলায় নতুন করে দেওয়া লেখা হচ্ছে বলে তাঁর কাছে অভিযোগ আছে।

পুলিশ-প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে কলকাতায় যে কেবল দেওয়াল লিখন হচ্ছে তা নয়, জেলা-শহরগুলিতেও একই চিত্র। শুক্রবার রাতে দেওয়াল লিখতে গিয়ে মধ্যমগ্রামের বসুনগরে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন দুই ডি ওয়াই এফ আই কর্মী। বারাসতের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীর হয়ে তাঁরা দেওয়াল লিখছিলেন। ডি ওয়াই এফ আইয়ের জেলা সম্পাদক ঝন্টু মজুমদার অবশ্য বলেছেন, "ডি ওয়াই এফ আই গণ সংগঠন। বামফ্রন্টের প্রার্থীদের প্রচারের জন্য এত দিন যা করেছি, সেই সব প্রচার মাধ্যম এ বারেও ব্যবহার করব।"

হুগলির নির্বাচনী পর্যবেক্ষক এন শিবশৈলম শনিবার আরামবাগের গোলতা হাইস্কুলের দেওয়ালে সিপিএমের কৃষক সম্মেলনের প্রচার-লিখন দেখে চটে যান। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই মহকুমাশাসককে নির্দেশ দেন, "দ্রুত দেওয়াল মোছার ব্যবস্থা করুন। খরচের বিল সংশ্লিষ্ট দলের কাছে পাঠান।" গোলতা হাইস্কুলই কেবল নয়, গোটা মহকুমা জুড়ে বেশির ভাগ সরকারি অফিসের দেওয়ালে লেখা

এর পর ছয়ের পাতায়

রাতে কলকাতায় টহল

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। কোথাও এখনও লেখা চলছে।

পূর্ব মেদিনীপুরে অবশ্য শুক্রবার রাত থেকে দেওয়াল মোছার কাজ শুরু হয়েছে। পোস্টার এবং ব্যানারও খুলে ফেলা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দলের কাছ থেকে যাতে ওই খরচ আদায় করা যায় তার জন্য মোছার আগে ওই প্রচার-লিখনের ছবি তুলে রাখা হচ্ছে। পর্যবেক্ষকের সঙ্গে জেলাশাসক রামচন্দ্রন রঞ্জিত ও পুলিশ সুপার অশোক দত্তের সঙ্গে বৈঠকের পরে ময়দানে নেমে পড়েছে পুলিশ-প্রশাসন। জেলার ২১টি থানা এলাকাতেই ওই কাজ চলছে।

দেওয়াল লিখন মোছা নিয়ে সি পি এম অবশ্য কিছু বলেনি। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, "আমাদের দলের কেউ আর নতুন করে একটি দেওয়ালও লিখবে না।" তিনি জানান, নির্বাচনী প্রচার ধারা কী ভাবে পরিচালিত হবে, তার ব্যাখ্যা চেয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি দিয়েছিলাম।

শুক্রবার রাতে তার উত্তর এসেছে। কমিশন জানিয়েছে, সৌন্দর্যহানি প্রতিরোধ আইনটি যে হেতু সংশ্লিষ্ট রাজ্যের তাই নির্বাচন কমিশনের কিছু করার নেই। সি পি এমের দেওয়াল লিখন প্রায় শেষ হয়ে গেলেও বিরোধী দলগুলি এখনও প্রচার শুরু করতে পারেনি। রাজ্য কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, "নির্বাচন কমিশন বললে আমরা দেওয়াল লিখব না।

কিন্তু সি পি এম যে ভাবে দেওয়াল লিখেছে তা মুছতে হবে।" একই দাবি জানিয়েছে তৃণমুল কংগ্রেস। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মুকুল রায় বলেন, "সি পি এমকে সব দেওয়াল মুছতে হবে।" তবে তাঁরা কী করবেন তা নিয়ে মুকুলবাবু কিছু বলেননি।

0 ANADABAZAR PATRIKA

কমিশন: চালু আচরণবিধি

আজকালের প্রতিবেদন: দিল্লি, ২ মার্চ— পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবকে লেখা চিঠিতে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিল, ভোটের দিন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ আচরণবিধি চালু হয়ে গেল। বলা হয়েছে, সরকারের সমস্ত মন্ত্রক, বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় ও পাঁচ রাজ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরের ওপরও বর্তাচ্ছে আদর্শ আচরণবিধি মেনে চলার দায়িত্ব। চিঠি বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে আদর্শ আচরণবিধির ৭ (৬) ধারার দিকে। যাতে বলা হয়েছে: কমিশনের ভোট ঘোষণার সময় থেকেই মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত কাজগুলি করবেন না:

ক) কোনও আঙ্গিকে আর্থিক মঞ্জুরি ঘোষণা ও এইমর্মে কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া অথবা

খ) (সরকারি অফিসার ছাড়া) কোনও প্রকল্পের শিলান্যাস ইত্যাদি করা অথবা

গ) সড়ক নির্মাণ বা পানীয় জলের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া অথবা

ঘ) ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে ভোটারদের টানতে বা তাঁদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে কোনও সরকারি বা সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় অ্যাড-হক চাকরি দেওয়া।

এ ছাড়া কমিশনের নির্দেশ, নির্বাচনের কাজে যুক্ত অফিসার বা কর্মীদের বদলি পুরোপুরি নিষিদ্ধ। এই অফিসার ও কর্মী বলতে:

১) মুখ্য নির্বাচনী অফিসার এবং অতিরিক্ত/যুগ্ম/উপ নির্বাচনী অফিসার;

২) বিভাগীয় কমিশনার;

৩) জেলা নির্বাচনী অফিসার, রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার এবং নির্বাচনের কাজে যুক্ত অন্যান্য রাজস্ব অফিসার;

৪) পুলিস বিভাগের অফিসার যাঁরা নির্বাচনের কাজে যুক্ত, যেমন আই জি, ডি আই জি, সিনিয়র এস পি, ডি এস পি থেকে এস ডি পি ও এবং অন্যান্য পুলিস অফিসার যাঁরা জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের (১৯৫১) ২৮-এ ধারা অনুযায়ী কমিশনের কাজে প্রেরিত;

৫) ভোট ঘোষণার আগে যে সব বদলির নির্দেশ দেওয়া হলেও রূপায়ণ হয়ে ওঠেনি সেগুলিকে কমিশনের সুনির্দিষ্ট অনুমতি না নিয়ে কার্যকর করা চলবে না।

৬) নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। রাজ্যে নির্বাচন পরিচালনায় ভূমিকা আছে এমন কোনও সিনিয়র অফিসারকে রাজ্য সরকার বদলি করা থেকে বিরত হবেন।

৭) যদি কোনও জরুরি প্রশাসনিক কারণে বদলি দরকার হয়ে পড়ে তা হলে রাজ্য সরকার যুক্তিগুলি উল্লেখ করে কমিশনকে আগাম ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য চিঠি লিখবে।

পৃথক নির্দেশিকায় কমিশন জানিয়েছে, ১ মার্চ থেকেই লাগু হয়েছে আচরণবিধি। ফলে এর পর সংসদ এলাকা তহবিলের নতুন কোনও টাকা আর বরাদ্দ করা যাবে না ৫ রাজ্যে। আংশিক বরাদ্দও করা চলবে না। বিধায়কদের বা পরিষদ সদস্যদের ক্ষেত্রেও একই বিধি প্রযুক্ত হবে। আগে মঞ্জুর হলেও যে কাজ শুরু হয়নি তা আর শুরু করা যাবে না। আগে শুরু করা কাজ অবশ্য শেষ করতে বাধা নেই। তবে শেষ হয়ে যাওয়া কাজের প্রাপ্য টাকা দেওয়ায় বাধা নেই। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের মতামত নিতে হবে।

0 3 MAR 2006

ANANDABAZAR PATRIKA

নতুন করে দেওয়াল লিখন, ব্যানার, পোস্টার নয়

নিজস্ব সংবাদদাতা: এ বার সরাসরি, স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল খোদ নির্বাচন কমিশনই।

বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দেবাশিস সেন জানান, নতুন করে রাজ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও দেওয়াল লিখন চলবে না। লেখা তো বন্ধ হচ্ছেই, দেওয়ালে, গাছে, আলোকস্তম্ভেও ব্যানার, পোস্টার লাগানো যাবে না। প্রার্থী এবং সমর্থকেরা তাঁদের বাড়িতে বড়জোর দলীয় পতাকা টাঙাতে পারবেন। এই পর্যন্তই।

কোথাও কোথাও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দেওয়ালে নানা কার্টুন চিত্র এবং মনীষীর ছবি ও তাঁদের উক্তি লেখা হচ্ছে। সেটাও পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিল নির্বাচন কমিশন। এমনকী, ডিসপ্লে ভ্যান, বাস, ট্রামে কোথাও রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর সমর্থনে স্লোগান লেখা যাবে না। কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা গণসংগঠনও কোনও প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের হয়ে কোনও পোস্টার সাঁটতে পারবে না। পারবে না দেওয়ালে লিখতেও।

রাজ্যের আইন বলছে, যে সব দেওয়ালে ইতিমধ্যেই লেখা হয়ে গিয়েছে, তা মুছে ফেলতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকে। নির্বাচন দফতর কী বলছে?

দেবাশিসবাবু বলেছেন, "বিষয়টি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে জানতে চেয়েছি। তবে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশন এ দিন বল ফেরত পাঠিয়েছে রাজ্যের কোর্টেই। তারা স্পষ্ট জানিয়েছে, দেওয়াল লেখা সংক্রান্ত আইনটি রাজ্যের। রাজ্যই এই আইন প্রয়োগ করবে। আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্বও রাজ্যের। নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে নতুন করে নির্দেশ জারি করবে না। আইন যদি কার্যকর না হয় তা হলে তারা বড়জোর রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। তবে কমিশন চায় এই আইন যথাযথ প্রযুক্ত হোক।"

রাজনৈতিক দলগুলি সদিচ্ছা না দেখানোয় সরকারি নির্দেশ সত্ত্বেও দেওয়াল লিখন চলেছেই। তবে রাজ্য সরকারের নির্দেশ জেলায় জেলায় পৌঁছনোর পরে পুলিশ কিন্তু সক্রিয় হয়েছে। বীরভূমের সিউড়িতে তৃণমূলের হয়ে দেওয়াল লেখার সময়ে চার জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরে অবশ্য ব্যক্তিগত জামিনে থানা থেকেই তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের সমর্থকদেরই কেন ধরা হল, সে ব্যাপারে জেলা পুলিশ সূত্রে বলা হয়, পুলিশের চোখে পড়ে গিয়েছিলেন ওই সব কর্মী।

রাজ্য সরকার নির্দেশ জারি করা সত্ত্বেও নানা প্রশ্ন তুলে সিপিএম-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দেওয়ালে লিখে চলেছে। সিপিএমের তরফে তাঁদের প্রার্থীদের তরফে ইতিমধ্যেই দেওয়াল লেখা প্রায় শেষ। সেই দেওয়ালের একটিও মোছা হয়নি। এ দিন মহাকরণে মুখ্যসচিবের ঘরে দেওয়াল লিখন নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। সেখানে স্বরাষ্ট্র সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন রাজ্যের মুখ্যনির্বাচনী অফিসারও। সেখানে নির্বাচনের বিধি নিয়ে আলোচনা হয়। দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের নির্দেশটিই যে নির্বাচন কমিশন

নির্দেশ কমিশনেরই

কার্যকর করতে চাইছে তা জানিয়ে দেন দেবাশিসবাবু।

নির্বাচন কমিশনের এ দিনের ঘোষণার প্রেক্ষিতে এ বার কী করবে সিপিএম?

বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু জানিয়ে দিয়েছেন, দেওয়াল লিখন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ তাঁরা মেনে চলবেন। সিপিএম তো বটেই, শরিক দলগুলি দেওয়ালে দেওয়ালে প্রচারের কাজ প্রায় সেরে ফেলেছে। এ দিন ফ্রন্টের বৈঠকের পরে বিমানবাবু তা স্বীকার করে ফেলেন "সব দেওয়ালে তো লেখা হয়ে গিয়েছে।"

সেই সব দেওয়াল কি তাঁরা মুছে দেবেন?

বিমানবাবু বলেন, "মোছার দায়িত্ব সরকারের হলে, সরকার করবে।" সরকার তো তাঁদেরই। তা হলে এক্ষেত্রে তো তাঁদের কি দায়িত্ব থেকে যায় না?

বিমানবাবু বলেন, "বামফ্রন্ট কখনও সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ করে না। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা রাজনীতির কাজ করেন। সরকার সরকারের কাজ করে।"

শুধু বামফ্রন্টই নয়, কংগ্রেস, তৃণমূল এমনকী বিজেপি-ও কমিশনের বিধি মানার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কমিশন যেটুকু করতে বলবে ততটুকুই করা হবে।" বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি তথাগত রায় বলেন, "আর কোথাও তো দেওয়াল লিখন হয় না। তা হলে কি সেই সব রাজ্যে রাজনীতি হয় না!"

সরকারি নির্দেশ অগ্রাহ্য করে মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্র যাদবপুরে সিপিএমের দেওয়াল লিখনের বিষয় নিয়ে বৃহস্পতিবার আলিপুরে নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। যাদবপুরে সিপিএমের দেওয়াল লিখনের বিষয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলেন বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা।

নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক রবিশঙ্কর জয়পুরিয়া বলেন, "এই ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। নতুন করে আমার কিছু বলার নেই।" যাদবপুর-সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রে দেওয়াল লিখন বন্ধে প্রশাসনের ভূমিকা কী? জেলাশাসক জানিয়ে দেন, "বিষয়টি দেখছেন জেলার পুলিশ সুপার। এই বিষয়ে যা বলার পুলিশ সুপারই বলবেন।'

দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুলিশ সুপার সিদ্ধিনাথ গুপ্ত বলেন, "নির্বাচনী দেওয়াল লিখন মুছে দিতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে ইতিমধ্যেই নোটিস পাঠানো হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের দেওয়াল লিখন না-মুছলে পুলিশই দেওয়াল লিখন মুছবে।"

বৃহস্পতিবার দুপুরের মধ্যেই প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপারের কাছে পৌঁছেছে মুখ্যসচিবের নির্দেশ। সেখান থেকে তা পাঠানো হয় থানা পর্যায়ে। কমিশনও দেওয়াল লিখন বন্ধ করে দিতে বলেছে। রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের আশা, রাজনৈতিক দলের কর্মীরা এ বার হয়তো সংযত হবে। দৃশ্যদূষণের হাত থেকে দেওয়ালগুলি বাঁচবে।

● **যুগ্ম বিডিও-কে শো কজ পর্যবেক্ষকের...পৃঃ ৭**
● **দুই রাজ্যে সিপিএমের দুই মুখ...পৃঃ ১০**

02 MAR 2006

এই প্রথম রাজ্যে ভোট পাঁচ দফায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১ মার্চ: পশ্চিমবঙ্গে এ বার অন্য রকম ভোট হবে, আগেই বলেছিল নির্বাচন কমিশন। সেটা যে নেহাত কথার কথা নয়, ভোটের দিন ঘোষণার মধ্যে দিয়েই তা স্পষ্ট করে দিল তারা।

দুই নয়, তিন নয়, রাজ্যে এ বার ভোট হবে পাঁচ দফায়। শুরু হবে ১৭ এপ্রিল, শেষ হবে ৮ মে। মাঝখানে ২২ এপ্রিল, ২৭ এপ্রিল আর ৩ মে ভোটগ্রহণ করা হবে। ভোটের ফল বেরোবে ১১ মে। ২০ মে-র মধ্যে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়া সমাপ্ত করা হবে। এই দিনক্ষণ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আজ থেকেই কার্যকর হল আদর্শ নির্বাচন বিধি।

প্রথম দফায় নকশাল অধ্যুষিত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, দ্বিতীয় দফায় পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, নদিয়া, তৃতীয় দফায় কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং চতুর্থ দফায় বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমানে ভোট হবে। উত্তরবঙ্গের সব জেলায় পঞ্চম তথা শেষ পর্যায়ে ভোট করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কেন এত দীর্ঘ ভোটপর্ব?

একই সঙ্গে ভোটে যাচ্ছে আরও তিনটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। তামিলনাড়ুতে ভোট হবে এক দিনে, ৮ মে। অসম ও পন্ডিচেরিতে ভোট দু'দফায়। অসমে ৩ ও ১০ এপ্রিল, পন্ডিচেরিতে ৩ ও ৮ মে। কেরলে তিন দফায়, ২২ ও ২৯ এপ্রিল এবং ৩ মে ভোট হবে। পশ্চিমবঙ্গের আসনসংখ্যা ২৯৪, তামিলনাড়ুর ২৩৪। সংখ্যায় তেমন ফারাক না থাকলেও ভোটযাত্রায় এমন পৃথক ফল কেন? মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বি বি টন্ডনের জবাব, "তামিলনাড়ুতে সব দলই এক দিনে ভোট চেয়েছিল।" পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মত ছিল। কিন্তু তা বলে বিহারের চেয়েও এক দফা বেশি ভোট? বিহারেও তো ভোট হয়েছিল চার দফায়। টন্ডন অবশ্য বিতর্কিত জবাব সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে বলেন, "সব রকম বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করেই কমিশন ভোটের দিন ঘোষণা করেছে।"

'বাস্তব পরিস্থিতি'র অর্থ বাম-বিরোধী মহল অবশ্যই করে নিতে পারেন সিপিএমের 'রিগিং-সন্ত্রাস' ঠেকানো। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের ভাষায়, সেটা শুধুই 'সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ' ভোট করানোর স্বার্থে। টন্ডনের বক্তব্য, পর্যবেক্ষক-সহ কমিশনের বিভিন্ন দল বারবার পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তার এবং বাস্তব পরিস্থিতির উপরে ভিত্তি করেই ভোটের দিন ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কমিশন মাওবাদী সন্ত্রাস তথা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকেই ইঙ্গিত করেছে। টন্ডন বলেছেন, মূলত আধা সামরিক বাহিনীকে যাতে রাজ্যের সর্বত্র ঠিকমতো পাঠানো যায়, তাই এই ব্যবস্থা।

পাঁচ দফায় নির্বাচন হওয়া নিয়ে সিপিএম আপাতদৃষ্টিতে অখুশি। দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস মনে করেন, এর কোনও প্রয়োজন ছিল না। আর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই ব্যবস্থায় খুশি। তারা মনে করছে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তাদের এতদিনের অভিযোগ মেনে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রচারে এটাকে হাতিয়ার করা হবে বলেও ঠিক করেছে বিরোধী দলগুলি।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ১৩ জুন। বাকি চার রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও কাছাকাছি সময় এই মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তাই পাঁচ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একই সঙ্গে ভোটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্কুলের পরীক্ষা, বিভিন্ন উৎসব, বর্ষা, কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনী পাওয়া না পাওয়া— সব মিলিয়েই এই দিন ঘোষণা করা হল।

টন্ডন জানান, পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্যেই নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা ঘুরে এসেছেন। তৃণমূল স্তরে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়েছে। কথা বলা হয়েছে সব স্তরের সঙ্গে। তার পরেই যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ বছরের গোড়ার হিসাব অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে ভোটার সংখ্যা ৪ কোটি ৮৯ লক্ষ। ভোটার তালিকা এখন কম্পিউটারে ঢোকানো হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ও কমিশনের ওয়েবসাইটে তা আছে। পশ্চিমবঙ্গে ৪৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে এই প্রথম তৈরি হয়েছে ফটো সমেত ভোটার তালিকা। এ ছাড়াও এই রাজ্যে সচিত্র পরিচয়পত্রের কাজ ৯২.১৩ শতাংশ শেষ হয়েছে। টন্ডনের মতে, ভোটের দিন পোলিং বুথে ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্র দেখানো বাধ্যতামূলক।

নির্বাচনের জন্য কমিশন আজ কতগুলি স্পষ্ট নির্দেশিকাও জারি করেছে। সেগুলি হল:

● কোনও রিটার্নিং অফিসারকে দু'টির বেশি কেন্দ্রের দায়িত্ব দেওয়া হবে না।

● কোনও একটি বুথে ১২০০-র বেশি ভোটার হলে পৃথক পোলিং স্টেশন তৈরি করতে হবে। সেটি সম্ভব না হলে অতিরিক্ত নির্বাচন কর্মী দেওয়া হবে।

● নির্বাচন কর্মীরা কে কোথায় যাবেন তা নির্ধারণ করার জন্য কমিশন একটি সফটঅয়্যার তৈরি করেছে।

● নির্বাচনের কাজে যুক্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে (এমনকী আগের নির্বাচনেও) তাঁকে এই কাজে যুক্ত না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

● উত্তেজনাপ্রবণ বুথগুলিতে নির্বাচনের দিন ভিডিও রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা থাকবে। ভোটদানের গোপনীয়তা বজায় রেখে বুথের বাকি অংশের ছবি ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা হবে।

দফা	নোটিস জারি	ভোটের তারিখ	মোট কেন্দ্র
প্রথম	২৪ মার্চ	১৭ এপ্রিল	৪৫
দ্বিতীয়	২৮ মার্চ	২২ এপ্রিল	৬৬
তৃতীয়	১ এপ্রিল	২৭ এপ্রিল	৭৭
চতুর্থ	৫ এপ্রিল	৩ মে	৫৭
পঞ্চম	১৩ এপ্রিল	৮ মে	৪৯

● অস্বস্তিতে সিপিএম...পৃঃ ৬
● কোথায় কবে ভোট...পৃঃ ৬

রাজ্যে পাঁচ দফায় ভোট নিয়ে অস্বস্তিতে সিপিএম, মমতা খুশি

নিজস্ব সংবাদদাতা: তৃণমূল খুশি হলেও, রাজ্যে পাঁচ দফায় ভোট নেওয়া নিয়ে সিপিএম খুশি নয়।

তবে এই নিয়ে দল থেকে তেমন তীব্র প্রতিক্রিয়া সিপিএম জানায়নি। বুধবার নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট। তিনি বলেন, "এই রাজ্যে পাঁচটি পর্যায়ে নির্বাচন করার ঘটনা অভূতপূর্ব। তবে এর প্রয়োজন ছিল না।"

প্রয়োজন ছিল, কি ছিল না তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তৃণমূল ও কংগ্রেস নেতৃত্বও মনে করেন, এ রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে যে অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন, কমিশনের ঘোষণায় সেই অভিযোগের 'সত্যতা প্রমানিত' হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মানস ভুঁইয়া বলেন, "এ রাজ্যে কেন্দ্রের আধা সামরিক বাহিনী ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনীকে আরও বেশি করে ব্যবহার করার জন্যেই ৫ দিনে ভোট নেওয়ার ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। কারণ, এখানে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি যেমন বেহাল, তেমনই গণতান্ত্রিক পরিবেশও নেই।"

অনিলবাবু অবশ্য এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, "ভারতের সমস্ত রাজ্যের থেকে এখানে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি ভাল।" কিছুটা অনুযোগের সুরেই অনিলবাবু বলেন, "তামিলনাড়ুতে এক দফায় ভোট হচ্ছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ দফায় ভোট করা হচ্ছে।" তাঁর অভিযোগ, "তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক দলগুলির কাছে নির্বাচন কমিশন অভিমত চেয়েছিল। অন্য রাজনৈতিক দলগুলির কাছে অভিমত জানতে চাওয়া হয়েছিল কি না জানি না। তবে আমাদের দলের কাছে এ রকম কোনও অভিমত চাওয়া হয়নি।" পাঁচ দফায় ভোট করায় নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গকে কি অন্য চোখে দেখছে? এই প্রসঙ্গে অনিলবাবু বলেন, "পশ্চিমবঙ্গকে ওঁরা কী চোখে দেখেন তা ওঁরাই বলতে পারবেন। তবে পাঁচ দফায় ভোট করার প্রয়োজন ছিল না।"

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, এই প্রয়োজনটাই ছিল। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে এ দিন তিনি বলেন, "শুভ নববর্ষের পরে বাংলার ভোট মানে একটা শুভ পরিবর্তন আসছে। পুরনো সরকার চলে যাবে। অ-বাম সরকার আসবে।" অনিলবাবু অবশ্য তৃণমূল নেত্রীর মন্তব্যকে করে ব্যঙ্গ করে বলেন, "পরিবর্তন তো হবেই। তবে পরিবর্তন তৃণমূলের অনুকূলে হবে না। বামফ্রন্টের দিকেই হবে। ৩০টি নববর্ষ পার করেছি, আরও ৩০টি নববর্ষ পার করব।"

অবশ্য পাঁচ দিনে ভোট নেওয়া নিয়ে কিছুটা চিন্তায় রয়েছে কংগ্রেস। মানসবাবুর বক্তব্যেই তা পরিষ্কার। তিনি বলেন, "যদি ভোটাররা পাঁচ দিনই নির্বিঘ্নে ও অবাধে ভোট দিতে পারেন, তবেই আমরা খুশি হব।" মানসবাবুদের দুশ্চিন্তার কারণ, পাঁচ দিনে ভোট হওয়ায় সিপিএম এক কেন্দ্রের দলীয় কর্মীদের অন্যত্র 'কাজে' লাগাবে। সিপিএম নেতারা অবশ্য এই অভিযোগে আমলই দিচ্ছেন না। অনিলবাবু তো পরিষ্কার বলেই দিয়েছেন, "আমাদের কোনও অসুবিধা হবে না।"

বস্তুত, দেওয়াল লিখনের কাজ আগে ভাগে সেরে ফেলায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা মানা বা না মানা নিয়ে যেমন অনিলবাবুদের এখন বিরোধীদের মতো অসুবিধায় পড়তে হয়নি, তেমনই ভোটের প্রচার নিয়েও কোনও সমস্যা তাঁদের নেই। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি প্রচারে কম সুযোগ পাবে বলেই তিনি মনে করেন। প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের নির্বাচন হচ্ছে ১৭ এপ্রিল। প্রচারের সময় সীমার মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পড়ে যাচ্ছে। ফলে মাইক বাজিয়ে প্রচার করা যাবে না। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হচ্ছে ১৩ এপ্রিল। পরের দিন চৈত্র সংক্রান্তি। তার পর পয়লা বৈশাখ। সেই দিনই প্রথম পর্বের প্রচার শেষ হচ্ছে দু'টোর মধ্যে। তা সত্ত্বেও সিপিএমের যে কোনও অসুবিধা নেই তাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন অনিলবাবু। তিনি বলেন, "রাজ্য জুড়ে সিপিএমের ৩০ লক্ষ কর্মী নির্বাচনী প্রচারের কাজে নেমে পড়েছেন। পাঁচ বছর ধরেই সিপিএমের কর্মীরা নির্বাচনের কাজ করে থাকেন।" অনিলবাবুর কথায় এটা পরিষ্কার যে তাঁরা এই নিয়ে মোটেই বিচলিত নন। কিন্তু কংগ্রেস বিচলিত। এই সময়ের মধ্যে কী ভাবে তাঁরা প্রচার করবেন তা জানতে চেয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিচ্ছেন মানসবাবু।

অন্যত্র ভোটের দিনক্ষণ

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ: পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অসম এবং কেরলের বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণও ঘোষণা করছে নির্বাচন কমিশন। আজ মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার বি বি টন্ডন জানান, অসমে ভোট হবে দু'টি পর্বে। এপ্রিলের ৩ এবং ১০ তারিখে। কেরলে ভোট গ্রহণ হবে তিন পর্বে। এপ্রিলের ২২, ২৯ এবং মে মাসের ৩ তারিখ। তামিলনাড়ুতে ভোট হবে মে মাসের ৮ তারিখ। ওই দিনই ত্রিপুরার কয়েকটি আসনে উপনির্বাচন। কেন্দ্রশাসিত পন্ডিচেরির কেরল-সংলগ্ন মাহে এবং অন্ধ্র-সংলগ্ন ইয়ানম আসনে ৩ মে ভোট নেওয়া হবে। বাকি আসনগুলিতে ভোট ৮ মে। সব রাজ্যেই ভোট গণনা হবে ১১ মে।-পি টি আই

02 MAR 2006

রাজ্যের নির্দেশকে তুড়ি মেরে দেওয়ালে লিখছে সি পি এম

মমতার পথে অনিলেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা: দেওয়াল-লিখন নিয়ে সরকারি আইন না-মানার ব্যাপারে বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের পথেই হাঁটছে সি পি এম।

তফাত একটাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুল্লাম খুল্লা বলে দিয়েছেন, তাঁরা রাজ্য সরকারের আইন মানবেন না। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস পরিষ্কার করে তা বলেননি। তিনি বলছেন, "নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছি। উত্তরের অপেক্ষায় আছি। আইনগত পরামর্শও হাতে আছে। কমিশনের উত্তর পেলে সব মিলিয়ে যা বলার বলব।"

রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, সি পি এমের সরকার যে-নির্দেশ দিয়েছে, সি পি এম-ই কী ভাবে তা লঙ্ঘন করে? মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, "বামফ্রন্ট সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব দেওয়াল-লিখন বন্ধ করার জন্য যে-নির্দেশ দিয়েছেন, সেটা তো মন্ত্রিসভারই সিদ্ধান্ত। ফ্রন্টের শরিক সি পি এম-ই যদি সেই নির্দেশ না-মানে, তা হলে আমরা মানব কেন?" সি পি এম যদি সরকারি আদেশ না-মানে, সেটা 'খারাপ দৃষ্টান্ত' হয়ে থাকবে এবং পরে যে-কেউই এই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সরকারি নির্দেশ অমান্য করতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা।

অনিলবাবু অবশ্য প্রদীপবাবুর বক্তব্যকে আমল দেননি। তাঁর সাফ কথা, "এটা কংগ্রেসের ব্যাপার। এই নিয়ে কে কী বলছে, আমার তা জানার দরকার নেই। কিছু বলারও দরকার নেই। প্রচারের নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। আমি পাঁচ বছর ধরেই প্রচার করতে পারি। কিন্তু নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে গেলে কমিশন যে-বিধিবদ্ধ নির্দেশ দেয়, প্রচারের সময় আমি তা লঙ্ঘন করছি কি না, সেটা দেখতে হবে।" কিন্তু এখনও তো নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়নি। তা হলে সরকারের নির্দেশ সি পি এম মানবে না কেন? অনিলবাবুর জবাব, "আমার যা বলার তা তো বলেছি। এই নিয়ে এত হইচইয়ের কী আছে?"

অনিলবাবু হইচই করতে বারণ করছেন। কিন্তু সরকার নির্দেশ দেওয়ার পরেও সি পি এমের কর্মীরা চুপচাপ বহু এলাকায় দেওয়ালে লিখে চলেছে। সরকারি আইনকে কি তা হলে তাঁরা গ্রাহ্য করছেন না? পরিষ্কার জবাব দেননি অনিলবাবু। তিনি বলেন, "কত বার এক কথা বলতে হবে! আমি তো বহু দেওয়ালে শক্তিমান ট্রাকের বিজ্ঞাপন দেখছি। কবে ওগুলো মোছা হবে? যে-দিন ওগুলো মোছা হবে, সে-দিন আমিও নিজের হাতে দেওয়াল-লিখন মুছে দেব।"

রাজ্যের প্রধান শাসক দল এই মানসিকতা নিয়ে চললে প্রশাসনের হাল কী হয়, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন পুলিশকর্তারা। সরকারি নির্দেশটুকুই সার। নিয়ম ভাঙলে শাস্তির ব্যবস্থা যা-ই থাক, রাজনৈতিক দলগুলিকে তাতে দমানো যাবে বলে মনে করছেন না লালবাজারের কর্তারা।

তা হলে দেওয়ালে লিখে ভোটের প্রচার বন্ধ হবে কী ভাবে? পুলিশ কমিশনার প্রসূন মুখোপাধ্যায় বলেন, "কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেই বিষয়ে এখনই কিছু বলা যাবে না। তবে হুট করে তো এ-সব বন্ধ করা যাবে না। এ ব্যাপারে আমরা সবাইকে একসঙ্গে নিয়েই চলতে চাই।" রাজনৈতিক দলগুলির সামনে শাস্তির খাঁড়া তুলে ধরার চেয়ে পুলিশকর্তারা আলাপ-আলোচনায় এর সমাধান করার পক্ষপাতী। সব দলের সাহায্য পেতে শীঘ্রই তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক হবে বলেও জানান সি পি। দেওয়াল-লিখন বন্ধ করার ফরমান অমান্য করলে পুলিশ কী ব্যবস্থা নেবে? প্রসূনবাবুর জবাব, "ও-সব শাস্তি কাগজ-কলমের ব্যাপার!"

দেওয়াল-লিখন বন্ধ করা ও মুছে ফেলার ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশ এসেছে। কিন্তু বিভিন্ন ডি সি-র মাধ্যমে তা থানায় থানায় জানানোর প্রক্রিয়া মঙ্গলবারেও শুরু হয়নি। অর্থাৎ দলগুলির সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের আগে কিছুটা ধীরে চলার নীতিই আঁকড়ে ধরেছে কলকাতা পুলিশ। সরকারি নির্দেশ পেলেও এই মুহূর্তে কড়াকড়ি নয়, আপাতত শ্যাম ও কুল দুই-ই বজায় রাখার লক্ষ্যে আলোচনার টেবিলে মধ্যস্থতার উপরে ভরসা করে আছেন পুলিশকর্তারা।

পুলিশ যখন ধীরে চলার নীতি নিয়েছে, তখন উল্টো সুর গাইতে শুরু করেছে কলকাতা পুরসভা। দেওয়াল-লিখন বন্ধের নির্দেশ তাঁদের হাতে আসেনি বলে জানান মেয়র-পারিষদ (তথ্য ও জনসংযোগ) ফৈয়াজ আহমেদ খান। এ দিন তিনি বলেন, "দেওয়াল-লিখন বাক্-স্বাধীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষক মাধ্যম।" নির্বাচনে দেওয়াল-লিখন নিয়ে পুরসভা কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি এবং এই ধরনের কোনও চিন্তাভাবনাও পুরসভার নেই বলে তিনি জানান। সেই সঙ্গেই বলেন, "রাজ্য সরকার যদি দেওয়াল-লিখনের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে পুরসভাকে কোনও নির্দেশ দেয়, আইনমাফিক আমরা তা মেনে চলতে বাধ্য।"

0 1 MAR 2005

ANADABAZAR PATRIKA

বেলপাহাড়িতে বদলা মাওবাদীদের

ল্যান্ডমাইনে উড়ল পুলিশের ভ্যান ● হত ৫ ● রাতভর তল্লাশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়া: মাওবাদীদের পাতা ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলপাহাড়িতে পাঁচ জন মারা গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চার জন পুলিশকর্মী ও এক জন গ্রামবাসী। আশঙ্কা করা হচ্ছে, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

রবিবার বিকাল পাঁচটা নাগাদ একটি স্বাস্থ্যশিবির থেকে ফেরার পথে মাওবাদী অধ্যুষিত বেলপাহাড়ির ভেলাইডিহা অঞ্চলের হাতিডোবায় মোরাম রাস্তায় পুলিশের একটি ভ্যান মাওবাদীদের পাতা ল্যান্ডমাইনের কবলে পড়ে। তবে পুলিশের আর একটি সূত্র জানাচ্ছে, ঘটনাটি ঘটেছে হাতিডোবা থেকে তিন-চার কিলোমিটার দূরের বেলপাহাড়ির জামবনিতে। ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে একটি বড় পাথরের আড়াল থেকে মাওবাদীরা ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটায় বলে পুলিশের সন্দেহ।

বিস্ফোরক এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, মৃতদেহগুলি ৩০ থেকে ৪০ ফুট দূরে জঙ্গলের মধ্যে ছিটকে পড়ে। নিহতদের মধ্যে তিন জনের নাম জানা গিয়েছে। তাঁরা হলেন পুলিশ ভ্যানচালক স্বপন ভট্টাচার্য, হোমগার্ড মাইদানিন এবং বেলপাহাড়ির সিমলা গ্রামের বাসিন্দা সুনীল নায়েক। তিনি রান্নার কাজে সাহায্য করতে স্বাস্থ্যশিবিরে গিয়েছিলেন। বাকিদের দেহ এতটাই ছিন্নভিন্ন যে এখনও শনাক্ত করা যায়নি।

মাত্র উনিশ দিন আগে বেলপাহাড়িতেই মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ের পরে তাদের দুই মহিলা কর্মী সুলেখা সর্দার ও বিমলা মাহাতো আত্মসমর্পণ করে। এই ঘটনাকে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানে বড় মাপের সাফল্য বলে দাবি করে পুলিশ। কিন্তু সেই দাবি দীর্ঘস্থায়ী হল না। এর আগে একই দিনে বাঁকুড়ার ব্যাঙ্ক ও পুরুলিয়ার পুলিশ ক্যাম্পে হানা দিয়ে টাকা ও বন্দুক লুঠ করেছিল মাওবাদীরা। রবিবার তারা আরও বড় মাপের বদলা নিল। পুলিশ মহলেরও ধারণা, তাদের জোর যে কমেনি সেটা বোঝাতেই মাওবাদীরা এ দিন হামলা চালায়। এই হামলায় জখম হয়েছেন অন্তত ৬ জন। এঁদের মধ্যে ঝাড়গ্রাম মহকুমা হাসপাতালে চার জন এবং বেলপাহাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দু'জন ভর্তি রয়েছেন।

বেলপাহাড়ির ভেলাইডিহা অঞ্চলে বাঁকুড়ার বারিকুল-মাঝগেড়িয়ার লাগোয়া বড়শোল গ্রামে পুলিশ এ দিন জনসংযোগের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে। জেলা পরিষদ ও বেলপাহাড়ি থানার উদ্যোগে আয়োজিত এই স্বাস্থ্য শিবির থেকে বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ রওনা হয়ে যান পুলিশ সুপার অজয় নন্দ। একটু পরে বেরিয়ে যায় পুলিশের আরও কয়েকটি গাড়ি। শিবিরের শেষে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন ছিল। খাওয়া শেষে সব জিনিসপত্র গুটিয়ে নিয়ে রওনা দেয় পুলিশের বড় একটি ভ্যান। তাতে ১৪ জন পুলিশকর্মী ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের নবম ব্যাটেলিয়নের কনস্টেবল। বড়শোল গ্রাম ছেড়ে বড়শোল ফরেস্ট বিট অফিস পেরিয়ে হাতিডোবার কাছে বেলা সওয়া পাঁচটা নাগাদ পৌঁছয় ওই ভ্যান। ওই এলাকায় ছোট একটি জঙ্গল রয়েছে। সেখান থেকেই ওই ভ্যানে লান্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটানো হয় বলে পুলিশের সন্দেহ। প্রবল বিস্ফোরণের জেরে ভ্যানটির সামনের অংশ উড়ে যায়। ভ্যানের একটু পিছনে সাইকেলে আসছিলেন দুই গ্রামবাসী । তাঁরা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের জেরে চারপাশ ধুলোয় ভরে যায়। পুলিশকর্মীদের দেহের ছিন্নভিন্ন অংশ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ভ্যানে ছিলেন বেলপাহাড়ির সিমলা গ্রামের বাসিন্দা গঞ্জু পাত্র। তিনি ফাইফরমাশ খাটার জন্য স্বাস্থ্যশিবিরে গিয়েছিলেন। তিনি জানান, বিস্ফোরণের ধাক্কায় ভ্যানের দরজা খুলে যায়। তিনি খোলা দরজা দিয়ে ছিটকে পড়েন। সেই অবস্থায় গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়েন তিনি।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, মাওবাদীদের ১২ জনের একটি স্কোয়াড বেশ কয়েক দিন ধরে ওই জঙ্গলে ঘোরাফেরা করছিল। তাদের মধ্যে ছিল ধ্রুব, সুকান্তের মতো নেতারা। তারাই এ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বলে পুলিশের সন্দেহ। স্কোয়াডটি বাঁকুড়ার দিকে চলে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার অজয় নন্দ বলেন, "স্বাস্থ্যশিবির শেষ করে আমাদের গাড়িগুলি ফিরছিল। পিছনের বড় ভ্যানটির যাওয়ার সময়ই ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।" এসপি জানান, তিনি বিস্ফোরণের খবর পান বেলপাহাড়ি থানায় পৌঁছনোর পরে। রাজ্য পুলিশের ডিআইজি (মেদিনীপুর রেঞ্জ) গঙ্গেশ্বর সিংহ বলেন, "এটা

এর পর সাতের পাতায়

● **দারিদ্র ঘোচাতে ব্যর্থতা কবুল... পৃঃ ৮**

হামলার খতিয়ান

২০০৫

৯ *জুলাই*: বান্দোয়ানের সি পি এম নেতা মহেন্দ্র মাহাতো, বারিকুলের সি পি এম নেতা রঘুনাথ মুর্মু, দলীয় কর্মী বাবলু মুদি খুন।

১০ *জুলাই*: মাওবাদীদের রাখা বোমায় হত বারিকুলের ও সি প্রবাল সেনগুপ্ত।

৩ *অক্টোবর*: বান্দোয়ানে নির্মীয়মাণ সি আর পি এফ ক্যাম্পে বিস্ফোরণ।

৩০ *ডিসেম্বর*: বান্দোয়ানে সি পি এমের পুরুলিয়া জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রবীন্দ্রনাথ কর সস্ত্রীক খুন।

২০০৬

১৬ *জানুয়ারি*: তিন জেলায় মাওবাদীদের ডাকা বন্‌ধের দিন জামতালগড়া ক্যাম্পের কাছে বিস্ফোরণ।

২২ *জানুয়ারি*: দুয়ারসিনির অতিথিনিবাসে বিস্ফোরণ।

১৩ *ফেব্রুয়ারি*: বাঁকুড়ার সারেঙ্গায় ব্যাঙ্ক লুঠ। পুরুলিয়ার কাঁটাডি পুলিশ ক্যাম্প থেকে বন্দুক লুঠ।

ভোটের মুখে হামলা বাড়বে আরও, আশঙ্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা: পুলিশের 'সাফল্যে'র বদলা নিতেই কি বেলপাহাড়িতে মাওবাদীরা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে? নাকি, বিধানসভা ভোটের আগে পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় শাসক সি পি এম দলকে সন্ত্রস্ত করে রাখতেই এই আক্রমণ? রবিবার বিকালে জেলার পুলিশ সুপারের কনভয় লক্ষ করে মাওবাদীদের হামলার পরে রাজনৈতিক মহল তো বটেই, এমনকী পুলিশেরও বিভিন্ন মহল থেকেই এই সমস্ত প্রশ্ন উঠছে। ভোটের আগে এমন হামলা যে বাড়তে পারে, সেই আশঙ্কাও বাড়ছে।

বেলপাহাড়িতেই গত ২ ফেব্রুয়ারি বিমলা সর্দার ও সুলেখা মাহাতো নামে দুই মাওবাদী মহিলাকে পুলিশ ধরে। উদ্ধার হয় বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র। সে দিন রাজ্য পুলিশের কর্তারা তাঁদের এই 'সাফল্য'কে ফলাও করে প্রচার করেছিলেন। রবিবার বেলপাহাড়ির বিস্ফোরণের পরে পুলিশের বিভিন্ন অফিসারেরাই বলছেন, দুই মাওবাদী মহিলাকে গ্রেফতার করার ১১ দিনের মাথায় ওদের সারেঙ্গায় ব্যাঙ্ক লুঠ আর দুই পুলিশের বন্দুক ছিনতাইয়ের মধ্য দিয়েই বোঝা গিয়েছিল, আরও বড় কোনও ঘটনা ঘটবে। মাওবাদীরা যে সহজে 'ক্ষান্ত হবে না', তা জানিয়েছেন ওই অফিসারেরা।

পুলিশের এই অভিমত উড়িয়ে দিতে পারেননি সি পি এম নেতৃত্বও। দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেছেন, "পুলিশ সুপারের কনভয় মাওবাদীরা যদি নিশানা করে, তা হলে ওরা নিশ্চয়ই এটাকে সাফল্য বলে দাবি করবে।" কিন্তু এই ঘটনাকে 'মর্মান্তিক' বলে মন্তব্য করে অনিলবাবু বলেন, "এটা কাপুরুষোচিত কাজ। এ ভাবে ওরা পরের পর পুলিশ-কর্মী হত্যা করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত পশ্চিম

এর পর সাতের পাতায়

27 FEB 2006 ANADABAZAR PATRIKA

ল্যান্ডমাইনে উড়ল ভ্যান

প্রথম পাতার পর
মাওবাদীদেরই কাজ। তাদেরই পেতে রাখা ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে এই ঘটনা। মারা গিয়েছেন ভ্যানের চালক, দু'জন কনস্টেবল, এক জন হোমগার্ড ও এক জন গ্রামবাসী।" তিনি আরও বলেন, "বিমলা সর্দারদের আত্মসমর্পণের পর থেকেই মাওবাদীদের হামলার একটা আভাস আমাদের কাছে ছিল। সম্ভবত এটাই সেই আঘাত। তবে বাঁকুড়া পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরে এবং ঝাড়খণ্ড লাগোয়া জঙ্গল মহল এলাকার সমস্ত সীমানা লাগোয়া জায়গায় রাত থেকেই ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।" ঘটনার খবর পেয়ে বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার রাজেশ কুমার সিংহ বিরাট বাহিনী নিয়ে জঙ্গল মহল লাগোয়া এলাকায় রাত পর্যন্ত তল্লাশি চালান।

আহত যে চার জনকে ঝাড়গ্রাম মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে তাঁরা হলেন রাজ্য সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সৌমেন খান, শিবু ওরাওঁ, সিন্টু শূর ও মানিক হেমব্রম। বেলপাহাড়ি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি পুলিশ ঘিরে রেখেছে। পুলিশের অনুমান, মাওবাদীরা আবার হামলা করতে পারে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও। যে কারণে, এমনিতেই কড়া নিরাপত্তা সত্ত্বেও, বেলপাহাড়ি এলাকায় সুরক্ষার ব্যবস্থা আরও বাড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। মেদিনীপুর থেকে জেনারেটর-সহ ভ্যান, অ্যাম্বুল্যান্স ভ্যান, অ্যান্টি ল্যান্ডমাইন গাড়ি ও মাওবাদী মোকাবিলায় বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত 'গ্রেহাউন্ড ফোর্স' বেলপাহাড়ি চলে গিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ মাওবাদী অধ্যুষিত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলার সব পুলিশ ক্যাম্পকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আই জি পশ্চিমাঞ্চল বাণীব্রত বসু, ডিআইজি মেদিনীপুর রেঞ্জ গঙ্গেশ্বর সিংহ রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন।

বেলপাহাড়ি লাগোয়া পুরুলিয়া জেলার তিনটি পুলিশ ক্যাম্পে (রাজগ্রাম, গুড়পানা, রসিকনগর) সিআরপিএফ, ইএফআর এবং পুলিশকে সতর্ক করা হয়েছে। পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থানা এবং বান্দোয়ান ব্লকের অন্য পুলিশ ক্যাম্পেও সতর্কবার্তা পৌঁছেছে। ঝাড়খণ্ড সীমানা লাগোয়া ঝালদা এবং জয়পুর থানাকেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। অন্য দিকে, সারেঙ্গা, রানিবাঁধ, রাইপুর, ঝিলিমিলির মতো বাঁকুড়া জঙ্গলমহলের মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকার থানাগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

মাওবাদীরা এ দিন শেষ ভ্যানটি যাওয়ার সময় রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটায়। পুলিশ সূত্রের বক্তব্য, শেষের গাড়িটিকে উড়িয়ে দিলে প্রথম দিকের গাড়িগুলির পুলিশরা ফিরে এসে পাল্টা আক্রমণ করার আগে পালিয়ে যাওয়ার পর্যাপ্ত সময় পায় মাওবাদীরা। যে কারণে পুলিশের কনভয়ের শেষে রাখা হয় এমন একটি গাড়িকে, যা ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণেও অক্ষত থাকবে। কিন্তু সে রকম একটি গাড়ি বেলপাহাড়ি থানায় থাকলেও বড়শোলের স্বাস্থ্যশিবিরে কেন সেটি নিয়ে যাওয়া হয়নি, তার কোনও পরিষ্কার জবাবও মেলেনি।

হামলা বাড়বে আরও

প্রথম পাতার পর
মেদিনীপুরে ১৮ জন পুলিশ-কর্মী খুন হয়েছেন মাওবাদীদের হাতে। কিন্তু সন্ত্রাস কখনও সফল হয় না।"

তবে মাওবাদীদের এই 'সন্ত্রাস' যে ভোটের মুখে শুধু পশ্চিম মেদিনীপুরেই নয়, বাকুঁড়া-পুরুলিয়াতেও পরিস্থিতি 'অগ্নিগর্ভ' করে তুলবে, তা নেতাদের বক্তব্যেই স্পষ্ট। ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক অশোক ঘোষ থেকে শুরু করে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মানস ভুঁইয়া— সকলেই মনে করছেন, নির্বাচনের সময়েও মাওবাদীরা তাদের 'রাজনৈতিক কার্যকলাপ' জারি রাখবে। সেটাই এ দিনের বিস্ফোরণের ঘটনায় স্পষ্ট। অশোকবাবু বলেন, "পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়ার জঙ্গলে তো শুধু নয়, মাওবাদীরা সংলগ্ন গ্রামের গরিব পরিবারের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। দুই মহিলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ যদি ভেবে থাকে এরা আত্মসমর্পণের রাস্তায় যাবে, তা হলে ভুল হবে।" কারণ, এই ধরনের কোনও সংগঠন যদি তাদের 'রাজনৈতিক অভিসন্ধি' কার্যকর করতে চায়, তা রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করাই উচিত বলে অশোকবাবু মনে করেন। কিন্তু সিপিএমের বাঁকুড়া জেলার সম্পাদক অমিয় পাত্র বলেন, "যারা অস্ত্র হাতে নাশকতা করে বেড়ায়, তাদের আমরা রাজনৈতিক দল বলে মনেই করি না।"

এই প্রসঙ্গে মানসবাবু বলেন, "সি পি এম নেতারা বিভিন্ন সময়ে মাওবাদীদের উদ্দেশে নানা রকম প্ররোচনামুলক হুমকি দিয়ে পরিস্থিতি ঘোরালো করে তুলেছেন।" সি পি এম নেতা রবি কর ও তাঁর স্ত্রী খুন হওয়ার পরে সি পি এম নেতারা মাওবাদীদের 'মাথা ভেঙে দেওয়া', 'বেঁচে ফিরতে দেব না' বলে যে সব হুমকি দেন, এ দিন তার উল্লেখ করে মানসবাবু বলেন, "এর ফলে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার প্রভাব নির্বাচনেও পড়তে পারে।" তবে ভোটে এই ধরনের ঘটনা প্রভাব ফেলবে না বলেই মনে করেন আর এস পি-র নেতা ক্ষিতি গোস্বামী বা সি পি এমের অমিয়বাবু।

কিন্তু পরিস্থিতি যে বেশ 'সন্ত্রস্ত', তা সি পি এমের রাজ্য সম্পাদকের কথায় পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে। অনিলবাবু জানিয়েছেন, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় পুলিশের আরও সতর্ক হওয়া এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করা দরকার।

27 FEB 2006 ANANDABAZAR PATRIKA

রাজ্যে ফের পর্যবেক্ষকদল, এ বার কলকাতাতেও

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গে ফের পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। গোটা রাজ্যের সঙ্গে এ বার কলকাতাতেও। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরেও তালিকা সংশোধনের কাজ চালিয়ে যেতেই কমিশনের এই সিদ্ধান্ত।

বিধানসভা ভোটের আগে তৃতীয় দফায় রাজ্যে মোট ২০ জন পর্যবেক্ষক যাবেন। ১৮ জেলার জন্য ১৮ জন। কলকাতার জন্য দু'জন। কলকাতার জন্য অতিরিক্ত পর্যবেক্ষক কেন? এর কারণ ব্যাখ্যা করে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দেবাশিস সেন জানিয়েছেন, কলকাতাকে তিনটি ডিস্ট্রিক্ট ইলেকটোরাল অফিসে (ডিইও) ভাগ করা হয়েছে। অতিরিক্ত কাজের চাপ সামাল দিতে এই তিনটি ডিইও-র জন্য দু'জন পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। ১ মার্চ পর্যবেক্ষকরা জেলা সফর শুরু করবেন। থাকবেন এক সপ্তাহ, সাতই মার্চ পর্যন্ত। দিল্লি ফিরে এসে ৯ মার্চ কমিশনের কাছে তাঁরা রিপোর্ট জমা দেবেন।

নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পরেও সংশোধনের কাজ চলতে থাকবে বলে আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এখন বিশেষ করে মৃত ও অন্যত্র চলে যাওয়া ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলবে। এই কাজে যাতে কোনও রকম গাফিলতি দেখা না যায়, তার জন্য রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনের উপরে চাপ রাখতেই পর্যবেক্ষকদের তৃতীয় দফার এই সফর। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গেও কথা বলবেন পর্যবেক্ষকরা।

দ্বিতীয় দফায় রাজ্যে গিয়েই জেলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন পর্যবেক্ষকরা। এ কাজে সাফল্যও অর্জন করেন তাঁরা। দ্বিতীয় দফার সফরের শেষে কমিশন পর্যবেক্ষকদের এই উদ্যোগে সন্তোষও প্রকাশ করে। এ বারের সফরে এই বিষয়ের উপর আরও গুরুত্ব দেওয়া হবে। পর্যবেক্ষকরা গ্রামে গ্রামে ভোটারদের জমায়েত করে তাঁদের অভাব-অভিযোগ শুনবেন। সাধারণ মানুষের অভিযোগের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেবেন তাঁরা। এই নিয়ম আগেও বলবৎ ছিল। সাধারণ মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে জোর দিচ্ছে কমিশন।

শিবশৈলমের আশ্বাসেও নাম উঠল না

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর: নির্বাচন পর্যবেক্ষককে জানানোর পরেও ভোটার তালিকায় নাম উঠল না শ্রীরামপুরের নিউ মাহেশের প্রায় তিনশো বাসিন্দার। তাঁদের অভিযোগ, বৈধ পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় উঠল না। গত ৭ ফেব্রুয়ারি হুগলির পর্যবেক্ষক এন শিবশৈলমের উপস্থিতিতে শ্রীরামপুর এসডিও অফিসে তাঁদের আবেদনপত্র জমা পড়ে। সেখানে বিষয়টি শিবশৈলমের গোচরে আনেন এলাকার বিধায়ক ও তৃণমূল নেত্রী রত্না নাগ।

তৃণমূল ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ৮-১০ বছর ধরে ওই অঞ্চলে নতুন বসতি গড়ে ওঠে। তখন থেকেই তিনশো জনের নাম তালিকায় নেই। বাসিন্দাদের দাবি, বৈধ পরিচয়পত্র প্রত্যেকের কাছেই রয়েছে। এ বারেও তাঁরা আবেদনপত্র জমা দিতে গেলে ভোটকর্মীরা সেগুলি জমা নেননি বলে অভিযোগ। এর পরেই বিষয়টি নিয়ে আসরে নামেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। হুগলির পর্যবেক্ষক শিবশৈলম শ্রীরামপুর এসডিও দফতরে এলে তাঁকে বিষয়টি জানানো হয়। তাঁর কথামতো ওই আবেদনপত্রগুলি সেখানেই জমা দেওয়া হয়। কিন্তু গত বুধবার জেলা প্রশাসনের তরফে ভোটার তালিকা প্রকাশ হলে দেখা যায় যথারীতি তালিকায় তাঁদের নাম নেই। বাসিন্দাদের অভিযোগ, "পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে ফর্ম জমা নেওয়ায় এ বার তালিকায় নাম উঠবে ভেবেছিলাম। কিন্তু এ বারেও উঠল না। অথচ আমাদের বৈধ পরিচয়পত্র রয়েছে।" তাঁদের দাবি, "নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনে আমাদের এখানে এসে তদন্ত করুন।" স্থানীয় তৃণমূল কর্মী পিন্টু ভট্টাচার্য বলেন, "একই অঞ্চলের তিনশো ভোটারের নাম একইসঙ্গে তালিকায় নেই। ভোটকর্মীদের গাফিলতিতেই এটা হয়েছে। আমরা ফের এসডিও-কে বিষয়টা জানাব।" হুগলির জেলাশাসক বিনোদ কুমারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান।

সরকারি ও বেসরকারি সব দেওয়ালেই ভোটের প্রচার-লিখন নিষিদ্ধ করল রাজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা: নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে রাজ্যের সর্বত্র সরকারি ও বেসরকারি দেওয়ালে প্রচার-লিখন সরকারি ভাবেই নিষিদ্ধ হল। ইতিমধ্যে যে-সব দেওয়ালে লেখা হয়ে গিয়েছে, তা-ও মুছে দিতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেব স্বয়ং। তিনি বলেন, "ওই সব দেওয়াল আগে মুছে দিতে হবে। নইলে এফ আই আর করা হবে।" বাড়ির মালিকের অনুমোদনসাপেক্ষে এত দিন কলকাতা-সহ বিভিন্ন পুর এলাকায় বেসরকারি দেওয়ালে স্লোগান লেখা চলত।

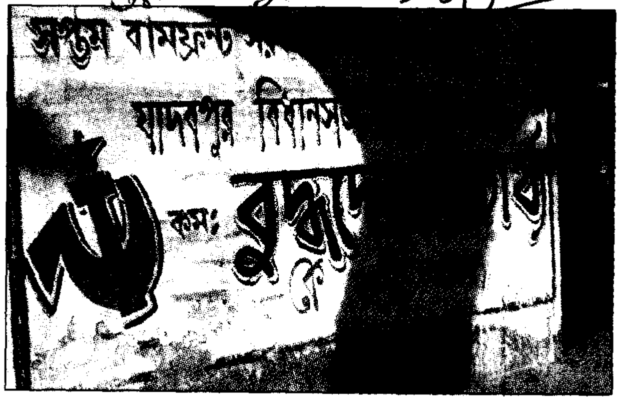

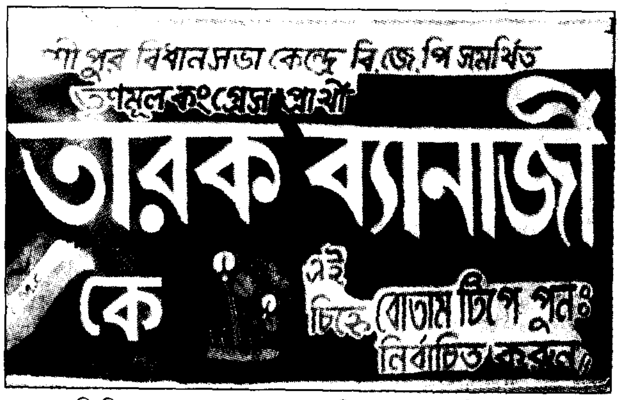

দেওয়াল-লিখন বন্ধের নির্দেশ জারি করে মুখ্যসচিব বলেন, "কোনও বাড়ির দেওয়ালে কোনও স্লোগান বা অন্য কিছুই আর লেখা যাবে না। শুধু নাম-ফলক লাগানো চলবে। বাড়ির মালিকও নিজের বাড়ির দেওয়ালে কিছু লিখতে পারবেন না। দেওয়াল নোংরা করা হলে রাজ্যের আইনে জেল, জরিমানা দুইয়েরই সংস্থান আছে।"

কিন্তু শহরের ক্ষেত্রে এই আইন ১৯৭৬ থেকে বলবৎ থাকলেও তা না-মানাটাই কার্যত নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। যে-দলেরই সরকার ক্ষমতায় থাকুক, শাসক বা বিরোধী, কোনও দলই কোনও দিন ওই আইন মানার সদিচ্ছা দেখায়নি। এ বারেও সি পি এম, কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ সকলেরই সুর অনেকটা ধরি মাছ, না-ছুঁই পানি গোছের। ফলে এই বিধি মানানোর ব্যাপারে প্রশাসনিক ভূমিকা কতটা কার্যকর হবে, সেই প্রশ্ন জোরালো ভাবে থেকেই যাচ্ছে। যদিও মুখে সব দলই বলছে, নির্বাচন কমিশনের বিধি তারা ভাঙতে চায় না, কিন্তু লেখা দেওয়াল মোছার প্রশ্নে তাদের জবাব খুব স্বচ্ছ নয়।

মুখ্যমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রী-সহ বিভিন্ন প্রার্থীর জন্য ভোট চেয়ে যে-সব দেওয়ালে সি পি এম ইতিমধ্যেই স্লোগান লিখেছে, সেগুলি কি মুছে দেওয়া হবে? দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, "সরকারি নির্দেশিকা আমরা এখনও হাতে পাইনি। যত ক্ষণ না নির্দেশনামা হাতে পাচ্ছি, আমরা রাজ্য স্তর থেকে নতুন করে দেওয়ালে লিখতে বলব না।"

একই ভাবে তৃণমূল যে-সব এলাকায় দলীয় প্রার্থীদের জন্য দেওয়ালে লিখে ভোট চেয়েছে, সরকারি নির্দেশে সেগুলি এ বার মুছে ফেলা হবে কি না, সেই প্রশ্নের কোনও জবাব দেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেস এখনও দেওয়াল-লিখন শুরু করেনি। প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য এ দিন বলেন, "দেওয়াল-লিখন বন্ধ করতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারে দীর্ঘদিন ধরে দেওয়ালে লেখার চল রয়েছে। কমিশনকে তাই বলে দিতে হবে, কোন পদ্ধতিতে আমরা প্রচার করব।"

মুখ্যসচিব বলেছেন, "দেওয়াল-লিখনের নিষেধবিধি মানা হচ্ছে কি না, তা দেখবে পুলিশ ও পুরসভা।" তবে কলকাতা পুরসভা এবং পুলিশের কাছে সরকারি বিজ্ঞপ্তি এ দিন পৌঁছয়নি।

এই বিষয়ে একটি 'গাইডলাইন' বা নির্দেশিকা থাকা দরকার বলে মনে করেন অনিলবাবু। কিন্তু নির্দেশিকা হাতে পেলে সি পি এম কী করবে?

অনিলবাবু বলেন, "সব দল যা করবে, আমরাও তা করব। নির্বাচন কমিশনের কাছে ঠিক নির্দেশ চেয়ে পাঠাব আমরা। তার পরে সবাই মিলে বৈঠকে বসব।" সরকারি দেওয়ালের ক্ষেত্রে এত দিন যে তাঁরা কমিশনের নির্দেশ মেনে চলেছেন, তা-ও পরিষ্কার করে দিয়েছেন সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক। তাঁর মন্তব্য, "সরকারি ভবনের দেওয়াল যে ব্যবহার হয় না, তা নয়। তবে জানতে পারলেই আমরা সেই লেখা মুছে দেওয়ার নির্দেশ দিই।" তিনি জানিয়েছেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানের দেওয়ালে যাতে নতুন করে লেখা না-হয়, তাঁরা সে-দিকে নজর রাখবেন। তৃণমূল নেত্রী মমতাও বলেন, "নির্বাচন কমিশন যে-নির্দেশ দেবেন, আমরা তা সম্পূর্ণ মেনে চলতে চাই।"

ANANDABAZAR PATRIKA

১৩ লক্ষ নাম বাদ দিয়েও কমিশন বলছে বহু কাজ বাকি

নিজস্ব সংবাদদাতা: রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ১৩ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দিয়েও খুশি নয় নির্বাচন কমিশন।

বুথ-ভিত্তিক তথ্য-পরিসংখ্যান দেখে কমিশনের মনে হয়েছে, ভোটার তালিকার ব্যাপারে আরও কাজ বাকি। বুধবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দেবাশিস সেন জানান, বুথ-ভিত্তিক ভোটার সংযোজন ও বিয়োজনের হিসাব খতিয়ে দেখে কমিশনের পক্ষ থেকে তিনি নিজেই পুরুলিয়া সফরে যাচ্ছেন। তার পরেও তথ্য-পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে অন্য জেলা সফরের প্রসঙ্গ আসবে। সেখানে তিনি নিজে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজকর্ম খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। তিনি বলেন, "আমরা বিধানসভা কেন্দ্র-ভিত্তিক, এমনকী বুথ-ভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ করছি।" তার ভিত্তিতেই পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, কমিশন নিযুক্ত নোডাল অফিসারকে শহরাঞ্চলে পুরসভার অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার অভিযান চালাতে হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা হাতে নিয়ে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে। প্রয়োজনে ভোটের আগে নতুন করে সংশোধিত অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। এ বার চূড়ান্ত ভোটার তালিকার একটি চমকপ্রদ তথ্য হল, দক্ষিণ দিনাজপুরে ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন ও বিয়োজনের পরে চূড়ান্ত তালিকায় আগের তালিকা থেকে .৩৮ শতাংশ ভোটার কমে গিয়েছে। দেবাশিসবাবু জানান, ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন ও বিয়োজনের পরে চূড়ান্ত তালিকায় এ বার রাজ্যে ভোটার দাঁড়াল চার কোটি ৮৯ লক্ষ। তিনি জানান, এ বার তালিকায় নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছে মাত্র আট লক্ষ ৫১। যা শতাংশের হিসাবে মাত্র ১.৭৭।

দেবাশিসবাবু জানান, রাজ্যের ভোটার তালিকার চলতি 'ক্লিন রোল' অভিযানে মোট ১২ লক্ষ ৯৮ হাজার ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। তার মধ্যে কমিশন নিজেদের উদ্যোগে বাদ দিয়েছে ১০ লক্ষ ৭২ হাজার ভুয়ো ভোটারের নাম। এর মধ্যে যেমন মৃত ভোটার আছেন, তেমনই আছেন স্থানান্তরিত ভোটার। তিনি বলেন, "কমিশনের উদ্যোগের ফলেই রাজ্যের ভোটার তালিকা এতটা পরিষ্কার করা গেল।" গত দু'বছরের তুলনায় এ বার রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে প্রায় চার গুণ বেশি নাম বাদ পড়েছে।

আংশিক হলেও দেশের মধ্যে এই প্রথম কোনও রাজ্যে সচিত্র চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হল। তবে এ বারেও রাজ্যের সব বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য নয়, প্রথম পর্যায়ে ৪৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে সচিত্র ভোটার তালিকা প্রকাশ পেল। তার মধ্যে কলকাতার একটিও কেন্দ্র নেই। যে-তিনটি জেলার সব কেন্দ্রের সচিত্র ভোটার তালিকা তৈরি হয়েছে, সেগুলি হল কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর ও নদিয়া। তিনটিই সীমান্তবর্তী জেলা। আংশিক ভাবে যে-সব জেলার সচিত্র ভোটার তালিকা তৈরি হয়েছে, সেগুলি হল হুগলি ও পশ্চিম মেদিনীপুর।

রাজ্যে খসড়া তালিকা প্রকাশের পরে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ন'লক্ষ ৯৮ হাজার ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ পড়ে। তার পর থেকে ১৫ দিনে দ্বিতীয় দফায় পর্যবেক্ষক আসার ফলে এক ধাক্কায় তিন লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গেল। নাম বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন পর্যন্ত। মুখ্য নির্বাচনী অফিসার জানান,

AI ... IKA

Three projects launched in Haldia

Rs. 550-crore Ural truck unit commissioned; stone laid for metcoke plant

Indrani Dutta

HALDIA (WEST BENGAL): The West Bengal Chief Minister, Buddhadeb Bhattacharjee, on Saturday flagged off three major projects in this port-town, entailing a total investment of about Rs. 1,800 crore. It included a Rs. 550 crore joint venture project for making Russian Ural trucks. This would be the state's first automobile venture since the Birlas set up the Hindustan Motors unit in 1942.

Sharing the dais with the Union Defence Minister, Pranab Mukherjee, at two of the functions, the Bengal Chief Minister exhorted the gathering of local people to cooperate with the management to run the units well. "These are port-based units which will also be exporting their products – please cooperate for a good work culture, and healthy employer-employee relations," he said.

Besides, inaugurating the truck unit, the Chief Minister laid the foundation for two units – a Rs. 250 crore sugar processing unit of Shree Renuka Sugars Ltd (SRSL), which with a 2,000 tonnes daily capacity, is being billed as India's largest sugar manufacturing plant, and the Rs. 1,000 crore metallurgical coke manufacturing unit of Tata Steel. The direct employment potential of these projects in the initial stages would be about 2,000.

Speaking at the inauguration of the Ural India unit, the Union Defence Minister, Pranab Mukherjee, said the Indian army was among the largest purchasers of Russian Ural trucks in Asia. "Indian army has been using these vehicles for the last 30 years and now it will be able to purchase these trucks from Haldia," he said.

REVVING UP: *West Bengal Chief Minister, Buddhadeb Bhattacharjee, and the Union Defence Minister Pranab Mukherjee, at the inauguration of Ural India Ltd., a heavy-duty truck manufacturing unit, in Haldia on Saturday.*
— PHOTO: ARUNANGSU ROY CHOWDHURY

He hailed Russia as a good trade partner. Starting with an initial annual capacity of 7,000 vehicles (mostly imported from Russia in CKD versions), Ural India Ltd (UIL) is targeting a full capacity 40,000 fully indigenised vehicles by 2009. These include heavy-duty trucks, dump trucks and tippers with multiple applications.

Russia's largest auto company, Uralaz, and some Indian investors led by J. K. Saraff, (with interests in travel and real estate), hold an equal share of 44.5 per cent in the Rs. 550 crore UIL, with West Bengal Industrial Development Corporation holding a 11 per cent equity stake. The State government has allotted 300 acres near the Haldia port for this project and Mr. Bhattacharjee said up to 500 acres could be made available.

As for the sugar unit, SRSL, a fully-integrated company making and marketing sugar, power and ethanol, will invest Rs. 250 crore in a sugar refinery. It will move to Haldia the raw sugar that it will produce at its new plants in Karnataka for refining. During off-season it plans to import and refine raw sugar for export from the Haldia port to regional markets like Bangladesh, Myanmar and Indonesia, according to Narendra Murkumbi, Managing Director, SRSL. The refinery will start from March 2007.

Tata metcoke plant

PTI reports:

Tata Steel will invest Rs. 1,000 crore in a new coke oven plant to be set up by its joint venture company, Hooghly Met Coke and Power Company Ltd (HMCPCL), here.

Speaking at the ground breaking ceremony, Tata Steel Deputy Chairman, T. Mukherjee, said HMCPCL, a joint venture with West Bengal Industrial Development Corporation (WBIDC), would set up a merchant coke oven unit with a capacity of 1.2 million tonnes per annum.

"The superior grade coke produced by the plant from April 2007, will primarily be used by the blast furnaces of Tata Steel and exported," Mr. Mukherjee, also Chairman of the new company, said.

The company, which had signed the joint venture agreement with WBIDC in January 2005, had decided to increase the capacity from eight lakh tonnes to 1.2 million tonnes during the planning stage, he said.

Besides coke production, the waste heat generated in the process would be utilised to produce 90 MW of power. A power purchase agreement had been signed with the West Bengal State Electricity Board, Mr. Mukherjee said.

No writing on the wall

INAUGURATED, 12 FEBRUARY; DEFACED, 18 FEBRUARY: The recently inaugurated Taratala flyover already bears poll graffiti for the coming Assembly elections. — Prabir Bhattacharya

Statesman News Service

KOLKATA, Feb.18. — The Election Commission wants to completely ban political parties from writing on walls of private buildings too and has requested the government to bring the entire state under the West Bengal Prevention of Defacement of Property Act, 1976, the chief electoral officer Mr Debashis Sen said today.

So far the Act bans writing on walls of public buildings which include state and central government offices, government hospitals, government school and colleges and buildings belonging to the central and state government undertakings. The Act is applicable only in the Kolkata Municipal Corporation (KMC) area. However, writing on walls of private buildings outside the city are allowed provided the political parties have taken written permission from the owner. The parties have to inform the returning officer about the wall writing in details.

Under the Act the offender many be imprisoned for a maximum period of 6 months or may be fined a sum up to Rs 1000, Mr Sen said. He said that the final electoral roll will be published on 22 February. The state Election Commission has written a letter to the Election Commission seeking its approval for publication of the list. There will be around 21 lakh new voters.

From early March photographs of the new voters will be taken and Voters' Identity card will be issued to them.

The Chief Election Commissioner Mr BB Tandon will meet the state chief and home secretaries, the commissioner of police and CEO on 20 February in Delhi to discuss the steps taken to ensure free and fair election in the state.

A list of those against whom non bailable arrest warrants have been executed in the state will be submitted to Mr Tandon.

19 FEB 2005 THE STATESMAN

Hint, no proof, of human hit

G.S. MUDUR

New Delhi, Feb. 22: India's top health official today hinted that the bird flu virus H5N1 has jumped from poultry into humans in Navapur, but investigating scientists cautioned that there was no conclusive evidence for this yet.

The spread of the virus from poultry to humans is a "distinct possibility that cannot be wished away", health secretary Prasanna Hota said. The results from preliminary tests are "suggestive of such transmission".

He said there was a distinct possibility of human infection and indicated that the infection was detected in a small number of the 12 persons in Navapur who have been under observation for mild cold and cough and had reported diseased chickens on their farms.

"All field staff and people who've had contact with diseased poultry (in Navapur) should take this episode seriously," Hota said.

All 12 persons have symptoms of only upper respiratory infection, and none of them shows any sign whatsoever of lower respiratory tract infection or pneumonia — the typical, severe and life-threatening symptoms of H5N1 infection, health officials said.

They have been in an isolation ward in a local hospital and have received the anti-viral drug oseltamivir as a precaution, the officials said.

A leading medical scientist who has been monitoring the tests on blood samples and throat secretions of people from Navapur said it would be premature to draw any inferences from the findings.

The scientist told **The Telegraph** that the laboratory findings so far could be only described as "very preliminary", and would need to be authenticated before claiming a confirmed result of whether there was H5N1 in the human samples or not.

"I'm not going to say anything, until I'm absolutely sure whether it (the result) is positive or negative," the scientist said on condition of anonymity.

A senior health official said that among the 95 samples of human blood and nose and throat secretions sent for analysis, 90 had tested negative for H5N1, and five were still undergoing tests on Wednesday night.

The standard laboratory diagnostic tests for H5N1 involve looking for genetic residues of the virus in the nose and throat samples of patients. This is done through a series of tests — an initial set of tests followed by a subsequent test set to confirm diagnosis.

"We expect to have confirmed results tomorrow," the official said.

If it turns out that any person in Navapur is indeed infected with H5N1, India will be the eighth country where avian influenza H5N1 has jumped from birds into humans.

The health ministry today also asked the Maharashtra authorities to intensify surveillance in the region. They particularly want to look for seven poultry workers who have yet to be traced.

The government has decided to double its order for oseltamivir from 100,000 courses to 200,000 courses of treatment. Hota said today the government has earmarked Rs 80 crore to combat bird flu.

Reports from Maharashtra said over 200,000 chickens in a 10-km radius in Navapur had been culled till today.

Of the over 60,000 inhabitants of the affected area, medical teams had completed a survey of 50,000 people to check for bird flu symptoms. Some 237 people had reported "routine fever symptoms".

THINGS TO KNOW

● What are the symptoms of bird flu in humans?

Fever, cough, sore throat and muscle ache. Eye infections, pneumonia and acute respiratory distress are also possible

● How do people get infected?

Through direct contact with infected poultry or surfaces and objects contaminated by their faeces. Exposure is most likely during slaughter, defeathering, butchering and preparation for cooking

● What is the treatment?

Two drugs — oseltamivir (Tamiflu) and zanamivir (Relenza) — can reduce severity of illness if administered early. Tamiflu will be supplied in India through official health centres

● Does the virus spread easily from birds to humans?

No. A little over 100 human cases have been reported across the world. This is small compared with the 200 million birds affected

● What about human-to-human transmission?

Very rare. So far, the virus has not spread beyond one person. Transmission requires very close contact with the patient

● What's the big worry?

Influenza viruses can mutate. If the bird flu virus attains capability to spread from person to person, there could be a pandemic

Health workers leave after checking a house in Navapur village on Wednesday. (Reuters)

Patients 'fine'

SATISH NANDGAONKAR

Navapur, Feb. 22: The Maharashtra government said this evening that all the nine patients in Navapur were "perfectly healthy as of now".

"We are yet to receive the reports from the NIV (National Institute of Virology) lab in Pune. As far as symptoms of bird flu go, it is not necessary that all bird flu human infections result in mortality. All the nine patients at Navapur hospital are perfectly healthy as of now," Dr Pramod Doke, the director of state health services, told The Telegraph.

The Navapur administration has decided to restrict movement of people. The borders will be monitored to control as much human traffic as possible. Vehicles will be allowed to pass through Navapur but passengers would not be allowed to alight without precautions.

An order has also been issued to quarantine an area up to three km from the last infected poultry farm.

■ See Page 6

THE TELEGRAPH

West Bengal polls: 8 Ministers do not figure in Left Front list

CPI(M) to contest 209 seats, AIFB 34, RSP 23 and CPI 13

POLL PLANK: *Senior CPI (M) leaders Jyoti Basu and Biman Bose releasing party manifesto in Kolkata on Thursday for the coming West Bengal Assembly elections.* – PHOTO: SUSHANTA PATRONOBISH

Special Correspondent

KOLKATA: Eight Ministers of the West Bengal Government – seven belonging to the Communist Party of India (Marxist) and one to the All India Forward Bloc – have been denied ticket for the upcoming Assembly polls in the State. In all 64 sitting MLAs belonging to the Left Front have not be renominated. There are 130 new faces in the list of candidates belonging to the Front, which has nominated 33 women candidates – the highest ever.

The total of number of seats up for grabs in the elections is 294.

The Ministers who do not figure in the list "are needed for strengthening the party organisation, given their seniority in politics," Chairman of the Left Front committee and member of the CPI(M) Polit Bureau, Biman Bose, said here on Thursday while releasing the list. He denied that their performance or lack of it had prompted the decision.

"We felt the need for a reshuffle so that some of our comrades can be further utilised for important work... We also want to add new blood [and believe] that renewal should always take place," Mr. Bose explained.

The highest number of seats to have been won by the Left Front is 251 "which it had won in the 1987 elections," Mr Bose said. "We intend to surpass that figure and our goal this time around is to win 260 and more."

Significantly none of the Ministers in the State's School and Higher Education departments in the present Left front Government has been renominated. Those not in the list and who hold portfolios in these departments are Satya Sadhan Chakraborty, the Higher Education Minister, Kanti Biswas, Minister for School Education, Nanda Rani Dal, Minister of State for Mass Education, and Iva Dey, Minister of State for School Education.

The others who do not figure in the list are Dinesh Dakua, Minister for Tourism, Nisith Adhikari, Minister for Law and Judicial Affairs, Nemai Mal, Minister for Library Services and Kamal Guha of the AIFB, the Agriculture Minister.

Many of the candidates who will be contesting in the coming elections for the first time are below 40 years of age.

Manifesto released

The Left Front's election manifesto was also released on the occasion.

"The central slogan is development and we intend to move and mobilise all for the development of West Bengal in all possible ways," Mr. Bose said. Campaigning for the elections would begin immediately, he said.

All the Left Front constituents have gone in for new faces in their lists of candidates.

The Front will be contesting in all 290 of the 294 seats, out which the share of the major parties is: the CPI(M) 209, AIFB 34, the Revolutionary Socialist Party 23, and the Communist Party of India 13.

Nailing Mulford

When Left pressures no longer work

Marxists believe that aggression is the best form of defence, even when Anil Biswas sounds unconvincing by blowing hot and cold against the Election Commission observers. Hoping that discredit earned from rampant irregularities in electoral rolls will pass, they have now latched on to a letter written by the US ambassador, David Mulford, to the chief minister. The objective is to reaffirm anti-capitalist credentials and perhaps lift the morale of cadres who in the recent past may have been confused by overtures to potential American investors. Buddhadeb Bhattacharjee was simply echoing popular resentment against the American invasion of Iraq, about which the US envoy had no reason to be surprised. What may have prompted a diplomatic response was the tone of the assault on the US President a few weeks prior to his tour of India. The chief minister has generally been more temperate than, say, Biman Bose. Mulford may thus have expressed regret that the CM chose a public meeting to describe Bush as the leader of the "most organised pack of killers", which incidentally may be closer to the truth than any approximations the State Department offers. But Prakash Karat would surely not have objected if Mulford had written directly — and in breach of supposed protocol — to convey a happy outcome of the meetings the CM has had in recent times with American businessmen. Karat defends pre-poll rhetoric, but ignores overtures made by the CM and the visit of the state's Finance Minister to the US in search of capital.

Many politburo meetings later, the Marxists continue to be ambivalent about the correlation between politics and economics. The airport strike ended embarrassingly for the Left. India's stand on Iran has been scripted without the Left's viewpoint having been accommodated. Cadres are confused about where the Left stands: if Americans are devils, why is their CM so keen to slip into bed with them? The outburst against Mulford must at best be seen as a sideshow designed to reaffirm ideological principles at a time the CPI-M needs to remind itself and its constituents that it remains communistic and wedded to the ideals of Marx.

16 ·· 2006 THE STATESMAN

No dialogue with Maoists: Buddhadeb

"Anti-Left alliance will be blown off like hay by the wind of popular opinion"

Special Correspondent

KOLKATA: West Bengal Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee said here on Tuesday that the "mahajot" being talked of by the Trinamool Congress and the Congress would "be blown off like hay by the wind of popular opinion" in the coming polls. Both parties were "sinking and crying out to be saved."

Mr. Bhattacharjee, winding up the debate on the motion of thanks to the Governor's address in the Assembly, charged the Trinamool with being part of a political nexus that included the Maoists. He reiterated that his Government was bent on combating Maoist violence, and there was no question "of any dialogue with those who wield arms and believe in violence."

As the problem had a socio-economic dimension, the State Government was focussing on measures aimed at alleviating poverty in economically backward blocks where extremist activities were concentrated, Mr. Bhattacharjee said.

West Bengal was the most successful State in lifting the maximum number of people from below the poverty level. Development work in 600-odd villages, identified as the most economically backward, "is being personally monitored by me."

Over the past few years, there had been a significant advance in the industrial sector. Investments would "double this year as compared to the last," with the maximum pouring into the iron and steel and the food processing sectors. The future lay in greater industrialisation, and investments were being made in the power and healthcare sectors.

In the agricultural sector the State had recorded unprecedented growth but "i[t] must be admitted that th[e] benefits of this growth wa[s] not reaching all sections c[of] the people." The problem c[of] "inadequate crop-diversification remained and was bein[g] addressed," he said.

Red alert in Purulia

Statesman News Service

PURULIA/ BANKURA, Feb. 14. — A red alert was issued in all 20 blocks of 23 police station areas in Purulia district today, after last night's incident when a group of armed Maoists raided a police camp at Kantadih in the Arsha police station area and looted five rifles, three muskets and a few live cartridges, SP Purulia, Rangaswami Siva Kumar, said today. He said there was no report of any arrest and recovery of arms in all-night combing operations.

The Maoists fled towards Jharkhand, crossing the West Bengal border through the Ayodhya Hills forest range. All nine check-posts between Purulia and Jharkhand have been asked to keep a close watch over the movement of any unknown persons who regularly cross the border for their livelihood.

There were eleven policemen in the Kantadih police camp on the premises of a health centre, including a few National Volunteer Force personnel. Maoists thrashed most of the policemen.

In Bankura, post-Sarenga operations by the combat force yielded little success in the past 24 hours. Its Midnapore West counterpart joined the operations. A six-member Maoist squad attacked a branch of Allahabad Bank yesterday afternoon and looted two rifles and cash worth Rs 90,000. The banks in the district are still in a state of shock with transactions were very low today.

The Maoists had vanished in the adjoining Lalgarh jungle corridor. Police seized three bicycles and two handbags from neighbouring Madandanga village. The Naxalites had left those behind while fleeing. A bomb disposal squad of the state police from Midnapore examined the bags. No explosive material was found in them.

Bank officials said the Maoists made it clear that they detested computerisation and Online transactions. The bank's manager, Girish Dhar Yagnik, said: "They were furious to see the networking devices and demanded those be immediately scrapped."

Though the chief minister said today that he was ready to withdraw cases against Opposition leaders, Mr Buddhadeb Bhattacharjee made it clear that he did not include Maoists in the "democratic" political class. He also said that "uncompromising action" would be taken against Maoists in the coming months.

Helicopter watch

KOLKATA, Feb. 14. — In the wake of yesterday's Maoist raid in Purulia and Bankura, the state government is seriously considering introducing helicopter surveillance over the three Maoist-infested districts of Bankura, Purulia and West Midnapore before the polls. It was learnt that the chief secretary and home secretary would discuss the issue with Centre and EC on 20 February and request for air surveillance, as most of these areas have thick forest cover; the state government may ask Armed Forces to help conduct the surveillance. — SNS

2006

Buddha firm on college freedom

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Calcutta, Feb. 14: Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee today said he would "personally intervene" to ensure Presidency College became an autonomous institution, emphasising his intention to keep centres of educational excellence away from politics.

Yesterday, higher education minister Satyasadhan Chakraborty had informed the Assembly that the government would not seek autonomy for Presidency College until it received "full support from the teaching community", which, he said, was divided.

But today, in the presence of Chakraborty, Bhattacharjee told the House he wished to clarify that despite the reservations of a section of teachers, he felt it his duty to make the college an autonomous institution.

The powerful CPM-dominated West Bengal College and University Teachers' Association has been insisting that Presidency not be allowed to slip out of the grip of the government. It fears that Presidency will set a precedent for other government colleges which, too, would press for autonomy and escape political control that is often exercised through the teachers' body from the CPM headquarters on Alimuddin Street.

Bhattacharjee said the higher education minister had informed him about the opposition from a section of teachers. "Some teachers do not want this to happen. But I will have to take up this issue. Presidency has to be granted autonomy and made a centre of excellence. Bimal Jalan (as governor of the Reserve Bank of India) has already granted Rs 4 crore to Presidency for this purpose."

The University Grants Commission has already expressed willingness to bestow autonomy on Presidency, which will give it access to central funding of Rs 1 crore a year, but the college has not applied in the absence of a government nod.

It is public knowledge that the chief minister has serious differences with Chakraborty. By making the announcement in the Assembly only a day after Chakraborty said autonomy was on hold, Bhattacharjee is also emphasising that lack of agreement.

However, it is quite possible that the chief minister will wait until the Assembly elections are over before nudging the autonomy process ahead because of the influence of the teachers' lobby.

EC pressure on warrants

Statesman News Service

KOLKATA, Feb. 14. — The state government would not have liked to pursue execution of non-bailable warrants issued against ruling Left Front ministers and MLAs as well as Opposition leaders in connection with cases of political violence had it not been under "pressure" from the Election Commission, chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee said on the floor of the Assembly today. He was replying to a debate on the Governor's address to the House.

Following the rap from the EC, the state administration has launched a special drive to execute non-bailable warrants. Yesterday's raid alone has yielded execution of 1,400 such warrants across the state.

Nearly 120 rounds of ammunition, 25 arms and 3 kg of explosives were also seized.

In an apparent bid to deny the Opposition's allegation of political vendetta, Mr Bhattacharjee said: " There are some cases pending against the members of the both sides. Neither me nor the state home department is eager to pursue those cases. I had assured you those cases would be withdrawn. But I am compelled to abide by the EC orders, as it is mounting pressure on us to execute pending NBWs. Now we have to do what they want." He made it clear that the resignation of CPI-M minister Mr Narayan Biswas was the fallout of the EC's strict attitude.

"I had no idea there was NBW pending against him. Neither did Narayan give importance to it. I was in favour of withdrawing the case. But EC pressure was there. I told the party that he should resign," he added. Maintaining that charges against the Opposition MLAs and leaders (read Trinamul Congress supremo Mamata Banerjee) are more serious in connection with a Barasat case than those against Mr Biswas, he said he did not want to be vindictive.

Senior officials put the figure of such warrants at nearly 55,000 with every week bringing in nearly 5,000 new warrants, approximately. IG (law and order), Mr Raj Kanojia said: "The special raids will continue. It is a big priority, especially in the run-up to the elections."

He added the biggest stumbling block against execution was change in address of the persons named in the warrants. The floating character of the industrial population in areas like Durgapur, Asansol and Howrah was also posing a problem.

A list of "habitual rowdies" has also been sent to the EC. Nearly 2,000 transfers have also taken place in the ranks of DSP, sub-inspector and inspectors.

The chief electoral officer, meanwhile, said the names of about 3,000 persons with non-bailable warrants against them have been deleted from the voters' list. The thorny issue is likely to come up in the meeting scheduled for 20 February between the CEC and a team of senior state government officials.

Editorial: EC spurs again, page 6

15 FEB 2006

THE STATESMAN

ভোটের আগেই বাধা কাটার ইঙ্গিত

ডানলপ নিয়ে ২৩শে সচিব স্তরে বৈঠক ডাকল রাজ্য

সুপ্রকাশ চক্রবর্তী

নতুন মালিক পবন রুইয়ার পরিচালনায় সাহাগঞ্জের ডানলপ কারখানা ফের চালু করতে রাজ্য সরকার কী ধরনের সাহায্য করতে পারে, তা খতিয়ে দেখতে শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন ২৩ ফেব্রুয়ারি সংশ্লিষ্ট সমস্ত দফতরের সচিবদের বৈঠক ডাকলেন। বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজ্য যে ডানলপ খোলার সব বাধা দূর করতে আগ্রহী, এটা তারই ইঙ্গিত। এ ব্যাপারে নিজেদের ভূমিকার ক থাও ডানলপের নতুন পরিচালক ও ইউনিয়নকে জানিয়ে দিতে চায় সরকার।

সাহাগঞ্জের কারখানা খুলতে শ্রমিক-কর্মচারীদের আর্থিক দাবিদাওয়া নিয়ে গত ২৪ জানুয়ারি মহাকরণে নিরুপমবাবুর উপস্থিতিতে ডানলপ কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার দুটি কর্মী ইউনিয়নের প্রাথমিক সমঝোতাপত্র সই হয়। এরই মধ্যে কারখানা খুলতে রাজ্যের কাছে তাঁরা কী সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন, নতুন পরিচালকেরা তার তালিকা পেশ করেন।

মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেব প্রাথমিক ভাবে সেই প্রস্তাব খতিয়ে দেখেন। তাতে ডানলপের নতুন মালিকেরা বকেয়া বিক্রয়কর বকেয়া, বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া, স্থানীয় বিভিন্ন করের বকেয়ায় ছাড় দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। সে জন্য আগামী ২৩ তারিখ নিরুপমবাবুর সভাপতিত্বে যে-বৈঠক বসছে, সেখানে অর্থসচিব, বাণিজ্য কর বিভাগের কমিশনার, পুরসচিব, বিদ্যুৎসচিব এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যানকে ডাকা হচ্ছে। ডাকা হচ্ছে কলকাতা পুরসভার কমিশনারকেও।

ডানলপ কারখানা যাতে দ্রুত চালু হয়, সে জন্য মরিয়া রাজ্য সরকার এ মাসের গোড়ায় দিল্লিতে এ এ আই এফ আর-এর বৈঠকেও ডানলপের নতুন মালিককে পুরোপুরি সমর্থন করেছে। ওই বৈঠকে ডানলপের মালিকদের প্রতিনিধি বলেন, অম্বাত্তুরে কারখানা খোলার লক্ষ্যে কর্মী ইউনিয়নের সঙ্গে তাঁদের চুক্তি হয়ে গিয়েছে। সাহাগঞ্জেও তা হওয়ার মুখে। তবে, ডানলপ পুনরুজ্জীবনের জন্য তিন বছরের পুরনো খসড়া কর্মসূচিটি তাঁরা নতুন করে পেশ করতে চান। কারণ, তিন বছর আগের সেই পুনরুজ্জীবন প্রকল্পটি এখন তত প্রাসঙ্গিক নাও থাকতে পারে। নতুন পুনরুজ্জীবন প্রকল্প পেশ করার জন্য তাঁরা আরও দু'মাস সময় চান। এ এ আই এফ আর প্রথমে সে জন্য ছয় সপ্তাহ সময় দেওয়ার কথা বললেও, রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি ডানলপ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য সমর্থন করে তাঁদের চাহিদা মতো সময় মঞ্জুর করার আর্জি জানান।

এ এ আই এফ আর শেষ পর্যন্ত দু'মাস সময়ই মঞ্জুর করেছে। আগামী ২৯ মার্চ ডানলপ নিয়ে এ এ আই এফ আর তার পরবর্তী বৈঠকের দিন ধার্য করেছে। তার আগে নতুন পুনরুজ্জীবন প্রকল্প পেশ করতে হবে।

1 ... 2006 ANADABAZAR PATRIKA

More skeletons

EC observers do a good job in Bengal

The second visit by the Election Commission observers to West Bengal confirms that the electoral rolls are far more polluted than the CPI-M is even now willing to acknowledge. The discovery of nearly a million bogus voters is quite staggering by any standards and a cruel comment on Prakash Karat's arrogant dismissal of the commendable work done by the observers. The CPI-M leader suggests that the final publication of rolls will reveal that the opposition's complaints are highly exaggerated; the figures tell the true story. The removal of a million names must be seen along with the inclusion of more than two million new names adding up to a massive change in the rolls taken as a whole. If the CPI-M is still inclined to dismiss all this as of minor significance, which is the tone of Prakash Karat's reaction, this is only because it has allowed the irregularities to pile up over the last few decades — for reasons that are not difficult to see. The results were seen in the polling figures and victory margins in the last few elections.

What impact the work of the observers has on the result this time is less important than the fact that the EC has managed to unravel at least one aspect of what is popularly described as "scientific rigging". Even now countless genuine voters are not on the rolls and many of them do not have photo identity cards. Thousands who have died or have shifted to new addresses remain on the rolls because the administration complains that it does not have the resources to update the lists and has to depend on the people themselves to come forward with information. KJ Rao, N Sivasailam and other observers have achieved through a process of physical verification in a couple of days what the district officials could have done over several months and years. If they failed in their primary responsibility, it is because they lacked the will. Or it fizzled out because the pressures were impossible to resist.

It all adds up to a sorry state of affairs. In fact, what the observers have unearthed could be just the tip of the iceberg. A pathetically inept opposition, Trinamul in particular, must bear part of the blame for allowing all this to happen. It can surely become a campaign issue provided that the opposition is more organised and earnest. Instead, there is still a flip-flop on how electoral adjustments can take place — if at all. The Election Commission has its job cut out. To begin with, it is be commended for not submitting to virtual threats from Anil Biswas after his complaint about an observer forwarding a complaint to a BDO on a Trinamul letterhead was dismissed. Given the shocking rvelations, the EC has done well to come down heavily on officials and the police for failing in their duties. No doubt, it is a poor reflection on the government as well. It is to the EC's credit that it has not been deterred by Marxist power. It may have to do much more to deal with the tactics adopted on the polling day itself.

Bringing in police forces from outside the state and keeping presiding officers on their toes are some of the contemplated moves. What it suggests is that the EC at last means business. One evidence of this is the postponement of the release of the final voters' list by a week till it is seen to be in order. If the Left, like Lalu Prasad, keeps objecting to all this, that will only confirm that it has many more skeletons in its cupboards.

THE STATESMAN

পর্যবেক্ষকরা বিরোধী-এজেন্ট, বললেন অনিল

সুমন ঘোষ ● গড়বেতা

নির্বাচন কমিশন যেমন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে 'অসহযোগিতা'-র অভিযোগ তুলেছে, তেমনই চাঁচাছোলা ভাষায় কমিশনকে পাল্টা আক্রমণ শুরু করল শাসকদল সিপিএম। বস্তুত, কমিশনের পর্যবেক্ষকদের সরাসরি 'বিরোধীদের ঠিক-করা এজেন্ট' বললেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস।

শনিবার গড়বেতায় এসএফআইয়ের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্মেলনের আগে প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি এই অভিযোগ করেন। তাঁর কথায়, "বিরোধীরা পর্যবেক্ষকদের পোলিং এজেন্ট ঠিক করেছে! ওরা তো এজেন্ট দিতে পারে না। তাই কে সেই বুথের ভোটার নয়, তা-ও বলার লোক থাকে না। কিন্তু আমাদের থাকে। তাই পর্যবেক্ষকরা আগে থেকেই নাম কেটে এজেন্টের কাজ করছে।" তারপরই অবশ্য অনিলবাবু বলেন, "আমরাও চাই মৃত ভোটারের নাম বাদ যাক।"

এ দিন পর্যবেক্ষকদের তুলোধোনা করেছেন অনিলবাবু। সঠিক ভোটার তালিকা তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই দু'দুবার পর্যবেক্ষকরা এ রাজ্যে এসেছেন। অনিলবাবু জানান, ২২-২৩ তারিখ আবার পর্যবেক্ষকদের আসার কথা। অর্থাৎ তৃতীয়বার তাঁরা আসছেন। সেই প্রসঙ্গেই অনেকটা বিদ্রূপের ঢংয়ে অনিলবাবু বলেন, "আপনারা পশ্চিমবঙ্গে থেকে যান। একেবারে ভোট করে যাবেন। বারবার যাতায়াত করায় শুধু খরচ বাড়ছে। আমরা অতিথিপরায়ণ। ভাল খাওয়া দাওয়ায় কিছু অসুবিধে হবে না।" পরক্ষণেই আবার হুঁশিয়ারি দেন, "কিন্তু অন্যায় কিছু করবেন না। মানুষকে বিভ্রান্তও করবেন না।" পর্যবেক্ষকদের কাজকর্মকে উদ্ভট কাজকর্ম বলেও মন্তব্য করতে ছাড়েননি সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক। তিনি বলেন, "পর্যবেক্ষকরা সাংবাদিক নিয়ে ঘুরছেন আর উদ্ভট রিপোর্ট দিচ্ছেন। তাই এ বারের নির্বাচন এক উদ্ভট পরিস্থিতির মধ্যে হবে।"

এর পর তিনি গড়বেতার একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। গড়বেতা-৩ ব্লকের বিলা গ্রামের কমল সাহা নামে এক জনকে বাংলাদেশি বলে রিপোর্ট দিয়েছেন পর্যবেক্ষক। অনিলবাবু বলেন, "এটা জানার পরই আমি খোঁজ নিতে বলি। কমলবাবু ১৯৭১ সালের আগে এখানে এসেছেন। তার প্রমাণও রয়েছে।" কমলবাবু সাতবাঁকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন ১৯৮৩ সালে। বর্তমানে গড়বেতা-৩ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি। বাংলাদেশি হলে তো নাম বাদ যাওয়ার কথা!

এর পর আটের পাতায়

বাম-সন্ত্রাসের অভিযোগই প্রমাণ হল, বললেন মমতা

নিজস্ব সংবাদদাতা: রাজ্য ঘুরে যাওয়া কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের 'অভিজ্ঞতা' তাঁদের এত দিনের অভিযোগকেই জোরদার করেছে বলে মনে করছেন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি-পর্যবেক্ষকদের অভিজ্ঞতা কমিশন প্রকাশ করার পর স্বভাবতই তৃণমূল নেত্রী আরও একবার বাম সরকারকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতির শাসনে রাজ্যে ভোট গ্রহণের দাবি তুলেছেন। মমতার বক্তব্য, "নির্বাচনকে ঘিরে বাম-সন্ত্রাসের অভিযোগ কমিশনের কথাতেও প্রমাণিত।" তবে সরকার বরখাস্তের দাবি যে কোথাও জানিয়ে লাভ হবে না, তা-ও মমতা নিজেই জানিয়ে দেন। সেই কারণে রাষ্ট্রপতি বা কেন্দ্র সরকার কারও কাছেই লিখিত ভাবে এই দাবি করতে যাবে না তাঁর দল। তবে তৃণমূলের নির্বাচনী প্রচারে যে পর্যবেক্ষকদের 'অভিজ্ঞতা' প্রাধান্য পাবে সে কথা তাঁর বক্তব্যেই স্পষ্ট।

এ দিকে, শুক্রবার নির্বাচন কমিশন তাঁদের পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের অসহযোগিতার যে অভিযোগ এনেছে, তা নিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছে সরকার। কমিশনের চিঠির অপেক্ষায় রয়েছেন রাজ্যের কর্তারা। কমিশন সূত্রে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে, মূলত দুটি বিষয় নিয়ে কমিশন রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবে। এক. কেন জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করা হয়নি। দুই. পর্যবেক্ষকদের কাছে যাঁরা অভিযোগ জানিয়েছিলেন, তাঁদের হুমকি দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ কেন অভিযোগ দায়ের করছে না।

পর্যবেক্ষকরা বিরোধী-এজেন্ট

প্রথম পাতার পর

অনিলবাবু বলেন, "না। নাম কাটা যাবে না। কেন তাঁর নাম কেটে দেওয়া হবে? একটা নাম বাদ গেলে কিছু হবে না। কিন্তু এটা নীতির প্রশ্ন।" অনিলবাবুর দাবি, "রাজ্যের ৬০ শতাংশ মানুষ আমাদের সমর্থন করেন। ক'টা নাম কাটবেন? ক'টা নাম বাদ দেবেন? যা কাটবেন, তার থেকে অনেক বেশি নতুন যুবক উঠে আসবে।"

রাজ্যে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই নির্বাচন হবে বলেও অনিলবাবু জানান। বলেন, "নির্বাচন মে মাসে হওয়ার কথা। কিন্তু এপ্রিলের শেষেই এবার নির্বাচন হবে।" তার জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতিও নিচ্ছে দল। তৃণমূল ও কংগ্রেসকেও এক হাত নেন তিনি। দুটি দলের সম্বন্ধে বলেন, "মহাজোট হবে না। গোপন জোট হবে। রাজনীতি কি গোপনে হয়?" এই জোটকে সি পি এম আদৌ তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না বলেও জানান।

যাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট আছে এমন অনেক সিপিএম নেতা কর্মীকে আত্মসমর্পণ করানো হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "সকলকেই আত্মসমর্পণ করানো হয়েছে। তৃণমূল ও কংগ্রেস তা করেনি।" তবে গড়বেতার নেতা সুকুর আলি (গড়বেতা জোনাল কমিটির সম্পাদক) ও তপন ঘোষ (পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য)- দের আত্মসমর্পণ করানো হয়নি? জবাবে অনিলবাবু বলেন, "এটা সিবিআইয়ের ব্যাপার। তাঁদের জিজ্ঞাসা করুন।" কিন্তু আপনারাই তো বলেছিলেন সকলকেই আত্মসমর্পণ করানো হবে? অনিলবাবুর জবাব, "রাজ্য সরকারের মামলা হলে নিশ্চয় আত্মসমর্পণ করাতাম। এটা সি বি আইয়ের ব্যাপার। সি বি আই বুঝবে।"

12 FEB 2006

ANADABAZAR PATRIKA

শেষ দৌড়ে আধ ডজন, বুদ্ধের জয় দেখছে শিল্পমহল

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভোটের আগেই আধ ডজন। প্রায় এক দৌড়ে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের লগ্নি টানার পাঁচ বছরের ম্যারাথনের শেষ ল্যাপটা শিল্পমহলের ধারণায় একেবারেই ফিতে ছেঁড়ার দৌড়।

গত পাঁচ বছরে বুদ্ধদেববাবুর রাজ্যপাটে গড় শিল্প বিনিয়োগের পরিমাণ ঘুরে বেড়িয়েছে ২১০০ থেকে ২৪০০ কোটি টাকার মধ্যে। শেষ হওয়া প্রকল্পের সংখ্যা গড়ে বছরে ১৫০ থেকে ১৮০-র মধ্যেই থেকেছে। আর এই প্রকল্পগুলিতে নিট কর্মসংস্থান ঘোরাফেরা করেছে ২০ থেকে ৩০ হাজারের মধ্যে। কর্মসংস্থানের খরার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি যে উত্তর নয়, তা বুঝেই উৎপাদনমুখী শিল্পে বিনিয়োগ টানতে সব কিছু লড়িয়ে দিয়েছে 'টিম বুদ্ধদেব'। আর সেই ম্যারাথনেরই শেষ ধাপে এসে বুদ্ধবাবুর সামনে এক অর্থে ভিকট্রি স্ট্যান্ড প্রায় দৃশ্যমান। ১৫ ফেব্রুয়ারি এক যোগে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন একটি নির্মাণ শিল্প ও একটি উৎপাদনমুখী শিল্পের, যে দু'টি টানবে একগুচ্ছ জোগান বিনিয়োগ। এবং একই সঙ্গে উদ্বোধন করবেন একটি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিনিয়োগের আঁতুড় ঘর 'ফুড পার্ক'। আর ১৮ তারিখ হলদিয়ায় আবার এক দৌড়ে উদ্বোধন করবেন একটি ট্রাক তৈরির কারখানার, সঙ্গে শিলান্যাস একটি চিনির শোধনাগার এবং কোক আভেন প্রকল্পের।

১৫ তারিখ বুদ্ধদেববাবু যে একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা করতে চলেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি লগ্নির পরিমাণ পশ্চিম হাওড়া উপনগরী প্রকল্পে। ইন্দোনেশিয়ার সালিম, সিপুত্রা ও ইউনিভার্সাল গোষ্ঠীর 'কনসোর্টিয়াম' তৈরি করবে ২১৫৬ কোটি টাকার এই প্রকল্প। নির্মাণ শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগের নিয়ম মেনে শুরুর দিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে প্রকল্প। সেই অনুযায়ী ২০১০-১১ সালের মধ্যেই এই বাড়িগুলি ক্রেতাদের হাতে চলে আসার কথা। ৩৯০ একর জমিতে তৈরি হতে যাওয়া এই প্রকল্পে থাকবে প্রায় ৬ হাজার বাংলো। দাম পড়বে ২৫ থেকে ৮৫ লক্ষ টাকা। লগ্নিকারীরা এই টাকার ৫০ শতাংশ নিজেদের পকেট থেকে ঢালবেন। বাকি টাকা আসবে ঋণে। এই প্রকল্প থেকে লাভ যতটা না প্রত্যক্ষ, তার থেকে অনেক বেশি পরোক্ষ। কারণ এই পরিমাণ বিনিয়োগে বাজারে সৃষ্টি হবে নয়া চাহিদা। এবং চাহিদা-জোগানের শৃঙ্খলে বাড়বে রাজ্যের উন্নয়ন। এই শৃঙ্খলের নিয়ম মেনে লগ্নি ও কর্মসংস্থান বাড়াবে হলদিয়ায় চিনির শোধনাগার ও টাটাদের কোক আভেন প্রকল্প।

যে প্রকল্প দু'টি থেকে সরাসরি কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ ছড়াবে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছে, সে দুটি হল হলদিয়ার রুশ ট্রাক প্রকল্প এবং উলুবেড়িয়ায় সালিম ও ইউনিভার্সাল গোষ্ঠীর মোটর সাইকেল প্রকল্প 'মহাভারত'। কারণ গাড়ি ও সংশ্লিষ্ট শিল্পে বিনিয়োগ প্রচুর পরিমাণে সহযোগী জোগান শিল্প তৈরি করে। ঠিক এই কারণে দিল্লির আশেপাশে বিনিয়োগের চিত্র বদলে গিয়েছিল মারুতির হাত ধরে। প্রাথমিক ভাবে ৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগে তৈরি 'মহাভারত' তাদের যন্ত্রাংশের জন্য নির্ভর করবে গাজিয়াবাদের উপরে। ২০০৭ সালে প্রথম ধাপে ৬০ হাজার দ্বিচক্রযান তৈরি করতে যাওয়া সংস্থাটি একই সঙ্গে শুরু করবে জোগান শিল্প তৈরির কাজ। পরবর্তী ধাপে গাজিয়াবাদ থেকে চোখ সরিয়ে রাজ্য থেকেই যন্ত্রাংশ কিনবে সংস্থাটি। এর ফলে সরাসরি চাহিদা-জোগানের শৃঙ্খল ধরেই যে কর্মসংস্থান হবে, তা মহাকরণের আশায়, ২০ থেকে ৩০ হাজারের এই চক্রকে ভাঙতে সাহায্য করবে। তবে প্রাথমিক ভাবে ঠিক কত কর্মসংস্থান হবে, তা এখনই জানাতে রাজি নয় কোনও পক্ষই।

রুশ ট্রাক প্রকল্প ইউরাল প্রথম বছরে তৈরি করবে ৭ হাজার ট্রাক। মোট ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের এই প্রকল্পে সরাসরি ৫ হাজার জনের কর্মসংস্থান হবে বলে দাবি করেছে সংস্থাটি। প্রথমে রাশিয়া থেকে যন্ত্রাংশ আমদানি করলেও পরে ৬০ শতাংশ উৎপাদন করা হবে হলদিয়ার কারখানায়। এবং এই যন্ত্রাংশ বিশ্বের বাজারে রফতানি করবে ইউরাল।

এই আধ ডজন আরও কত ডজনকে টানে এখন সেটাই দেখার।

এই ল্যাপে যে ছ'টি

[illegible]	[illegible]	[illegible]
কলকাতা ওয়েস্ট	২১৫৬	[illegible]
মহাভারত	৫০০	[illegible]
ফুড পার্ক	১১০	[illegible]
হুগলি মেট কোক	৭০০*	কোক ওভেন
ইউরাল	৫০০	ট্রাক তৈরি
চিনিকল	২৫০	চিনি

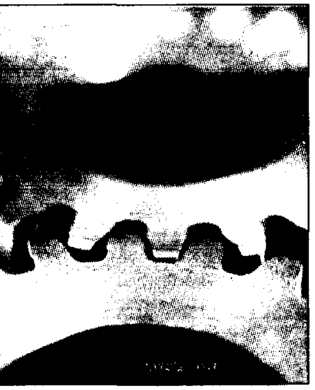

ANADABAZAR PATRIKA

অভিযোগ, সহযোগিতা করেনি রাজ্য

নালিশ করলে শাসানো হচ্ছে, উদ্বিগ্ন কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি ও কলকাতা: নির্বাচনের দিনও ঘোষিত হয়নি। কিন্তু নির্বাচনী উত্তাপ এক ধাক্কায় বাড়িয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি অসহযোগিতার অভিযোগ তুলল তারা।

দুই দফায় পর্যবেক্ষক পাঠিয়েই নয়, শুক্রবার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কার্যত অসহযোগিতার অভিযোগ এনে কমিশন বুঝিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গে এ বার তারা রাশ কোনও মতেই আলগা করবে না। রাজ্য থেকে ফিরে যাওয়া ১৯ জন পর্যবেক্ষকের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকের পরে নির্বাচন কমিশন যে বিবৃতি প্রকাশ করেছে তাতে যথেষ্টই ঝাঁঝ। পশ্চিমবঙ্গে সুষ্ঠু নির্বাচন করার যথাযথ পরিস্থিতি রয়েছে কি না, রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে চার দফা অভিযোগ এনে কমিশন সে ব্যাপারে প্রশ্ন তুলল।

তাঁদের দুই দফার পশ্চিমবঙ্গ সফর যে খুব সুখকর হয়নি, দিল্লি ফিরেই তা ব্যক্ত করলেন নির্বাচন কমিশনের ১৯ জন পর্যবেক্ষকের অধিকাংশই। তবে প্রকাশ্যে নয়। শুক্রবার সকাল ১০ টা থেকে বিকেল পর্যন্ত কমিশনের কর্তাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকে পর্যবেক্ষকেরা যে সব অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন, তাতে অনেকের গলাতেই ছিল ক্ষোভের সুর।

তাঁদের কাছে অভিযোগ জানানোর জন্য আমজনতাকে যে হেনস্থা হতে হয়েছে, তা পর্যবেক্ষকেরা জেলা সফরের সময়েই টের পেয়েছিলেন। তাঁরা তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেই নির্দেশ কার্যকর হয়নি বলে এ দিন নির্বাচন কমিশনে খোলাখুলি অভিযোগ জানিয়েছেন কয়েক জন পর্যবেক্ষক।

নির্বাচন কমিশন যে বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন, তা তাদের এ দিনের বিবৃতিতেই স্পষ্ট। কমিশন বলেছে, ভোটার তালিকার সংশোধন নিয়ে পর্যবেক্ষকদের কাছে অভিযোগ জানালে সাধারণ মানুষকে শাসানো-ধমকানো হচ্ছে। অথচ এই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করছে না, পরোক্ষে সেটাই জানিয়ে দিল কমিশন। রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে কমিশনের আরও অভিযোগ, জামিন-অযোগ্য অপরাধীরা এখনও দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শহর এলাকায় মৃত ও অন্যত্র চলে যাওয়া ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাতিল করার কাজও সন্তোষজনক নয়।

এখনও ভোটের কাজে যুক্ত কর্মীদের মধ্যে গাফিলতি দেখা যাচ্ছে। তাঁদের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, এ বারের সফরে পর্যবেক্ষকরা প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে সরাসরি ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে পেরেছেন। পর্যবেক্ষকরা কয়েকটি ক্ষেত্রে লক্ষ করেছেন, তাঁদের কাছে অভিযোগ জানালে মানুষকে ধমকানো, ভয় দেখানো হচ্ছে। এমনকী থানায় নালিশ জানাতে গেলে সাধারণ মানুষের এফ আই আর-ও নেওয়া হচ্ছে না। এ বারের সফরে কয়েক জন পর্যবেক্ষক শেষ পর্যন্ত নিজে এফ আই আর দায়েরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছেন। কমিশন মৃত ও অন্যত্র চলে যাওয়া ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাতিল করার কাজেও সন্তুষ্ট নয়। বিশেষ করে পুরসভা এলাকায়।

নির্বাচন কমিশনের মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের মুখ্য সচিব অমিতকিরণ দেব বলেন, "কমিশন যখন যে ভাবে যা বলেছে, তা পালন করেছি। তাদের নির্দেশ অমান্য করার প্রশ্নই ওঠে না। নির্বাচন কমিশন এ দিন কী বলেছে, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের সঙ্গে কথা বলে তা জানার চেষ্টা করছি।"

সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস অবশ্য নির্বাচন কমিশনের এদিনের মন্তব্যে বামফ্রন্ট-বিরোধী কোনও চক্রান্ত খোঁজার চেষ্টা করেননি। তিনি বলেন, "পর্যাপ্ত কর্মীর অভাবে ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত করার কাজ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু কমিশন যে ভাবে তালিকাকে ত্রুটিমুক্ত করার কাজ করেছে তাকে আমরা স্বাগত জানাই।"

মৃতদের তালিকা প্রসঙ্গে অনিলবাবু বলেন, "পুর এলাকায় এই ধরনের কিছু ত্রুটি রয়েছে। নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত এ ব্যাপারে সংশোধনের কাজ চলা উচিত।"

গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকা ব্যক্তিদের গ্রেফতার করায় রাজ্য সরকারের ঢিলে মনোভাবের যে সমালোচনা কমিশন করেছে তার দায় বিরোধীদের উপরে চাপিয়ে অনিলবাবু বলেছেন, "আমাদের দলের যাঁদের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে তাঁদের যে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তা আমরা ছয় মাস ধরে বলে আসছি। তাই মন্ত্রী থেকে শুরু করে ৭ হাজার জন আত্মসমর্পণ করেছেন।"

তবে পর্যবেক্ষকদের কাছে অভিযোগ জানালে মানুষকে হেনস্থার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কমিশন যে গুরুতর অভিযোগ এনেছে, এক মাত্র সে ক্ষেত্রেই কিছুটা বিচলিত মনে হয়েছে সি পি এম নেতৃত্বকে। অনিলবাবু বলেছেন, "স্থানীয় স্তরে কোনও প্রশাসন যদি ব্যবস্থা না নিয়ে থাকে, তা হলে কমিশন তা রাজ্য সরকারকে জানাবে। রাজ্য সরকার সেই সব ক্ষেত্রে আইনমাফিক ব্যবস্থা নেবে।"

আপনার মতে

শাসক দলের ক্যাডাররা কি পর্যবেক্ষকদের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা করেছে?

এসএমএস করুন ৮২৪৩ নম্বরে

'হ্যাঁ' হলে লিখুন: **Apoll a**

'না' হলে লিখুন: **Apoll b**

উত্তর পাঠান হাচ, এয়ারটেল, টাটা ইন্ডিকম, রিলায়েন্স ইন্ডিয়া অথবা বিএসএনএল মোবাইল থেকে।

স্কোয়াডে লোক নিতে গিয়ে মাওবাদীরাও কি দারিদ্রের সুযোগ নিচ্ছে?

হ্যাঁ	৮১%	না	১৯%

বেসরকারি বিনিয়োগে রাজ্যে নয়া বিমানবন্দর গড়তে মন্ত্রিসভার সায়

জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

১০ ফেব্রুয়ারি: নিঃশব্দে এক স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

পশ্চিমবঙ্গে আর একটি নতুন বিমানবন্দর সত্যি সত্যিই গড়ে উঠতে চলেছে এ বার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর এলাকায় প্রায় ৩০০০ একর জমি এই প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করে ফেলা হয়েছে। এ বার জমি জরিপ-সহ অন্যান্য প্রযুক্তিগত কাজের ভার দেওয়া হবে বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে। রাজ্যের মন্ত্রিসভা সব দিক খতিয়ে দেখে গত পরশুই এই প্রকল্পে ছাড়পত্র দিয়েছে।

অনেক দিন থেকেই পশ্চিমবঙ্গে একটি নতুন বিমানবন্দর গঠন এবং দমদম বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছেন বুদ্ধদেববাবু। সম্প্রতি সিটুর আন্দোলনে কলকাতা বিমানবন্দরের বেসরকারিকরণের বিষয়টি যখন একটু থমকে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তখনই নতুন বিমানবন্দর গঠনের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে সিঙ্গাপুর গিয়েও বুদ্ধদেববাবু বলেছিলেন, নতুন বিমানবন্দর গঠন করতে কেউ এগিয়ে এলে শতকরা ১০০ ভাগ প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নিতে (এফডিআই) তিনি রাজি। তা ছাড়া, দলের পক্ষ থেকেও এ ব্যাপারে কোনও আপত্তি নেই। দলীয় অবস্থান হল, পুরনো বিমানবন্দর বেসরকারিকরণ করা চলবে না, কিন্তু নতুন বিমানবন্দরের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা নেই।

উদ্যোগী খোদ মুখ্যমন্ত্রী

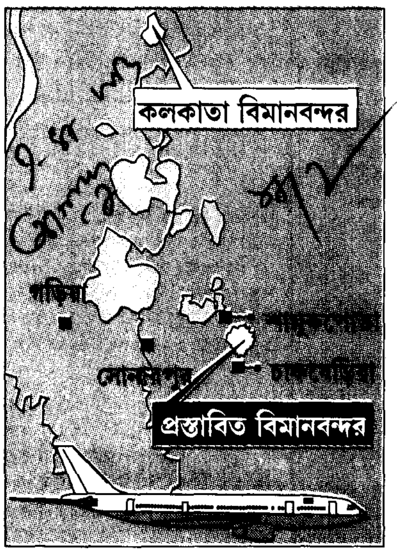

কলকাতায় একটি নতুন বিমানবন্দর গঠন নিয়ে বিমানমন্ত্রী প্রফুল্ল পটেলের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নতুন বিমানবন্দরের জন্য জমি বরাদ্দ করলে কেন্দ্র সব রকম সাহায্য করবে বলে জানিয়েছিল।

তবে আইন অনুসারে, দমদম বিমানবন্দর থেকে ন্যূনতম ৫০ কিলোমিটার দূরে নতুন বিমানবন্দর তৈরি করতে হবে। কিন্তু এই আইনের সংশোধন করে ৩৫ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যেই নতুন বিমানবন্দর তৈরির ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে।

চাকবেড়িয়ার কাছে শামুকপোতার কাছাকাছি অঞ্চলে এই নয়া বিমানবন্দরের জন্য বরাদ্দ জমিটি বিশেষজ্ঞদল সরেজমিনে দেখেও এসেছেন। এখানে নতুন বিমানবন্দর হলে তার চারপাশে উপনগরী বা নানা ধরনের 'হাব' গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে। ছোটবড় বহু হোটেলও তৈরি হবে। গড়ে উঠবে বিভিন্ন ধরনের 'শপিং মল' ও বাজার। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেঙ্গল কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেসকে দিয়েই অতি দ্রুত এই নতুন প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করানো হবে। এই সংস্থার চেয়ারম্যান সুধাংশু চক্রবর্তী দ্বিতীয় হুগলি সেতুর ডিজাইনের কাজকর্ম দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন। এখন

এর পর পাঁচের পাতায়

বিমানবন্দর

প্রথম পাতার পর

করছেন দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয় বালি ব্রিজের কাজ। দেশ-বিদেশে নানা ধরনের পরিকাঠামো সংক্রান্ত কাজে ওই সংস্থার অবদান ও সাফল্য সুবিদিত।

রাজ্য এই বিমানবন্দরে লগ্নির ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থার উপরে নির্ভর করছে। নতুন বিমানবন্দর চালু করতে গেলে নিরাপত্তা-সহ প্রায় ২৫টি বিষয়ে কেন্দ্রের অনুমতি নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় সূত্রে দ্রুত অনুমতিদানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

নয়া বিমানবন্দর পত্তনে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ উৎসাহী। কারণ, এর ফলে তাঁর 'লুক ইস্ট পলিসি'ও কার্যকর করা আরও সহজ হবে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেই মনমোহন ব্যাঙ্ককে গিয়েছিলেন বিমস্টেক সম্মেলনে। সেখানে 'লুক ইস্ট' নীতি নিয়ে কথা হয়। তখনই দমদম বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়। বুদ্ধবাবুও দলের নেতাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, রাজ্যে আধুনিক বিমানবন্দর ছাড়া শিল্পায়নকে সার্থক করা সম্ভব নয়।

প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় সূত্রে বলা হচ্ছে, এখন দমদম বিমানবন্দরে বছরে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন। নতুন বিমানবন্দর প্রকল্প রূপায়ণ হলে যাত্রীসংখ্যা হবে আড়াই থেকে ৩ কোটি। কারণ প্রফুল্ল পটেলও মনে করেন, কলকাতার ভৌগোলিক অবস্থান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এখান থেকে পশ্চিমে লস অ্যাঞ্জেলেস, সানফ্রান্সিসকো থেকে পূর্বে টোকিও, হংকং, বেজিং, ব্যাঙ্কক, জাকার্তা, কুয়ালা লামপুর প্রভৃতি দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিষেবা গড়ে তোলা সম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতা বিমানবন্দরকে এই কারণেই কাজে লাগানো হয়। এ জন্য গোটা রাজ্যের নানা স্থানে এত এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর জি আর ডি টাটার উদ্যোগে মুম্বই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ শহর হয়ে ওঠে, বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রেও।

রাজ্যে কোথায় এই বিমানবন্দর হবে, তা নিয়ে বিতর্ক ছিল। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে দলের মধ্যেও আলোচনা করেন। তার পরে সম্পূর্ণ অকৃষি জমিই এই প্রকল্পের জন্য বাছা হয়েছে। এর পাশাপাশি জাকার্তার সালিম গোষ্ঠীর সাহায্যে বিমানবন্দরের কাছেই গড়ে উঠছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, স্বাস্থ্যনগরী, উপনগরী এবং সেতু ও সড়ক। সালিম গোষ্ঠীর কর্ণধার বেনি সান্তোসো ও তাঁর সহযোগী প্রসূন মুখোপাধ্যায় কলকাতায় আসছেন ১৪ ফেব্রুয়ারি। ১৫ ফেব্রুয়ারি বুদ্ধবাবুর উপস্থিতিতে উলুবেড়িয়ায় সালিম গোষ্ঠীর উপনগরীর যাত্রার সূচনা হবে।

নতুন বিমানবন্দরটি যে এলাকায় হচ্ছে, তার কাছে রেলপথও আছে। সুন্দরবনের মতো আকর্ষণীয় পর্যটক কেন্দ্রও দূরে নয়। এ ছাড়া সাগরের বুকে নতুন বন্দর গড়ে তোলার চেষ্টাও চলছে। সে ক্ষেত্রে এই নয়া বিমানবন্দরটি সব মিলিয়ে ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

ANANDABAZAR PATRIKA

EC censures state govt

Statesman News Service

NEW DELHI, Feb. 10. — While coming down heavily on the Left Front government in West Bengal for its tardiness in executing non-bailable warrants against criminals, the Election Commission today warned state officials of strict disciplinary action against those whose performances do not come up to the mark and those who are found acting in connivance with anti-social elements.

The EC also took a serious view of non-registration of criminal cases against people who allegedly intimidated those alerting the Election Commission observers to bogus electoral rolls.

Disturbed by the "apathetic attitude of state officials and their poor performance", the EC today announced its plans to continue the process of deleting the names of the deceased and voters who have moved of the state from the electoral rolls even after the final lists were published on 22 February.

In the second meeting that the Election Commission convened to discuss the report of the 19 observers who had visited West Bengal to correct and revise the electoral rolls, the EC criticised the West Bengal government for its "unsatisfactory revision of electoral rolls" and for its poor performance in the matter of executing non-bailable warrants.

The EC was also displeased by the goverment's apparent unwillingness to register FIRs when the situation demanded. "It was only after the Election Commission observers intervened that the state police got down to registering the FIRs," the commission observed.

Reacting to the EC's strictures against the state, the chief secretary, Mr Amit Kiran Deb, said: "The EC's observations have not been communicated to us. How can I comment on them? As far as the West Bengal government is concerned, we are extending all cooperation (to the EC). The number of non-bailable warrants that remain unexecuted has been considerably brought down. But neither myself nor the chief electoral officer have heard from the EC as yet."

The CPI-M state secretary, Mr Anil Biswas, said tonight that the party had made sure that all its members and even ministers who had FIRs pending against them surrender in court. He alleged that some leaders were resisting arrest.

The Trinamul leader, Mr Pankaj Banerjee, welcomed the Election Commission observations.

11 FEB 2006

40-minute chat on airport row

Anil case lands in CM court

INDRANIL GHOSH

Calcutta, Feb. 10: Anil Dhirubhai Ambani spoke of his father's "special love and affection" for Jyoti Basu and sought the "blessings" of Buddhadeb Bhattacharjee.

He also "discussed at length" airport modernisation with the Bengal chief minister.

After wrapping up his official engagement in the city — signing an agreement to set up Bengal's first private university — Ambani held a 40-minute one-on-one with Bhattacharjee in the ante chamber.

The meeting put in motion efforts to find common ground between the younger Ambani's battle against the award of modernisation contracts and the Left's overall campaign against the process.

Ambani, whose Reliance Airport Developers lost the bids to modernise the Mumbai and Delhi airports, explained to the chief minister the "unethical and improper aspects" in the award of the projects. He also referred to the circumstances that led him to move court, challenging the selection process, sources said.

The chief minister did confirm that the airport modernisation — which the Left has been describing as privatisation since the private consortium will hold the majority stake in a joint venture that will run the airports — figured in their talks.

Anil Ambani in Calcutta on Friday. Picture by Amit Datta

"We did discuss at length the airports privatisation issue, but the details cannot be disclosed at this point;" Bhattacharjee said.

The sources said the Reliance scion urged Bhattacharjee to engage the Centre's attention to what he dubbed questionable aspects of the selection of bidders and the awarding of contracts.

After signing the memorandum of understanding to set up the information technology institution in Kalyani and promising to get it up and running in 18 months, Ambani had publicly sought Bhattacharjee's "blessings" for the Rs 100-crore venture.

Ambani, who also fondly recalled his father's admiration for Jyoti Basu, had tentatively scheduled meetings with the veteran CPM leader and party general secretary Prakash Karat but the engagements did not come about for want of time. However, Ambani did manage to get an opportunity to put across his view through the long interaction with Bhattacharjee.

Ambani's meeting with a CPM leader — though Bhattacharjee met him in the capacity of chief minister — is striking not just because it is unusual for a high-profile industrialist and an equally prominent communist to discuss an issue that is being seen as a turning point in the Centre's efforts to press ahead with its economic policies.

Bhattacharjee is keen on modernising Calcutta airport, and the Centre is thinking in terms of following either the public-private partnership route or getting the Airports Authority of India involved.

It will be difficult for the CPM to publicly support Ambani because the party has opposed the primacy of the private player while Ambani has only objected to the process by which the winning bids were picked. But any sympathetic gesture from Bhattacharjee would be a bonus for Ambani.

Almost simultaneously at the politburo meeting, the Citu bloc pressed the leadership to adopt a harsher line while dealing with the Centre on airports.

■ **See Pages 6 and 13**

2006

কেশপুরে ছাঁটাই নামের তালিকা চেয়ে কার্যত চ্যালেঞ্জ রাওয়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা: কখনও ভোটার কার্ড হারানোর ডায়েরি না-নেওয়ার জন্য, কখনও বা কার্ড বিলিতে বিধিভঙ্গের অভিযোগ পেয়ে পুলিশ-প্রশাসনের একাধিক অফিসারের কৈফিয়ত তলব করলেন পর্যবেক্ষকেরা। ওই তালিকায় এস ডি পি ও যেমন আছেন, তেমনই আছেন বি ডি ও এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব। মঙ্গলবার পর্যবেক্ষকদের সামনে তটস্থ ছিল বিভিন্ন জেলার পুলিশ-প্রশাসন।

রিষড়ার বাসিন্দা লালবাবু সাউয়ের ভোটার কার্ড হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু থানা ডায়েরি নিচ্ছে না। হুগলির পর্যবেক্ষক এন শিবশৈলমের কানে এই অভিযোগ পৌঁছলে তিনি শ্রীরামপুরের এস ডি পি ও ভরতলাল মিনাকে ডেকে পাঠিয়ে কৈফিয়ত তলব করেন। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার হুগলির পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা নড়েচড়ে বসেছেন। ভোটার তালিকা সংক্রান্ত নানা অভিযোগ নিয়ে পর্যবেক্ষকের সঙ্গে দেখা করেন শ্রীরামপুরের বিধায়ক রত্না নাগ। তাঁর অভিযোগ, শিল্পাঞ্চলে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শ্রমিকেরাও দেশে ফিরে গিয়েছেন কিংবা অন্যত্র বাস করছেন। কিন্তু ভোটার তালিকা থেকে ওই শ্রমিকদের নাম কাটা যায়নি। বিধায়ক শিবশৈলমকে জানান, মাহেশে নতুন বসতি হচ্ছে। বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় ৩০০ জন ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারছেন না। পর্যবেক্ষক বিষয়টি তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দেন।

কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়েছে কাঁথির ভাজাচাউলি পঞ্চায়েতের সচিব কবিভূষণ মণ্ডলকে। সচিত্র পরিচয়পত্র বণ্টনে বিধিভঙ্গের ঘটনায় তাঁকে সোমবার সাসপেন্ড করেন পূর্ব মেদিনীপুরের পর্যবেক্ষক দীপক প্রসাদ। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, কবিভূষণবাবু ব্লক অফিস থেকে ভোটার কার্ড এনেও ভোটারদের হাতে দেননি। অন্যের মাধ্যমে পাঠানোয় অনেকেই ওই কার্ড পাননি।

পটাশপুরে গিয়ে অন্য রকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন পর্যবেক্ষক। গ্রাম ঘোরার সময় স্থানীয় সমবায়ের কর্মী অশ্বিনী মাইতির সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। অশ্বিনীবাবু তাঁকে বলেন, "ভোটার তালিকা সংশোধন করে লাভ হবে না। বরং ভোটের সময় কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করুক প্রশাসন।" তিনি পর্যবেক্ষককে জানান, এখানে ভোট দিতে দেয় না। হুমকি দেয়, সন্ত্রাস করে, বুথ দখল করা হয়। ভোটার কার্ড থাকলেও লাভ হয় না। বাড়ি থেকে বেরোতেই দেয় না।

পাশের জেলা পশ্চিম মেদিনীপুরের ভোটার তালিকাতেও গরমিল খুঁজে পেয়েছেন পর্যবেক্ষক। সি পি এমের ঘাটাল জোনাল কমিটির সদস্য উত্তম মণ্ডলেরও নাম আছে দু'জায়গায়। একটি চন্দ্রকোনার টেনপুরের বাসিন্দা হিসাবে, দ্বিতীয়টি ঘাটাল শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে। উত্তমবাবু বলেন, "প্রশাসনের ভুলেই এই ঘটনা ঘটেছে। আমি কী করব?" কেবল উত্তমবাবু নয়, ঘাটাল পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিনয় নায়েকেরও নাম আছে একাধিক বার।

কর্তব্যে গাফিলতির জন্য রানাঘাট এক নম্বর ব্লকের বি ডি ও পরেশ দাঁ-র কৈফিয়ত তলব করেছেন নদিয়ার পর্যবেক্ষক অমিতাভ রাজন। নদিয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজেশ সিংহ বলেন, "ওই বি ডি ও-কে রেশন কার্ড সংক্রান্ত একটি বিষয়ে তদন্ত করতে বলা হয়েছিল। তিনি রিপোর্ট না-দেওয়ায় তাঁর কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।"

কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে মালদহের এক বি ডি ও-রও। বয়সের প্রমাণপত্র ছাড়া ভোটার তালিকায় নাম তোলার অভিযোগে হবিবপুরের বি ডি ও বিকাশ সাহাকে শো-কজ করা হয়েছে। সব নাবালকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পর্যবেক্ষক মনোজ সিংহ। জগজীবনপুর, পার্বতীডাঙা, পান্নাপুর, ভাল্লা ও দুর্গাতলার অনেক বাংলাদেশি নাগরিকও যে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন, বি ডি ও তা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, "আমি আসার আগেই তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় উঠে গিয়েছে। তাঁদের রেশন কার্ড আছে। কয়েক জন পঞ্চায়েতের সদস্যও হয়েছেন। আমি কী ভাবে তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেব?"

মুর্শিদাবাদে ফের পর্যবেক্ষকের ধমক খেলেন বি ডি ও। এ বার বহরমপুরে। ভোটার তালিকা তৈরির সময় তাঁর কর্মীরা ওই এলাকায় আদৌ এসেছিলেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন পর্যবেক্ষক আর কে খান্ডেলওয়াল। এ দিন তিনি শেখপাড়ায় পুলিশ আবাসনে যান। এক পুলিশকর্মীর স্ত্রী শম্পা মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, "বহরমপুরে পাঁচ বছর আছি। ভোটার তালিকায় নাম ওঠেনি। গত বার আবেদন করেছিলাম। শুনানির সময় উপস্থিত ছিলাম। পর্যবেক্ষকের প্রশ্ন, "এ বছর আবেদন করেছেন?" উত্তর শুনে খান্ডেলওয়াল তাঁকে আশ্বস্ত করেন, "এ বছর আবেদন করুন। নাম উঠবে।"

কেশপুরকে যেন সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন কে জে রাও। এই কেন্দ্রেই গত বার লক্ষাধিক ভোটে জিতেছিলেন সি পি এমের নন্দরানি ডল। মঙ্গলবার সেখানে বি ডি ও

এর পর নয়ের পাতায়

● **জঙ্গল মহলের গ্রামে ঢুকলেন না পর্যবেক্ষক...পৃঃ ৯**

কেশপুরে

প্রথম পাতার পর

অফিসে গিয়ে বাদ যাওয়া নামের তালিকা চান তিনি। পূর্ণাঙ্গ তালিকা না-পেয়ে ঢুকে যান রেকর্ড ঘরে। সেখানে তাঁর কাছে যে-রিপোর্ট পেশ করা হয়, তা-ও অসম্পূর্ণ। এর পরে রাও মৃত ও স্থানান্তরিত ব্যক্তিদের একটি তালিকা বার করেন। কৈগেড়িয়া গ্রামে গিয়ে তা পড়তেই গ্রামবাসীরা জানিয়ে দেন, কে মারা গিয়েছেন, কার বিয়ে হয়ে গিয়েছে বা কে বাইরে থাকেন। ওই ২১ জনের মধ্যে ১৭ জনই যে সত্যিই মৃত বা স্থানান্তরিত, গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে সেই বিষয়ে নিশ্চিত হলেন রাও। এটা দেখার পরেই বি ডি ও লক্ষ্মণচন্দ্র হালদারকে রাও বলেন, "দেখছেন, ভোটার তালিকায় এই ২১ জনের মধ্যে মাত্র চার জনের নাম থাকার কথা। অথচ সকলেরই নাম আছে।" সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে তৃণমূলই কমিশনকে বিভ্রান্ত করছে।

অনিলবাবু বলেন, "তৃণমূল জীবিত ভোটারকে মৃত বলে চালাতে চাইছে। ভোটারেরা এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছেন বলেও অভিযোগ করার পরে দেখা গিয়েছে, সব মিথ্যা।" পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পর্যবেক্ষকদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ এনে সিপিএম ভোটার তালিকার কারচুপি আড়াল করার চেষ্টা করেছে।

ANANDABAZAR PATRIKA

Former judge's house auctioned

Statesman News Service

KOLKATA, Feb. 4. - In the first discernible sign of concrete action following the exposure of a land scandal in Salt Lake City, the house of the former Calcutta High Court judge, Mr Justice Bhagabati Prasad Banerjee, in the township's FD-429 Block, was today auctioned in accordance with a Supreme Court directive.

The leasehold will pass on to a city businessman, Mr Pradip Kumar Murarka, for 982 years. He paid Rs 51 lakh for the land and the building to the urban development department. Mr Justice Banerjee will have to vacate the house in a month. The government will give him the money within a week. The auction was held in a packed BD Block auditorium around 12.30 pm with eight bidders vying for the 4.10061-cottah plot on which stands the two-storey house. Only three of the bidders were present.

The Salt Lake City estates officer, Mr Dipak Gupta, and the urban development department's joint secretary, Mr P K Bagchi, were present. Mr Murarka's bid was the highest. The auction began with estate officer bringing the property under the hammer at a government-estimated price of Rs 38.50 lakh: Rs 18.50 lakh for the land and Rs 20 lakh for the building. The judge had heard a public interest litigation in Calcutta High Court on conversion of forest land into non-forest plots in Salt Lake City. He stayed allotments. Later, when the Advocate-General intervened, he modified his order partially to let the chief minister make allotments in terms of his discretionary quota so the judge could become the first recipient in the next round.

In its judgment on 19 November, 2004, the Supreme Court had observed: "The facts speak volumes... that the learned judge has misused his judicial function... There is undoubtedly an unholy nexus in between the passing of the judicial order and granting the order of allotment." A case was filed in 1999 by the Congress MLA, Mr Tarak Singh. Mr Justice Banerjee said: "I am the victim of a conspiracy hatched by the state government."

5 FEB 2006

THE STATESMAN

রাওয়ের নদিয়ায় ৯৪ হাজার নাম ছাঁটাই

নিজস্ব সংবাদদাতা: ঠেলার নাম রাওজি।

নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক কে জে রাওয়ের গুঁতোয় নদিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে কাটা পড়ল সাড়ে ৯৪ হাজার মানুষের নাম। তাঁদের মধ্যে কেউ মৃত, কারও নাম আছে দু'জায়গার ভোটার তালিকায়, কোনও কোনও নাম আবার পুরোপুরিই ভুয়ো।

প্রথম দফায় নদিয়ায় এসে জেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন রাও। নিজের হাতে কেটেছেন নাম। জেলা জুড়ে সরকারি কর্মীদের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছিল। তার নিট ফল ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার তালিকার দ্বিতীয় স্থানে নদিয়া।

রাওকে নদিয়ায় পাঠিয়ে যে-সুফল মিলেছে, পশ্চিম মেদিনীপুরেও সেটা পেতে চায় নির্বাচন কমিশন। তাই এ বার রাওয়ের গন্তব্য পশ্চিম মেদিনীপুর। সেখানে নাম কাটা যাওয়ার বহর নেহাত কম নয়। বাদ গিয়েছে ৭৩ হাজারেরও বেশি ভোটারের নাম। রাও এসে কী করবেন, তা নিয়ে ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে আছেন ওই জেলার সরকারি কর্মীরা। তিনি যে সহজে রেহাই দেবেন না, নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা মঙ্গলবারেই তা বুঝে গিয়েছেন।

নাম কাটার নিরিখে নদিয়াকেও ছাড়িয়েছে বর্ধমান। সেখানে এক লক্ষের বেশি মানুষের নাম বাদ গিয়েছে। প্রথম দফার সফরে পর্যবেক্ষক রবীন্দ্রনাথ দাস তুর্কিনাচন নাচিয়ে ছাড়েন ভোটকর্মীদের। দুর্গাপুরে গিয়ে ধমক দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে থাকা প্রশাসনের কর্তাদের। রানিগঞ্জ, দুর্গাপুরে চক্কর কেটেছেন। নির্বাচন দফতর সূত্রের খবর, বর্ধমানে অন্যের আপত্তিতে সাড়ে ৪৬ হাজার নাম কাটা গিয়েছে। আর পর্যবেক্ষকের হস্তক্ষেপে কাটা গিয়েছে সাড়ে ৫৩ হাজার নাম।

এ বার মেদিনীপুরে কে জে রাও। — সৌমেশ্বর মণ্ডল

কম যাননি হুগলির প্রথম দফার পর্যবেক্ষক এন শিবশৈলম। আরামবাগ নিয়ে বিরোধীদের যাবতীয় অভিযোগ খতিয়ে দেখেছেন তিনি। আরামবাগে এ বার অন্য রকম ভোট হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন। এবং সেটা যে কথার কথা নয়, তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া ভোটারের সংখ্যা থেকে তা বোঝা গিয়েছে। শিবশৈলম ঘুরে যাওয়ার পরে জেলায় তালিকা থেকে নাম কাটা গিয়েছে ৪৫ হাজার জনের। তার মধ্যে আরামবাগেই ৩৩ হাজার ভুয়ো ভোটার ধরা পড়েছে। বিরোধী দলগুলি তাতে আশ্বস্ত হয়নি। দ্বিতীয় দফায় ফের অভিযোগ করার সুযোগ পাচ্ছে তারা। এ বারেও পর্যবেক্ষক সেই শিবশৈলম।

নাম ছাঁটাইয়ের তালিকায় তৃতীয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সেখানে পর্যবেক্ষক প্রথম দফায় কাজ করেছেন একেবারে নিঃশব্দে। নাম কাটা গিয়েছে ৯০ হাজার ৬৪০ জনের। বিধানসভার গত নির্বাচনে ওই জেলাতেই সব থেকে বেশি আসন হারিয়েছিল সি পি এম। এমনই একটি বিধানসভা কেন্দ্র বেহালা পূর্ব। সেখানে ৬৭৩৯ জনের নাম কাটা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্র যাদবপুরে কাটা গিয়েছে ৪৭৭৩ জনের নাম।

উত্তর ২৪ পরগনাতেও কমিশনের পর্যবেক্ষকের সফর নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। সীমান্তবর্তী ওই জেলায় ভোটার তালিকা থেকে ৮৮ হাজার ৭০০ জনের নাম বাদ গিয়েছে। হাওড়ায় পর্যবেক্ষক নিকুঞ্জবিহারী ঢলের আচরণ নিয়ে কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিল সি পি এম। কমিশন আমল দেয়নি। উল্টে তারা প্রশাসনের উপরে পাল্টা চাপ দিয়েছে। ঢল মঙ্গলবার ফের এসেছেন হাওড়ায়। পর্যবেক্ষক হিসাবে। ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত পাওয়া হিসাবে দেখা যাচ্ছে, সীমান্তবর্তী জেলায় নাম বাদ পড়েছে বেশি। মুর্শিদাবাদে ৪৭ হাজার, মালদহে ৩৯ হাজার, জলপাইগুড়িতে ৩০ হাজার, দার্জিলিঙে ৩০ হাজার, কোচবিহারে ৩২ হাজার নাম কাটা গিয়েছে।

● **কাজ হয়নি দেখেও চুপ...পৃঃ ৬**

02 FEB 2000

ANADABAZAR PATRIKA

Lashkar ultras held, terror plot foiled

Statesman News Service

KOLKATA, Feb. 1. — Kolkata Police today claimed to have nipped a possibile terrorist attack in the city in the bud with the arrest of three Lashkar-e-Taiyaba militants. The arrests come close on the heels of the arrest of an ISI agent from Howrah on Monday.

While one of those arrested was apprehended from the heart of Kolkata last evening, the second was picked up from Jamshedpur early today. The third was apprehended from Varanasi this evening.

Their arrests came in the wake of a number of Intelligence reports that Kolkata Police received recently warning of a possible act of sabotage.

Acting on a tip-off, Mohammed Tariq Akhtar (32) was arrested from Madan Street at 8 p.m. yesterday from whom they seized literature of the Lashkar-e-Taiyaba. He admitted that he was a member of Lashkar-e-Taiyaba and on the basis of his tip-off, two separate teams of Kolkata Police left for Jamshedpur and Varanasi last night.

After a raid at Tariq's native house at Jamshedpur, in collaboration with Jharkhand Police last night, a laptop containing detailed information on the formula of manufacturing explosive devices and another set of literature on Lashkar-e-Taiyaba were seized. Subsequently, his associate, Mohammed Noor Ahmed (22), was arrested from a hideout in Garib Nawaz Colony of Azadnagar police station area at 3 a.m. today. Police seized 16 detonators, several audio and video compact discs with speeches of LeT leaders and several packets of the LeT's leaflets from Noor's hideout.

In a simultaneous raid this evening, another team of city police picked up Abdulla Zubair (28) from Varanasi. Police said Noor and Abdulla will be brought to Kolkata tomorrow.

While Noor was produced at the additional district sessions judge's court in Jamshedpur today with Kolkata Police officers pleading for his transit remand, Tariq was remanded in police custody till 14 February after production at Bankshall court.

Tariq, a computer and explosives expert, came to Kolkata a few days ago to procure technical materials and explosives so that he could lay out a plan for carrying out explosions in some public places in Kolkata.

A resident of Jamshedpur, he had gone to Pakistan about seven years ago and stayed there for two years. Then he had travelled to Qatar and underwent Lashkar-e-Taiyaba's training for another three years. Thereafter, he came to India and settled down in Jamshedpur.

Meanwhile, he went to Bangladesh and took expert training in the manufacture of explosives like improvised explosive devices. When he returned to Jamshedpur in 2003, he started recruiting people into his group from various parts of eastern Indian. His associates, arrested by the police, were also members of LeT.

"We were receiving information about the possibility of sabotage in the city and we were working in collaboration with various Intelligence agencies. With Tariq's arrest, occurrence of a devastating incident could be avoided. Various other terrorist groups might be working in eastern India, but Tariq was one of the leading activists of Lashkar-e-Taiyaba in this region," said Mr Prasun Mukherjee, Kolkata Police commissioner. He added that further investigation will be conducted to probe into the other aspects of the issue.

Personnel from the Army's Intelligence wing visited the city today and described the documents seized from the ISI agents as classified information on aspects of defence.

THE STATESMAN

ভেস্তেই গেল মহাজোট

দীপঙ্কর নন্দী

শনিবার নিজাম প্যালেসে। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

মহাজোট হচ্ছে না। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখার্জি শনিবার মমতাকে জানিয়ে দিয়েছেন, বি জে পি থাকলে কংগ্রেস জোটে যাবে না। এটা সর্বভারতীয় সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত কোনও মতেই পরিবর্তন করবে না। শনিবার রাত ৯টায় নিজাম প্যালেসে প্রণব মুখার্জি এবং মমতার বৈঠক হয় প্রায় ৪৫ মিনিট। বৈঠকের শেষে ফটোগ্রাফারদের ঠেলাঠেলি দেখে প্রণববাবু বিরক্ত হয়ে ঢাকুরিয়ার বাড়িতে চলে যান। রাতে সাংবাদিকরা নিজাম প্যালেস থেকে ঢাকুরিয়ায় প্রণববাবুর বাড়িতে যান। প্রণববাবু সাংবাদিকদের বলেন, মমতা এবারের নির্বাচনে বাম-বিরোধী জোট চেয়েছেন। তিনি সেই জোটে বি জে পি-কে রেখেই ১ : ১ লড়াই চান। আমরা বলেছি, এ আই সি সি-তে কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রস্তাব নিয়েছে যে কোনও অবস্থাতেই সাম্প্রদায়িক বি জে পি-র সঙ্গে হাত মেলানো যাবে না। মমতাকে আমাদের দলের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছি। আমরাও ১ : ১ লড়াই চাইছি। কিন্তু বি জে পি-কে নিয়ে নয়। আর এগনো যায় না। প্রণববাবু বলেন, রাজনীতিতে আলোচনা তো হতেই পারে। সাংবাদিকরা রাতে কালীঘাটে মমতার বাড়িতে আসেন। মমতা প্রথমেই জানতে চান প্রণববাবু কী বলেছেন? প্রণববাবুর বক্তব্য তাঁকে জানানো হয়। তিনি বলেন, বি জে পি সম্পর্কে কংগ্রেসের অ্যালার্জি থাকতে পারে। সি পি এমের সম্পর্কেও আমাদের অ্যালার্জি আছে। আমরা সি পি এমের সঙ্গে ঘর করতে পারব না। দিল্লিতে ইউ পি এ সরকার চলছে বামেদের সমর্থনে। ওরা ওখানে কী করবে ওটা আমার মাথাব্যথার কারণ নয়। জোট-মহাজোট না করেও তো নির্বাচনী সমঝোতাও করা যায়। সেটাতেও কংগ্রেসের আপত্তি কেন? বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে আমরা একজন করে প্রার্থী দিতে চাই। সেটাই হবে ১ : ১ লড়াই। নির্বাচনী সমঝোতা করে তো নির্বাচনে নামা যায়। এখানে বি জে পি-র রঙ দেখে কি কোনও লাভ আছে? শুনলাম প্রণববাবু বলেছেন, আলোচনার দরজা খোলা। আমাদেরও দরজা খোলা। আমি ১ : ১ লড়াই চাই। পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি বি জে পি-কে ছেড়ে আমি আসব না। এই ১ : ১ লড়াই বি জে পি-কে রেখেই হবে। তিনি বুঝিয়ে দেন যে বি জে পি-কে মেনে কংগ্রেস যদি আসে তো ভাল। মমতা বলেন, তিনি বন্ধুদের ছাড়বেন না। সাধারণ মানুষ কিন্তু ১ : ১ লড়াই চাইছে।

AAJKAL

29 JAN 2006

অভিযুক্ত আরও ৩ লক্ষ

নাম কাটা গেল সাড়ে তিন লক্ষ মৃত ভোটারের

নিজস্ব সংবাদদাতা: রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে এ পর্যন্ত সাড়ে ৩ লক্ষ মৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এটাই শেষ নয়, মৃত ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে বলে শনিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দেবাশিস সেন জানান। তিনি বলেন, "সাত নম্বর ফর্মের মাধ্যমে যে ৩ লক্ষ ভোটারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে, এটি তার অতিরিক্ত। ওই ৩ লক্ষ ভোটারের মধ্যে কত জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে তার তথ্য রাজ্য নির্বাচন দফতরে পৌঁছলেও মিলিয়ে দেখার কাজ এখনও শেষ হয়নি।"

ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে শুক্রবার মহাকরণে জেলাশাসক ও অতিরিক্ত জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন উপ নির্বাচন কমিশনার আর বালকৃষ্ণন। এর পরে রাজ্য নির্বাচন দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গেও তিনি পৃথক ভাবে কথা বলেন। প্রশাসন সূত্রের খবর, ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করার আগে যত বেশি সম্ভব ভুয়ো ভোটারের নাম কাটার উপরে জোর দেন বালকৃষ্ণন। সেই মতো প্রতি জেলায় ওই নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছে রাজ্য নির্বাচন দফতর।

যে ৩ লক্ষ ভোটারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আগেই জমা পড়েছে তাদের তো বটেই, এমনকী, নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকেরা যে সব অতিরিক্ত অভিযোগ তদন্তের জন্য দিয়েছেন, তাদেরও তদন্তের কাজ শেষ হবে ৩১ জানুয়ারির মধ্যেই। দেবাশিসবাবু জানান, তার পরেও রাজনৈতিক দলগুলি বা নির্বাচন কমিশন নিজে থেকে কোনও ভুয়ো ভোটারের অস্তিত্ব জানতে পারলে তাদের নামও বাতিল করার কাজ চলতে থাকবে। তিনি জানান, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চালু থাকলেও আসলে ওই তারিখের সাত দিন আগে পর্যন্ত যে সব নামের ক্ষেত্রে অভিযোগ জমা পড়বে, তদন্তসাপেক্ষে তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বে। ফলে নতুন ভোটার তালিকায় মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সাত দিন আগে পর্যন্ত জমা পড়া অভিযোগের প্রতিফলন অতিরিক্ত ভোটার তালিকায় দেখা যাবে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে ভুয়ো ভোটার সংক্রান্ত যে সমস্ত অভিযোগ জেলাশাসকদের কাছে জমা পড়ছে, সেগুলি ধরে তো বটেই, পাশাপাশি এলাকায় গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করার উপরে জোর দিতে বলেছে নির্বাচন দফতর। ভুয়ো ভোটার খুঁজতে গ্রাম সংসদের সভায় এলাকার মানুষকে যে খসড়া ভোটার তালিকা পড়ে শোনানো হয়েছিল, তার উপরেও ভরসা করছেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা।

মৃত ভোটারের প্রাথমিক একটি হিসাব পাওয়া গেলেও এখনও পর্যন্ত কত স্থানান্তরিত ভোটারের হদিস মিলেছে তার রিপোর্ট এখনও রাজ্য নির্বাচন দফতরে পৌঁছয়নি। প্রতি জেলায় ভোটার তালিকা সংশোধনীর যে প্রক্রিয়া চলছে, তাতে মৃত ভোটারের পাশাপাশি স্থানান্তরিত ভোটারও খোঁজা হচ্ছে।

মুখ্য নির্বাচনী অফিসার জানান, সচিত্র পরিচয়পত্র তৈরির জন্য আগামী ১৫ মার্চ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের ভ্রাম্যমান ইউনিট কাজ করবে। এবার যাঁরা নতুন ভোটার হলেন, তাঁদের সচিত্র পরিচয়পত্রের জন্য ছবি তোলার কাজ শুরু হবে ১৫ ফেব্রুয়ারির পর। কারণ, তিনি বলেন, কারা নতুন ভোটার হলেন, তা জানা যাবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরেই। তার আগে নতুন ভোটারদের সচিত্র ভোটার পরিচয় পত্রের ছবি তোলা সম্ভব নয়। মুখ্য নির্বাচন অফিসার জানান, ৯২ শতাংশ ভোটারেরই সচিত্র পরিচয়পত্র তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।

একই সঙ্গে সচিত্র ভোটার তালিকা তৈরির কাজও চলছে। রাজ্যের যে ৪৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে সচিত্র ভোটার তালিকা তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর ও নদিয়ার সব ক'টি কেন্দ্র রয়েছে। এ ছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুরের ১৩টি এবং হুগলির চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে ওই তালিকা তৈরি হবে। প্রশাসন সূত্রের খবর, সচিত্র ভোটার তালিকা তৈরি করতে গিয়ে অনেক ভোটারের ছবির হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে সচিত্র ভোটার তালিকার জন্য তাঁদের নতুন করে ছবি তুলতে হচ্ছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে এই ঘটনা ঘটেছে।

মুখ্য নির্বাচনী অফিসার বলেন, "১৯৯৫ সালে যে পদ্ধতিতে ভোটারদের পরিচয়পত্রের ছবি তোলা হত তাতে অনেক ক্ষেত্রেই ভোটারদের ছবির কোনও 'ব্যাক-আপ ফাইল' নির্বাচন কমিশনের কাছে থাকত না। কারণ, তখন সাধারণ ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা হত। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যা দেখা গিয়েছে।" তাদের জন্য নতুন করে ২০০০ সালের পদ্ধতি মেনে ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তোলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ছবির ডিজিটাল 'ব্যাক-আপ' থেকে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশনের কাছে।

● **চেহারা বদলে যাওয়ার অজুহাত, অনেকেরই একাধিক পরিচয়পত্র...পৃঃ ৪**

29 JAN 2006

ANADABAZAR PATRIKA

অভিযোগপত্রে নির্দেশ লেখাই প্রথা

কমিশন জানাল, বিধি ভাঙেননি পর্যবেক্ষক

নিজস্ব সংবাদদাতা হাওড়ার পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে সি পি এমের অভিযোগ কার্যত উড়িয়েই দিল নির্বাচন কমিশন।

ওই পর্যবেক্ষক তৃণমূলের প্যাডে নোট দিয়ে সাঁকরাইলের ভুয়ো ভোটারদের নাম কাটার যে-নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা পক্ষপাতমূলক এবং তা নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করেছে বলে দিল্লিতে কমিশনের কাছে অভিযোগ করেছিলেন সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। উপ-মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আর বালকৃষ্ণন শুক্রবার অনিলবাবুর অভিযোগ এবং এই ব্যাপারে কমিশনের সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি বলেন, "অভিযোগ যথাযথ ভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে। হাওড়ায় একটি রাজনৈতিক দলের প্যাডে ভুয়ো ভোটার প্রসঙ্গে পর্যবেক্ষকের কাছে অভিযোগ আসে। পর্যবেক্ষক সেই অভিযোগপত্রের উপরেই তদন্তের নির্দেশ দেন। এতে ওই পর্যবেক্ষক কোনও বেআইনি কাজ করেননি বলে তদন্তের পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। কোনও অভিযোগপত্র এলে তার উপরে মন্তব্য লিখে তদন্তের নির্দেশ দেওয়াই সরকারি প্রথা। ফলে ওই পর্যবেক্ষক কোনও বেআইনি কাজ করেননি।"

অন্য দিকে, অনিলবাবু বলেন, "আমি নির্বাচনী বিধি দেখেই বলছি, হাওড়ার পর্যবেক্ষক যে-কাজ করেছেন, তা বেআইনি। বিষয়টি পুনরায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে জানাব। এ ছাড়াও অন্যত্র যেখানে যাওয়া সম্ভব যাব।" তা হলে কি আদালতে যাবেন? অনিলবাবু বলেন, "কোথায় যাব, সেটা পরে দেখা যাবে। তবে কমিশনের উপরেও লোক আছে, সেখানে অভিযোগ জানাব।"

বুধবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মতলার সভায় অভিযোগ করেছিলেন, জলপাইগুড়ি জেলা বামফ্রন্টের অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা ফ্রন্টের প্যাডেই সেখানকার পর্যবেক্ষক অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা সি পি এমের সম্পাদক মানিক সান্যাল আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে অনিলবাবুর সঙ্গে দেখা করেন। পরে অনিলবাবু জানান, কোনও পর্যবেক্ষক বামফ্রন্টের প্যাডে কিছু লিখে দেননি। জলপাইগুড়ি জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে নানা ব্যাপারে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। পর্যবেক্ষকদের অফিস থেকে সই করে চিঠিটি গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র। সেই চিঠির প্রতিলিপি সাংবাদিকদেরও দেন অনিলবাবু। তাঁর প্রশ্ন, তৃণমূলের হাতে কোনও চিঠি থাকলে তা সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া হল না কেন? তিনি বলেন, "নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, ততই এই ধরনের প্রচার বাড়বে। আমি মিথ্যা প্রচারকে প্রশ্রয় দেব না। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।"

মহাকরণে বালকৃষ্ণন। —নিজস্ব চিত্র

এ দিকে, শুধু কয়েক জন মহকুমাশাসককে বদলি করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না কমিশন। আরও কিছু অফিসার-কর্মীর উপরে শাস্তির খাঁড়া নামবে বলে জানিয়েছেন উপ-মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বালকৃষ্ণন। তিনি শুক্রবার মহাকরণের রোটান্ডায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দেবাশিস সেনকে পাশে বসিয়ে জেলাশাসক ও অতিরিক্ত জেলাশাসকদের বলেন, যে-কোনও মূল্যে ভোটে বেআইনি কাজ রুখতে হবে। প্রথম কাজ, ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত করা। ভোটার তালিকায় যেন এক জনও ভুয়ো ভোটারের নাম না-থাকে। এই কাজ চলবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত। বালকৃষ্ণনের গলায় এ দিন যথেষ্টই ঝাঁজ ছিল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বি বি টন্ডন যেন তাঁকে প্রশিক্ষণ দিয়েই পাঠিয়েছিলেন কলকাতায়।

বালকৃষ্ণন এ দিন ভোটকর্মী নিয়োগ নিয়েও জেলাশাসকদের সতর্ক করে দেন। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ভিতর থেকেই অধিকাংশ ভোটকর্মী নিলে ভাল হয়। স্কুলশিক্ষকদের ভোটের কাজ থেকে বিরত রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন তিনি। তবে তিনি জানান, ভোটকর্মীদের বিষয়ে এ দিন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন পৃথক ভাবে আলোচনা করবে।

এ দিনের বৈঠকে বারবার ওঠে ভুয়ো ভোটারের প্রসঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে যাওয়া ১৯ জন পর্যবেক্ষক ভোটার তালিকা সম্পর্কে যে-সব অনিয়মের কথা কমিশনকে জানিয়েছেন, বালকৃষ্ণ সেই সব ব্যাপারে সতর্ক করে দেন জেলাশাসকদের। ভোটার তালিকায়

এর পর সাতের পাতায়

আপনার মতে

কমিশন ভোটে স্কুলশিক্ষক কর্মী না-চাওয়ায় সিপিএম কি বিপাকে পড়বে?

এসএমএস করুন ৮২৪৩ নম্বরে

'হ্যাঁ' হলে লিখুন: **Apoll a**

'না' হলে লিখুন: **Apoll b**

উত্তর পাঠান হাচ, এয়ারটেল, টাটা ইন্ডিকম, রিলায়েন্স ইন্ডিয়া অথবা বিএসএনএল মোবাইল থেকে।

চলতি সিরিজ কি ফের প্রমাণ করল, জ্বলে উঠেই নিভে যান শোয়েব আখতার?

হ্যাঁ	৮৮%	না	১১%

ANADABAZAR PATRIKA

28 JAN 2006

[redacted]

এ বার এসডিও বদলি উলুবেড়িয়া-বালুরঘাটে

নিজস্ব সংবাদদাতা: কোচবিহারের মহকুমাশাসকের পরে এ বার বদলির খাঁড়া নেমে এল বালুরঘাট ও উলুবেড়িয়ার মহকুমাশাসকদের উপরে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বি বি টন্ডন কলকাতা ঘুরে যাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কমিশনের পর্যবেক্ষকের সঙ্গে অসহযোগিতার দায়ে গত শুক্রবার বদলি করা হয়েছিল কোচবিহারের মহকুমাশাসককে। তবে তা ছিল রাজ্য সরকারের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। এ বার বালুরঘাট ও উলুবেড়িয়ার মহকুমাশাসকদের বদলি করা হল খোদ কমিশনের নির্দেশেই। পর্যবেক্ষকদের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে। ওই দুই অফিসারকে নির্বাচনে কোনও রকম কাজ দেওয়া চলবে না বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

পাশাপাশি ভোটের কাজে গাফিলতির জন্য নদিয়ার দুই স্কুলশিক্ষক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের এক কর্তাকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের কাজে গাফিলতি হলে যে-কোনও পর্যায়ের ভোটকর্মীদের শাস্তি হতে পারে বলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কমিশন সূত্রের খবর, ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম থাকা, জাল ভোটার পরিচয়পত্র তৈরির দায়ে রাজ্যের আরও বেশ কয়েক জন আমলা, শিক্ষক ও পঞ্চায়েত আধিকারিকের উপরে শাস্তির খাঁড়া নেমে আসতে পারে।

সরকারি কাজে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দেবাশিস সেন দিল্লি গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি কমিশনের ওই নির্দেশের কথা শোনেন। দেবাশিসবাবু বলেন, "আমি শুনেছি। পর্যবেক্ষকদের রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে আমার অনুমান। তবে কমিশনের নির্দেশ এখনও হাতে পাইনি। তাই এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারছি না।"

নির্বাচন কমিশনের এ-হেন নির্দেশে হাওড়ার জেলা প্রশাসন বিস্মিত। জেলাশাসক নন্দিনী চক্রবর্তী বলেন, "উলুবেড়িয়ার মহকুমাশাসক পারিবারিক অসুবিধার কারণে নভেম্বরেই বদলি চেয়েছিলেন। সেই সময় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলায় তাঁর বদলি কার্যকর করা যায়নি। নির্বাচন কমিশনের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। সেই অনুমতি এসে গিয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে। তার পরেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে। পর্যবেক্ষকদের রিপোর্টের সঙ্গে এই বদলির কোনও সম্পর্ক নেই।"

উলুবেড়িয়ার সেই মহকুমাশাসক অমলকৃষ্ণ চক্রবর্তীও অবাক। তিনি বলেন, "আমি নিজেই বদলি চেয়েছিলাম। নির্বাচন কমিশনের কাছে এই বিষয়ে অনুমতি চেয়েছিলেন আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। সেই অনুমতি এসে গিয়েছে। পর্যবেক্ষকের রিপোর্টের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। তা ছাড়া পর্যবেক্ষক নিকুঞ্জবিহারী ঢল আমার মহকুমায় ছিলেন মাত্র এক দিন। এখানকার ভোটার তালিকার কাজের ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি।"

বালুরঘাটের সদরের মহকুমাশাসককে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কমিশনের নির্দেশ সম্পর্কে কিছুই জানে না দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ও মহকুমা প্রশাসন। দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক সৈয়দ সরফরাজ আহমেদ বলেছেন, "এই ধরনের কোনও খবর আমার জানা নেই। কোনও নির্দেশ আমার কাছে আসেনি।" সদর মহকুমাশাসক সুভাষচন্দ্র মজুমদার বলেন, "আমি এই বিষয়ে কিছুই জানি না। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের সঙ্গে আমি ঘুরেছি। কোনও অসহযোগিতার কথা তিনি বলেননি। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় পর্যবেক্ষকের সঙ্গে কেবল হিলি ও কুমারগঞ্জে যেতে পারিনি। আমার পরিবর্তে হিলিতে জেলা পরিষদের সচিব তথা এ আর ও খগেন্দ্রনাথ দিউ এবং কুমারগঞ্জে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুভাষ বিশ্বাস তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন।"

কমিশন এ দিন নিচু তলার ভোটকর্মীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে শুরু করায় রাজ্য প্রশাসনে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। ভোটার তালিকা প্রস্তুতির কাজে অসন্তুষ্ট পর্যবেক্ষকের লিখিত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কারণ দর্শানোর নোটিস ধরানো হয়েছিল পাণ্ডুয়া বি ডি ও অফিসের এক কর্মীকে।

পর্যবেক্ষকের 'বিরূপ' রিপোর্টের ভিত্তিতে গত সপ্তাহে কোচবিহারের মহকুমাশাসককে বদলি করা হয়েছিল। ওই জেলায় ভোটার তালিকায় গরমিলের অভিযোগ খতিয়ে দেখার সময় পর্যবেক্ষককে অযথা ঘুরপাক খাওয়ানোর অভিযোগ উঠেছিল ওই মহকুমাশাসকের বিরুদ্ধে। তাঁকে কাটোয়ায় বদলি করা হয়েছে।

পাণ্ডুয়ার বি ডি ও অফিসের ওই কর্মী সম্পর্কে পর্যবেক্ষক এন শিবশৈলমের বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। এই প্রেক্ষিতেই তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিস ধরানো হয়। পাণ্ডুয়ার ও সি (নির্বাচন) মানস মুখোপাধ্যায় বলেন, "পর্যবেক্ষক যে-বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তা সংশোধনের ব্যবস্থা হচ্ছে।" শিবশৈলম ১২ জানুয়ারি পাণ্ডুয়ার বেড়েলা গ্রামে কী ভাবে ভোটার তালিকা তৈরি হয়েছে, তা দেখতে নির্দিষ্ট ফাইলটি চান। ওই ফাইল দেখে ক্ষুব্ধ পর্যবেক্ষক একটি 'নোট' দেন।

ANADABAZAR PATRIKA

2 6 JAN 2006

Dunlop's Sahagunj unit to resume production by July

HT Correspondent
Kolkata, January 25

DUNLOP INDIA Ltd's Sahagunj unit is expected to re-start production by July this year, according to Ruia group chairman Pawan Kumar Ruia, the current owner of the tyre major.

Ruia, who on Wednesday met the press following the signing of a memorandum of understanding between the management and the labour unions on Tuesday, said the Ambattur unit of the company would start production a little earlier since reopening of the unit entailed much less money and spadework.

The new owner of Dunlop sounded quite optimistic about a new agreement that the management is working out on the lines of the MoU. "We're very very positive that the agreement would be signed [with the unions]," he said.

According to Ruia, once it is reopened, Dunlop will immediately go into production of off-the-road (OTR) and truck tyres. Both segments happen to be the money spinners for the company. However, getting the factory wheels whirring won't prove easy for Ruia who is expecting a capital expenditure of Rs 100 crore for both the units.

Currently, Dunlop's Sahagunj unit is capable of making 45,000 truck tyres per annum and is the only other company after Balkrishna Tyres that caters to the needs of the OTR segment.

While the new agreement would lay stress on foolproof productivity norms, the company is going to ensure that strict quality control is maintained down the production line. Ruia said the management was in talks with a German company for supply of quality control equipment.

Ruia will start his tyre venture with a slim and trimmed Dunlop, cutting flab and retaining the optimal number of workers. The retirement scheme that has been worked out, which he says is not voluntary, may cover as many as 1,500 workers.

The Ruia group chairman said that Dunlop had already put a marketing team in place and that the country had been divided into four marketing zones. While technology upgrade is on the priority list of Dunlop, Ruia declined to name the company - which happens to be the third largest company in the area - he was in talks with.

THE HIDUSTAN TIMES

2 6 JAN 2006

ডানলপ: আগাম অবসরে সর্বোচ্চ মাত্র ১.২০ লাখ!

আজকালের প্রতিবেদন: হুগলির সাহাগঞ্জের ডানলপ কারখানার কর্মীদের মধ্যে যাঁরা আগাম অবসর নেবেন, তাঁরা সর্বোচ্চ ১ লাখ ২০ হাজার টাকা পাবেন। এ ছাড়া পাবেন গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থও। আগাম অবসর প্যাকেজ তৈরি করা হল। এখন এই কারখানায় ২,৭০০ কর্মী আছেন। মালিকপক্ষ দেড় হাজার কর্মীকে রাখবেন। বাকিদের জন্য আগাম অবসর প্যাকেজ করা হচ্ছে। মঙ্গলবার মহাকরণে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী নিরুপম সেন, ডানলপ কারখানার মালিক পবন রুইয়া এবং দুটি শ্রমিক সংগঠনের উপস্থিতিতে কার্যবিবরণী তৈরি হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডানলপ কারখানা খোলার চেষ্টা করছেন মালিকপক্ষ। এদিন একটি চুক্তি হয়েছে। ডানলপ কারখানার মালিক পবন রুইয়া বলেন, জুলাই মাসে ডানলপ খোলার চেষ্টা হচ্ছে। এখন ২৭০০ কর্মী আছেন, ১৫০০ কর্মীকে কাজ দেওয়া হবে। বাকিদের জন্য আগাম অবসর প্যাকেজ করা হচ্ছে। ২০০৮ সালের ডানলপ কারখানায় পুরোপুরি উৎপাদন শুরু হয়ে যাবে। সেই সময় প্রতি বছর ৪৮ হাজার ট্রাক-টায়ার তৈরি হবে। আপাতত কারখানার পুনরুজ্জীবনের জন্য ১৫০ কোটি টাকার বেশি খরচ করা হবে। এদিন কার্যবিবরণী লেখার সময় সি পি এম সাংসদ শান্তশ্রী চ্যাটার্জি, সিটু, আই এন টি ইউ সি-র শ্রমিক সংগঠনের দুই নেতা দীপঙ্কর রায় এবং রণজিৎ রায় উপস্থিত ছিলেন। শান্তশ্রী চ্যাটার্জি মহাকরণে সাংবাদিকদের বলেন, অনেক স্বার্থ ত্যাগ করে আমরা রাজি হয়েছি। আমরা চাই তাড়াতাড়ি কারখানায় উৎপাদন শুরু হোক। প্রায় আট বছর বন্ধ ছিল ডানলপ কারখানা। এমনকি শ্রমিকদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছিলেন। উভয় ইউনিয়ন একমত হয়েছে। চূড়ান্ত চুক্তিপত্র ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে হয়ে যাবে। ৩১ ডিসেম্বর ২০০০ সালে

এরপর ৫ পাতায়

ডানলপ

১ পাতার পর

শ্রমিকদের যে বেতন ছিল, কারখানা খুললেই তাঁরা পাবেন। ১১ মাসের বকেয়া হিসেবে পাবেন ৩০ হাজার টাকা। এ ছাড়া বিশেষ পরিস্থিতিতে যাঁরা কাজ করেছিলেন, তাঁরা পাবেন ৫ হাজার টাকা। ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে শ্রমিকদের। তিন বছর শ্রমিকদের বেতন ১০০ টাকা করে বাড়বে। তিন বছর পর ১০ শতাংশ বাড়বে। আগাম অবসর প্যাকেজে সর্বোচ্চ অর্থ পাবেন ১ লাখ ২০ হাজার। এ ছাড়া গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থও তাঁরা পেয়ে যাবেন।

AAJKAL

সল্টলেকে জমির কোটার ভিত্তি কী, বসু ও বুদ্ধকে নোটিস

নিজস্ব সংবাদদাতা: সল্টলেকে মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় জমি বণ্টনের মামলা নয়া মোড় নিল।

ওই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সোমবার নোটিস জারি করেছে রাজ্যের প্রাক্তন ও বর্তমান দুই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। জানতে চাওয়া হয়েছে, কীসের ভিত্তিতে জমি দেওয়া হয়েছে ওই কোটায়। পাশাপাশি ওই কোটায় ২৬৫ জন (প্রাক্তন বিচারপতি ভগবতী বন্দ্যোপাধ্যায় বাদে) কীসের ভিত্তিতে জমি পেলেন, সর্বোচ্চ আদালত প্রাপকদের কাছেই তা জানতে চেয়েছে। ভোটের মুখে জাল পরিচয়পত্র ও জাল রেশন কার্ডের মতো এই নিয়েও সি পি এম-কে আক্রমণের সুযোগ পেয়ে গেল প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল।

মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় জমি বিলির পদ্ধতি কী ছিল, জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অশোক ভট্টাচার্য, প্রশান্ত শূর ও দিলীপ গুপ্তদের কাছে তা জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বসু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। দিলীপ গুপ্ত সল্টলেক পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান। বাকিরা সল্টলেকে মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় জমি বিলির বিভিন্ন সময়ে নগরোন্নয়ন দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন।

কী ভাবে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় সল্টলেকে জমি পেলেন, প্রাপক ২৬৫ জনের কাছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। ওই তালিকায় আই এ এস, আই পি এস, প্রাক্তন বিচারপতির পাশাপাশি আছেন জ্যোতিবাবুর ছেলে চন্দন বসুও। বসুদের মতো তাঁদেরও এক মাসের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের কাছে জবাব পাঠাতে হবে।

২০০৪ সালের ১৯ নভেম্বর সল্টলেকে মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় জমি বণ্টন সংক্রান্ত জনস্বার্থের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ওই কোটায় পাওয়া জমি কেড়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। তিনি বিচারপতির 'পবিত্র পেশা'কে ব্যবহার করে ওই জমি আদায় করেছিলেন বলে মন্তব্য করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। সরকার সেই রায়ের প্রেক্ষিতেই ভগবতীবাবুর এফ ডি-৪২৯ নম্বর বাড়িটি নিলাম করতে উদ্যোগী হয়েছে।

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ছেলে চন্দন বসু-সহ অন্য প্রাপকদের রেহাই দিয়ে পৃথক ভাবে ভগবতীবাবুকে বেছে নিয়ে তাঁকে জমি থেকে উৎখাত করার নির্দেশ দেওয়া হল কেন, সেই প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে গত বছর একটি জনস্বার্থের মামলা করা হয়। পাশাপাশি জমি বণ্টনের দায়িত্ব যাঁদের উপরে ন্যস্ত ছিল, তাঁদেরও কেন বেমালুম ছেড়ে দেওয়া হল, সেই প্রশ্নও তোলা হয় ওই জনস্বার্থের মামলায়। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে সল্টলেকের জমি বণ্টনের কোটা কেন রাখা হবে, ওই মামলার আবেদনে তোলা হয়েছিল সেই প্রশ্নও।

সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রুমা পাল ও বিচারপতি এ আর লক্ষ্মণের ডিভিশন বেঞ্চ মামলাটি শুনে বসু ও বুদ্ধবাবুদের নামে নোটিস জারি করে। নোটিস জারির নির্দেশ দেওয়া হয় জমির প্রাপকদেরও। তবে ভগবতীবাবুর জমি কেড়ে নেওয়ার যে-নির্দেশ ২০০৪ সালে দেওয়া হয়েছিল, তার কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না।

মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় জমি বণ্টন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের এ দিনের নির্দেশের ঢেউ লেগেছে রাজ্য-রাজনীতিতেও। বিরোধী দলগুলি যে নির্বাচনে সল্টলেকের জমি বণ্টনের বিষয়টি নিয়ে সরব হবে, তা জানে সি পি এম-ও। ওই দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, "বিধাননগরের জমি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কী নির্দেশ দিয়েছে, তা সবিস্তার জানি না। আমাদের সরকার আদালতের নির্দেশ সব ক্ষেত্রে মান্য করে চলেছে। এই ক্ষেত্রেও করবে। সরকার পক্ষ নোটিস পেলেই তার জবাব দেবে।"

নির্বাচনের আগে বিরোধীরা যদি বিষয়টিকে প্রচারে নিয়ে আসে?

অনিলবাবু বলেন, "করতে পারে। আপত্তি নেই। কে কোথায় জমি পেয়েছেন, তা আমি সবিস্তার জানি না। সেটা সরকারের ব্যাপার। তবে জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি হলে বা অন্যায় হলে আমরা তা স্বীকার করব। মানুষকে সে-কথা জানাব। ভাল কাজ করলে আমরা তা যেমন মানুষকে জানাই, তেমনই অন্যায় হলে তা মানুষের কাছে স্বীকার করি। মানুষের কাছে আমাদের লুকোনোর কিছুই নেই।" সুপ্রিম কোর্ট যে-আদেশ দেবে, রাজ্য সরকার সেই ভাবেই কাজ করবে বলে জানিয়েছেন অনিলবাবু। তাঁর মন্তব্য, "এটাই আমাদের নীতি। এই ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না।"

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্যাপারে এ দিন কিছু বলতে চাননি। আদালতের নির্দেশে উৎফুল্ল মমতা বলেন, "আমি যা বলার মঙ্গলবার বলব।" বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা বা তাঁদের আত্মীয়েরা বিধাননগরে মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় জমি পেয়েছেন। সি পি এম, কংগ্রেস— কেউই ব্যতিক্রম নয়। জমির প্রাপকদের মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের একাধিক নেতাও আছেন। সি পি এমের মতো কংগ্রেসও কি এই ক্ষেত্রে কিছুটা বেকায়দায় পড়ছে না?

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, "বিচার ব্যবস্থার উপরে আমাদের আস্থা আছে। সুপ্রিম কোর্ট যে-নির্দেশ দিয়েছে, আমরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।"

ANADABAZAR PATRIKA

MAMATA KEEPS OPTIONS OPEN

Pranab pours cold water on *mahajot*

Statesman News Service

HYDERABAD/UTTAR PARA, Jan. 22. — The Congress today formally announced that for the forthcoming Assembly election in West Bengal, it would have no trouble in entering into an alliance with the Trinamul Congress, provided it disassociates itself from the BJP.

"We have no problem in entering into adjustments with Trinamul, provided she (Miss Mamata Banerjee) parts company with the BJP and the NDA", defence minister Mr Pranab Mukerjee said at a pree conference on the sidelines of the AICC plenary session in progress at Hyderabad.

Congress sources, however, told The Statesman in Hyderabad that they were open to a possibility of senior Congress leader Mr ABA Ghani Khan Chowdury leaving the party and sailing with the *mahajot*.

Mr Mukherjee disagreed with the contention that alliances lead to contradictions as for instance the Congress was defeated by Left Front candidates in Kerala and the same MPs supported the UPA at the Centre.

However, addressing a rally at Uttarpara in Hooghly, Miss Banerjee today again urged upon the Congress to form a "grand alliance" in the state at the earliest.

She said her party had kept the option open for an alliance still open while working on its own. "We are not wasting time and has started our campaign and rejigging the organisation. Yet, we have kept the option for alliance open. If the Congress takes a quick decision that will help us a lot," she said while replying to an activist's suggestion that the Trinamul should not waste time looking at a proposed "grand alliance".

Miss Banerjee addressed the Hooghly district Trinamul's political convention, which turned into a public meeting, at Prabir Gupta Nagar (Manmohan Ground) near Uttarpara railway station.

Referring to the recent revelation of fake ration cards or false voter identity cards and fake voters on the electoral roll, she claimed that it was her party's "success". "We had been pursuing the matter for years with documents and evidences. Now the EC observers have unearthed what we had been saying," she said.

Political killings

MALDA/SILIGURI, Jan. 22. — One DYFI activist was killed and two others injured when they were attacked by unidentified persons at Pakuahat in Bamangola area of Malda district late tonight, police said. A former CPI-M panchayat member was shot by a gunman at Labour Line in Nagrakata tea garden in Jalpaiguri district today. Police launched a search for the assailant who had gone underground. — PTI

2 3 JAN 2006

THE STATESMAN

পর্যবেক্ষকের নির্দেশ তৃণমূলের প্যাডে! শাস্তি চান অনিল

আজকালের প্রতিবেদন: তৃমমূল কংগ্রেসের প্যাডে বি ডি ও-কে নির্দেশ দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক! এন বি ধল নামে ওই পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিলেন সি পি এম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। ধলের নিজের হাতে লেখা ওই নির্দেশের কপিও নির্বাচন কমিশনে পাঠিয়ে দিয়েছেন সি পি এম রাজ্য সম্পাদক। কয়েকজন পর্যবেক্ষক পক্ষপাতমূলক আচরণ করছেন বলে সি পি এম রাজ্য সম্পাদক সম্প্রতি অভিযোগ করেছিলেন। অনিলবাবুর ওই অভিযোগ যে সঠিক ছিল তৃণমূলের প্যাডে লেখা পর্যবেক্ষক এন বি ধলের নির্দেশেই তা প্রমাণিত হল। ভোটার তালিকা তৈরি, সচিত্র পরিচয়পত্র-সহ নির্বাচন সংক্রান্ত কাজগুলি দেখতে এন বি ধল নামে ওই আই এ এস অফিসারকে হাওড়া জেলার পর্যবেক্ষক করে পাঠায় নির্বাচন কমিশন। তিনি হাওড়ার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে যান। অনিলবাবু শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ওই পর্যবেক্ষক হাওড়া তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতির প্যাডে সাঁকরাইলের বি ডি ও-কে একটি নির্দেশ দিয়েছেন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অরূপ রায়ের লেটারহেডে এন বি ধল বি ডি ও-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন— ১৬৯ সাঁকরাইল বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকার ২, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৩৯, ১০২, ১৫৪ অংশ নম্বরে যে সমস্ত ভোটার অন্যত্র চলে গেছেন, যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। এবং কিছু 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী'র সম্পর্কে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। অনিলবাবু বলেন, ওই পর্যবেক্ষক নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব প্যাড, নিজের প্যাড বা সাদা কাগজে নির্দেশ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে তৃণমূলের প্যাডে বি ডি ও-কে নির্দেশ দিলেন। এই কাজ করে ওই পর্যবেক্ষক শুধু অনৈতিক কাজ করেননি, তিনি নির্বাচনী কাজে বেনিয়ম ও রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছেন। ধলের এই কাজ খুবই আপত্তিকর। সি পি এম রাজ্য সম্পাদক এদিন সাংবাদিকদের বলেন, 'আগেই বলেছিলাম, সবাই নন, কয়েক জন পর্যবেক্ষক পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছেন। এর মধ্যে একজনের সম্পর্কে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নির্বাচন কমিশনের কাছে দেওয়া হল।' ওই পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনিলবাবু

এরপর ৪ পাতায়

পর্যবেক্ষকের নির্দেশ তৃণমূলের প্যাডে!

✆ : 26605889
Cell : 9830071269

HOWRAH DISTRICT
TRINAMOOL CONGRESS COMMITTEE
2/1, Dharmatala Lane, Howrah-711 101
Date : ....

ARUP ROY
President

169 SANKRAIL A/c
Part NO. 2, 33, 34, 37, 39, 102, 154

Request for deletion of the names of dead/shifted voters & some illegal Bangladeshi immigrants, as highlighted.

(N. B. Dhal)
Observer
ECI

এই সেই চিঠি

১ পাতার পর

নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সি পি এম কখনওই চায় না ভোটার তালিকায় সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকুক। সামান্য ত্রুটির জন্য একজন এস ডি ও-কে যদি বদলি করা হয়, তা হলে ওই পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে না কেন? এই দাবি জানিয়ে শনিবারই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিয়েছেন সি পি এম রাজ্য সম্পাদক। এই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক দেবাশিস সেনের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, পর্যবেক্ষক এন বি ধলের বিরুদ্ধে সি পি এম রাজ্য সম্পাদকের অভিযোগের একটি কপি তিনি পেয়েছেন। বিষয়টি দেখা হচ্ছে। এদিন রাতে আদবানির এক মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনিলবাবু বলেন, নির্বাচন কমিশন কঠোরভাবে কাজ করুক এটা আমরা চাই। যারা অপরাধী তাদের শাস্তি হোক। নির্বাচন কমিশনে যত কঠোর হবে নির্বাচনে আমরাও তত বেশি বেশি করে সফল হব।

AAJKAL

নামল কমিশনের খাঁড়া

কোচবিহারের মহকুমাশাসক পত্রপাঠ বদলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ও চুঁচুড়া: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বি বি টন্ডনের কলকাতা সফরের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শুদ্ধ ভোটার তালিকা তৈরিতে অসহযোগিতার দায়ে রাজ্য প্রশাসনের উপরে নির্বাচন কমিশনের শাস্তির খাঁড়া নেমে এল।

নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকের সঙ্গে অসহযোগিতায় দায়ে বদলি করা হল কোচবিহারের মহকুমাশাসককে। আর ভোটার তালিকা প্রস্তুতির কাজে অসন্তুষ্ট পর্যবেক্ষকের লিখিত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কারণ দর্শানোর নোটিস ধরানো হয়েছে পাণ্ডুয়া বি ডি ও অফিসের এক কর্মীকে।

এর পাশাপাশি ভোটার তালিকা থেকে মৃত ও ভুয়ো ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার কাজ নির্ধারিত সময়সীমার পরেও চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সেই জন্য ১৫ ফেব্রুয়ারি, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন পর্যন্ত ছুটি বাতিল হয়েছে নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত সব রাজ্য সরকারি অফিসার ও কর্মীর। আগাম অনুমতি না-নিয়ে নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত কোনও অফিসার বা কর্মী ওই সময়ের মধ্যে নিজের জেলা ছাড়তে পারবেন না।

পর্যবেক্ষকের 'বিরূপ' রিপোর্টের ভিত্তিতে এ দিন কোচবিহারের মহকুমাশাসককে বদলি করা হয়। গত শনিবার ওই জেলায় ভোটার তালিকায় গরমিলের অভিযোগ খতিয়ে দেখার সময় পর্যবেক্ষককে অযথা ঘুরপাক খাওয়ানোর অভিযোগ উঠেছিল ওই মহকুমাশাসকের বিরুদ্ধে। তাঁকে কাটোয়ায় বদলি করা হয়েছে। রাজ্যের নির্বাচন দফতর থেকে অবশ্য বলা হয়েছে, এটা রুটিনমাফিক বদলি। নির্বাচন কমিশন থেকে এখনও রাজ্যের কোনও অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে বলা হয়নি।

অন্য দিকে, পাণ্ডুয়ার বি ডি ও অফিসের এক কর্মী সম্পর্কে পর্যবেক্ষক এন শিবশৈলমের বিরূপ মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ওই কর্মীকে কারণ দর্শানোর নোটিস ধরানো হয়েছে। পাণ্ডুয়ার ও সি (নির্বাচন) মানস মুখোপাধ্যায় বলেন, "পর্যবেক্ষক যে-বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তা সংশোধনের ব্যবস্থা হচ্ছে।" শিবশৈলম ১২ জানুয়ারি পাণ্ডুয়ার বেড়েলা গ্রামে কী ভাবে ভোটার তালিকা তৈরি হয়েছে, তা দেখার জন্য নির্দিষ্ট ফাইলটি চান। ওই ফাইল দেখে ক্ষুব্ধ পর্যবেক্ষক একটি 'নোট' দেন। জেলা প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। প্রশাসনের তরফে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে কারণ দর্শাতে বলা হয়। ওই ঘটনায় জেলার ভোটকর্মীরা রীতিমতো আতঙ্কিত। পাণ্ডুয়ার বি ডি ও আট মাস ধরে ছুটিতে রয়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন জয়েন্ট বি ডি ও।

এ দিকে, উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় পুলিশি অভিযানে ভুয়ো রেশন কার্ড ও ভুয়ো সচিত্র পরিচয়পত্র তৈরির ছাপাখানা ধরা পড়ার প্রেক্ষিতে মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দেবাশিস সেন এ দিন জেলার পুলিশ সুপার প্রবীণ কুমারকে মহাকরণে তলব করেন। এ ব্যাপারে জেলাশাসকের কাছেও সবিস্তার রিপোর্ট চান তিনি। এ ছাড়াও তিন বছরের বেশি একই জেলায় আছেন, এমন ১৮০ জন বি ডি ও এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক বদলি করেছে রাজ্য সরকার।

এ-পর্যন্ত রাজ্যে ভোটার তালিকার সংশোধনের সময় যে-তিন লক্ষ নাম সম্পর্কে আপত্তি জমা পড়ছে, কমিশন সেগুলির নিষ্পত্তি করার সময়সীমা ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেখানেই থেমে না-থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে 'শেষ বিন্দু' পর্যন্ত তালিকা থেকে মৃত ও ভুয়ো ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার কাজ চলবে বলে এ দিন জানান মুখ্য নির্বাচনী অফিসার। কারণ, তাঁর মতে, সাত নম্বর ফর্মের আবেদনের মাধ্যমে মৃত বা অন্যত্র চলে যাওয়া ভোটারদের নাম সম্পর্কে যত আপত্তি জমা পড়েছে, তার বাইরে এই ধরনের আরও অনেক নাম আছে বলে অভিযোগ এসেছে।

নির্ধারিত সাত নম্বর ফর্মের বাইরেও নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকদের সাম্প্রতিক জেলা সফরের সময় তাঁদের কাছে এবং রাজ্য নির্বাচন দফতরের কাছে ভুয়ো ও মৃত ভোটার নিয়ে ওই সব অভিযোগ জমা পড়ে। গ্রামে গ্রামে বা অঞ্চলে অঞ্চলে ঘুরে সেগুলি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী অফিসার। এই কাজের জন্য নির্বাচন দফতর বিভিন্ন দল তৈরি করে দেবে। নির্বাচনের কাজে লোকাভাব ঠেকাতে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে রাজ্য সরকার। জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, বি ডি ও-রা যাতে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য সরকারি দফতর থেকে কর্মী নিয়োগ করতে পারেন, সেই জন্য নির্দেশ জারি করেছেন খোদ মুখ্যসচিব।

এ দিকে, জাল ভোটার ও জাল রেশন কার্ডের নাম বাদ দিয়ে শুদ্ধ ভোটার

এর পর ছয়ের পাতায়

কোচবিহারের

প্রথম পাতার পর

তালিকা তৈরির পরেই ভোটের দিন ঘোষণার জন্য কমিশনকে অনুরোধ জানাচ্ছে তৃণমূল। এ দিন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অনুরোধ করব, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা তৈরি না-হওয়া পর্যন্ত যেন ভোটের দিন ঘোষণা করা না-হয়।"

মমতা বলেন, "মুখ্য নির্বাচন কমিশন যেমন ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভোটার তালিকা প্রকাশ করার কথা ঘোষণা করেছেন, তেমনই ঠিক ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা। আর প্রমাণ পেলে ভুয়ো ভোটারের নাম যে-কোনও সময়ে বাদ দিতে পারে কমিশন। তাদের এই অধিকার আছে। ফলে ভোট পিছোনোর প্রশ্ন নেই।" তবে রাজ্য সরকারকে চাপে রাখতে তৃণমূল এই ব্যাপারে আন্দোলন থেকে সরছে না। রাজ্যে অবাধ ও নিরপেক্ষ ভাবে ভোট গ্রহণের দাবিতে ২৫ জানুয়ারি কলকাতায় মিছিল করবে তৃণমূল।

2 1 JAN 2006
ANADA... ...IKA

Yojana Bengal

Not by figures alone

West Bengal had sufficient reason to rejoice this week with the 24 per cent increase in the state's annual plan. The prime-pumping clinched by Buddhadeb Bhattacharjee and Asim Dasgupta at Yojana Bhavan will be effective only if the administration can ensure a fairly optimum and worthwhile utilisation of the additional Rs 1,548 crore. It is the citizen's misfortune — as often happens in the case of urban development — if the funds are so poorly utilised as to incur a censure from the Centre. Considerable weightage seems to have been given by the state delegation to such critical parameters as employment generation, roads, power, transport and PSUs. On the last, the state is yet to firm up its stand not least because its views are often at variance with that of the Politburo. Its occasional statement of intent, such as the one made by the finance minister, doesn't quite add up to policy. And in trying to reach a halfway house between revival and closure, it has scarcely made much headway. If, as the minister claims, three tottering enterprises have been revived, four will have to be closed as joint ventures have not materialised. This underscores the bleak public sector scenario. Regardless of the Politburo's concern with political economics, divestment is decidedly a rational option. The Planning Commission may have appreciated the state's efforts to increase employment. But this, in large measure, hinges on whether the FDI schemes will fructify.

Given the chief minister's anxiety to attract investment, it would be prudent to invest the Plan allotments on roads and infrastructure rather than on a languishing state sector. The focus should be on areas where it can hope to function without party interference. It is not enough to impress the plan body with perceived success; just as it is not enough to construct flyovers and multi-lane freeways in the vicinity of the airport. Roads within the city are sorely in need of upkeep. No less urgent is the need to ensure a steady power supply if the investment climate is to appear convincing. As for transport, we have reached a stage when it cries out for the chief minister's direct control instead of being left to the devices of an irresponsible minister given to fancy schemes.

2 0 JAN 2005

বিচিত্র 'মহাজোট'

পশ্চিমবঙ্গে ভোটের রাজনীতির পাশাপাশি পূর্ণ-বিক্রমে চলিতেছে জোটের রাজনীতি। কোথাও সেই জোট পূর্বাপর বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। যেমন, বামফ্রন্ট। কুলপতি সি পি আই এম-এর নেতৃত্বে সেই জোট সপ্তম বামফ্রন্ট গড়িবার লক্ষ্যে তৎপরতায় ব্যস্ত। কোথাও আবার জোট গড়িবার লক্ষ্যে প্রাণপণ প্রয়াস চলিতেছে। যেমন, বামফ্রন্টের বিরোধী শিবির। তথায় তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের ভিতর এই মর্মে নানাবিধ আলাপ সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে। মধ্যখানে গোঁজ হইয়া সেই সব সংলাপের কেন্দ্রে উঠিয়া আসিয়াছে বি জে পি, পশ্চিমবঙ্গে যাহার শক্তি ক্ষীণ। পশ্চিমবঙ্গে যাঁহার শক্তি বিজেপির তুলনায় কয়েক শত গুণ অধিক, সেই তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পণ করিয়াছেন, বিজেপি-হীন হইয়া তিনি ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন না। কংগ্রেস কী করিবে? এক দিকে বামফ্রন্টের বিরোধী 'মহাজোট' গড়িবার আহ্বান, অন্য দিকে বি জে পি-র জোটসঙ্গী হইয়া ভোটের ময়দানে নামিলে সর্বভারতীয় রাজনীতির প্রাথমিক অঙ্ক ভুল হইবার আশঙ্কা। এমতাবস্থায় যে দোলাচল, তাহার ফলে ইতিমধ্যেই জোট গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা ফিকা হইয়া আসিয়াছে।

গভীরতর বীক্ষণে বুঝা যায়, বামফ্রন্ট-বিরোধী শিবিরে যা পরিস্থিতি, তাহাতে তথাকথিত 'মহাজোট' একটি অশ্বডিম্বের অধিক কিছুই নহে। পাশাপাশি, ইহাও স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন যে বিরোধী শিবিরে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের স্বাভাবিক জোট না হইলে সেই ব্যর্থতার গরিষ্ঠ দায় তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীকেই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা স্পষ্ট যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে একচ্ছত্র বাম-বিরোধী জোটের স্বপ্নে বিগত কিছুকাল বিভোর, তাহার নির্মাণ-যুক্তিটির ভিতর নীতিগত কোনও ঐক্যসূত্র নাই। যাহা আছে, তাহা নিতান্তই দায়ে-পড়িয়া নির্মিত এক প্রকার রাজনীতিগত করমর্দনের চিন্তা। অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চিত ভাবেই ইহা জানেন যে বিজেপি সঙ্গে থাকিলে কংগ্রেস তৃণমূলের সহিত একই মঞ্চে আসিবে না। রাজনীতিগত বাধ্যবাধকতার কারণেই আসিবে না। সেই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে নিতান্তই শক্তিহীন বি জে পি-কে ছাড়িয়া ভোটে নামিব না, এমন জেদ ধরিয়া থাকিবার হেতু কী? একদা কংগ্রেস ভাঙিয়া তৃণমূল কংগ্রেস গড়িয়া তিনি বড় মাপের একটি রাজনৈতিক প্রমাদ ঘটাইয়াছিলেন। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের স্বাভাবিক বিরোধী বলিয়া যদি কোনও দলকে চিহ্নিত করা যায়, তাহা একান্ত ভাবেই কংগ্রেস। আসন্ন ভোটের পূর্বে সভানেত্রী সনিয়া গাঁধীর নির্দেশে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি একাধিক সন্ধিপ্রস্তাব প্রেরণ করা হইয়াছিল। মমতাকেই ভবিষ্যৎ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তুলিয়া ধরিয়া কংগ্রেস নির্বাচনে যাইতে সম্মত হইয়াছিল, এমনকী মমতাকে প্রদেশ কংগ্রেস প্রধানের পদটি দিবার কথাও হইয়াছিল— সেই সব প্রস্তাব যে মমতা ফিরাইয়া দিয়াছেন, সেই ঘটনা তাঁহার জীবনের আর একটি ঐতিহাসিক ভুল হিসাবে চিহ্নিত হইয়া থাকিবে। বাস্তব কথাটি হইল, তিনি যে মহাজোটের স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহার নির্মাণ কার্যত অসম্ভব, কারণ সেই প্রস্তাবিত জোটে ব্যক্তিত্বের সংঘাত বিষম, ফলে বিস্ফোরক।

বাম-কংগ্রেস-তৃণমূলের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া বৃহত্তর প্রেক্ষিতে জোট রাজনীতির কলাকৌশলের প্রতি নজর ফেলিলে বুঝা যায়, জোট বা দল থাকিলে তাহাতে নিশ্চিত ভাবেই একাধিক ব্যক্তিত্ব থাকিবেন। ফলে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা মাত্রায় ব্যক্তিত্বের সংঘাতও কার্যত অনিবার্য। এই অবস্থায় সেই জোটই সফল হয়, যাহা এই সংঘাতকে নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে প্রতিহত করিতে সক্ষম। সি পি আই এম-এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট এখনও পর্যন্ত সফল ভাবে সেই কাজটিই করিয়া চলিয়াছে। ইহার জন্য প্রায়শই কৌশলগত যে সকল মৌনাবলম্বন করিতে হয়, বামফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক দক্ষ ভাবে তাহা অনুশীলন করিয়াছে। সি পি আই এম-এর অন্দরমহলেও বিভিন্ন সময়ে মতানৈক্য দেখা গিয়াছে, এমনকী শীর্ষস্তরের নেতার সঙ্গেও দলের নেতৃগোষ্ঠীর গুরুতর মতপার্থক্য ঘটিয়াছে, নেতার মুখে কখনও কখনও দলের সমালোচনাও প্রকাশ পাইয়াছে ('ঐতিহাসিক ভুল' সম্পর্কে জ্যোতি বসুর উক্তি স্মরণীয়), কিন্তু সেই নেতারা দল ছাড়িয়া যান নাই। আবার যাঁহারা নানা সময়ে নানা কারণে দল বা ফ্রন্ট ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহারাও কোনও ভাবেই যূথবদ্ধ ভাবমূর্তিতে ফাটল ধরাইতে পারেন নাই। বিপরীত দিকে, জোট গড়িবার পূর্বেই তৃণমূল ও কংগ্রেস দুই পক্ষ হইতে যে সরল শানিত বাক্যবাণ নিক্ষেপ শুরু হইয়াছে, তাহা আর যাহাই হউক, জোট রাজনীতির অনুকূল নহে। সুতরাং, দেওয়ালের লিখনটি স্পষ্ট।

20 JAN 2006

শুদ্ধ তালিকায় ঠিক সময়ে ভোট চান টন্ডন

কী বলে গেলেন টন্ডন

- ভোটার তালিকায় গরমিলের জন্য দায়ী কর্মীদের শাস্তি হবে
- শুদ্ধ ভোটার তালিকা দিয়েই পশ্চিমবঙ্গে এ বার নির্বাচন হবে
- সায়েন্টিফিক রিগিং রোখার অস্ত্র তৈরি, অবাধ ভোট হবে
- কোনও মতেই ভোট পিছোবে না, নির্দিষ্ট সময়েই হবে

রিগিং মোকাবিলার অস্ত্র আছে ভাঁড়ারে, জানিয়ে দিলেন কলকাতায় দাঁড়িয়েই

নিজস্ব সংবাদদাতা: পশ্চিমবঙ্গে শুদ্ধ ভোটার তালিকা তৈরিকেই এই মুহূর্তে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। সেই শুদ্ধ ভোটার তালিকার সাহায্যে নির্দিষ্ট সময়ে এই রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন করতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেই জন্য যথাযথ পরিকাঠামোও তৈরি করা হচ্ছে।

বিরোধী দলগুলি যাকে বলে 'সায়েন্টিফিক রিগিং', তার মোকাবিলা করার অস্ত্রও পেয়ে গিয়েছে কমিশন। তাই রাজ্যে আগামী নির্বাচন যে অবাধ হবে, সেই বিষয়ে তারা নিশ্চিত। বৃহস্পতিবার কলকাতা বিমানবন্দরে পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন ভোটের প্রস্তুতির ব্যাপারে এমন কথাই শুনিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বি বি টন্ডন।

১৯ জন পর্যবেক্ষক দিল্লি ফিরে বুধবার যে-রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে ভোটার তালিকা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ আছে বলে কমিশন সূত্রের খবর। তার ভিত্তিতে কয়েক দফা নির্দেশিকাও জারি করেছিল কমিশন। কিন্তু কোনও পর্যবেক্ষকই সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খোলেননি। নির্বাচন কমিশনারদের কেউ, এমনকী মুখ্য নির্বাচন কমিশনারও এত দিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হননি। বুধবার রাতে কলকাতায় আসা অন্যতম নির্বাচন কমিশনার নবীন চাওলাও কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

এ দিন বিমানবন্দরে টন্ডন অবশ্য সাংবাদিকদের সব প্রশ্নেরই খোলামেলা জবাব দেন। তিনি জানান, পর্যবেক্ষকেরা বিভিন্ন জেলায় ভোটার তালিকা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ পেয়েছেন। ভোট হবে সেই তালিকা শুদ্ধ করেই। গুয়াহাটি যাওয়ার পথে এ দিন দু'ঘণ্টার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন টন্ডন। অবিলম্বে ভোটার তালিকা শুদ্ধ করার কাজ শুরু করার জন্য রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

ভোটার তালিকায় কী ধরনের ভুল আছে, তা-ও ব্যাখ্যা করেন টন্ডন। তিনি বলেন, "রাজ্যের ভোটার তালিকায় এখনও প্রচুর মৃত ভোটারের নাম আছে। এমন সব লোকের নাম রয়েছে, যাঁরা বহু দিন আগে ঠিকানা বদল করেছেন। সেই সব নাম বাদ দেওয়া হবে। পর্যবেক্ষকেরা ১৯ জেলায় ঘুরে এ-রকম অনেক নাম বাদ দিয়েছেন। এ ছাড়াও সেখানকার অফিসারদের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। রিপোর্ট পেলে আবার নাম বাদ দেওয়া হবে।"

এত কম সময়ে কি এত ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ দেওয়া সম্ভব? ভোটার তালিকা তৈরি ও সংশোধনের কাজে যুক্ত সরকারি অফিসারেরাই এমন প্রশ্ন তুলেছেন। টন্ডন বলেন, "ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিকাঠামো তৈরি করেছি আমরা। ওয়েবেলের সঙ্গে চুক্তি করে বিশেষ সফটওয়্যারও বানানো হয়েছে।"

কয়েক বছর ধরে এ রাজ্যের বিরোধীরা 'সায়েন্টিফিক রিগিং'-এর অভিযোগ করে আসছেন। কমিশন কী ভাবে তার মোকাবিলা করবে? এই ধরনের যাবতীয় বিষয় প্রতিহত করার অস্ত্র তাঁর ভাঁড়ারে মজুত আছে বলে আশ্বাস দিয়েছেন টন্ডন। তিনি বলেন, "আমি কথা দিচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গে এ বার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে।" যথেষ্ট কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের কথা জানালেও আর কিছু ভেঙে বলেননি তিনি। শুধু বলেন, "নির্বাচন হবে ভোটার কার্ডের ভিত্তিতেই। তাই এখন ভোটার তালিকার শুদ্ধকরণ আমাদের কাছে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।"

পর্যবেক্ষকেরা রিপোর্ট দিয়েছেন বুধবার। তাই টন্ডনের পক্ষে এখনও তা খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি। এ দিন কলকাতায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দেবাশিস সেনের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন তিনি। ভোটার তালিকায় এত দিন ধরে এত ভুল থেকে যাওয়ায় তিনি বেশ উদ্বিগ্ন। যাঁদের এই তালিকা তৈরি করার কথা, তাঁদের অনেকেরই যে দায়বদ্ধতার অভাব আছে, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে কমিশনের কাছে।

টন্ডন বলেন, "বোঝাই যাচ্ছে, সরকারি অফিসারদের একাংশেরও গাফিলতি এবং অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। যাঁদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রমাণিত হবে, তাঁদের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে কমিশন।" তিনি জানান, এ রাজ্যে কোনও ভাবেই নির্বাচন পিছোনো হবে না। টন্ডন বলেন, "আমাদের চিন্তাভাবনার মধ্যে কোথাও নির্বাচনের দিন পিছোনোর বিষয়টি নেই। ১৩ জুন বিধানসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই এখানে ভোট হবে। তবে ভোটের দিনক্ষণ ঠিক হয়নি। ভোট হবে আরও চারটি রাজ্যে। সেই সব রাজ্যে পরীক্ষা, উৎসবের দিন হিসাব করেই নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হবে।"

টন্ডন জানান, এই মুহূর্তে প্রধানত দু'টি বিষয়ে জোর দিচ্ছে কমিশন। ১) ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ দেওয়া। ২) যাঁরা তালিকায় নাম ঢোকাতে চেয়েছেন, বৈধতা প্রমাণ করে তাঁদের নাম ঢোকানো। সেই জন্য ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির সময়সীমা ১৬ জানুয়ারি থেকে বাড়িয়ে ২৪ জানুয়ারি করা হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি, নির্ধারিত দিনেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।"

● আশ্বস্ত সি পি এম... পৃঃ ৪

শাস্তির খাঁড়ার নীচে কাজ করতে নাভিশ্বাস প্রশাসনের

নিজস্ব সংবাদদাতা: এত দিন ধীরেসুস্থে পা ফেলার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁরা। একের পর এক নির্বাচন এসেছে, কিন্তু তাঁদের কাজে গতি আসেনি। পর্যবেক্ষকেরা এ বার জেলায় জেলায় ঘুরে জানিয়ে দিয়েছেন, অভ্যাস বদলানোর সময় এসেছে। তাতেই জেলায় জেলায় সরকারি কর্মীদের একাংশের মাথায় হাত। সঙ্কটে পড়েছেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। ছুটি বাতিল করে কাজ শেষ করার চেষ্টা চলছে।

কম কর্মী, সীমিত পরিকাঠামো আর সংক্ষিপ্ত সময়— এই তিন সমস্যায় জর্জরিত সরকারি অফিসারদের কেউ জেলাশাসকদের কাছে গিয়ে পরামর্শ চাইছেন, কেউ সরাসরি দরবার করছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের কাছে। তাতে নির্বাচন কমিশনের অবস্থানের হেরফের হয়নি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বি বি টন্ডন বৃহস্পতিবারেও কলকাতায় জানিয়েছেন, তিনি এ বার পশ্চিমবঙ্গে শুদ্ধ ভোটার তালিকায় নির্বাচন করাতে বদ্ধপরিকর।

ভুয়ো ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে এবং প্রকৃত ভোটারদের সবার নাম অন্তর্ভুক্ত করে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা তৈরির নির্দেশ জারি হয়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করানো যাবে। কাজ কতটা এগোল, কমিশনকে তা জানাতে হবে ৩১ জানুয়ারি।

এক দিকে সময়সীমা, অন্য দিকে শাস্তির খাঁড়া। জাঁতাকলে পড়ে জেলা প্রশাসনের কর্তারা অবিলম্বে শূন্য পদ পূরণের দাবি তুলেছেন। নইলে নির্ভুল ভাবে কাজ শেষ করা যাবে কি না, উঠেছে সেই প্রশ্নও।

বর্ধমানে গত ছ'মাসে ভোটার তালিকায় সংশোধন, বিয়োজন, সংযোজন এবং এক অংশ থেকে অন্য অংশে নাম স্থানান্তরের আবেদন জমা পড়েছে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ। শুধু নতুন নাম তোলার জন্যই জমা পড়েছে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ আবেদন। ২৪ জানুয়ারির মধ্যে আরও অভিযোগ এবং নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন আসবে। এই বিপুল সংখ্যক আবেদনের শুনানি শেষ করে কী ভাবে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা তৈরি করা যাবে, তা নিয়ে জেলা নির্বাচন দফতরের কর্মীরাই রীতিমতো সংশয়ে।

এর পর দশের পাতায়

শুধু কোচবিহারেই বাতিল ২৯ হাজার মৃত ভোটারের নাম

নিজস্ব সংবাদদাতা: মৃতের নাম ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে রাজ্যের অন্যান্য জেলাকে সম্ভবত টেক্কা দিল কোচবিহারই। খসড়া ভোটার তালিকা থেকে ২৯ হাজার মৃত ব্যক্তির নাম বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছেন কোচবিহারের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক মনোজকুমার সিংহ। এক সপ্তাহ ধরে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে এবং বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে খসড়া তালিকার ওই মৃত ভোটারদের কথা জানতে পারেন তিনি। মঙ্গলবার দিল্লি রওনা হওয়ার আগে তিনি ভোটার তালিকা থেকে মৃতদের নাম এবং ২২৮ জন ফেরার ব্যক্তির নাম বাদ দেওয়ার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। নতুন ভোটারেরা যাতে দ্রুত নাম নথিভুক্ত করতে পারেন, সেই ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মনোজকুমার।

ওই পর্যবেক্ষক বলেন, "গত এক সপ্তাহে এলাকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে বিভিন্ন অভিযোগ এসেছে। খোঁজখবর করে ২৯ হাজার মৃত ভোটারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন দফতরে এই ব্যাপারে একটি রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে। ছিটমহলের বাসিন্দাদের ভোটাধিকারের ব্যাপারেও একটি রিপোর্ট দেব।"

অন্য দিকে, দার্জিলিং জেলায় ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা এবং সচিত্র পরিচয়পত্র তৈরির কাজে ঢিলেমি দেখে তিনি যে অসন্তুষ্ট, তা জানিয়ে দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক মদিরালা নাগারাজু। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, দ্রুততার সঙ্গে ওই কাজ শেষ করার জন্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন পর্যবেক্ষক। দার্জিলিঙের জেলাশাসক আরিজ আফতাবকে পুরো বিষয়টির উপরে নজর রাখতে বলা হয়েছে। দিল্লি থেকেই তিনি জেলার খোঁজখবর নেবেন বলে জানিয়েছেন।

জেলার পাহাড় ও সমতলের সব বিধানসভা এলাকায় ভোটের কাজ খতিয়ে দেখার পরে যে-গতিতে কাজ হচ্ছে, তাতে তিনি যে সন্তুষ্ট নন, তা-ও জানিয়েছেন নাগারাজু। কার্ডের গণ্ডগোল, নাম না-ওঠা, ভোটার তালিকায় নাম না-থাকা এবং ঠিকঠাক নাম না-ওঠার ব্যাপারে বহু বাসিন্দাই পর্যবেক্ষকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। সেই কারণে তাঁদের যাতে হেনস্থা বা হয়রান কর না-হয়, জেলাশাসককে তা দেখতে বলেছেন তিনি।

জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এসেছিল আট হাজার। তার থেকে তিন হাজার নামই বাদ দেওয়া হয়েছে বলে জানান উত্তর ২৪ পরগনার দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক সুধীর কুমার। মঙ্গলবার গাইঘাটায় দ্বিতীয় বার তদন্তে এসে পর্যবেক্ষক বলেন, "ভোটার তালিকায় গরমিল সংক্রান্ত মোট আট হাজার অভিযোগ এসেছিল। তা থেকে বাংলাদেশি, মৃত ও ভুয়ো ভোটার মিলিয়ে মোট তিন হাজার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।"

১০ জানুয়ারি থেকে পর্যবেক্ষক জেলার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ভোটার তালিকা নিয়ে অভিযোগ খতিয়ে দেখেন। বুধবার যান বনগাঁ মহকুমায়। বনগাঁ, বাগদা, গাইঘাটা ঘুরে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখেন। রাত হয়ে যাওয়ায় গাইঘাটায় কাজ শেষ করতে পারেননি। তৃণমূল কংগ্রেস তাঁর ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও দ্বিতীয় বার তিনি গাইঘাটায় আসায় দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও জেলা প্রশাসনের কাজে তারা খুশি। অন্যান্য বারের তুলনায় এ বার প্রশাসনিক উদ্যোগ বেশি চোখে পড়ছে। তৃণমূলের দাবি, জেলায় ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সব অভিযোগ পুরোপুরি তদন্ত করে দেখার জন্য আরও এক মাস সময় দরকার।

সুধীর কুমার বলেন, "ডি এম এবং এস ডি ও, বি ডি ও-দের বলা হয়েছে, সব ধরনের অভিযোগের তদন্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।" মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক গাইঘাটার সীমান্তবর্তী এলাকা বেড়ি পাঁচপোঁতা, ভাড়াডাঙা, কাহানকিয়ার মতো কয়েকটি অঞ্চল ঘুরে ভোটার তালিকা নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ পরীক্ষা করেন।

ANANDABAZAR PATRIKA

EC picks holes in state rolls

Election office, government warned to set wrongs right

RAJNISH Sharma
New Delhi, January 18

IT'S NOW on record: Bengal does have bogus voters.

The Election Commission's 19 observers, led by K.J. Rao who had struck several bogus names off the rolls in Nadia, have submitted a report to the panel highlighting how poll norms are violated in the state. They have come down heavily on the state administration and election machinery for "large-scale violation in preparation of electoral rolls and issuing photo identity cards".

Rao had also led the team that ensured complaint-free elections in Bihar. From the look of things, he is determined to ensure fair polls in Bengal, too. Following his team's report, the poll panel has issued a series of instructions to the state's chief electoral officer and chief secretary, asking them to ensure adherence to poll rules and warning that any future lapses would invite stern action.

CHECKLIST

Irregularities
- Names of dead persons on rolls
- Names of people who don't live in the area
- ID cards for people not named on the list

Problem areas
Jalpaiguri, Cooch Behar, Malda, North and South Dinajpur, Murshidabad, North 24-Parganas, Nadia, Burdwan, Hooghly and even Kolkata

The lapses the team noted included people voting on fake identity cards, or against the names of others who were no longer eligible to vote. In their report submitted to Chief Election Commissioner B.B. Tandon on Wednesday evening, the observers said they found the voters' lists contained names of dead persons or people who no longer lived in the area specified. In other instances, photo-identity cards had been issued to people who weren't listed on the rolls. Many of these cases were observed in areas close to the Bangladesh border, with the team noting that illegal migrants were often listed on the rolls.

If the CPI(M) is worried about the report, it would not admit it. Anil Biswas went so far as to claim that the poll panel couldn't have made such observations about Bengal. As for the Opposition, Mamata Banerjee would like to see the report before cornering the Left.

The Chief Election Commissioner is likely to review the situation with state chief electoral officer Debashis Sen on Thursday, when he stops over in Kolkata on his way to Guwahati. "I will meet Tandon at the airport," Sen confirmed.

Sen refused to comment on his instructions, saying he hadn't yet received them, but his task will be cut out. The poll panel has asked him and the chief secretary to ensure that the directives are followed. All complaints regarding names should be disposed of by January 24; the government has to file a status report by January 31.

19 JAN 2006 THE HINDUSTAN TIMES

MALDA MP FOR BJP IN *MAHAJOT*

Pranab fax for Ghani

Statesman News Service

MALDA, Jan. 17. — A fax message from West Bengal Pradesh Congress chief Mr Pranab Mukherjee has left party stalwart Mr ABA Ghani Khan Chowdhury in trouble.

Peeved at Mr Chowdhury's outburst against the party high command, Mr Mukherjee faxed the letter yesterday, stating that there was no question of forming a *mahajot* in the state involving the BJP.

Mr Chowdhury, who held a meeting with Miss Mamata Banerjee at his residence here yesterday, had said that notwithstanding the party high command's stand, he would work for the formation of a *mahajot* in the state with the BJP as its constituent and that he had no reservation in tying up with the Trinamul even if it remained an ally of the BJP.

Sources said Congress leaders have been pressuring Mr Chowdhury to withdraw his "anti party" statement.

Addressing a joint press conference with Miss Banerjee yesterday, the former railway minister and Malda strongman had said: "Pranab*babu* does not know the ground realities of Bengal and he tries to mislead Mrs Sonia Gandhi. During the forthcoming Congress session at Hyderabad, I will try to make Mrs Gandhi aware about the need to form a grand alliance in the state for the Assembly poll."

Opposing Mr Chowdhury's statement, a senior Congress leader in New Delhi reportedly told Mr Mukherjee to take up the matter with the party high command and instruct Mr Chowdhury not to hold parleys with the BJP for a grand alliance.

Malda Congress leaders have, however, downplayed the fax message of Mr Mukherjee, saying "it was a letter on family matters".

Interestingly, at a time when Mr Chowdhury has expressed his willingness to form a *mahajot* involving the BJP, his sister and MLA, Mrs Ruby Noor said: "We have to maintain a secular image because of acceptability among the minority communities in West Bengal. There is no doubt that it is a critical factor in the state."

18 JAN 2006

জোট না-হওয়ার দায় এড়াতে মরিয়া দু'পক্ষই

নিজস্ব সংবাদদাতা: জোট হবে না ধরে নিয়ে তার দায় কে কার উপরে চাপাবে, তা নিয়েই স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়েছে কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে।

দু'পক্ষের শর্ত মেনে জোট গড়া যে কার্যত অসম্ভব, তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বুঝছেন, তেমনই বুঝছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। কিন্তু আগ বাড়িয়ে কোনও পক্ষই জোটের দরজা বন্ধ করে দিতে চাইছে না। কারণ, ভবিষ্যতে এই ব্যাপারে দোষারোপের রাস্তাটা উভয় পক্ষই খোলা রাখতে চায়।

তাই জোট নিয়ে তিনি যে আবার প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন, তা শুক্রবার জানিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। যদিও মমতা বি জে পি-র সঙ্গ ছাড়লে তবেই কংগ্রেস তাঁর সঙ্গে জোটে সামিল হবে বলে প্রণববাবু তাঁকে যে-চিঠি পাঠিয়েছেন, তৃণমূল নেত্রী তার কোনও উত্তর দেবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "আমাদের এন ডি এ ছাড়ার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? সমস্যাটা আমাদের নয়। সমস্যা ওঁদের। কারণ, দিল্লিতে সরকার রাখতে সি পি এম-কে ওঁরা ছাড়তে পারবেন না। শর্ত মেনে তো জোট হয় না। আমি তো ৩১ ডিসেম্বর প্রণবদার সঙ্গে আলোচনাতেই বলে দিয়েছিলাম, আমরা এন ডি এ ছাড়ছি না।"

তা সত্ত্বেও তিনি যে জোট নিয়ে আলোচনার দরজা বন্ধ করতে চান না, তা জানিয়ে মমতা বলেন, "প্রণবদা আবার আলোচনা করতে চান বলে চিঠিতে লিখেছেন। আমিও কথা বলার দরজা কেন বন্ধ করব? প্রণবদা ওমানে যাচ্ছেন। উনি ফিরে এলে কথা বলতে পারি।" তাঁদের দু'জনের সময়-সুযোগ অনুযায়ী দিল্লি বা কলকাতায় মমতাকে বৈঠকে বসার প্রস্তাব দিয়েছেন প্রণববাবু। তবে মমতা জানান, তিনি এখন দিল্লি যাবেন না। কলকাতায় ২৩ বা ২৪ জানুয়ারি আলোচনায় বসতে পারেন।

ঠিক যে-কারণে মমতা আলোচনার দরজা বন্ধ রাখতে চান না, ঠিক যে-কারণে প্রণববাবুও আবার মমতার সঙ্গে জোট নিয়ে আলোচনা করতে চান, সেই কারণে এ দিন ধর্মতলায় প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সমাবেশে বি জে পি-র সঙ্গ ত্যাগ করে মমতাকে 'ধর্মনিরপেক্ষ সি পি এম-বিরোধী প্রগতিশীল' জোটে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। কারণ, সি পি এম-বিরোধী প্রস্তাবিত জোট শেষ পর্যন্ত ভেস্তে গেলে তার দায়ভার কেউ নিজের ঘাড়ে নিতে চান না।

বি জে পি-র হাত ধরে রাখলে এ রাজ্যে রাজনৈতিক ভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা যে নেই, সেই বার্তা তৃণমূল শিবিরে এ দিন পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন প্রিয়বাবু। তিনি বলেন, "কে এলে যোগ হবে আর কে এলে বিয়োগ হবে, তা আমাদের প্রত্যেকের মাথায় আছে। কিন্তু যে-সর্বনাশ গুজরাতে হয়েছে, এখানে আমরা তা হতে দেব না। সি পি এম চাইছে, এখানে বি জে পি-কে নিয়ে আমরা মহাজোট করি। এর ফলে সি পি এমের সুবিধা হবে। এটা মমতাদের মাথায় রাখা দরকার।" ওই সমাবেশে বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরীও তৃণমূলের নাম না-করে বলেন, "সি পি এম-কে রুখতে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে এ রাজ্যে কোনও জোট হতে পারে না।"

এ দিন শিলিগুড়িতে বি জে পি-র রাজ্য সম্পাদক রাহুল সিংহ অবশ্য জানিয়েছেন, কংগ্রেস চলতি মাসের মধ্যে তাদের সিদ্ধান্ত না-জানালে ফেব্রুয়ারির গোড়াতেই তৃণমূল-বি জে পি জোট আসন ভাগাভাগির প্রক্রিয়া শুরু করে দেবে। এ দিকে মালদহে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বরকত গনি খান চৌধুরী মহাজোটের ব্যাপারে মমতার সঙ্গে এক প্রস্থ আলোচনাও করেছেন।

এই প্রসঙ্গে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, "কাচের বোতলের মতো তৃণমূল ভাঙছে। এই অবস্থায় মহাজোট গড়ে বাঁচতে চাইছে তৃণমূল। বৃদ্ধ বয়সে গনি খান চৌধুরী মানুষ চিনতে ভুল করেই তৃণমূলের মহাজোটের কথায় ভুলেছেন।"

ANANDABAZAR PATRIKA

10 lakh fake ration cards in West Midnapore, alleges BJP

Statesman News Service

MIDNAPORE, Jan. 17. — BJP leaders of Midnapore West district today alleged that there are at least ten lakh fake ration cards in circulation in the district, but no step has been taken by the administration to seize them as the new voters' list will be prepared on the basis of that by the members of the CPI-M-affiliated Coordination Committee of state government employees.

A detailed list containing the information has been submitted to the Election Commission's observer, Mr Anil Garg, now camping at Midnapore.

The BJP leaders further alleged that there were 1,49,769 residents in Midnapore municipal area but the number of ration cards in the town was 2,44,683.

The BJP leaders said that their survey revealed that the total population in Nepura gram panchayat under Binpur I block was 15,037 while the number of ration cards in the GP was 17,550.

A thorough investigation all over the district would bust the "real performance of Coordination Committee members in this regard," they alleged.

The district Trinamul leadership also submitted a list containing specific cases of inconsistencies in the electoral rolls of several Assembly constituencies in West Midnapore to the EC observer. Party leader Md Rafique said names of over 1,500 voters still figure in the rolls of Midnapore, Kespur, Kesiary, Narayangar, Garbeta East and Garbeta West constituencies though they had either died or had left their homes long back. This was besides those whose names appear in two booths simultaneously, he said.

This is the main process by which the CPI-M had been rigging all the polls in the district since 1977, apart from deputing party-affiliated officials to conduct the polls, the Trinamul leader alleged.

18 JAN 2006

THE

কমিশনের কঠোর মনোভাবে জুজু দেখছে সিপিএম

ভোট পিছিয়ে দিলে রাজ্যে গণ-অভ্যুত্থান, হুমকি অনিলের

নিজস্ব সংবাদদাতা: ১৫ মে-র মধ্যে বিধানসভার নির্বাচন না-করে ভোটের দিন পিছিয়ে দেওয়া হলে রাজ্য জুড়ে গণ-অভ্যুত্থান হবে বলে মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিল সি পি এম।

মঙ্গলবার যাদবপুর স্টেডিয়ামের ঘেরাটোপে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দলীয় কর্মীদের এক সভায় নির্বাচন কমিশনের নামোল্লেখ না-করে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, "নির্বাচনের আগে যত বার খুশি ভোটার তালিকা সংশোধন হোক, আমাদের কোনও আপত্তি নেই। আমরা চাই, আগামী ১৫ মে-র মধ্যে বিধানসভার ভোটগ্রহণ শেষ হোক। তা না-করে যদি ভোটের দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে এই রাজ্যে গণ-অভ্যুত্থান হবে।" প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, জেলার নেতা তথা মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা, কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের সামনেই অনিলবাবু এ কথা বলেন।

প্রশ্ন উঠেছে, যে-দিন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দেবাশিস সেন জানিয়ে দিলেন যে, রাজ্যের ভোটার তালিকা নির্দিষ্ট দিনেই প্রকাশিত হবে, সে-দিনই অনিলবাবু দলীয় কর্মীদের সভায় কমিশনকে ভোট পিছোনো নিয়ে হুমকি দিলেন কেন?

কমিশনের ১৯ জন পর্যবেক্ষক যে-ভাবে জেলায় জেলায় ঘুরে ভুয়ো ভোটার, ভুয়ো সচিত্র পরিচয়পত্র ও ভুয়ো রেশন কার্ডের হদিস পাচ্ছেন, তাতে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে সামগ্রিক ভাবে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই কঠোর হতে পারে বলে সি পি এমের একাংশের আশঙ্কা। অন্য দিকে, কমিশনের এই ভূমিকায় তৃণমূল ও কংগ্রেস নেতৃত্ব খুবই উজ্জীবিত। কেন পর্যবেক্ষকেরা সংবাদমাধ্যমকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন, সোমবারেই সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক। এ দিন কংগ্রেস নেতা ও কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি পাল্টা বলেন, "নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকেরা যাতে নির্ভীক ভাবে কাজ করতে পারেন, সেই জন্য প্রবল জনমত গড়ে তুলতে হবে।" সেই জন্য তিনি জন্য দলীয় কর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছেন।

ধর্মতলায় যুব কংগ্রেসের সমাবেশে প্রিয়বাবু বলেন, "নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকেরা যে-ভাবে ভুয়ো ভোটার ধরছেন, তাতে সি পি এম ভয় পেয়েছে। তাই নানা ভাবে পর্যবেক্ষকদের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে চাইছে ওরা। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ করি না। পর্যবেক্ষকেরা যাতে নির্ভীক ও ঠিক ভাবে কাজ করতে পারেন, সেই জন্য জনগণকেই প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে হবে।" তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "নির্বাচন এলেই সি পি এমের একনায়কতন্ত্রের বেড়াল ঝোলা থেকে বেরিয়ে পড়ে। তাই নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের শাসানি দেওয়া শুরু হয়েছে। পর্যবেক্ষক ঘুরে যাওয়ার পরে সাধারণ মানুষের উপরে অত্যাচার হচ্ছে।"

পর্যবেক্ষকেরা যাতে কোনও ভাবেই ক্ষুব্ধ না-হন, তাঁদের যাতে সব রকম সাহায্য করা হয়, সেই জন্য ব্রিগেড সমাবে থেকে দলীয় কর্মীদের প্রয়োজনী নির্দেশ দিয়েছিলেন জ্যোতি বসু। পরে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু একই কথা বলেন। পর্যবেক্ষকদের কাছে তাঁর দাবি ছিল, প্রতিটি জেলায় উকুন বাছার মতো ভুয়ো ভোটার বাছতে হবে। তখন আলিমুদ্দিন স্ট্রিট ভেবেছিল, পর্যবেক্ষকদের সব দিক থেকে সাহায্য করলে গুজরাতের মতো ভোটার তালিকায় গণ্ডগোলের অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হবে না। তাই পর্যবেক্ষকেরা প্রথম দিকে যখন নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ-সহ বিভিন্ন জেলায় সি পি এমের অভিযোগের ভিত্তিতে তৃণমূল বা কংগ্রেসের দুর্গে হানা দিয়ে ভুয়ো ভোটার-সহ নানা দুর্নীতির খবর পাচ্ছিলেন, তখন সি পি এম নেতৃত্ব পর্যবেক্ষকদের উপরে খুবই খুশি হয়েছিলেন।

কিন্তু বিরোধীদের অভিযোগের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষকেরা হানা দেওয়াতেই কাল হল। বর্ধমান, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনায় সি পি এমের দুর্গে হানা দিয়ে পর্যবেক্ষকেরা যখন সি পি এমের স্থানীয় নেতাদের নানা বেআইনি কাজ ধরে ফেললেন এবং সংবাদমাধ্যমকে তা জানিয়ে দিলেন, তখনই চটে উঠলেন প্রধান শাসক দলের রাজ্য নেতৃত্ব।

তাঁদের মনে আশঙ্কা দেখা দিল, গুজরাতের মতো এখানেও ভোট পিছিয়ে যাবে না তো? গত সপ্তাহে উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি ও বর্ধমান থেকে রাজ্য ও জেলার নেতারা আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে অভিযোগ করেছেন, পর্যবেক্ষকেরা ইচ্ছা করেই কংগ্রেস, বি জে পি, তৃণমূলের অভিযোগ অনুযায়ী জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে তদন্ত করছেন। এটা পার্টির পক্ষে খুবই খারাপ হচ্ছে।

উত্তর ২৪ পরগনার সি পি এম নেতা ও আবাসনমন্ত্রী গৌতম দেব, আরামবাগের দলীয় সাংসদ অনিল বসু, বর্ধমানের নেতা তথা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মদন ঘোষ এই অভিযোগ করেন।

তার জেরে সোমবারেই পর্যবেক্ষকদের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করেন অনিলবাবু। মঙ্গলবার দলীয় সভায় তিনি বলেন, "ভোট তো অন্যান্য রাজ্যেও হচ্ছে। তা হলে ভোটার তালিকা দেখতে শুধু এই রাজ্যেই নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক পাঠানো হল কেন? অনিলবাবুর অভিযোগ, "নিজেদের নির্দিষ্ট কাজের বাইরে গিয়ে অনেক কাজ করেছেন পর্যবেক্ষকেরা।"

● কমিশনের মোকাবিলা...পৃঃ ৫

ফের পর্যবেক্ষক কি না, রিপোর্ট দেখেই সিদ্ধান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি ও কলকাতা: প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গে আবার পর্যবেক্ষক পাঠাবে নির্বাচন কমিশন। বুধবারে পর্যবেক্ষকদের রিপোর্ট খতিয়ে দেখে তবেই এই নিয়ে কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

এতেই পরিষ্কার, রাজ্যে বিধানসভা ভোট কড়া হাতেই পরিচালনা করতে চায় নির্বাচন কমিশন। এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন জেলা ঘুরে পর্যবেক্ষকেরা বুধবারই কমিশনের কাছে রিপোর্ট জমা দেবেন। সেগুলি নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করতে তিন নির্বাচন কমিশনারের উপস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসছে দিল্লিতে। কমিশন জানিয়েছে, পর্যবেক্ষকেরা অনেক অসঙ্গতি পেয়েছেন। বুধবারের বৈঠকে তাঁদের বক্তব্য শোনা হবে। তার পরে কমিশন যদি মনে করে পশ্চিমবঙ্গে ফের পর্যবেক্ষক পাঠানো প্রয়োজন, তা হলে সে বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্তই নেওয়া হবে।

ওই বৈঠকের পরে কমিশন নতুন নির্দেশিকাও জারি করতে পারে। গত এক মাসে তিন দফায় পর্যবেক্ষক পাঠিয়েছে কমিশন। প্রতি বারেই ভুরিভুরি অসঙ্গতি চোখে পড়েছে। প্রথম দু'দফার সফরের পরে কমিশন কড়া চিঠি লেখে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দেবাশিস সেনকে। মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও বীরভূমের তিনটি নির্দিষ্ট অভিযোগ রাজ্যকে জানানো হয়। কমিশনের বক্তব্য, ওই সব জায়গায় পরিচয়পত্র বণ্টনের ব্যাপারে কমিশনের নির্দেশ মানা হয়নি। এর মধ্যে বিভিন্ন সংগঠন ও বিরোধী দল কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানায়। তার পরেই কমিশন প্রতি জেলায় পর্যবেক্ষক পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

পর্যবেক্ষকেরা ঘুরে ঘুরে ভুয়ো ভোটার, ভুয়ো রেশন কার্ড এমনকী ফেরার অভিযুক্তকেও ধরেন। ভোটার তালিকা প্রস্তুতির ব্যাপারে কমিশনের নির্দেশ পালন করা হচ্ছে কি না, বুধবারের বৈঠকে পর্যবেক্ষকেরা সে কথাই জানাবেন। ইতিমধ্যে কমিশনের প্রথম দফার সফরের পর ১৪ জন রাজ্য সরকারি কর্মীর কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে কমিশন।

তবে পশ্চিমবঙ্গের ভোটের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করেই নেবে কমিশন। কমিশন রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাতে যেতে চাইছে না। এর মধ্যেই রাজ্যের মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেবের সঙ্গে এক প্রস্ত আলোচনা করেছে কমিশন। পর্যবেক্ষকদের বিস্তারিত রিপোর্ট পাওয়ার পরেই আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন-সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খারিজ করে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বলেন, এখনও পর্যন্ত যা ইঙ্গিত তাতে ১৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের কর্মসূচিতে কমিশন অটল রয়েছে। অন্য দিকে, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্য নির্বাচন দফতরও ২৭ জানুয়ারি মহাকরণে সব ক'টি জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক (নির্বাচন) এবং অফিসার-ইন-চার্জ (নির্বাচন)'দের বৈঠকে ডেকেছে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির প্রকৃত অবস্থা, কোনও ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থানান্তর করার প্রয়োজন আছে কি না এবং সচিত্র পরিচয়পত্রের জন্য ছবি তোলার কাজ কত দূর এগিয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হবে বৈঠকে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বি বি টন্ডন গুয়াহাটি থেকে ফেরার পথে কাল, বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতায় আসছেন। বিমানবন্দরে দু'ঘণ্টা কাটিয়ে সেখান থেকেই তিনি দিল্লির বিমান ধরবেন। তার আগে আজ, বুধবার গুয়াহাটি থেকে কলকাতায় আসবেন নির্বাচন কমিশনার নবীন চাওলা। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দু'জনের সঙ্গেই দেখা করবেন।

নস্যাৎ নরেনের হিসাব

রাজ্যে ভুয়ো কার্ড ৮৫ লক্ষ, বলছে কেন্দ্র

পার্থসারথি সেনগুপ্ত ● নয়াদিল্লি

১৬ জানুয়ারি: রেশন কার্ড নিয়ে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী নরেন দে'র হিসাবে জল ঢেলে দিলেন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শরদ পওয়ার।

বামফ্রন্টের মন্ত্রী দাবি করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে অতিরিক্ত রেশন কার্ডের সংখ্যা সাকুল্যে ১৩ লক্ষ। আর, শরদ পওয়ারের কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই সংখ্যা প্রায় ৮৫ লক্ষ ৮ হাজার ১৬০।

পওয়ারের মন্ত্রকের সেই হিসাবে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ ৫ হাজার ১২০ জনের রেশন কার্ড থাকা উচিত। সেখানে কার্ড রয়েছে ৮ কোটি ৭৫ লক্ষ ১৩ হাজার ২৮০টি। জটিল অঙ্কের প্রয়োজন নেই, সাধারণ পাটিগণিতের হিসাবই বলছে, রাজ্যে অতিরিক্ত রেশন কার্ডের সংখ্যা ৮৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। নরেনবাবুর দেওয়া হিসাবের থেকে এটি অনেকটাই বেশি।

এর আগে জনসংখ্যার থেকে রেশন কার্ড বেশি হওয়ার পিছনে যুক্তিও দেখিয়েছিলেন নরেনবাবু। তিনি বলেছিলেন, লোকসংখ্যার তুলনায় রেশন কার্ড বেশি হওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। এই পাঁচ বছরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি তার অন্যতম। এই হিসাব মাথায় না রাখলে অঙ্ক মিলবে কী করে?

এই ক্ষেত্রে এখন বামফ্রন্ট সরকারের অঙ্ক মেলানোয় বাদ সেধেছে পওয়ারের মন্ত্রক। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য দফতর ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে যে তথ্য-পরিসংখ্যান তারা সংগ্রহ করেছে, তা রেশন কার্ড কেলেঙ্কারিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ২৩ হাজার। ১৭ অগস্ট পর্যন্ত হিসাব, এই রাজ্যে রেশন কার্ড মিলেছে ১ কোটি ৬০ লক্ষ ৮৭ হাজার পরিবারের! অর্থাৎ, হিসাব বর্হিভূত প্রায় ১৫ লক্ষ ৬৪ হাজার পরিবারের জন্য রেশন কার্ড বিলি করেছে রাজ্য। প্রশ্ন উঠতেই পারে, এই কার্ডগুলি কাদের হাতে গেল?

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গে প্রতি পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৫.৪৪। অর্থাৎ, অঙ্কের হিসাবে রাজ্যে রেশন কার্ড পাওয়ার কথা প্রায় ৭ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষের। কিন্তু পেয়েছেন প্রায় ৮ কোটি ৭৫ লক্ষ মানুষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধরে এগোলেও প্রায় ৮০ লক্ষ অতিরিক্ত রেশন কার্ড বিলির হিসাবটা কোনও ভাবেই মিলছে না।

কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রকের অফিসারদের মতে, অতিরিক্ত রেশন কার্ডের সংখ্যার নিরিখে অন্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পার্থক্যটা একটি বিশেষ জায়গায়। সেটা হল, অন্য রাজ্যে সরকার সাধারণত 'জনপ্রিয়' হওয়ার তাগিদে অতিরিক্ত রেশন কার্ড বিলি করে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের যে বাসিন্দার রেশন কার্ড পাওয়ার কথা নয়, সরকারের উদারতায় তাঁরও জুটে যায় সেই কার্ড। তাতে অবশ্য গণবন্টন ব্যবস্থায় খাদ্যের সরবরাহে মাঝে মাঝে টানও পড়ে। আর, পশ্চিমবঙ্গে বিলি হওয়া লক্ষ লক্ষ ভুয়ো রেশন কার্ড নির্বাচনের সময় কাজে লাগায় কোনও কোনও রাজনৈতিক দল। এমনই সন্দেহ কেন্দ্রীয় অফিসারদের। পাশাপাশি, অনুপ্রবেশকারীদের রাজ্যে বসত গড়তে মদত জোগাচ্ছে ভুয়ো রেশন কার্ড চক্র।

নয়াদিল্লি সূত্রের খবর, কেন্দ্র এই অবস্থার সমাধানও খুঁজছে। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গে ভুয়ো ভোটার হাতেনাতে ধরতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। তারই পরিপূরক প্রক্রিয়া হিসাবে শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে রেশন কার্ড কেলেঙ্কারি নিয়ে কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রকের ময়নাতদন্ত। দুটিই চলেছে সমান্তরাল ধারায়।

এরই মধ্যে আগামী ৩০ জানুয়ারি কলকাতায় কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তীসগঢ়ের মতো পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে গণবন্টন ব্যবস্থার উপর একটি সভার আয়োজন করেছে। সেই সভায় আলোচ্যসূচিতেও রয়েছে রেশন কার্ড প্রসঙ্গ। সভায় পেশ করার জন্য কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রক যে রিপোর্টটি তৈরি করেছে, সেখানে দেওয়া পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট পশ্চিমবঙ্গে ভুয়ো রেশন কার্ড নিয়ে সমস্যা কতটা গভীর।

● যাচাই না-করায় এত ভুয়ো কার্ড...পৃঃ ৫

মহাজোট না হলে 'নিজের পথে' গনি

নিজস্ব সংবাদদাতা: বিজেপি-কে নিয়ে মহাজোটে যেতে কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গাঁধী রাজি না-হলে তিনি 'নিজের পথেই' চলবেন বলে অনুগামীদের জানিয়ে দিলেন মালদহের সাংসদ গনি খান চৌধুরী। সোমবার দুপুরে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকের পরে দলের জেলা নেতা ও কর্মীদেরও ওই কথা জানিয়ে গনি বলেন, "উনি (সনিয়া) আমার কথা শুনলে ভাল। না-হলে উনি ওঁর পথে চলবেন। আমি আমার পথে চলব।" জেলা কংগ্রেস সূত্রের খবর, মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি গৌতম চক্রবর্তী, আড়াইডাঙার বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র, জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি নন্দু তিওয়ারিও মহাজোটের প্রশ্নে 'গনির পথ'-এ চলতে রাজি।

গনির সবুজ সঙ্কেত পেয়ে প্রবল উৎসাহী মমতাও। এ দিন মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে দলীয় সমাবেশে মমতা বলেন, "বরকত'দা মহাজোটের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন বলেই তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেছি। তিনি বলেছেন, . মহাজোট হবে। আমায় বলেছেন, আমার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতে। মহাজোটের ব্যাপারে এ বার আমি তাঁকে মুর্শিদাবাদে গিয়ে কথা (কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে) বলতে বলেছি। বরকত'দা রাজিও হয়েছেন।"

দুষলেন প্রণবকে

কংগ্রেস হাইকমান্ড অবশ্য এ দিনও স্পষ্ট জানিয়েছে, তারা তৃণমূলের সঙ্গে 'জোট'-এ রাজি। কিন্তু বিজেপি-কে নিয়ে 'মহাজোট'-এ নয়। এআইসিসি-র পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত নেত্রী মার্গারেট আলভা ও সাধারণ সম্পাদক অম্বিকা সোনি স্পষ্টই সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত, মমতা যেমন বারবার 'সিপিএমের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে কংগ্রেস কেন্দ্রে সরকার গড়লেও এ রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের মহাজোট করতে অসুবিধা নেই' বলে বামবিরোধী জোটের বল কংগ্রেসের কোর্টে ঠেলছেন, তেমনই কংগ্রেসও এ দিন মমতার কোর্টেই সে বল ফেরত পাঠিয়েছে। তারা মমতার কাছে লিখিত প্রস্তাব পাঠিয়েছে জোট নিয়ে। কংগ্রেস সূত্রের খবর, মমতা ওই প্রস্তাবের কী জবাব দেন, তার দিকেই এখন তাকিয়ে কংগ্রেস। এ দিন দুর্গাপুরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ও জানান, মহাজোট নিয়ে কংগ্রেসের প্রস্তাব মমতাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। প্রণববাবু বলেন, "মমতা রাজ্যে জনপ্রিয় বামবিরোধী নেত্রী। বিজেপিকে ছেড়ে তিনি যদি জোটে সামিল হন ও জোটের নেতৃত্ব দিতে চান, তাঁকে আমরা স্বাগত জানাব। এ ব্যাপারে আমাদের দলের প্রস্তাব তাঁকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।" প্রণববাবু জানান, মমতার জবাব পাওয়ার পর প্রয়োজনে তিনি মমতার সঙ্গে দেখা করে কথা বলবেন। কংগ্রেস এখন চাইছে, মমতা যে এনডিএ ছাড়বেন না, তা তিনি সরকারিভাবে চিঠি দিয়ে কংগ্রেসকে জানিয়ে দিন। তা হলে মহাজোট না-হওয়ার দায় মমতার উপরেই বর্তাবে। প্রণববাবু যেমন বলেছেন, "জোটে সামিল হতে গেলে মমতাকে অবশ্যই বিজেপি-সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে।" মমতা অবশ্য এ দিনও জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি এনডিএ ছাড়বেন না।

মালদহে মমতার সঙ্গে বৈঠকের পর গনি সরাসরিই বলেন, "আদর্শগত সংঘাতকে দুরে সরিয়ে রেখে বিজেপি-কে নিয়েই মহাজোট গড়ব। হায়দরাবাদ অধিবেশনে হইচই করে আসব। ৩০ বছর ধরে যাঁরা দিল্লিকে ভুল পথ দেখিয়ে এসেছেন, তাঁদের মুখোশ খোলার সময় এসেছে। সেই ভাবেই নিজেকে তৈরি করছি।" তার আরও মন্তব্য, "দিল্লির কংগ্রেস এই রাজ্যের খোঁজ রাখে না। যতটুকু জানেন, প্রণববাবুর মতো নেতাদের কাছ থেকে জানেন। আমি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করছি। রাজনীতিতে পাওয়ার কিছু নেই। হারানোরও কিছু নেই। সনিয়াজিকে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করব। উনি বোঝেন তো ভাল। একমত না হলে সনিয়াজিকে বলব, আপনি আপনার পথ দেখুন। আমিও আমার পথ দেখব।" গনি খানের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে জেলা কংগ্রেসের প্রথম সারির কয়েকজন নেতা এবং অনুগামীরা জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা গনি খানের সঙ্গেই হাঁটতে চান।

জেলা কংগ্রেস সূত্রের খবর, মমতার আলোচনার কিছুক্ষণ আগেই দিল্লি থেকে আহমেদ পটেল গনি খানকে ফোন করেন। তিনি বিজেপি ছাড়া মহাজোট তৈরির পরামর্শ দিয়েছেন। দিল্লি থেকে ফোন আসার পরেই জেলার অনুগামী নেতাদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন গনি। মহাজোট না-হওয়ার দায় তিনি সরাসরি চাপিয়ে দিয়েছেন প্রণববাবুর উপর। মুর্শিদাবাদের এক অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করা হলে প্রণববাবু অবশ্য ওই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদে মমতা আবার বলেছেন, "আমরাও এনডিএ ছাড়ছি না, ওঁদেরও ইউপিএ ছাড়তে হবে না। এ সব নিয়ে সাধারণ মানুষ মাথা ঘামান না। তাঁরা চান সিপিএমকে উৎখাত করতে একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী।"

● **ক্ষোভ প্রিয়-শিবিরের...পৃঃ ৫**

17 JAN 20

ANAD BAZAR PATRIKA

শিল্পায়নের স্লোগান দিয়েই ভোটে লড়বে সিপিএম

জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

১৫ জানুয়ারি: 'শিল্পায়ন আর উন্নয়ন', আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের প্রচারের মূল থিম এটাই।

ভোটের রণনীতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের সঙ্গে সবিস্তার আলোচনা সেরে ফেলেছেন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ঠিক হয়েছে, শিল্পায়নের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টাকেই এ বার ভোট-প্রচারে সামনে তুলে ধরা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হবেন এই প্রচারের পোস্টার-বয়।

এই লক্ষ্য মাথায় রেখে বেশ কিছু স্লোগান তৈরি করা হয়েছে। যেমন, 'শিল্পকলার রাজধানীতে আজ বইছে শিল্পায়নের হাওয়া'। ছবিতে যামিনী রায়ের পটচিত্রের ধাঁচের অবয়ব, যার হাতে হাতুড়ি। পোস্টার, ব্যানার, দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে এই সব স্লোগান রাজ্যের সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।

তবে শুধু শিল্পায়ন এবং উন্নয়ন নয়, এ বারের ভোট প্রচারে রাজ্যের বেকারি দূরীকরণকেও চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করার ডাক দেওয়া হবে বলে সিপিএমের ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে। সিপিএম নেতৃত্ব রাজ্যের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, কর্মসংস্থান এখন রাজ্যের অন্যতম বড় সমস্যা। রাজ্যওয়াড়ি পরিসংখ্যান বিচার করেও দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এই মুহূর্তে সব চেয়ে বেশি।

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে গত ৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গ প্রায় বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এই শিল্পে খুব বেশি লোকের চাকরি হয় না। সুতরাং কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পায়ন অর্থাৎ নতুন নতুন কলকারখানা তৈরির উপরে ভরসা করতেই হবে। কিন্তু বেকারি সমস্যায় জর্জরিত নতুন প্রজন্মের কাছে শিল্পায়নের স্লোগানটা স্রেফ তত্ত্বকথা বলে মনে হতে পারে। তাই সিপিএম নেতৃত্ব মনে করেন যে, শিল্পায়নের পাশাপাশি চাকরি দেওয়ার কথাও বলতে হবে। এই কৌশল অনুসরণ করেই ব্রিগেডে দলের প্রথম নির্বাচনী প্রচারে রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস তাঁর বক্তৃতায় বেকারি সমস্যার কথা স্বীকার করে তা দূর করার ডাক দিয়েছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু চাকরি দেওয়ার কথা বলে বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন ঠিকই, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে দল যে কর্মসংস্থানের বিষয়টিকে এ বার প্রচারে বিশেষ জোর দিচ্ছে।

অতীতের নির্বাচনে কৃষি ছিল বামফ্রন্টের প্রচারে অন্যতম হাতিয়ার। কৃষি উৎপাদন, অপারেশন বর্গা, ভূমিসংস্কার— এ সব নিয়ে সিপিএম দীর্ঘদিন ধরে প্রচার করেছে। কিন্তু এ বারের ভোট প্রচারে গত কয়েক বছরের সামাজিক রূপান্তরের ছবিটাও ফুটে উঠছে খুব স্পষ্ট ভাবে। মুখ্যমন্ত্রী এখন জেলায় জেলায় জনসভায় বলছেন একটা সমাজ কৃষি থেকে শিল্পের দিকে যায়। কৃষিতে রাজ্য সরকার যে সাফল্য লাভ করেছে তাকে মূলধন করে এ বার সরকার শিল্পায়নের পথে হাঁটতে চায়।

বুদ্ধবাবু এবং তাঁর প্রধান সেনাপতি শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন এখন শুধু কলকাতা নয়, জেলায় জেলায় কলকারখানা এবং শিল্পের জন্য দ্রুত জমি বরাদ্দ করছেন। নির্বাচন কমিশনের বিধি এড়াতে ভোটের দিন ঘোষণার আগেই রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন শিল্পের উদ্বোধন পর্ব সেরে ফেলছেন। বুদ্ধ-নিরুপম মনে করছেন, জেলায় জেলায় শিল্পায়নের যে প্রয়াস সরকার শুরু করেছে, তা থেকে কর্মসংস্থান হবে এটা নিশ্চিত। কিন্তু সে জন্য কিছুটা সময় লাগবে। যেমন, সালিম গোষ্ঠী এই বছরের মধ্যে উলুবেড়িয়ায় স্কুটার কারখানা তৈরির কাজ শুরু করবে। কারখানায় উৎপাদন শুরুর আগেই তাদের অনেক কর্মী নিয়োগ করতে হবে। একই ভাবে টাটার ট্রাক টার্মিনাল প্রকল্প অথবা ফরাক্কায় হর্ষ নেওটিয়ার নতুন প্রকল্প, বর্ধমানের স্বাস্থ্যনগরী, এ সবই কর্মসংস্থানের রাস্তা খুলে দেবে।

প্রথমে সিপিএম নেতৃত্ব স্থির করেছিলেন যে, প্রচারে শুধুমাত্র শিল্পায়ন শব্দটি ব্যবহার করা হবে। কেননা, কৃষির পরে এখন রাজ্যে শিল্পায়নের জোয়ার এসেছে। কিন্তু রাজ্য নেতৃত্ব শিল্পায়নের সঙ্গে উন্নয়ন শব্দটিকেও যোগ করেছেন। তাঁরা বোঝাতে চান, এই শিল্পায়ন মানে নিছক নগরায়ন নয়। এই শিল্পায়ন রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে। দলের মধ্যেই শিল্পায়ন এবং নগরায়ন নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। এবং বুদ্ধবাবু বারবার আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন যে, শুধু নগরায়নের জন্য নয়, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নই তাঁর লক্ষ্য। ঠিক এই কারণেই যে সব জেলায় এখনও দারিদ্র এবং অনাহারের সমস্যা প্রবল সেগুলিকে রাজ্য সরকার চিহ্নিত করেছে। ওই এলাকাগুলিতে গত ছ'মাস ধরে সরকারি সামাজিক কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চালানো হচ্ছে।

উন্নয়নের প্রশ্নে বিরোধীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর কৌশলও নিয়েছে সিপিএম। তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধী শিবিরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বলা হচ্ছে, উন্নয়ন নিয়ে তারা রাজনীতি করছে। বিষয়টা যখন রাজ্যের উন্নয়ন, তখন কেন তারা সিপিএমকে সমর্থন করছে না, সেই প্রশ্নও তোলা হচ্ছে। আগামী মে মাস পর্যন্ত লাগাতার এই প্রচারই চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিপিএম।

এসডিও-কে বদলির দাবি কোচবিহারে

হুগলি-সন্ত্রাস নিয়ে রিপোর্ট কমিশনকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ও কলকাতা: বিরোধীরা নির্বাচনী সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলছেন দীর্ঘদিন ধরে। এ বার তা উড়িয়ে দিচ্ছেন না নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকেরাও।

হুগলির পর্যবেক্ষক এন শিবশৈলম রবিবার বলেন, তিনি আরামবাগ, গোঘাট, পুড়শুড়ায় সন্ত্রাসের অভিযোগ কমিশনকে জানাবেন। আরামবাগে ঘরছাড়াদের সমস্যা-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলবে কমিশন। শিবশৈলম বলেন, "হুগলি জেলার পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন সচেতন। এ ব্যাপারে দিল্লিতে রিপোর্টও পাঠানো হয়েছে।"

এ দিকে, ভুয়ো ভোটার নিয়ে পর্যবেক্ষকদের কাছে মুখ খোলায় সি পি এম হুমকি দিচ্ছে বলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বি বি টন্ডনকে নালিশ করছে কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মানস ভুঁইয়া জানান, আজ, সোমবার তাঁরা টন্ডনকে চিঠি দিচ্ছেন। তাঁর কথা, "নদিয়া, হুগলির পুড়শুড়া ও উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে মানুষ পর্যবেক্ষকদের কাছে ভুয়ো ভোটার নিয়ে অভিযোগ করেন। তাই সি পি এমের নেতা-কর্মীরা তাঁদের ভয় দেখাচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে। এই ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নিতে কমিশনের কাছে দাবি জানাচ্ছি আমরা।"

সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বিরোধীদের তোলা এই সব অভিযোগকে আমল দিতে নারাজ। তিনি বলেন, "ধারাবাহিক ভাবে অপপ্রচার চলছে। আগে ভোটার তালিকা নিয়ে অপপ্রচার হয়েছে। এখন আমাদের কর্মীরা হুমকি দিচ্ছে বলে প্রচার করা হচ্ছে। নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসবে, আমাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অপপ্রচার ততই বাড়বে। তবে এতে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না।"

হুগলির পর্যবেক্ষক যে-ভাবে 'সন্ত্রাস-কবলিত এলাকা'য় যাচ্ছেন, তাতে স্থানীয় সি পি এমের বিব্রত অবস্থাটা ক্রমেই পরিষ্কার হচ্ছে। ১০ জানুয়ারি থেকে হুগলির চারটি মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন শিবশৈলম। শনিবার তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, আরামবাগে এ বার 'অন্য রকম' ভোট হবে। পুড়শুড়ার ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "পরিস্থিতি যে বদলাচ্ছে, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয় না বলে আগে অভিযোগ উঠেছে। এ বার তো পুলিশ ছ'জনকে গ্রেফতার করেছে।" তৃণমূল নেতা সমীর ভাণ্ডারী অবশ্য রবিবার জানান, পুড়শুড়ায় ধৃতেরা জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। পুলিশ সুপার সুপ্রতিম সরকার বলেন, জামিনযোগ্য অভিযোগেই ওঁদের গ্রেফতার করা হয়েছিল।

রবিবার চুঁচুড়ায় জেলাশাসক বিনোদ কুমার, এস পি-সহ জেলা প্রশাসনের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন শিবশৈলম। ভোটার তালিকা তৈরি নিয়ে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। অভিযোগ, অনেকের ক্ষেত্রে স্রেফ চোখে দেখেই অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে নাম তোলা হয়নি। পর্যবেক্ষক বয়সের প্রমাণপত্র দেখে নাম তোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। গোঘাটে তালিকা তৈরির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়ে শিবশৈলম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "আমার রিপোর্টে সব কিছুই থাকছে।" পর্যবেক্ষকের গাড়ি বিমানবন্দরের দিকে রওনা হতেই জরুরি বৈঠকে বসেন প্রশাসনিক কর্তারা।

এ দিন বারাসতে দলীয় নেত্রী রঞ্জনা বিশ্বাসের বাড়ি যান বি জে পি-র রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়। ভুয়ো ভোটার নিয়ে অভিযোগ জানানোয় রঞ্জনাদেবীকে সি পি এম হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ। তথাগতবাবু বলেন, তিনি কমিশনকে সব জানাবেন। এ দিন রঞ্জনাদেবীর বাড়িতে যান দুই তৃণমূল বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আর গোপাল মুখোপাধ্যায়ও।

দুই ফেরারকে ধরে দিলেন পর্যবেক্ষকই

নিজস্ব সংবাদদাতা: পুলিশ খুঁজে পাচ্ছিল না ওঁদের দু'জনকে। তাদের খাতায় ওঁরা ফেরার। রবিবার নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক এমনই দুই ফেরার অভিযুক্তকে ধরে অস্বস্তিতে ফেলে দিলেন জেলা প্রশাসনের কর্তাদের।

রবিবার সকালে এই ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর মহকুমার হরিরামপুরে। পর্যবেক্ষক সহজানন্দ শর্মা ওই এলাকায় ভুয়ো ভোটার নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। হরিরামপুরের বি ডি ও অফিস থেকে ফেরারদের তালিকা নিয়ে তিনি মহেন্দ্র-৩ নম্বর বুথ এলাকায় গিয়ে সৈয়দ ফরমান আলি ও ভবেশ চক্রবর্তীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। ভবেশবাবুর বিরুদ্ধে মারপিট এবং ফরমান আলির বিরুদ্ধে মদ খেয়ে গোলমালের অভিযোগ আছে।

পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেন, "মানুষের শরীর রোগগ্রস্ত হলে যেমন অবস্থা হয়, দক্ষিণ দিনাজপুরের ভোটার তালিকার সেই অবস্থা। ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দেব। রোগ তো সারাতে হবে।"

পর্যবেক্ষক যে-সব ফেরারকে অনায়াসে খুঁজে পাচ্ছেন, জেলার পুলিশ কেন তাঁদের খুঁজে পাচ্ছে না, সেই প্রশ্নও উঠেছে। পুলিশ সুপার বরুণ মল্লিক বলেন, "ফেরার লোকেরা পুলিশ দেখলে পালিয়ে যায়। পর্যবেক্ষককে দেখে পালায়নি বলে ধরা পড়েছে।" মহকুমা পুলিশ অফিসার শিশির দাস বলেন, "ওই দু'জন এত দিন দিল্লিতে ছিলেন। সম্প্রতি গ্রামে ফিরেছেন। সেই জন্যই এত দিন ধরা পড়েননি।"

আবার একটা পাড়াতেই ৪০০ জনের মধ্যে ৪২ জন ভুয়ো ভোটার ধরেছেন অন্য এক পর্যবেক্ষক। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে জঙ্গিপুর পুর এলাকায় ১৩৯ নম্বর বুথের ফুলতলা মোড়ে দাঁড়িয়ে ৪০০ ভোটারের নাম পড়লেন ব্লকের কর্মীরা। তখন সামনেই বসে পর্যবেক্ষক আর কে খান্ডেলওয়াল। দাঁড়িয়ে পাড়ারই জনা পঞ্চাশেক বাসিন্দা। তখনই ধরা পড়ল, ওই তালিকার ৪২ জনের নাম 'ভুল' করে রয়ে গিয়েছে তালিকায়। তাঁদের মধ্যে কেউ মারা গিয়েছেন, কেউ চলে গিয়েছেন পাড়া ছেড়ে। আবার কেউ কস্মিনকালেও এই পাড়ায় ছিলেন না।

রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের আমবাগান কলোনিতে গিয়েও বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল খান্ডেলওয়ালের। একটি বাড়িতে ঢুকে শুনলেন, ওই বাড়ির মেয়ে সোমা হালদারের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তিনি বাপের বাড়িতেই থাকেন। কেন তিনি শ্বশুরবাড়ির এলাকার ভোটার তালিকায় নাম তোলাননি, তা জানতে চাওয়ায় সোমার সাফ জবাব, "স্বামী নেয় না, তাই বাপের বাড়িতেই পড়ে আছি।"

এ দিকে, বিহারের ঠাকুরগঞ্জ ও শিলিগুড়ির খড়িবাড়ির ভোটার তালিকায় আছে, এমন ১২৯টি নাম কেটে দিয়েছেন দার্জিলিঙের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক মদিরালা নাগারাজু। রবিবার কংগ্রেস এবং বি জে পি-র অভিযোগপত্রে থাকা ১৪২ জনের ব্যাপারে খোঁজ করতে খড়িবাড়িতে যান নাগারাজু। সেখানে গিয়ে তিনি বিহারের ঠাকুরগঞ্জের বি ডি ও-কে ডেকে নেন।

এ দিন ওই এলাকায় পর্যবেক্ষকের ঢোকার সংবাদ পেয়ে ভুয়ো ভোটারদের অনেকেই গা-ঢাকা দেন। তবে বিহারের ঢেমালগছের বাসিন্দা ভিনসেন টোপ্পো পর্যবেক্ষকের মুখোমুখি পড়ে যান। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ, দুই রাজ্যেই তাঁর সচিত্র পরিচয়পত্র আছে। এ দিন পর্যবেক্ষক তাঁর কার্ড বাজেয়াপ্ত করেন। তিনি এখানেই ভোট দেন বলে নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষককে জানান।

এর পর আটের পাতায়

ধরে দিলেন পর্যবেক্ষকই

প্রথম পাতার পর

ভিনসেন বলেন, "এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যই আমাকে কার্ডটি করিয়ে দিয়েছেন।"

এর পাশাপাশি ভোটার তালিকায় গরমিলের তদন্তে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষককে ঘুরপাক খাওয়ানোর ঘটনায় কোচবিহার মহকুমা প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জেলার কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, বি জে পি-র মতো বিরোধী দলের নেতারা মহকুমা প্রশাসনের ভূমিকায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহারে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে কোচবিহার সদরের মহকুমাশাসক শঙ্কর হালদারের দ্রুত বদলির দাবিও তুলেছেন তাঁরা।

রাজনৈতিক দলগুলি মহকুমাশাসকের বদলির দাবি তোলায় অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা প্রশাসন। বিরোধীদের তোপের মুখে পড়ে বিব্রত মহকুমাশাসক নিজেও। তিনি বলেন, "প্রশাসনিক আধিকারিক হিসাবে কোনও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করিনি। সবার অভিযোগ বা সমস্যা গুরুত্ব দিয়ে দেখেছি। ব্যবস্থাও নিয়েছি। তার পরেও যদি অভিযোগ ওঠে, কী আর করা যাবে!"

এ দিকে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য দিতে না-পারায় মেদিনীপুর (সদর) ব্লকের যুগ্ম বি ডি ও মৌসুমি পাত্রের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের পর্যবেক্ষক অনিল গর্গ। পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক দুষ্যন্ত নারিয়ালা বলেন, "ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কাজকর্ম নিয়ে যুগ্ম বি ডি ও-র কাছে কিছু ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন নির্বাচনী পর্যবেক্ষক।" ভোটের কাজে গাফিলতির অভিযোগে জেলার চার প্রাথমিক শিক্ষক ও এক সরকারি কর্মীকে শো-কজ করা হয়েছে।

নেতাদের ইন্ধনে ভুতুড়ে ভোটারের নাম তালিকায় তোলা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন বর্ধমানে কমিশনের পর্যবেক্ষক রবীন্দ্রনাথ দাস। রবিবার কাঁকসা ব্লক ও দুর্গাপুরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে তিনি ভুতুড়ে ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন দুর্গাপুরের মহকুমাশাসককে। সচিত্র পরিচয়পত্র নেই, অথচ দাবি, ভোট দিচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে। সচিত্র পরিচয়পত্র আছে, অথচ ভোটার তালিকায় নাম নেই।

রবিবার বিকেলে পুরুলিয়ার জয়পুরের ভেলাইডি গ্রামে এমনই কিছু বাসিন্দার দেখা পান কমিশনের পর্যবেক্ষক মনোরঞ্জন মিশ্র। এক প্রৌঢ় কিছু বলতে চাইছেন দেখে পর্যবেক্ষক জানতে চান, "কী ব্যাপার?" "আমার কার্ড নেই," বললেন প্রৌঢ়। মিশ্র বলেন, "কী নাম আপনার?" প্রৌঢ় জানান, তাঁর নাম কর্মু সহিস। বাবার নাম মাহিন্দি সহিস। পর্যবেক্ষক জানতে চান, "ভোট দেন?" কর্মুর জবাব, "বহু দিন। তবে কার্ড পাইনি।"

জবাব শুনে বিস্মিত পর্যবেক্ষক বি ডি ও-কে বলেন, "তালিকায় দেখুন তো, ওঁর নাম আছে কি না?" তালিকা দেখে বি ডি ও বলেন, "স্যার, সিরিয়াল নম্বর ৮৫৮। পার্ট নম্বর ২৩৮-এর ৮১।" তা হলে উনি কার্ড পাননি কেন? বি ডি ও নিরুত্তর।

16 JAN 200_
ANADABAZAR PATRIKA

মহাজোট নির্ভর করছে মমতার উপরেই, বক্তব্য সনিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গে মহাজোট হবে কি হবে না, তা পুরোটাই নির্ভর করছে এক মাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে। অন্তত সেটাই মনে করেন কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গাঁধী।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব **মুখোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি,** আহমেদ পটেল এবং মার্গারেট আলভার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে সনিয়া সবিস্তার আলোচনা করেছেন। কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের বক্তব্য—

● বিজেপি যে জোটের শরিক, তাতে কংগ্রেস কখনওই সামিল হবে না। কংগ্রেসই ভারতের একমাত্র দল যে কখনও কোনও স্তরে বিজেপির সঙ্গে হাত মেলায়নি। অতএব মহাজোটের ধারণায় কংগ্রেস কখনওই নেই।

● মহাজোট না হলেও কংগ্রেসের প্রস্তাব, সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তৃণমুলের সঙ্গে জোট গঠন করা হোক। এই জোট সফল করার জন্য মমতাকে বোঝাচ্ছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব।

● কংগ্রেস বিধানসভা নির্বাচনে প্রধান বিরোধী নেত্রী হিসাবে মমতাকেই ছায়া মুখ্যমন্ত্রী করতে প্রস্তুত। কিন্তু জাতীয় স্তরে কংগ্রেসের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এনডিএ। এনডিএ-র ছায়া মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং কংগ্রেসের প্রস্তাব, মমতা এনডিএ ছাড়ার কথা খোলাখুলি ঘোষণা করুন।

তাই বল এখন মমতার কোর্টেই। তৃণমল নেত্রী বিজেপি-র সঙ্গ ত্যাগ করবেন, এমন কোনও সম্ভাবনা এখনও নেই। উল্টে তিনি দিল্লি এসে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়ে গিয়েছেন, তিনি এনডিএ বা বিজেপি-র সঙ্গ ছাড়বেন না।

একটা প্রস্তাব ছিল, জাতীয় স্তরে এনডিএ না ছেড়ে রাজ্যস্তরে মমতা যদি বিজেপি-র সঙ্গ ছাড়েন। কিন্তু সেটাও সম্ভব নয় বলেই তৃণমুল নেতৃত্ব জানিয়ে দিয়েছেন। উল্টে আগামী ২১ জানুয়ারি কলকাতায় লালকৃষ্ণ আডবাণী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের একই মঞ্চে হাজির হচ্ছেন সিপিএম-বিরোধী একটি বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে।

মমতা কী চাইছেন? সিপিএম-বিরোধী ভোট যাতে ভাগাভাগি না হয়, তার জন্য তিনি সচেষ্ট। তিনি দিল্লিতে কংগ্রেস-সিপিএম বোঝাপড়ার ঘোরতর বিরুদ্ধে। তাঁর কাছে বিজেপি নয়, অচ্ছুত সিপিএম। তিনি তাই রাজ্যস্তরে প্রধান বিরোধী নেত্রী হিসাবে সঙ্গে পেতে চান কংগ্রেসের মতো অ-সিপিএম রাজনৈতিক দলগুলিকে। এমনকী মমতা চান, অ-সিপিএম বামদলগুলিও এই জোটে আসুক। সিপিএমকে পরাস্ত করার জন্য মমতার এই কৌশল বুঝতে সনিয়া গাঁধীর কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে রাজনৈতিক অচ্ছুত সিপিএম নয়, বিজেপি। জাতীয় স্তরে কংগ্রেস একাই সরকার গঠন করতে চেয়েছিল। কিন্তু এনডিএ-র তুলনায় সংখ্যার ঘাটতি থাকায় কংগ্রেস এবং সিপিএম পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলায়।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেন, "জোট রাজনীতির বাধ্যবাধকতার অর্থ এই নয় যে আমরা রাজ্যস্তরে সিপিএম-বিরোধিতা থেকে সরে আসছি। রাজ্যে সিপিএম শাসক দল। কংগ্রেস বিরোধী দল। বিরোধী দলের ভূমিকা হল সিপিএমের বিরোধিতা করা, বামফ্রন্ট সরকারকে আসন্ন নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুত করা। কিন্তু বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে কৌশলগত কারণেও আমরা হাত মেলাতে পারি না। কারণ এখানে নীতির প্রশ্ন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

প্রশ্ন হচ্ছে, আনুষ্ঠানিক ভাবে না হলেও গোপনে পরোক্ষ ভাবে এই ১: ১ মহাজোট কি সম্ভব? কংগ্রেস নেতৃত্ব তো চান সিপিএম দুর্বল হোক। তাতে হাইকমান্ডের রাজনৈতিক দর কষাকষির ক্ষমতাও বাড়ে।

সে জন্য পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের উপরে তৃণমূলের মতোই চাপ সৃষ্টি করছে কংগ্রেসও। কেন্দ্রের মদতেই যে কমিশন এ বার পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে একটু বেশি সক্রিয়, তা সিপিএম নেতাদের কাছেও সম্পূর্ণ পরিষ্কার।

তবে কি মুখে বিজেপি-বিরোধিতা করা হলেও তলে তলে মহাজোট গঠনে কংগ্রেস হাইকমান্ড মদত দিতে পারেন? এ ব্যাপারে কংগ্রেস সূত্রে বলা হচ্ছে—

● অতীতে গোপনে অনেক জোট হত। আজ বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের যুগে গোপন রাজনৈতিক বোঝাপড়া কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাই উত্তরপ্রদেশে চাইলেও বিজেপি ও মুলায়মের দল গোপন আঁতাঁত করতে পারে না। ঠিক সেই কারণেই কংগ্রেসের পক্ষে সার্বিক ভাবে কোনও গোপন মহাজোটের বোঝাপড়ায় যাওয়া অসম্ভব।

● তবে প্রতিবারের মতো এ বারও স্থানীয় স্তরে কিছু নেতা মমতার সঙ্গে কথা বলে আসন সমঝোতা করে নিতে পারেন।

● মালদহে বরকত গনি খান চৌধুরী গত বারও করেছিলেন, এ বারও অনেকটা বোঝাপড়া করতে পারেন। অতীতেও কংগ্রেস হাইকমান্ড মন্তব্য না করে চুপ থেকেছে। তাতে সিপিএম-বিরোধী আসন বেড়েছে বই কমেনি। এ বারও বরকত সম্পর্কে একই উদাসীনতার মনোভাব দেখাতে পারে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব। বরকত সম্পর্কে কড়া ব্যবস্থা নিতে গেলে তিনি আরও বিক্ষুব্ধ হবেন। তাতে দলের আরও ক্ষতি।

মহাজোট যদি নাই হয়, তবে কেন রাজ্যস্তরের কংগ্রেস নেতারা এত সরব? সকলেই সিপিএম-বিরোধী জোট গঠনের জন্য হাইকমান্ডের কাছে অনুরোধ করছেন কেন? সোমেন মিত্র বা মানস ভুঁইঞার মতো নেতারা বিজেপি সম্পর্কে মনোভাব বদলেছেন, এমন তো নয়।

এ ব্যাপারে এআইসিসি-র এক শীর্ষ নেতার বক্তব্য, মহাজোট হচ্ছে না এটা সবাই এক রকম ধরে নিয়েছেন। কিন্তু কেউই এই না হওয়ার দায়িত্ব নিতে চান না। মহাজোট না হওয়ার ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধ থেকে নামানোর জন্যই সকলে সরব।

আরামবাগে এ বার 'অন্য রকম' ভোট, আশ্বাস পর্যবেক্ষকের

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ● গোঘাট

আরামবাগে এ বার ভোটচিত্র 'অন্য রকম' হবে— আশ্বাস দিলেন হুগলি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক এন শিবশৈলম।

নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকের আরামবাগ সংক্রান্ত এ দিনের মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, গত লোকসভা ভোটে আরামবাগ কেন্দ্রে সারা দেশের মধ্যে জয়ের ব্যবধান সবচেয়ে বেশি হয়েছিল। জিতেছিলেন সিপিএমের অনিল বসু। ব্যবধান ছিল ৬ লক্ষেরও বেশি। পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৯৯ সালের তুলনায় সিপিএমের ভোট ৫৩ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছিল ৭৭ শতাংশ। বিজেপি-র ভোট অবশ্য ৪১ শতাংশ থেকে কমে হয়েছিল ১৫ শতাংশ। কংগ্রেসের ভোট বেড়েছিল ৩ শতাংশ। বিরোধীরা অভিযোগ করেছিলেন, অধিকাংশ এলাকাতেই তাঁদের ভোটারদের ভাগিয়ে দিয়েছে সিপিএম। সেইসব এলাকার মধ্যে গোঘাট, খানাকুল অন্যতম।

শনিবার সকালে গোঘাট-২ বিডিও অফিসে যান এন শিবশৈলম। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন আরামবাগের তৃণমূল নেতা সমীর ভাণ্ডারী। তিনি পর্যবেক্ষককে বলেন, "সিপিএমের সন্ত্রাসে আরামবাগের ছ'টি ব্লকের শ'পাঁচেক তৃণমূল কর্মী ঘরছাড়া। ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম গায়ের জোরে বাদ দেওয়া হয়েছে।" সমীরবাবু বিভিন্ন ব্লকে ঘরছাড়া তৃণমূল কর্মীদের একটি তালিকাও নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষককে দেন। তা শুনেই শিবশৈলম তাঁকে আশ্বাস দেন, "আপনারা ভোটের কাজ শুরু করুন। দরকার হলে আমি নিরাপত্তা দেব।" পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক বলেন, "আরামবাগে ভোটের ছবি এ বার অন্য রকম হবে।"

তবে নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকের আশ্বাসেও বিরোধী সমর্থকেরা কতটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। শিবশৈলম এ দিন গোঘাট-২ ব্লকের মান্দারন গ্রাম পঞ্চায়েতের শুশনিজলা ও খানাকুল-১ ব্লকের পোল-২ পঞ্চায়েতের পাতুল গ্রামে যান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক গ্রামবাসীদের অনেকেই বলেন, "যাঁরা তৃণমূল করতেন তাঁদের অনেকেই তো এখন রাজনীতি করেন না।

গ্রামের পথে শিবশৈলম (বাঁদিকে)। শনিবার। — তাপস ঘোষ

আমরা কার ভরসায় রাজনীতি করব? তার চেয়ে যেমন চলছে তেমন চলাই ভাল।"

ভোটার তালিকা নিয়ে অভিযোগের বদলে মন্দারন গ্রামের বাসিন্দারা যেমন এ দিন বিদ্যুৎ না-থাকার অভিযোগ পেলেন শিবশৈলম। পাতুল গ্রামে শিবশৈলমকে ঘিরে থাকা গ্রামবাসীদের একজন বললেন, "আমার মাকে মৃত বলে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। কোন ভরসায় নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকের কাছে অভিযোগ জানাব! ভোটার পরিচয়পত্রের জন্য আমার বুক পর্যন্ত ছবি তুললে রাজি আছি। মুখের ছবি তুলতে দেব না! নামও বলব না!"

তবে অবস্থা ইতিমধ্যেই পাল্টাতে শুরু করেছে বলে দাবি করে গোঘাটের বাসিন্দাদের কাছে সম্প্রতি হুগলির পুরশুড়ার ঘটনা উল্লেখ করেন শিবশৈলম। বলেন, "এত দিন অভিযোগ ছিল যে প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয় না। এ বার তো ওই ঘটনায় পুলিশ ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে! অবস্থা যে পরিবর্তন হচ্ছে, সেটা তো দেখতেই পাচ্ছেন। সবার আত্মবিশ্বাস ফিরে আসা উচিত।" শিবশৈলমের কাছে পুড়শুড়ার ঘোলদিঘরুই গ্রামের বাসিন্দা তৃণমূল কর্মী আক্রম মিদ্দে অভিযোগ করেন, তিনি ২০০০ সাল থেকে ভোট দিতে পারছেন না। ভোটার তালিকায় তাঁর নামও নেই। বুধবার সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক আক্রাম মিদ্দের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। তিনি চুঁচুড়ায় ফিরে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সশস্ত্র সিপিএম সমর্থকেরা আক্রামের বাড়িতে চড়াও হয় বলে অভিযোগ। আক্রমের বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে ব্যবস্থার নির্দেশ দেন শিবশৈলম। সিপিএমের হুগলি জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুনীল সরকার বলেন, "আমরা তো আর ভোট করি না! নির্বাচন কমিশনই তো ভোট করে। কমিশনের পর্যবেক্ষক যেমন বলবেন সে ভাবেই ভোট হবে। আমরা কমিশনকে সব রকম সাহায্য করব।" গত ভোটে বিরোধীরা অভিযোগ তোলেন, আরামবাগ লোকসভার বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। গত পুরভোটেও আরামবাগের মাত্র দু'টি ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পেরেছিল বিরোধীরা। পঞ্চায়েত ভোটেও আরামবাগে বহু জায়গায় সিপিএম প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতেন।

● অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ছোট দল...পৃঃ ৭

মমতা ‘হ্যাঁ’ বললে ভাল

কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের জোট হয়েছিল গত বিধানসভা ভোটে। বি জে পি-র সঙ্গে তৃণমূলের জোট তিনবার পাওয়া গেছে লোকসভা ভোটে। তৃণমূলের নেতৃত্বে একই সঙ্গে কংগ্রেস ও বি জে পি এলে তবে তো মহাজোট। মমতা যতই বলুন তিনি চান মানুষের মহাজোট, ভোটের অঙ্কে নিশ্চয় রাজনৈতিক মহাজোটই লক্ষ্য। সরাসরি সম্ভব নয়, সবাই জানেন। পাশাপাশি, কংগ্রেসের হাত ধরার জন্য যে বি জে পি-কে এবার ছাড়বেন না, বারবার বলেছেন মমতা। ১১ জানুয়ারি তথাগত রায়কে নিয়ে ওঁদের ‘ফ্রন্ট’-এর কর্মসূচি ঘোষণা করে সেই সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত সিলমোহরও লাগিয়ে দিয়েছেন।

গনিখান চৌধুরি বুদ্ধিমান নেতা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মূলত মালদা জেলাতেই ব্যস্ত রেখেছেন। প্রধান লক্ষ্য অবশ্যই লোকসভা আসনটি সুরক্ষিত রাখা। এবং জানেন: এক, প্রণববাবু ও প্রিয়রঞ্জনের তুলনায় ১০ জনপথের কাছে তিনি গুরুত্বহীন। দুই, গোটা রাজ্য জুড়ে প্রচার-ঝড় তোলার শারীরিক সামর্থ্য তাঁর নেই। সি পি এমকে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেওয়ার ডাকও আর দেন না। মালদায় বি জে পি ও তৃণমূলকে ছাড়তে হবে একটি করে আসন, তাঁর অসুবিধে নেই। একটা বড় সুবিধে, দিল্লি যেমন গুরুত্ব দেয় না, তাঁকে ঘাঁটাতেও চায় না। গনির মালদা ব্যতিক্রম থাকতেই পারে, এর সঙ্গে জোট-মহাজোটের কোনও সম্পর্ক নেই। বি জে পি প্রার্থীর হয়ে গনি নিজে প্রচার করেন কিনা, তা দেখার আগ্রহ অবশ্য থাকছে।

সোমেন মিত্র বলেছেন, সর্বভারতীয় বাধ্যবাধকতা আছে ঠিকই, তবু বামবিরোধী মানুষের দাবি মেনে কী করে ‘মহাজোট’ করা যায়, রাস্তা খুঁজে দেখুক দিল্লি। এই মন্তব্যের দুটো মানে হতে পারে। এক, সোনিয়া গান্ধী সোমেনকে গুরুত্ব দিতে নারাজ, সংগঠনে নিশ্চিত প্রাধান্য সত্ত্বেও প্রদেশ সভাপতি করতে নারাজ। দিল্লির দায় নিয়ে তিনি ভাবতে যাবেন কেন? মমতার সঙ্গে সোমেনের বোঝাপড়ার গল্পও কারও কারও মুখে শোনা যাচ্ছে। দুই, বি জে পি-র সঙ্গে জোটে যাওয়ার এখনও তীব্র বিরোধী, কিন্তু একথা তিনি বলতে যাবেন কেন? আবার বলতে হয় ওই কথাটাই, দিল্লির দায় নিয়ে তিনি ভাবতে যাবেন কেন? এমনিতেই যখন সরাসরি জোট হওয়া অসম্ভব, অকারণে ঐক্যবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হতে যাবেন কেন? তৃতীয় একটা ব্যাখ্যাও আবছা শোনা যাচ্ছে। নিজের বিধানসভা কেন্দ্র নিশ্চিত রাখার জন্য তিনি তৃণমূলের সঙ্গে রফা চান। এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। শিয়ালদা কেন্দ্রে এমনিতেই জিতবেন সোমেন মিত্র।

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি জোট চান, মহাজোট নয়। মমতার নেতৃত্বে জোট হোক, তৃণমূল অনেক আসন নিক, আপত্তি নেই প্রিয়র। কিন্তু, কিছুতেই বি জে পি-র সঙ্গে জোটে যেতে চান না। তাঁর অনুগামীদের দিক থেকে যে সূত্র উঠে আসছে তা এই রকম: কংগ্রেস ও তৃণমূল পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবে না। কিন্তু বি জে পি-র বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবে কংগ্রেস। এই সূত্র যদি মমতা মেনেও নেন, বি জে পি মানতে রাজি হবে কি? নেতারা বলবেন না কি, আমাদের বিরুদ্ধে যদি কংগ্রেস প্রার্থী দেয়, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমরাও প্রার্থী দেব না কেন? এমন পরিস্থিতিতে তৃণমূলের ক্ষতি নেই, ১:১ থাকছে। কিন্তু কংগ্রেসকে বহু কেন্দ্রে থাকতে হবে ত্রিমুখী লড়াইয়ে।

১১ জানুয়ারি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন করা হয়, আপনি কি এবার বিধানসভা ভোটে দাঁড়াচ্ছেন? মমতা বলেছেন, তাঁর ‘ফ্রন্ট’ সিদ্ধান্ত নেবে। বলা বাহুল্য, তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন। দাঁড়াবেন বলেননি, কিন্তু সম্ভাবনা উড়িয়েও দেননি। সম্ভাবনা হয়ত ক্ষীণ, কিন্তু, এ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বামফ্রন্টের দিক থেকে একটা প্রচার থাকেই এবং তা যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য, মমতা যদি রাজ্যে বিকল্প সরকারকে নেতৃত্ব দিতেই চান, লোকসভায় যান কেন? তৃণমূলের অনেক নেতাও আড়ালে একই কথা বলেন। যদি বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হন, এই প্রশ্নের জবাব তৃণমূলকে দিতে হবে না। আলিপুরের মতো কেন্দ্রে মমতার জয় এতটাই নিশ্চিত যে, নিজের কেন্দ্রে আটকে থাকতে হবে না, রাজ্য জুড়ে প্রচার করতে পারবেন। মমতা বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হলে বিরোধী শিবিরে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়বে। অনেকে ভাবতে পারেন, এবার যখন মমতা নিজে বিধানসভা ভোটপ্রার্থী হয়েছেন, উল্টেপাল্টে দেওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চয় টের পেয়েছেন। নিরপেক্ষ নই, তবে এক্ষেত্রে ‘নিরপেক্ষ’ থাকার চেষ্টা করেই বলছি, ব্যাপারটা ভাল হবে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর বিকল্প মমতা ব্যানার্জি, এই প্রচারটা সরাসরি হবে। তাতে বিরোধীদের সুবিধে হবে কিনা জানি না, বামফ্রন্টের সুবিধে হবে কিনা জানি না, ভোটদাতাদের অবশ্যই সুবিধে হবে। একটা প্রশ্ন থাকবে। সুদীপ ব্যানার্জি যেমন করেছিলেন, বিধানসভায় প্রার্থী হলে কি মমতা লোকসভা থেকে ইস্তফা দেবেন (উপাধ্যক্ষের দিকে কাগজপত্র ছোঁড়ার দিনের ওই ইস্তফাটা আমরা ধরছি না)? ক্ষতি কী? হয় রাজ্য চালানোর দায়িত্ব পাবেন, নয়ত বিরোধী নেত্রী হিসেবে রাজ্য সরকারকে প্রতিনিয়ত বিব্রত রাখবেন। এ সবই অবশ্য অন্য কথা। আসল কথা হল, মমতা কি ‘হ্যাঁ’ বলবেন? তাঁর দল ও ফ্রন্টকে নির্দেশ দেবেন কি, যাতে প্রার্থী হতে তাঁর কাছে আর্জি জানানো হয়? যদি এমন হয়, বেশ হবে। অন্তত সাংবাদিকরা বলবেন, দারুণ হবে।

Left plays minority card, promises to aid madrasas

Our Kolkata Bureau
14 JANUARY

THE wooing game has begun. Less than a week after kicking off its election campaign, the ruling Left Front has begun caressing minority sentiments to win votes in May 2006. Minorities constitute about 20% of the total electorate in West Bengal.

The Left Front has always successfully wooed minority hearts in the past polls. Having increased its strength in the last Lok Sabha and panchayat polls, the Front is now determined to consolidate its position further by taking into confidence the minority population.

The Front's move became clear on Saturday when the chief minister, Mr Buddhadeb Bhattacharjee, told a gathering in North 24-Parganas that the government will not de-recognise any of the existing madrasas in the state. On the contrary, it will provide all help to these institutions to enable them to teach science and English, apart from traditional subjects like Arabic and Urdu.

The total electorate in West Bengal during the 2001 Assembly elections was 4,86,85,382 of which about 20% belonged to minority communities.

This time the number of electorates will increase slightly. The exact size of the present electorate will be made known on February 15, when the chief electoral officer of West Bengal, Mr Debasish Sen releases the electoral rolls.

The CPM-led coalition had kicked off its campaign in a mammoth rally organised at the Brigade Parade Grounds on January 8. On Saturday, the chief minister clarified that the Front will leave no stone unturned in garnering Muslim votes. Five state districts of Malda, Murshidabad, Nadia and North 24-Parganas in south Bengal and Cooch Behar in North Bengal have substantial Muslim voters.

The ruling Front's poll performance in these bordering districts during the 2001 Assembly elections was poor compared to other districts. The ruling coalition is, therefore, working hard to improve the situation by winning over Muslim voters.

"You will have to learn English and science and not only Arabic. Our government will provide all sorts of assistance to you for this," Mr Bhattacharjee told a gathering at Amdanga in North 24-Parganas. The chief minister was inaugurating an arsenic-free water treatment plant on Saturday afternoon, along with the finance minister, Mr Asim Dasgupta. The Assembly speaker Mr Hasim Abdul Halim had been elected in 2001 from this constituency by a margin of only 64 votes.

Mr Bhattacharjee had been in the thick of controversy in 2003 when he remarked that "arms and weapons have been found in a number of madrasas in West Bengal and the government will initiate measures against those institutions."

Leaders belonging to different minority fronts had reacted sharply and virtually forced Mr Bhattacharjee not to go ahead with his plans to conduct search operations in those madrasas.

The CPM also realised that the party might find it difficult to perform in the next elections if he trained his guns on the madrasas.

Since then, the ruling Marxists have been following a soft line towards the minority community and refrained from action which could hurt their sentiments.

Maoists blow up forest guest house in Purulia

Statesman News Service

PURULIA, Jan. 23. — Maoists blew up a state forest department guest house at Duarsini in Bandwan late last night, after asking the caretaker and other staff to vacate it, district police said here today. Sources said no one was injured in the blast that was triggered by explosives.

The Naxalites had ordered the four caretakers at the cottage to leave before they set off the explosion. Additional forces were rushed to the village immediately after news of the blast reached Bandwan police station. The SP, Purulia, Mr R Siva Kumar also left for an inspection of the blast site.

A red alert has been sounded across Purulia district after last night's blast, as was done after Maoists had killed local CPI-M leader Rabindra Nath Kar and his wife during a pre-dawn raid on their house on 1 January at Pundar village in Bandwan.

Only yesterday, the Maoists had given a call for a bandh on and boycott of the Republic Day in the district. They had also put up posters — in Bengali, Hindi and English — demanding the immediate release of one of their senior leaders, Mr Sachin Roy, who was arrested from Hyderabad last week.

Intelligence sources said it was only natural for the Maoists to step up the attack on the government and CPI-M leaders in the district after Mr Biman Bose, CPI-M Politburo member, challenged the extremists at an open rally recently.

Senior party leaders of the district have already been advised not to venture out alone after sundown for fear of Maoist attacks on them.

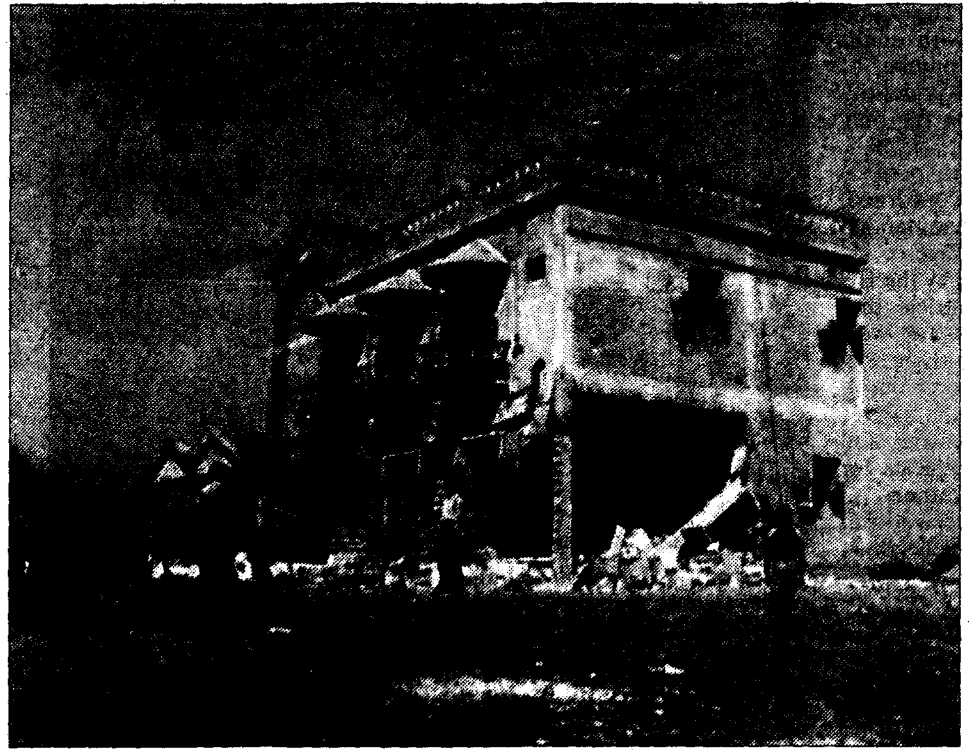

The forest department guest house in Duarsini, Bandwan, after Sunday night's Maoist blast. — The Statesman

Ultra posters in Durgapur

DURGAPUR, Jan. 23. — Recovery of two CPI (Maoist) posters from Durgapur industrial complex has sparked tension this morning. The posters — written in Bengali — sought mass support for the bandh call given by the Naxalite outfit on 26 January, Republic Day.

The first poster was found stuck on a *pan* stall in front of the gate of a sponge iron factory beside a substation of Durgapur Projects Limited. There was sensation in the area after the appearance of the poster that was first noticed by morning shift workers of a private owned sponge iron factory.

Another similar poster was recovered from the same industrial complex. The second poster was found near an abandoned office of Shramik Sangram Committee that according to the police had been involved in harbouring Naxalites in Durgapur industrial belt in recent times.

The police had arrested three SSC members on the suspicion of having Maoist links in June 2005. Three more Maoist posters, written in Bengali, were recovered last week from the local railway station, cinema hall and bus stand premises in Katwa. These posters also sought mass support for the CPI (Maoist)and its ongoing struggle against "the ruling class". Katwa and Durgapur had not been witness to Maoists' activities for a long time. The SP, Burdwan, Mr Piyush Pandey, said: "We shall not take any risk on 26 January." — SNS

Biman silent

MIDNAPORE, Jan. 23. — Left Fro[nt] chairman Mr Biman Bose, who thre[w] an open challenge to Maoists about a fortnight ago after the murder of former Purulia Zilla Parishad sabhadhipati Rabindra Nath Kar and his wife, was visibly disturbed today after news reached about the Maoists blowing up a newly-constructed government lodge at Purulia-Jharkhand border last night. When asked about the incident, he only said that the district administration would take steps in this regard.

Mr Bose said his party did not bother about the bandh called by Maoists on 26 January as "people would frustrate the bandh".

Earlier, Mr Bose, also the president of Bangiya Saksharata Prasar Samity, inaugurated a sports and cultural competition of neo-literates in the district at Gurguripal High School.

Maoists held for Kar's killing

Police claimed a breakthrough in the murder case of Rabindra Nath Kar and his wife with the arrest of two suspected Maoists from Belpahari in Midnapore West last night. They were picked up from Orli and Chakadoba and produced in court today. — SNS

THE STATESMAN

Maoist bandh affects life in Midnapore West

Statesman News Service

PARTIAL IMPACT IN NAXALITE STRONGHOLDS OF BANKURA & PURULIA

MIDNAPORE/PURULIA/BANKURA, Jan. 16. — Life in most parts of Jhargram sub-division in Midnapore West was paralysed since morning today due to a 24-hour bandh called by the CPI (Maoist). No untoward incident was reported till reports last came in. The call for the strike was given by the Maoists' zonal committee of Midnapore West, Bankura and Purulia.

The bandh was total in Belphari, Binpur and Lalgarh areas with buses being off the roads and attendance in state government offices being practically nil. The Belpahari BDO, Mr Aghor Roy, was alone in office when The Statesman contacted him. Schools and colleges in the area were earlier notified to be closed. Shops and markets also kept their shutters down.

Also, unlike earlier occasions, the CPI-M did not take out processions asking people not to observe the bandh. This was the first time that a Maoists' bandh had an impact on Jhargram town with no buses plying on the roads and markets remaining closed. Attendance in state government offices in Jhargram town was also thin. The bandh was partial in Nayagram, Jamboni and Gopiballavpur. However, train services were normal.

The bandh was called to protest against the police firing at Kalinga Nagar in Orissa on 2 January, which resulted in the death of 12 tribals, and also against the eviction of farmers in South 24-Parganas, to facilitate the transfer of agricultural land to Indonesia's Salim group of industries to set up a satellite township there.

The Maoists had put up posters and distributed leaflets in Odolchua, Bholabheda, Chakadoba and other parts of Belpahari, calling on the people to observe the bandh which virtually seemed to be an open challenge to the massive police bandobast and the CPI-M's decades' old hegemony in the entire region.

The Maoists' bandh passed off peacefully in Bankura and Purulia districts too. It had a crippling effect in select areas of both districts considered as Naxalite strongholds.

In Purulia, where the Jharkhand Mukti Morcha had extended its support to the Maoists' bandh call, police seized Maoist posters from Puncha. In Khatra sub-division, marked by pockets of Maoist hotbeds like Ranibandh and Barikul, public transport came to a halt. Mr R Shivakumar, Purulia SP, said: "The bandh had an impact in Bandwan and Baghmundi areas."

In Bankura, the town areas and Bishnupur sub-division remained unaffected by the Maoists' bandh call. Bankura SP, Mr Rajesh [illegible] Pandey, said: "There was no untoward incident in the district."

Landmine blast

MIDNAPORE, Jan. 16. — The Maoists today made an attempt to blow up a CRPF camp by blasting a landmine at Jamtalgora on Belpahari-Banspahari road in Midnapore West. However, no injuries were reported. CRPF personnel fired 20 rounds in retaliation. Senior police officers rushed to the spot to launch a combing operation in the area. — SNS

THE STATESMAN
17 JAN [illegible]

মালদহে সময়সীমা দু'দিন

সাতটি ব্লকের রেশন কার্ডের প্রমাণ তলব

নিজস্ব সংবাদদাতা: মালদহ জেলার সীমান্তবর্তী সাতটি ব্লকে কোন কোন প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে রেশন কার্ড তৈরি হয়েছে, দু'দিনের মধ্যে তার নথিপত্র পেশ করার নির্দেশ দিলেন নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক। অর্থাৎ জাল পরিচয়পত্র এবং ভোটার তালিকার পাশাপাশি রেশন কার্ড দেওয়ার পদ্ধতি নিয়েও পর্যবেক্ষকেরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। ভুয়ো রেশন কার্ড-সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে রাজ্য সরকার এমনিতেই হিমশিম খাচ্ছে। এই অবস্থায় পর্যবেক্ষকেরাও বিষয়টি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়ায় প্রমাদ গুনছে সরকার।

ভুয়ো রেশন কার্ড তো আছেই। তার উপরে বাতিল কার্ডের যে-সংখ্যা দেখানো হচ্ছে, সেখানেও গোঁজামিল রয়েছে বলে জানতে পেরেছেন খাদ্য দফতরের আধিকারিকেরা। সেই কারণে ১৬ জানুয়ারি উল্টোডাঙার সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সব ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোলার ও ডিলারদের ডেকে পাঠিয়েছেন স্বয়ং খাদ্যমন্ত্রী।

বিভিন্ন জেলা থেকে বাতিল কার্ডের যে-তথ্য খাদ্য ভবনে পাঠানো হয়েছে, তার ভিত্তিতে মন্ত্রী নরেন দে জানিয়েছেন, ২০০৫ সালে বাতিল হয়েছে ১৯ লক্ষ ভুয়ো রেশন কার্ড। খাদ্য দফতরের পাশাপাশি জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েতগুলিও ভুয়ো কার্ড ধরার জন্য নড়েচড়ে বসেছে। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস সম্প্রতি জানান, পঞ্চায়েতগুলি ১১ দিনে ছ'লক্ষ ভুয়ো রেশন কার্ড ধরেছে। কিন্তু ওই সংখ্যাতত্ত্বের মধ্যেই যে বিস্তর গণ্ডগোল থেকে গিয়েছে, দেরিতে হলেও তা বুঝতে পেরেছেন খাদ্যকর্তারা।

খাদ্য দফতর সূত্রের খবর, মূলত মৃত ও দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া নাগরিকের নাম রেশন কার্ডের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গিয়ে স্থায়ী ভাবে বাস করলেও বাদ পড়ে তাঁর নাম। এ ছাড়া টানা চার সপ্তাহ রেশন না-তুললে কার্ড বাতিল করে দেওয়া হয়। কিন্তু শিশু থেকে পরিণত বয়সে পৌঁছলে কারও রেশন কার্ড বাতিল হয় না। খাদ্য দফতরের নিয়ম, ১২ বছর বয়স পর্যন্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং তার পরেই পরিণত। নিয়ম অনুসারে ১২ বছর হয়ে গেলে আগের কার্ডটি বৈধই থাকে। কেবল অপ্রাপ্তের বদলে সংশ্লিষ্ট নাগরিককে প্রাপ্ত লেখা কার্ড দেওয়া হয়। অপ্রাপ্তবয়স্কের বদলে প্রাপ্তবয়স্ক কার্ড দেওয়ার সময় আগের কার্ড বাতিল বলে দেখানো হয়েছে। এর ফলে বাতিল কার্ডের যে-পরিসংখ্যান দেওয়া হচ্ছে, সেখানেও গোঁজামিল আছে বলে খাদ্যকর্তাদের অনুমান।

ঠিকানা বদলের ক্ষেত্রেও আগের কার্ড বাতিল দেখিয়ে নতুন কার্ড করানোর ভূরি ভূরি প্রমাণ পেয়েছেন খাদ্যকর্তারা। খাদ্য দফতরের নিয়ম অনুযায়ী ঠিকানা বদলালে আগের কার্ডের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন জায়গায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামে রেশন কার্ড হয়। ফলে রেশন কার্ডের সংখ্যা বাড়ে না। কিন্তু বিভিন্ন জেলা থেকে ভুয়ো রেশন কার্ডের যে-পরিসংখ্যান খাদ্য ভবনে পৌঁছেছে, তাতে আগের ঠিকানার রেশন দোকানে জমা দেওয়া কার্ডও বাতিলের হিস্যাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে বাতিল কার্ডের সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার তুলনায় বেড়ে গিয়েছে।

বেগতিক দেখে ভুয়ো কার্ড ধরতে নেমেছেন রেশন ডিলার ও দোকান-মালিকেরাও। তাঁদের বক্তব্য, নিজেদের স্বার্থেই তাঁরা ভুয়ো রেশন কার্ডের প্রকৃত সংখ্যা খাদ্য দফতরের কাছে পেশ করেন না। অল বেঙ্গল রেশন শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু অবশ্য অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "ভুয়ো রেশন কার্ড ধরার কোনও আইনি অধিকার আমাদের ছিল না। কিন্তু এখন একপেশে বদনাম ওঠায় আমরাও ওই কাজে সামিল হয়েছি।"

রাজ্য সরকার যখন নিজেদের সমস্যা নিয়ে ল্যাজেগোবরে, তখন নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকেরা বিষয়টি নিয়ে নাড়া দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। মালদহের পর্যবেক্ষক বৃহস্পতিবার সকালেই হানা দেন জেলা খাদ্য নিয়ামকের দফতরে। সেখানে তিনি জেলার সীমান্ত এলাকার সাতটি ব্লকে কত রেশন কার্ড, কী ভাবে বিলি করা হয়েছে, তার সবিস্তার হিসাব চান। বার্থ সার্টিফিকেট বা আত্মীয়-পরিজনের পরিচয়পত্র বা পঞ্চায়েত-প্রধানের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে রেশন কার্ড বিলি করা হয়েছে কি না,

এর পর এগারোর পাতায়

● **বুদ্ধ-পওয়ার বৈঠক...পৃঃ ৪**

ANADABAZAR PATRIKA

14 JAN 2006

কার্ডের প্রমাণ তলব

প্রথম পাতার পর

তা-ও জানতে চান। পর্যবেক্ষকের প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি জেলা খাদ্য নিয়ামক। জাল রেশন কার্ডের ভিত্তিতে যে ভোটার তালিকায় নাম তোলা হয়েছে, তা জানার পরে পর্যবেক্ষক দু'দিনের মধ্যে সীমান্ত এলাকার সাতটি ব্লকেরই রেশন কার্ডের হিসাব ও নথি দাখিলের নির্দেশ দেন।

নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ দিনাজপুরের পর্যবেক্ষকেরাও ভুয়ো রেশন কার্ডের ভিত্তিতে ভোটার তালিকায় নাম তোলানোর অভিযোগ পেয়েছেন। সঙ্গে থাকা জেলা প্রশাসনের কর্তাদের সেগুলি তদন্ত করার নির্দেশও দিয়েছেন তাঁরা। কেউ সময় বেঁধে দিয়েছেন দু'দিন, কেউ তিন দিন। ১৫-২০ বছর ধরে যে-সমস্যা পেকেছে, তার নিষ্পত্তি এত কম সময়ে কী ভাবে করা যাবে, তা ভেবেই জেলা প্রশাসনের কর্তাদের মাথায় হাত।

অভিযোগ জানাবেন

প্রথম পাতার পর

হলেও তা চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া চলছে।

রাজ্য সরকারের কর্তারা এই মন্তব্য করলেও, নির্বাচন কমিশনার এন গোপালস্বামী বলেন, ভোটের সময় কর্মী-অফিসারদের বদলির প্রসঙ্গে আজ মুখ্য সচিবের সঙ্গে কথা হয়েছে। তা ছাড়া, জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের গ্রেফতারের বিষয়েও আলোচনা হয়।

নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গে পাঠানো পর্যবেক্ষদের নিয়ে ১৮ তারিখ কমিশনের অভ্যন্তরীণ বৈঠকের ক'দিনের মধ্যেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসারকে দিল্লিতে ডাকা হবে। কমিশনের পর্যবেক্ষকরা যে সব অভিযোগ পেয়েছেন তা শুধরোনোর জন্য নির্দেশিকাও পাঠানো হতে পারে।

বিহারের মতো পশ্চিমবঙ্গেও এ বার প্রচুর সংখ্যায় আধাসামরিক বাহিনী পাঠানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কমিশন। আধা সামরিক বাহিনী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব ভি কে দুগ্গলের সঙ্গে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব প্রসাদ রায়ের এ ব্যাপারেও আজ কথা হয়েছে।

ANADABAZAR PATRIKA

14 JAN 2006

১১ বছরেই নাম ভোটার তালিকায়, প্রায় ভিরমি খেলেন পর্যবেক্ষক

নিজস্ব সংবাদদাতা: ১১ বছর কেন, অনেকে তো তিন দিনের সন্তানেরও নাম লেখায় ভোটার তালিকায়!

ভোটার পরিচয় পত্রের তালিকায় গলদ ধরতে গিয়ে আজিজুল হকের কথা শুনে প্রায় ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা মুর্শিদাবাদের পর্যবেক্ষক আর কে খাণ্ডেলওয়ালের। রেগে আগুন জেলাশাসক মঞ্জুনাথ প্রসাদ। তিনি হিসাব করে দেখেছেন, আজিজুলের মেয়ে এবনারা বেগমের ভোটার পরিচয়পত্র হয়েছে মাত্র ১১ বছর বয়সে।

পর্যবেক্ষকের সামনে চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় বিব্রত জেলাশাসক ধমকে ওঠেন আজিজুলকে, "নিজে অন্যায় করে এখন বড় বড় কথা বলছেন! আপনাকেই গ্রেফতার করা হবে।" আজিজুলদের কোনও হেলদোল নেই। কারণ, এমনটাই যে নিয়ম গ্রামবাংলায়।

ঠিক কী ঘটেছিল এবনারার ক্ষেত্রে?

১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি তৈরি সচিত্র পরিচয়পত্রে এবনারা বেগমের বয়স ১৮ বছর। তার ১১ বছর পরে এখন তিনি বি এ ক্লাসের ছাত্রী। জেলাশাসক বলেন, "এখন আপনার বয়স তা হলে ২১ বছর। অর্থাৎ ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন ও পরিচয়পত্র করিয়েছেন ১১ বছর বয়সে।" তখনই এবনারার বাবা আজিজুল বলেন, "অনেকে তো তিন দিনের সন্তানেরও নাম লেখায় ভোটার তালিকায়।"

পরিস্থিতির সামাল দিতে বি ডি ও ভোটার তালিকায় থাকা ৭২৯ জনের নাম পড়ে শোনালে অন্যত্র চলে যাওয়া ও মৃত মিলে মোট ১২ জন ভোটার চিহ্নিত করেন গ্রামবাসীরা। পর্যবেক্ষক ওই ১২ জনের নাম বাতিলের নির্দেশ দেন।

পূর্ব মেদিনীপুরেও অনেক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল সেখানকার পর্যবেক্ষকের জন্য।

খেজুরি ২ ব্লকের খেজুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানসিংহ বেড় গ্রামে সুদীপ দাস, তাঁর স্ত্রী শ্যামলী দাস ও পুকুরিয়া গ্রামের বিদ্যুৎ দাসের ছেলে ভগীরথ দাসের নাম ভোটার তালিকায় না-ওঠায় বৃহস্পতিবার যুগ্ম বি ডি ওকে সবার সামনেই ধমক দিলেন পর্যবেক্ষক রাজেন শুক্ল।

সুদীপবাবু ও তাঁর স্ত্রী ওড়িশায় থাকেন, এই যুক্তিতে ব্লক প্রশাসন তাঁদের আবেদন বাতিল করে। তিনি ওড়িশায় থাকেন কি না, সুদীপবাবুর কাছেই তা জানতে চান পর্যবেক্ষক। সেই সময় যুগ্ম বি ডি ও দীপকরঞ্জন দেব বলেন, "সুদীপ কাজের জন্য ওড়িশায় যান বলেই হয়তো তাঁর আবেদন বাতিল করা হয়েছে।" শুক্ল ধমকে উঠে দীপকবাবুকে বলেন, "আপনি ওকালতি করছেন কেন?" ভগীরথ দাসের আবেদন কেন বাতিল করা হল, তার কোনও কারণ অর্ডার শিটে না-থাকায় বিস্ময় প্রকাশ করেন শুক্ল।

এ বার ভোটার তালিকা তৈরির সময় যে-সব অর্ডার শিটে আধিকারিকদের মন্তব্য লেখা হয়েছে, তার একটিতেও ব্লক প্রশাসনের কারও স্বাক্ষর নেই। এমন অস্বাভাবিক কাণ্ডে রীতিমতো অবাক হয়ে যান শুক্ল। এর পরে যান খেজুরি ১ ব্লক অফিসে। সেখানে বিডিও নীতীশ দাসের কাছে থেকে যাবতীয় তথ্য নেন। অভিযোগ বইয়ে কোনও অভিযোগ নেই শুনে বইটি দেখতে চান। আনকোরা নতুন তিনটি অভিযোগ বই দেখে রাজেন শুক্ল মন্তব্য করেন, "ভেরি ক্লিন বুক!"

বর্ধমানেও নানা অনিয়ম দেখে হতবাক পর্যবেক্ষক রবীন্দ্রনাথ দাস।

রানিগঞ্জের রনাইয়ের ৯২ নম্বর অংশে নাম তোলার জন্য আবেদন করেছিলেন ৮০০ জন। নাম উঠেছে ২০০ জনের। নিজের আর স্ত্রী সালমা বিবির ভোটার পরিচয়পত্র নিয়ে সোজা কেন্দ্রীয় নির্বাচনী পর্যবেক্ষকের মুখোমুখি মহম্মদ আলি আজম। নালিশ, ভোটার তালিকায় নাম তোলার আবেদন করেছিলেন, কিন্তু নাম ওঠেনি। আলি আজম শুনানিতে এসেছিলেন এবং তাঁকে কোনও কাগজ দেওয়া হয়নি শুনে বিস্মিত রবিবাবু। শুনানিতে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের কোনও কাগজপত্র দেওয়া হয়নি, রানিগঞ্জের বি ডি ও-র কাছ থেকে এ কথা শুনে খাপ্পা রবিবাবু ৯২ নম্বর অংশে ফের শুনানির নির্দেশ দেন। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই মহকুমাশাসক চন্দনচয়ন গুহ জানিয়ে দেন, শুনানি হবে ১৪ জানুয়ারি।

মালদহের পর্যবেক্ষক দেবেন্দ্র সিংহের অন্য রকম অভিজ্ঞতা হল পঞ্চানন্দপুরে গিয়ে।

বারবার আবেদন করার পরেও ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে না-পেরে ক্ষিপ্ত পঞ্চানন্দপুরের বাসিন্দারা পর্যবেক্ষক দেবেন্দ্র সিংহকেই জেলা প্রশাসনের কর্তা ভেবে বিক্ষোভ দেখালেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটায় অস্বস্তিতে পড়েছে মালদহ জেলা প্রশাসন। শেষ পর্যন্ত স্পেশ্যাল ক্যাম্প বসিয়ে দু'দিনের মধ্যে ভোটার তালিকায় নাম তোলার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে পরিস্থিতির সামাল দেন তিনি। ভাঙনে তলিয়ে যাওয়া বাসিন্দাদের নাম কেন বাদ দেওয়া হয়েছে, সেই ব্যাপারে জেলা প্রশাসনকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হবে বলে জানান দেবেন্দ্র সিংহ।

জেলা খাদ্য নিয়ামকের দফতরে গিয়ে ভোটার তালিকার মতো রেশন কার্ডেও প্রচুর গরমিল ধরে ফেলেন তিনি। বলেন, "জেলাশাসক আমার কাছে রিপোর্ট করেছিলেন, পঞ্চানন্দপুরের ভাঙন-দুর্গতেরা ভোটার তালিকায় নাম তুলতে চাইছেন না। আমি তো এলাকায় অন্য অভিযোগ শুনলাম।"

একের পর এক অভিযোগ পেয়ে পর্যবেক্ষক প্রকাশ্যেই বি ডি ও-কে ধমক দিয়ে বলেন, "এ-সব হচ্ছেটা কী? কেন এঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে? এলাকায় স্পেশ্যাল ক্যাম্প বসিয়ে নাম তুলুন। দু'দিন পরে আমাকে রিপোর্ট দেবেন।"

ANADABAZAR PATRIKA

NO ANSWER ▮ It's surprising. How did it happen, ADM *saab*?' the EC observer asks official; ADM is speechless

Day 2: Rao finds 500 false voters in 400 km

SABYASACHI BANDOPADHYAY
KRISHNAGAR (NADIA), JANUARY 11

FROM a trickle it has become a flood. As Election Commission (EC) observer K J Rao travelled the length and breadth of Nadia district to oversee the roll revision process, he found as many as 500 false voters in the list today. Yesterday, he had found 14 false voters.

"It's surprising. How did it happen, ADM *saab*?" Rao asked the accompanying additional district magistrate of Nadia, Rajesh Sinha. But Sinha had no answers.

Like yesterday, the Congress and Trinamool Congress workers handed over a list of complaints to Rao. Armed with the list from the Congress, the EC observer conducted a house-to-house check, covering seven villages in Shantipur and Simurali constituencies.

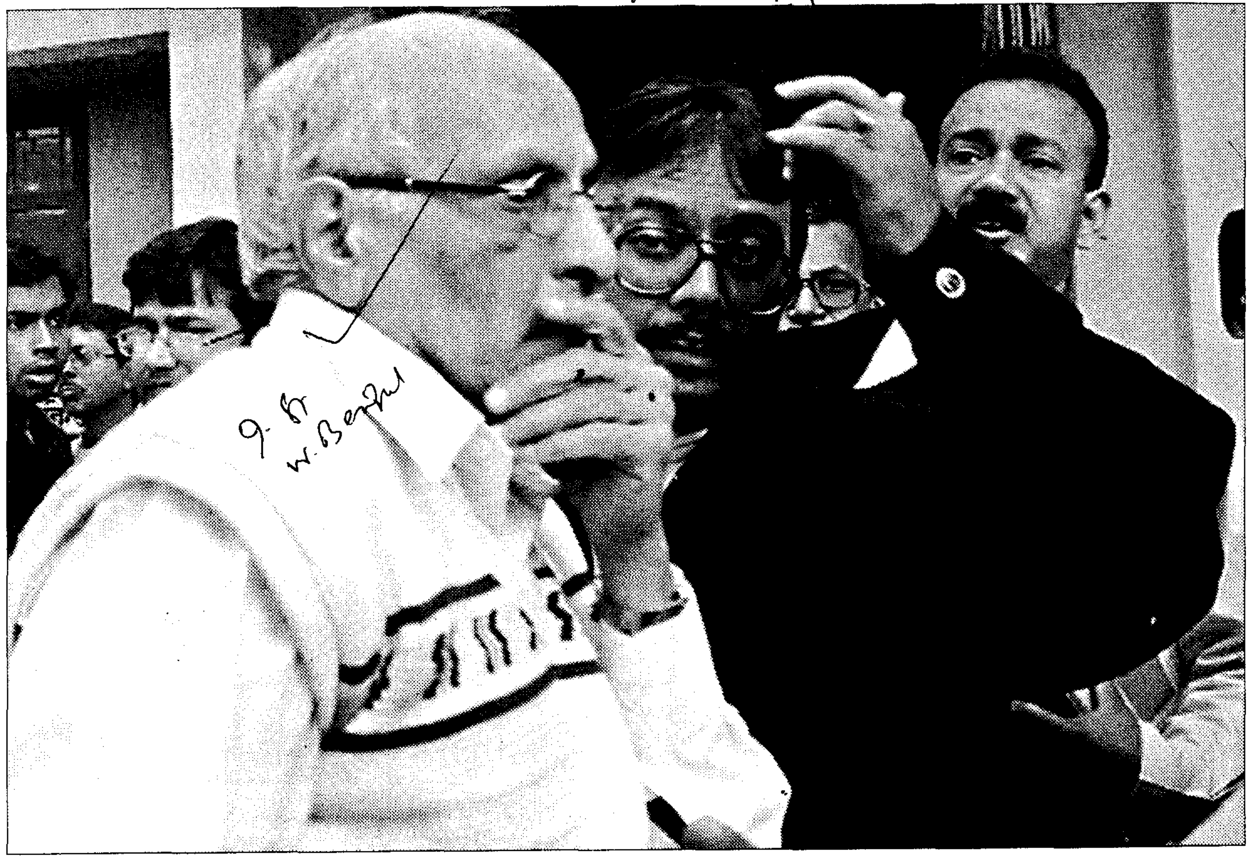

Armed with complaints, K J Rao continued his tour of Nadia district on Tuesday. *Sandipan Chatterjee*

As his convoy traversed about 400 kilometres, he found at least 500 anomalies — ranging from the inclusion of dead and fake voters to those who were not residing at their given addresses. Later, at the Krishnagar Circuit House where Rao was staying, Sinha called up the district magistrate, Rajesh Pandey, and informed him that all the allegations submitted by the Opposition parties were found to be true. Rao started his day's journey from the Fulia BDO office. From there, he headed to Belgharia village where he found 22 suspect voters on the rolls — 11 were dead and 11 were not residents of the addresses given. He then moved to Chutorpara, where one Surajit Das was found to have two electoral photo identity cards (EPICs) in his name. On checking, one EPIC was found to be fake. Rao immediately scratched that out.

The biggest surprise was at Malopara, under Simurali constituency. With river erosion ravaging the village, 150 residents have moved out. But their names figure on the voting list. Said Haridas Biwas, a Panchayat member belonging to the Trinamool: "The CPI(M) arranges for 150 people to vote for them under this list." Rao then turned to the assembled villagers. "Do you have any problem in casting your vote here?" he asked them. "Yes," cried the villagers in unison. "Many of us are not allowed to vote. It's not possible to vote in the reign of terror unleashed by the CPI(M)."

Rao visited Karigarpara Primary School, accused of issuing a fake school-leaving certificate to one Habibul Shaikh for electoral roll purposes. But the principal could not find the register. Rao was not very amused.

At another place, the CPI(M) Panchayat Pradhan of Saguna gram Panchayat was accused of getting a fake birth certificate issued. The Pradhan, Piya Sarker, was called to Chakdah BDO office to furnish an explanation. "My signature must have been forged," offered Sarker.

Bengal VOTES 2006

Woman reveals bogus names, is threatened

EXPRESS NEWS SERVICE
KOLKATA, JANUARY 11

A GROUP of CPI(M) supporters allegedly threatened a woman with serious consequences when she handed over a list of 50 "bogus" voters to Election Commission (EC) observer, Sudhir Kumar, in North 24-Parganas on Tuesdya afteroon. The district magistrate, Manoj Pant, was also present during the incident.

Taking serious exception, Kumar directed Pant to conduct an inquiry into the incident. He also asked the district administration to provide security for the woman, Ranjana Biswas.

The incident occurred at Nivedita Palli in Barasat. Biswas, a resident of Ward 19, handed over a list of 50 false voters to Kumar. She also added that she would be able to divulge more such names.

Then, an alleged CPI(M) party activist threatened the woman with serious consequences if she went ahead with her plans to reveal more false voters' names. He was accompanied by several others of the same locality.

The woman was threatened in front of EC observer, DM. *Express photo*

The threat was reportedly issued in the presence of both the EC observer and the district magistrate. A nervous Biswas requested protection. The EC observer immediately asked the district magistrate to provide the necessary security.

However, when asked about the incident, Kumar declined to comment. "Reports will be given to the Commission only," he said. Earlier in the day, Kumar's tour of the district revealed many false names in the electoral rolls. As many as 400 such names were detected.

The EC observer also decided to delete the names of those who were absconding for an indefinite period.

Kumar will be in the district till January 16, according to reports.

Maoist bullets will be met with bullets

CPM junks 'political' option

ALOKE Banerjee
Bandwan (Purulia), January 10

IN ITS first reaction to the murder of Purulia leader Rabindranath Kar, the CPI(M) had said it would tackle the Maoist menace politically. The party has since shifted stance.

Politburo member and Left Front chairman Biman Bose said on Tuesday that the CPI(M) would meet violence with violence. "No Maoist should go back alive if they come to attack us," he told a rally to condemn Kar's murder

"Get ready. Be watchful day and night. If they attack us suddenly, make sure they don't go back alive," he said.

To the Maoists, he said, "Don't play with fire. It will not be one-way traffic anymore. The consequences will be dangerous. You will be killed."

Don't play with fire. The consequences will be dangerous

Biman Bose

Senior leaders were evasive when asked if Bose's call to arms could trigger another round of violence and whether he had been right in the first place to ask people to take the law in their own hands.

CPI(M) state secretary Anil Biswas said Bose's call was to make sure that the Maoists got their "due punishment". "There will be no compromise with them," he warned.

Biswas alleged that the Maoists were targeting only the CPI(M) to make things easy for the Congress, the Trinamool and the BJP ahead of the state polls.

Reading out from books published by the CPI (Maoist), Biswas said, "They describe us as social fascists but consider the Trinamool, the BJP and the Congress democratic parties. You call this Maoist revolution!"

Taking a cue from the Front chairman, local leaders vowed to finish off the Maoists. "Enough is enough. It is time to take on the Maoists," district CPI(M) secretary Nakul Mahato said.

Police officials said in private that violence could escalate after Tuesday's rally. "If lower-level CPI(M) activists start killing villagers suspecting them to be Maoist sympathisers, we might see bloodbath," a top police official said. "We just don't have the infrastructure to tackle such a situation."

The CPI(M)'s decision to launch counterattacks came after district leaders decided that the police had failed to protect Kar. A resolution passed at Tuesday's meeting blamed Kar's death on "administrative laxity".

Biswas and Bose visited Kar's family at Bhomragara. They were guarded by CRPF and policemen with SLRs and mortar launchers.

See Kolkata Live Plus Bengal

THE HIDUSTAN TIMES 11 JAN 2006

ভুয়া ভোটার তালিকা

পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা হইতে ভুয়া ভোটারের নাম ছাঁটাই করার অভিযান শুরু হইয়াছে। এই লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকরা ইতিমধ্যেই তৎপর। কমিশনের প্রতিনিধি কে জে রাও নদিয়ার গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়া তদন্ত করিতেছেন, অন্য পর্যবেক্ষকরাও আসিয়া পড়িলেন বলিয়া। রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি আহ্লাদিত। তাঁহাদের দীর্ঘ কালের অভিযোগ, ভুয়া ভোটারের নাম নথিভুক্ত করিয়া এবং বৈধ ভোটারদের নাম কাটিয়া দিয়াই ভোটার তালিকায় প্রাথমিক কারচুপি চালানো হয়। ওই কারচুপির ভিত্তিতেই শাসক দল 'বৈজ্ঞানিক রিগিং' সম্পন্ন করে। নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা জেলায়-জেলায় ঘুরিয়া প্রতিটি অভিযোগই খতাইয়া দেখিতে চান। লক্ষণীয়, কমিশনের প্রতিনিধিদের শাসক বামফ্রন্টের প্রধান শরিক সি পি আই এমও দুই হাত বাড়াইয়া বরণ করিতেছে। বস্তুত, এ ব্যাপারে সি পি আই এমের আগ্রহ যেন বিরোধীদের চেয়েও বেশি। ফ্রন্ট সভাপতি বিমান বসু রাজ্যে প্রচুর ভুয়া ভোটারের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া কমিশনকে 'উকুন বাছিতে' অনুরোধ করিয়াছেন। এই প্রচুর পরিমাণ উকুনের অস্তিত্ব কিন্তু বিমানবাবুরা পূর্বে এই ভাবে স্বীকার করেন নাই।

শুধু তাহাই নহে, কমিশনের প্রতি বামপন্থীদের মনোভাবেও এ বার আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়াছে। এক সময় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এন শেষনকে 'পাগল' আখ্যা দিয়াছিলেন। লালুপ্রসাদ যাদবের মতো রাজ্যের বাম নেতারা কমিশনের বিরুদ্ধে মনুবাদী ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনেন নাই বটে, তবে কমিশন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যে-কোনও অনিয়মের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেই তাঁহাদের বিরাগভাজন হইয়াছেন। এ বার সেই জ্যোতিবাবুই যখন ব্রিগেডের সমাবেশ হইতে কমিশনের প্রশংসা করেন এবং দলীয় ক্যাডারদের কমিশনের সহিত সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন, তখনই বুঝা যায়, বামপন্থীরা কমিশনের সহিত সংঘাত এড়াইতে চাহেন। আর এখন তো কমিশনের প্রতিনিধিদের রীতিমত জামাই-আদর করা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে উপর্যুপরি নির্বাচনে নিরবচ্ছিন্নভাবে বামপন্থীদের একচেটিয়া সাফল্যের পিছনে কারচুপি-কবলিত ভোটার তালিকার ভূমিকা থাকিতে পারে, বিরোধীদের তোলা এই সংশয় হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে তাঁহারা মরিয়া। তবু যখন বিমানবাবু ভুয়া ভোটারের নাম কাটিতে গিয়া বৈধ ভোটারের নাম কাটিয়া ফেলার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেন, তখন বুঝা যায় কমিশনের তৎপরতায় তাঁহাদের অস্বস্তি কতখানি। কমিশন তো কারচুপিমুক্ত তালিকার ভিত্তিতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করিতেই আগ্রহী, খামোখা বৈধ ভোটারের নাম তালিকা হইতে বাদ যাইবে কেন?

ভোটার তালিকার কারচুপির ভিত্তি ভুয়া রেশন কার্ড, যেহেতু রেশন কার্ড দেখাইয়াই ভোটার তালিকায় নাম তুলিতে হয়। রাজ্যে যে লক্ষ-লক্ষ ভুয়া রেশন কার্ড বিলি হইয়াছে, এত কাল তাহা কানাঘুষায় শোনা গেলেও এ বারই সরকারি ভাবে তাহার স্বীকৃতি মিলিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিধায়ক-সাংসদদের সুপারিশেই রেশন কার্ড মিলিয়া থাকে। এ ব্যাপারে সব দলের রাজনীতিকই কমবেশি দায়ী হইলেও শাসক দলের দায় যে বেশি, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। কমিশনের প্রতিনিধিরা দেখিতেছেন, পাঁচ বছর আগে মৃত ব্যক্তি ভোটার তালিকায় জ্বলজ্বল করিতেছেন, দেশান্তরী, এমনকী বহু কাল নিখোঁজ ব্যক্তিও তা-ই। বিমানবাবু তো নদিয়া জেলায় ভুয়া রেশন কার্ড ও ভোটার পরিচয়পত্র ছাপার তিনটি কারখানার কথাও বলিয়াছেন। অন্যান্য জেলাতেও যদি একই ভাবে ভুয়া রেশন কার্ড ও ভোটার পরিচয়পত্র তৈয়ারির এমন বিস্তৃত কুটির শিল্প গড়িয়া উঠিয়া থাকে, তবে রাজ্যের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও সততা গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন। সে ক্ষেত্রে কমিশন যত প্রতিনিধি বা পর্যবেক্ষকই পাঠাক, নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত হওয়া অসম্ভব। যে বন্দোবস্ত কয়েক দশক ধরিয়া তিলে-তিলে বিকশিত হইয়াছে, দুই-তিন মাসে মুষ্টিমেয় কর্তব্যপরায়ণ অফিসারের কড়াকড়িতে তাহা কি রদ হওয়া সম্ভব? পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন লইয়া উত্থিত প্রশ্নগুলি অতএব থাকিয়াই যাইবে। কমিশনের চেষ্টায় বড় জোর আংশিকভাবে অবাধ ভোটের পরিবেশ রচিত হইতে পারে।

11 JAN 2006

কারচুপি ধরলেন কার্ডে

ধমকে-চমকে আস্থা জাগিয়ে রাও-ই নায়ক

সুনন্দ ঘোষ ও সুস্মিত হালদার ● কৃষ্ণনগর

দরজা খুলেই থতমত অমূল্য দাস।

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ৬৩ বছরের দক্ষিণ ভারতীয় এক বৃদ্ধ। তাঁর সঙ্গে হাফ ডজন প্রশাসক, এক ডজন বন্দুকধারী পুলিশ, দু'ডজন আলোকচিত্রী। কিছু ঠাহর করার আগেই জ্বলে উঠল ক্যামেরার ফ্ল্যাশবাল্‌ব।

অমূল্যবাবুর ঘাবড়ে যাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁর ২৫ বছরের একমাত্র ছেলের নামে দু'টি ভোটার কার্ড রয়েছে। সেই তথ্য হাতে দক্ষিণ ভারতীয় সেই বৃদ্ধ, নদিয়ায় এখন যিনি 'ভি ভি আই পি', নির্বাচন কমিশনের সেই প্রতিনিধি, কঠোর প্রশাসক কে জে রাও শীতের সকালে চেপে ধরলেন অমূল্যবাবুকে।

প্রশ্ন: ছবিটা চিনতে পারেন? এটা কি আপনার ছেলের ছবি?

অমূল্যবাবু: হ্যাঁ।

প্রশ্ন: তা হলে এটা কে? কার ছবি এটা?

দ্বিতীয় ছবিটাও হুবহু প্রথমটির মতো। তফাত শুধু এই, প্রথমটায় নাম রয়েছে সোমনাথ দাসের। এখানে নাম রয়েছে অজয় দাসের। দু'টিতে পিতার নামের জায়গায় অমূল্যবাবুর নাম লেখা। তলব হল রেশন কার্ড ও ভোটার পরিচয়পত্র নিয়ে আসার। অমূল্যবাবু কেঁপে-টেপে অস্থির। রাওয়ের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

সোমনাথ দাসের রেশন কার্ড দেখে অবশ্য হাসি মিলিয়ে গেল রাওয়ের। তিনি তখন হতবাক। সেই কার্ডে লেখা আছে তিনটি নাম। একটি বুবাই দাস। দ্বিতীয় নাম সোমনাথ দাস। তৃতীয় নাম সনাতন দাস। সনাতন নামটি যদিও পেন দিয়ে কাটা। তার আগে কারও হিজিবিজি সই। কিন্তু বাকি দু'টি নাম জ্বলজ্বল করছে।

রাওয়ের সঙ্গী, অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজেশ সিংহ অত্যন্ত বিব্রত। বিস্মিত রাও বলেন, "এটা কী করে সম্ভব? একটা রেশন কার্ডে এতগুলো নাম!" সেই রেশন কার্ডটি সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেন তিনি।

নদিয়ায় দ্বিতীয় দিন সকাল থেকে মাত্র ঘণ্টা সাতেকের মধ্যে রাও প্রায় ১৫০ কিলোমিটার ছুটেছেন জেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। রাজনৈতিক দলগুলির নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিটি বাড়িতে সরেজমিন তদন্ত চালিয়েছেন। যত দেখেছেন, ততই অবাক হয়েছেন। কখনও তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়েছে, কখনও রেগে গিয়েছেন, কখনও বা হেসে ফেলেছেন। সেই হাসির মধ্যে মিশে ছিল বিদ্রুপ ও ব্যঙ্গ।

মঙ্গলবার সকালে সি পি এমের কয়েক জন নেতার সঙ্গে বৈঠক সেরে কৃষ্ণনগর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন রাও। প্রথমে গিয়ে থামেন ৩০ কিলোমিটার দূরে শান্তিপুরের ব্লক অফিসে। শুরু হয় গ্রাম সফর। শুধু কি গ্রাম, শান্তিপুর পুরসভা এলাকার যে-ক'জন ভোটারের নামে একাধিক ভোটার কার্ড রাখার অভিযোগ আছে, রাওয়ের ছয় গাড়ির কনভয় গিয়ে থেমেছে শান্তিপুর শহরের সেই সব বাসিন্দার বাড়ির সামনে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাড়িগুলি গলি, তস্য গলির ভিতরে। গাড়ি ছেড়ে হেঁটে রাও পৌঁছে গিয়েছেন সেই সব বাড়ির দরজায়।

দিদিমণিরা সাধারণত বকাঝকা করার জন্যই সমাদৃত। কিন্তু দিদিমণিও যে জনসমক্ষে বকা খেতে পারেন, রাওয়ের কল্যাণে এ দিন দূর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তা দেখেছে কচিকাঁচারা। স্থান, কারিগরপাড়া প্রাইমারি স্কুল, শান্তিপুর। সেই স্কুল থেকে জনৈক হবিবুল শেখকে স্কুল ছাড়ার যে-সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, সেটি জাল বলে অভিযোগ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকের কাছে। ওই স্কুলে নাকি চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন হবিবুল। সেই সার্টিফিকেট দেখিয়েই হবিবুল ভোটার কার্ড পেয়েছেন। স্কুলে পৌঁছে খাতাপত্র দেখতে চান রাও। অধ্যক্ষা মীরা ভট্টাচার্য ঘাবড়ে যান। বলেন, "সর্বশিক্ষা অভিযানের জন্য খাতাপত্র নিয়ে গিয়েছে।" রাও সন্তুষ্ট হতে পারেননি এই উত্তরে। ধমক দিয়ে বলেন, "দু'ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত খাতাপত্র নিয়ে বি ডি ও-র সঙ্গে দেখা করবেন।" পরে বি ডি ও কাঞ্চন চৌধুরীর কাছে খাতা পৌঁছে দেওয়া হয়।

সোমবার রাও বেরিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলের অভিযোগ নিয়ে। মঙ্গলবার তাঁর সঙ্গে যে-গোটা দশেক ফাইল ছিল, তার উপরে লাল কালিতে লেখা, 'ডেড অ্যান্ড নন-রেসিডেন্ট ভোটার'। তলায় লেখা সি পি এম। শান্তিপুর পুরসভা ও পঞ্চায়েত সমিতি, দু'টোই কংগ্রেসের দখলে। সেখানকার বিধায়কেরাও কংগ্রেসের। সি পি এমের অভিযোগ নিয়ে এ দিন সেই এলাকা চষে বেড়ালেন রাও। কখনও বেলঘরিয়া, কখনও দাদ্দে ছুতোরপাড়া। কিছু অভিযোগের সত্যতা পেয়েছেন, কিছু পাননি।

এর পর ছয়ের পাতায়

● জেলায় জেলায় ঘুরছেন কমিশনের পর্যবেক্ষকেরা...পৃঃ ৫

ধমকে-চমকে

প্রথম পাতার পর

অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজেশ সিংহের মতে, জেলার ২৭ লক্ষ ভোটারের মধ্যে প্রায় ৭৫ হাজারের নাম কাটা যেতে পারে। জেলা প্রশাসন সেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। রাও নদিয়ায় ঢোকার আগের দিন, রবিবার রাতে হাঁসখালি এলাকায় নৃপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও সুনীল ঠাকুরকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। অভিযোগ, তাঁরা ভোটার কার্ডের জন্য যে-নথি পেশ করেছিলেন, তা জাল। রানাঘাটের এস ডি ও মেসবাউল হক বাকি যে-২৪ জনের নামে ওই অভিযোগ করেছেন, তাঁরা এখনও বেপাত্তা।

রাজেশ সিংহের কথায়, "রাও সাহেব নাম বাদ পড়ার যে-তালিকা নিয়ে ঘুরছেন, তা মোটামুটি আমাদের সঙ্গে মিলে গিয়েছে।" যা মেলেনি, তা হল প্রশাসন সম্পর্কে মানুষের ধারণা। এত দিন ভুয়ো ভোটার, রিগিং, জাল ভোট প্রসঙ্গে প্রশাসকদের সম্পর্কে যাঁরা 'বাছা বাছা' ভাষা ব্যবহার করতেন, নদিয়ায় পা দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাও সেই আমজনতার বিশ্বাস অনেকটা জিতে নিয়েছেন।

প্রথম উদাহরণ: শান্তিপুর পুরসভা এলাকার বেরপাড়া কাঙালি ওস্তাগর লেন। একটি বাড়িতে ঢুকে ভোটার তালিকা পরীক্ষা করছিলেন রাও। বেরোতেই স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জীব চৌধুরী পথ আটকালেন। তাঁর কাতর আর্জি, "স্যার, আমার দাদা অসিত চৌধুরীর নাম এখনও ভোটার তালিকায় ওঠেনি।" *রাও:* "উনি এখানেই থাকেন?" *উত্তর:* "হ্যাঁ, স্যার।" *রাও:* "জন্ম কোথায়?" *উত্তর:* "এখানেই স্যার।" অবাক রাও বলেন, "সে কী! এখানেই জন্ম, অথচ ভোটার তালিকায় নাম নেই কেন?" এস ডি ও-কে নির্দেশ দেন নাম তোলার জন্য।

দ্বিতীয় উদাহরণ: সকালেই রেডিও মারফত শান্তিপুরে খবর পৌঁছেছিল, রাও আসছেন। ব্লক অফিসের সামনে তাঁকে দেখার জন্য জড়ো হন অনেকে। তাঁদেরই এক জন, স্বপন দাশগুপ্তের আশা, "এ বার কিছু একটা হবেই।"

আর যে-যুবক হাতে ডায়েরি নিয়ে 'স্যার, একটা অটোগ্রাফ' বলে ছুটে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম জানা যায়নি।

নদিয়ার মাটিতে দক্ষিণী বৃদ্ধকে কার্যত তিনিই তারকা বানিয়ে দিলেন।

ANADABAZAR PATRIKA

Bengal's new deal

Farmer sells, government buys

The Left Front government appears to be floundering in its quest for FDI, paradoxically a Marxist panacea to shore up infrastructure. Having sold land cheap to the Indonesians in Howrah for a swanky township, it now embarks on a pathetically convoluted exercise to acquire agricultural land in 24-Parganas, both south and north. And rather unwittingly perhaps, it has reinforced the popular perception that it lacks a definite land policy and that it is guided in the main by ad hocism and political compulsions.

The approach reflects poorly on the administration that, after 28 years in power and now on the eve of another election, it has virtually relegated a traditionally crucial department since the time of the Great Mughals to the sidelines. So acute is the controversy within the party that the government now chooses to bypass Abdul Rezaak Mollah's Land and Land Reforms Department in its effort to acquire land for Mr Antony Salim to build a special economic zone and a knowledge city. The government will trade directly with the farmers, with the West Bengal Industrial Development Corporation, to use the language of metaphor, playing the middleman. Has the price been fixed?

The response is muted specially after the Howrah deal. Does the West Bengal Industrial Development Corporation have sufficient funds to effect a 5,100-acre land transfer? It doesn't, by the industry secretary's own admission. For which, the Salim Group will be expected to "pick up the tab". And should the latter set the price terms, South and North 24-Parganas may showcase another instance of land going cheap, almost a rerun of the sweetheart deal in Howrah. In the CPI-M state secretariat's reckoning, the arrangement implies "land acquisition with a human face", a perceived improvement over "forced acquisition" on the eve of the election. For all that, it is fairly obvious that the economic implications have not been thought through either by the party or government. Yet the political fallout has been serious enough. It is unfortunate that Mr Mollah is increasingly being ignored in matters of policy, much in the manner of Mr Satyasadhan Chakraborty.

But unlike the higher education minister, the minister for L & LR is indisputably more committed and wields considerable clout within the party and its main prop, the peasantry. It will be still more unfortunate if the party now tries to drive a wedge between the minister and the *Krishak Sabha*, the front organisation to be used on election day. Ad hoc politicking is no substitute for policy on such critical matters as land transfer and investment. The road to a Resurgent Bengal is being paved with the Chief Minister's good intentions and thoughtless endeavour. More's the pity.

2006

THE STATESMAN

Rao reigns supreme

Statesman News Service

KRISHNAGAR, Jan. 9. — On the first day of his visit to Nadia district, Election Commission observer Mr KJ Rao found irregularities in the revision of rolls. He struck off several names not on the list compiled in a summary revision. Leaders of several leading political parties met Mr Rao to air their grievances.

Determined to conduct free and fair polls, Mr Rao did not waste any time after interacting with the parties and the district administration. He paid surprise visits to nearby polling stations to verify lists. Soon after his arrival in Krishnagar this morning, Mr Rao met leaders of the Left Front, Congress, the Trinamul Congress and the BJP separately. Later, he went to the district collector's office to meet officials.

The Left Front chairman, Mr Biman Bose, in a letter to the Election Commission, today welcomed the poll observers, including Mr Rao urging them to "weed out the bogus voters". LF partners met today to chart out the Front's campaign strategy.

During his meeting with Mr Rao, the Trinamul Congress district president Mr Naresh Chaki alleged that 10 per cent of the voters in all Assembly segments were fake ones. Mr Chaki submitted 147 pages of documents listing the details of 4,032 ghost voters, Bangladeshis and dead persons that crowd the voters' list in Nadia district.

The Congress district president, Mr Ajay Dey, said that while the growth of population in Nadia district was 106 per cent, the electoral list had grown by 130.54 per cent. Mr Dey urged Mr Rao to cancel the list to prepare a fresh one after a door-to-door survey and said that a section of partisan policemen with political leanings should be transferred.

The BJP general secretary, Mr Samik Bhattacherjee, said that state government employees belonging to the CPM-affiliated coordination committee should not be involved in the electoral process. The CPI-M state secretariat member, Mr Mridul Dey, welcomed Mr Rao's presence in the district and said it was for the Election Commission to identify the forces that were "tarnishing the image" of the state.

The EC observer for verification of voters' list in Hooghly district, Mr N Siva Sailab, would meet the district officials and representatives of major political parties tomorrow, a senior official said today.

EC seeks list of offenders

KOLKATA, Jan. 9 – In an unprecedented move, the Election Commission has asked the state government to submit to it a list of "habitual offenders" every month. It wants a list of unexecuted non-bailable warrants on a weekly basis. According to the chief electoral officer, Mr Debashis Sen, the primary list of the widely acknowledged criminals has to be submitted to the Election Commission by 31 January. It is for the first time that the commission has asked for the list well ahead of a state's Assembly elections. — SNS

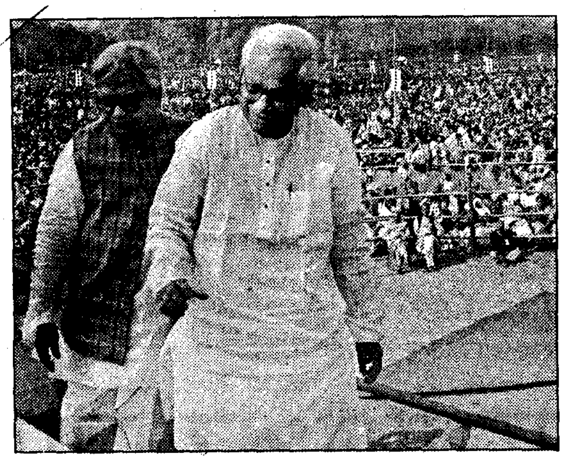

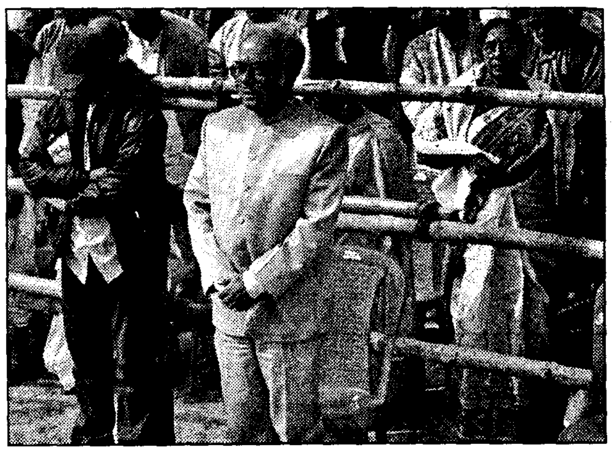

ব্রিগেডের জনসভায় বুদ্ধ, বিমান। মাঝে, বান্দোয়ানে নিহত রবি করের জন্য শোকজ্ঞাপনে অসীম দাশগুপ্ত। ডানদিকে, প্রবীণ নেতা বৈদ্যনাথ মুন্সির সঙ্গে ব্রিগেডে দেখা সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের। রবিবার ব্রিগেডে। ছবি: অমিত ধর

শিল্প, কর্মসংস্থানে বেশি জোর : সি পি এম

১ পাতার পর

পারে। শুধু তা-ই নয়, আরও বড় ব্যবধানে, আরও বেশি সংখ্যায় ফ্রন্টের প্রার্থীদের জেতান। আমরা মানুষের মর্যাদা দিয়েছি। পুলিসকে বলেছি মানুষকে মর্যাদা দিতে। ধর্মঘট মানুষের অধিকার। শ্রমিক, কর্মীরা সে-অধিকার ছাড়বেন না। পুলিসকে, সরকারি কর্মীদের বলেছি, আপনারা আমাদের সমর্থন করেন। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই পক্ষপাতিত্ব করবেন না। এ রাজ্যের মানুষের সচেতনতার জন্য বারবার আমরা ক্ষমতায় এসেছি। একদিন দিল্লিতেও আমাদের সরকার হবে। নিশ্চয়ই হবে। এখন দিল্লিতে আমাদের ততটা শক্তি নেই। সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ঠেকাতে কংগ্রেসকে সমর্থন করেছি। মানুষের কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রাখি না। কর্মসূচি রূপায়ণে মানুষই আমাদের সাহায্য করে। কর্মীদের বলি, আরও বেশি করে মানুষের কাছে যান। যাঁরা আমাদের সমর্থক নন, তাঁদের কাছেও যান। সবাই তো আর খারাপ, সমাজবিরোধী নয়। তা ছাড়া তৃণমূলকে কেন ভোট দেবেন? ওদের একটা ভোটও দেবেন না। ওরা মানুষের চরিত্র নষ্ট করছে। আর কংগ্রেস তো আমেরিকার দালাল। শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। মাঝেমাঝে শুনি এ রাজ্যে নির্বাচন নাকি ঠিকঠাক হয় না। '৭৭-এর পর থেকে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে সে-সব নির্বাচনে দিল্লি থেকে নির্বাচন কমিশনের লোকজন এসেছেন। তাঁরা তো প্রশংসাই করেছেন।

বামফ্রন্টের বিকল্প নেই : বুদ্ধদেব

এই সভা থেকেই শুরু হচ্ছে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের লড়াই। একদিকে বামফ্রন্ট, আরেকদিকে কংগ্রেস, তৃণমূল এবং বি জে পি। বামফ্রন্ট মানুষের লড়াইয়ের ফ্রন্ট। এ লড়াই মানুষের মুক্তির লড়াই। আর সেই লড়াইয়ে বামফ্রন্টের কোনও বিকল্প নেই। আসুন, এ লড়াইয়ে এতদিন আমাদের মধ্যে যাঁদের পাইনি তাঁদেরকেও সঙ্গে নেওয়ার চেষ্টা করি। ভোট এলেই কংগ্রেস এ রাজ্যে একটু পা রাখার চেষ্টা করে। দিল্লিতে ওদের আমরাই টিকিয়ে রেখেছি। এ রাজ্যে একটা পা-ও রাখতে দেব না। কংগ্রেস কী, মানুষ তা জানেন। ওদের শাসনে মানুষ দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছেন, গরিব আর বড়লোক। আর বি জে পি মানুষের মধ্যে আরও একটা ভাগ করতে চেয়েছে। সে ভাগ ধর্মের ভিত্তিতে। তৃণমূল সেই বি জে পি-কেই এ রাজ্যে টেনে আনার চেষ্টা করেছে। সিদ্ধার্থ, আদবানি একসঙ্গে বসে মহাজোট গঠনের চেষ্টা করছেন। এ জোট কীসের জোট? নাথুরাম গডসে আর গান্ধীজির? যে নাথুরাম গান্ধীজিকে হত্যা করেছে, বি জে পি তো তাদেরই দল। আমরা কেন্দ্রে কংগ্রেসকে সমর্থন করেছি। বি জে পি-কে আটকাতেই সমর্থন করেছি। কিন্তু আমাদের জাতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড বড় বড় কারখানাগুলি বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করলে শ্রমিকের, গরিব মানুষের স্বার্থবিরোধী কাজ করলে সমর্থন করব না। লোকসভায়, ময়দানে রুখে দাঁড়াব। পশ্চিমবঙ্গে এখন জীবন্ত পঞ্চায়েত। গরিবের হাতে জমি, উদ্বৃত্ত ফসল। কৃষির সাফল্যকে ভিত্তি করে শিল্পায়নের উজ্জ্বল আভাস। পেট্রোকেমিক্যাল, লোহা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে নতুন বিনিয়োগ। গরিবকে বাঁচিয়েই সারা রাজ্য জুড়ে নগরায়ণের বাতাবরণ।

চক্রের হাত থেকে বাঁচাতে: অনিল

'২৯ বছরের সাফল্যের ওপরে দাঁড়িয়ে আমরা আবার মানুষের কাছে ভোটপ্রার্থনা করছি। আদবানি-সিদ্ধার্থ চক্রের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে চাইছি। স্বাধীনতার আগে একদিন যেমন এ রাজ্য শিল্পের দিক থেকে দেশে প্রথম ছিল, সপ্তম বামফ্রন্টের লক্ষ্য তেমনই— এ রাজ্যকে আবার শিল্পে প্রথম করা। কংগ্রেস প্রতি নির্বাচনের আগেই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে উসকে দিয়েছে। আর তৃণমূল? এটা আদৌ কোনও রাজনৈতিক দল নয়। না আছে কোনও কর্মসূচি, না আছে কোনও গণতন্ত্র। দলে একজনের ইচ্ছেই সব। তবে এই দলের পাগলামি রাজ্যের মানুষকে বিব্রত করেছে। আগামী নির্বাচনে এই দলটিকে নির্মূল করতে হবে। শুধু হারালেই চলবে না, একটি আসনও যেন না পায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

এবার ভোটে আমাদের স্লোগান: (ক) গরিব, মধ্যবিত্তের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা। (খ) এতদিন যে গরিব ও মধ্যবিত্ত আমাদের বাইরে রয়েছেন, তাঁদের মন জয় করা। (গ) প্রতি কেন্দ্রে ৫০ শতাংশরও বেশি ভোট পেয়ে জয়লাভের চেষ্টা করা। প্রতিটি বুথের ওপর অতন্দ্র সৈনিকের মতো নজর রাখা।

আক্রান্তদের পাশে বারবার: বিমান

নির্বাচন সামনে বলেই এই সব গ্রামের মানুষদের সমস্যার কথা নিয়ে নানারকম গণ্ডগোল, জোট, ঘোঁট সব শুরু হয়ে যায়। আদিবাসীদের ওপর আক্রমণের পর আমরাই পাশে থেকেছি বারবার। ১৩ জানুয়ারি বিক্ষোভ-সমাবেশ ডেকেছি। গোটা দেশে আদিবাসীদের যা অবস্থা, তার সঙ্গে বাংলায় আদিবাসীদের তফাত আছে। বলছি না, আদিবাসীরা সবাই দুধেভাতে আছে। একবার খুব হইচই হল আমলাশোল নিয়ে। কিন্তু ওই আমলাশোলে পানীয় জলের জন্য পুকুর কাটতে গিয়ে চরম বিরোধিতা পেয়েছি। উন্নয়ন তো দূরের কথা, বান্দোয়ানে কি আগে কোনও রাস্তা ছিল? আমরাই বানিয়েছি। আগে সিংভূম হয়ে বিহারের মধ্য দিয়ে যেতে হত। মানুষকে যাঁরা বিভ্রান্ত করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে শক্তহাতে রুখে দাঁড়ান।

ভোট মানে লড়াই : সেলিম

ভোট মানে আমাদের কাছে লড়াই। তৃণমূল, বি জে পি, কংগ্রেসের কাছে খেলা। আমরা ভোটের জন্য ফ্রন্ট করি না। লড়াইয়ের জন্য ফ্রন্ট। তাই ফ্রন্ট আমাদের আছেই। ওরা ভোটের জন্য জোট করে। তাই এখন ভাড়াটে খেলোয়াড় খুঁজছে। ঠিক করতে পারছে না কে কোন জার্সি পড়বে। সেই খেলায় ওদের কোচ কে হবে। দেশি-বিদেশি কোচ না পেয়ে এখন কোচ ঠিক করছে দুই বাতিল ঘোড়া সিদ্ধার্থ রায় আর আদবানিকে। খেলায় জেতার জন্য ওরা রেফারিদেরও ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। তাই হাত ধরার চেষ্টা করছে নির্বাচন কমিশনের। ওরা জানে না, এ খেলার, এ লড়াইয়ের ফলাফল ঠিক করে দেয় আসলে জনগণ। তাই আজ এই সমাবেশ। ওদের এই দুজন কারা? একজন জরুরি অবস্থার জনক। আরেকজন রথে চড়ে দেশে অশান্তির স্রষ্টা।

ব্যর্থ: তৃণমূল

আজকালের প্রতিবেদন: প্রশাসন ও পরিবহণ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ব্যবহার করেও সি পি এম ব্রিগেড ভরাতে ব্যর্থ হয়েছে বলে জানালেন তৃণমূলের মুখপাত্র পঙ্কজ ব্যানার্জি। রাজ্য কংগ্রেস থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক মানস ভুঁইয়া বলেন, প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে সি পি এম ব্রিগেডে জনসভা করেছে। রবিবার ব্রিগেডে সি পি এমের জনসভার পর পঙ্কজ বলেন, সি পি এম দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের একটি মাত্র কাজ হল মমতাকে আক্রমণ করা। সরকার গত ২৯ বছরে কী কী কাজ করেছে তার উল্লেখ নেই ব্রিগেডে। মমতার প্রতি অনিলবাবু কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। আমরা এর তীব্র সমালোচনা করি। আসলে মমতার জোটের প্রস্তাব শুনে অনিলবাবুরা ভয় পেয়ে গেছেন। দিল্লিতে মমতা বলেন, তিনি যা বলার কলকাতায় গিয়ে বলবেন।

কলকাতাই ব্রিগেড

১ পাতার পর

নামার পর নিচে আর রাস্তা দেখা যায় না। মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেছে রাস্তা, পাশের ফুটপাথ। রেসকোর্সের বেড়ার সামনে দাঁড়িয়ে উপনগরপাল (পরিযান) জাভেদ শামিম তখন যানের পাশাপাশি গলদঘর্ম মানুষ সামলাতেও। মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছেন মঞ্চের দিকে। জোরে হাঁটাও যায় না। সামনের জনের পায়ে হোঁচট লাগে। বেলা ১২টা নাগাদ মঞ্চের ওপর থেকে দেখা গেল মঞ্চের ডানদিক-বাঁদিকে অনেকটাই খোলা মাঠ। মঞ্চের নিচে তখন উপনগরপাল (দক্ষিণ) এন রমেশবাবু জানালেন, ইতিমধ্যেই মাঠে পৌঁছে গেছেন তিন লক্ষেরও বেশি মানুষ। সন্ধ্যায় তিনিই বলেন, সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ১৫ লাখ। দুপুর ১২টা থেকে দেড়টা— একের পর এক মিছিল ঢুকেছে ব্রিগেডে। মিনিটে মিনিটে লাফিয়ে বেড়েছে মানুষের সংখ্যা। শিয়ালদা স্টেশন, হাওড়া, গড়িয়াহাট থেকে অবিরাম জনস্রোত আছড়ে পড়েছে ব্রিগেডে। বেলা দেড়টা নাগাদ এক গোয়েন্দাকর্তা বলেন, আট লাখ পেরিয়ে গেছে। এখনও প্রায় সমান রয়েছে রাস্তায়। এদিনের জমায়েতে দক্ষিণবঙ্গই ছিল প্রধান। উত্তরবঙ্গ থেকে জমায়েত ছিল কম। এ কথা নিজেই জানান বিমান বসু। পুরুলিয়া থেকে এসেছেন বীরেন মাহাতো। সঙ্গে আছেন স্ত্রী, দুই ছেলেও। এরকমই লাখ লাখ মানুষ এদিন জমা হয়েছিলেন সি পি এমের ডাকা ব্রিগেড সমাবেশে। এই জনজোয়ার সাক্ষী হয়ে রইল অনেক বিরল দৃশ্যেরও। মঞ্চের বাঁদিকের বসার জায়গা থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছিলেন এক অশীতিপর। হঠাৎই স্বেচ্ছাসেবক থেকে নিরাপত্তা কর্মী সকলকে চমকে দিয়ে মঞ্চ থেকে প্রায় দৌড়ে নেমে এলেন অনিল বিশ্বাস। প্রায় জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন প্রধান প্রবেশপথের দিকে। আজকের অনিল বিশ্বাস তখন কৃষ্ণনগরে কলেজ-পড়ুয়া। ইনি বৈদ্যনাথ মুন্সি। তখন সেখানকার সর্বক্ষণের পার্টিকর্মী। প্রায়ই অনিল বিশ্বাস যেতেন বৈদ্যনাথবাবুর বাড়ি। সেই স্মৃতি এখনও অটুট। নেমে এসে দেখা করেছেন। ৮৩ বছরের বৃদ্ধর হাত ছুঁয়ে অনিলের উষ্ণ আশ্বাস, 'যখন দরকার হবে আমাকে খবর দেবেন।' সুদূর কৃষ্ণনগর থেকে আসা বৈদ্যনাথের মতোই এসেছেন বাবলু চন্দ। কসবায় বাড়ি। ছোটবেলা থেকে পোলিও আক্রান্ত। মনের জোরেই সঙ্গে স্ত্রীকে নিয়ে তিন চাকার সাইকেলে এসেছেন ব্রিগেডে। উল্টোদিকে তখন অন্য দৃশ্য। থই থই ময়দান দেখে আপ্লুত নেতারা। কর্মীদের ভিড়ে মিশে গেলেন মন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত, নিরুপম সেন, নেতা শ্যামল চক্রবর্তীরা। খোশমেজাজে মঞ্চের পেছনে চলছে নানা মাপের নেতাদের আলাপচারিতা। তারই মাঝে তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মানব মুখার্জি পকেট থেকে ছোট্ট ডিজিটাল ক্যামেরা বের করে ফ্রেমবন্দী করে রাখলেন এদিনের ব্রিগেডের কিছু টুকরো ছবি। ব্রিগেডকে ক্যামেরাবন্দী করতে দেখা গেল বিধায়ক রবীন দেবকেও। পুরুলিয়া থেকে এসেছেন ধীরেন মাহাতো, বিশ্বনাথ মাহাতোরা। সভা শুরুর আগে দেখালেন ছৌনাচ। ৩৫ জনের দলের পরিচালক ধীরেন বললেন, বৈশাখ থেকে নামাবে মানববন্ধন। সেখানে দেখানো হবে বাংলার উন্নয়ন। পাশাপাশি দেখাব অস্ত্র দিয়ে উন্নয়ন বন্ধ করা যায় না। জানের পরোয়া করি না। এরকম হাজারো চরিত্রের সমাবেশে উজ্জ্বল হয়ে রইল রবিবারের ব্রিগেড।

ANADABAZAR PATFIKA

Left Front seeks a massive mandate

No alternative to the Front, says Buddhadeb

Special Correspondent

• Opposition's attempt to forge alliance "an unprincipled exercise"

• Industrialisation to be top priority if voted back to power

KOLKATA: The ruling Left Front kicked off its campaign for the coming Assembly elections in West Bengal with a massive rally here on Sunday.

At the meeting, organised by the Communist Party of India (Marxist), party leaders called on the people to return the Front to power for the seventh successive time. Industrialisation would be the top priority if the Government was voted back to power. The struggle to improve the lot of the economically weak would continue along with efforts for greater development.

The CPI(M) dismissed the Opposition's attempt to forge an alliance as "an unprincipled exercise, lacking an agenda of any substance that the disparate parties engage in prior to any election."

Historic achievement

Polit Bureau member Jyoti Basu said: "Nowhere in India, nowhere in the world where there is a parliamentary democracy, has a government been returned to power six times in a row as had the Left Front in the last Assembly polls. This is a historic achievement. I urge you to ensure that we come to power for the seventh time this time around and with more than the two-thirds of the total seats we had won the last time.

"I am into my 92nd year but despite failing health I have started feeling better just by the seeing the enormous crowd gathered here," said the former Chief Minister, who addressed the gathering seated.

He sought to remove apprehensions over the Election Commission's decision to depute 19 observers to the State in the run-up to the elections. "Why should they not come? There is no reason to believe they are our enemies."

The party leadership also claimed that the Left Front's success in safeguarding democracy in the State was evident in the highest turnout of people in any poll held anywhere in the world.

"Nowhere in the world does more than 70 per cent of the people vote in an election as is the case in West Bengal," State secretary and Polit Bureau member Anil Biswas said. He was referring to Bharatiya Janata Party leader L.K. Advani's remark that democracy had ceased to exist in the State.

Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee said: "We are aware of what has been achieved as well as what is to be done. We shall not give up on our policies for development that aim to benefit the poor."

Only a forum

On the Opposition efforts to form an "unprincipled" alliance, he said there was "no alternative to the Left Front and its alliance with the people" no matter how "grand, grand, grand" an alliance the Trinamool Congress [the main Opposition party] and the Congress hoped for. "The Trinamool is not a party but a forum to realise the desires of a single individual."

But Mr. Basu struck a note of caution. Even though the Opposition might not be able to formalise an alliance, "the Congress, the Trinamool and the BJP would try reaching a covert understanding," he said.

Trinamul Chief In Favour Of Seat Sharing But Without Strings

Quit NDA, Pranab tells Mamata

Our Kolkata Bureau

7 JANUARY

IT'S trumps for the Marxists even before they have hit the election campaign trail scheduled on Sunday. Possibilities of a poll alliance between West Bengal's two main opposition camps — Congress and Trinamul Congress (TMC) — seem to have receded to near obscurity.

Less than 24 hours before the CPI(M) launches its election campaign at the Brigade Parade ground in the city, the Congress has asked TMC to snap ties with the BJP-led National Democratic Alliance (NDA) first. The executive committee of the Congress held a marathon meeting here under the leadership of defence minister Pranab Mukherjee, who also heads the party in Bengal, and urged TMC chief Mamata Banerjee to strike the alliance after quitting the NDA.

"Electoral alliance with Trinamul Congress is possible if the party comes out of the NDA and takes the lead in fulfilling the aspirations of secular democratic progressive forces in the state," Mr Mukherjee said after the meeting. Ms Banerjee, who had already held a meeting with Mr Mukherjee a couple of days back, said she was not averse to the idea of sharing seats with the Congress, but there should not be any condition for the seat adjustment. "All political forces which want to remove the CPI(M) from power will automatically come closer," Ms Banerjee said.

Understandably, the Marxists can't hide their glee. "People in Bengal are politically polarised. Majority of Bengal population are with the Left and democratic forces. Some are sided with the Trinamul Congress and BJP combine. The Congress stands in third position. I think the idea of forming a grand alliance will never materialise," CPM state secretary and party's politburo member, Anil Biswas said.

For the CPI(M), which expects a gathering of about 10 lakh people at the Brigade Parade grounds on Sunday afternoon, this is bonanza. Sunday's maiden election meeting of the party will be addressed by four politburo members from Bengal, including chief minister Buddhadeb Bhattacharjee and former chief minister Jyoti Basu.

Political observers in the state believe that the Congress, which is running its government in Delhi with support from the Marxists, is not very serious in forging any alliance with TMC for the coming Assembly polls.

The Congress has also realised the growing importance of the CPM in national politics. Naturally, the Congress is not going to antagonise the Marxists in Bengal only to save their government in Delhi. Moreover, the mutual understanding between the two mainline political parties has widened in the last 18 months as the government in Delhi is running on the basis of common minimum programmes drafted jointly by the Congress and CPM.

Lower level party workers in both Congress and TMC are unhappy with Saturday's development. In rural Bengal, workers of the two parties have joined hands in defeating the ruling Marxists in different elections. "Take the cases of a few municipalities being run jointly by the Trinamul Congress, Congress and BJP. If we can do that, there is no reason to believe that the same will not happen at the state-level politics," said Sougata Roy, Trinamul Congress MLA.

১১ দিনেই ধরা পড়ল ছ'লক্ষ ভুয়ো কার্ড, ছাড়াতে পারে ২৫ লক্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভুয়ো রেশন কার্ড ধরার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পঞ্চায়েতগুলি ১১ দিনের মধ্যে ৬ লক্ষ ভুয়ো কার্ড ধরে ফেলল। এভাবে ধরা পড়লে ভুয়ো রেশন কার্ডের সংখ্যা ২৫ লক্ষ ছাড়িয়ে যেতে পারে। জেলাওয়াড়ি রিপোর্ট পেয়ে সি পি এম নেতৃত্বই এমনই আশঙ্কা করছেন।

শনিবার রাজ্যের ১৬টি জেলার পরিষদের সভাধিপতিদের সঙ্গে বৈঠকের পরে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস জানিয়ে দেন, ১১ দিনের অভিযানে ৬ লক্ষ ভুয়ো কার্ড ধরা পড়েছে। কিছুটা হুমকির সুরেই তিনি বলেন, "রেশন ডিলারদের হাতে যে ভুয়ো কার্ড রয়েছে, তা যদি তাঁরা স্বেচ্ছায় দিয়ে দেন তো ভাল। না হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

ইতিমধ্যেই ভুয়ো রেশন কার্ড সম্পর্কে জানতে চেয়ে নির্বাচন কমিশন চিঠি দিয়েছে রাজ্য সরকারকে। ফলে সরকার প্রবল চাপের মুখে। সি পি এম নেতৃত্ব চাইছেন, নির্বাচনের মুখে ভুয়ো রেশন কার্ড কেলেঙ্কারির দায় যাতে কোনও ভাবেই দলের ঘাড়ে না চাপে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-সহ রাজ্যের মন্ত্রীদের নিয়ে দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী এ ব্যাপারে বৈঠক করেছে। এ দিন বৈঠক হল জেলা সভাধিপতিদের সঙ্গেও। এর পরে পুর প্রধানদের নিয়ে বৈঠকে বসবে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট।

অনিলবাবুর দেওয়া তথ্যে পরিষ্কার, রেশন কার্ড কেলেঙ্কারির মাত্রা ক্রমেই বাড়ছে। এ ব্যাপারে দল ও মন্ত্রীরা যাই অজুহাত দিন, সরকারের ব্যর্থতা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হচ্ছে। দলের একাংশও চাইছেন, কোনও কিছু গোপন না করে দ্রুত পুরো বিষয়টি উদ্‌ঘাটিত হোক। এ দিনও অনিলবাবু জানিয়েছেন, "রাজ্যে জনসংখ্যার তুলনায় রেশন কার্ডের সংখ্যা বেশি। কত বেশি আমরা তা জানার চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যেই জেলা পরিষদকে ভুয়ো রেশন কার্ড ধরার ব্যাপারে সক্রিয় করা হয়েছে। এরপরেই পুরসভাকে অভিযানে নামানো হবে।"

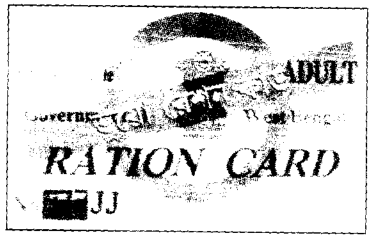

রাজ্যে কত ভুয়ো রেশন কার্ড রয়েছে? সঠিক পরিসংখ্যান অনিলবাবু না দিতে পারলেও তিনি বলেন, "রেশন কার্ড বিলির জন্য সুপ্রিম কোর্ট যে আট সপ্তাহ ছাড় দিয়েছে, তার মধ্যে ১১ দিন অতিক্রান্ত। বাকি আছে ৪৫ দিন। আমাদের অনুমান এই ৪৫ দিনের অভিযানে গ্রামীণ এলাকায় মোট ভুয়ো কার্ডের প্রায় ৫০ শতাংশ ধরা পড়বে।" তাঁর দেওয়া তথ্য থেকে পরিষ্কার, ১১ দিনের হারে যদি ভুয়ো কার্ড ধরা পড়ে, তাহলে কেবল গ্রামীণ এলাকাতেই কম করে ২৫ লক্ষের ভুয়ো রেশন কার্ড রয়েছে। এবং সেই সংখ্যাটি ৫০ লক্ষও হওয়া বিচিত্র নয়।

অনিলবাবু জানান, সপ্তাহেই পুরসভার প্রধানদের বৈঠকে ডাকবে সি পি এম। তাদেরও ভুয়ো রেশন কার্ড ধরার কাজে সক্রিয় ভাবে নামানো হবে। সরকারি সূত্রে খবর, শহরাঞ্চলেও লক্ষ লক্ষ ভুয়ো রেশন কার্ড রয়েছে।

রাজ্যের জনসংখ্যা যে প্রায় ৮ কোটি, তা জানিয়ে অনিলবাবু বলেন, " কেউ মারা গেলে অনেক সময়েই তার কার্ড জমা দেওয়া হয় না। মেয়েদের বিয়ে হওয়ার পরে অন্যত্র চলে গেলেও বাপের বাড়িতে রেশন কার্ড রয়ে যায়। আবার তার বাইরেও ভুয়ো কার্ড রয়েছে। সব মিলিয়েই মোট রেশন কার্ডের সংখ্যা ৮ কোটির বেশি।" তাঁর মতে, "ভুয়ো কার্ডের সংখ্যা ২৫ লক্ষ হতে পারে, আবার ৫০ লক্ষও হতে পারে। ঠিক কত, তা এখনই বলা সম্ভব নয়।"

প্রশ্ন হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ ভুয়ো রেশন কার্ডের জন্য দায়ী কে? এদিন এক সরকারি নির্দেশ দেখিয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, শ্রমিকদের কথা বলে রোমিং রেশন কার্ড চালু করা হচ্ছে। মমতার প্রশ্ন, কার্ড কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দিতেই কি সরকার এ কাজ করছে?

সেই সঙ্গে নির্বাচনের আগে দেড় কোটি বি পি এল কার্ড বিলির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা অনৈতিক।

রাজ্যে ১৯৬৯ সালের পর আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে রেশন কার্ড যাচাই হয়নি। তা জানিয়ে অনিলবাবু বলেন, "আমরা যেমন ভুয়ো কার্ড ধরতে চাই, তেমনি কেউ যাতে রেশন কার্ড থেকে বঞ্চিত না হয় সেই ব্যাপারটাও দেখতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া ছাড়ের সুযোগ নিয়েই দেড় কোটি দরিদ্র মানুষকে বি পি এল রেশন কার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারও আপত্তি থাকলে তিনি সুপ্রিম কোর্টে যান। আদালত যদি বলে, সামনে নির্বাচন, তাই এই 'রিলিফ' দেওয়া যাবে না, আমরাও কার্ড বিলি বন্ধ করে দেব।" অনিলবাবু জানান, বহু গরিব শ্রমিকই ঘুরে ঘুরে কাজ করেন। তাঁদের জন্যই সরকার রোমিং রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করেছে।

ANANDABAZAR PAT

8 JAN 2006

বিজেপি-সঙ্গ ছাড়ার দাবি বজায় রাখল রাজ্য কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা: এন ডি এ ছাড়ার ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চাপে রাখল কংগ্রেস। তাঁর এন ডি এ তথা বি জে পি-র সঙ্গ ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপরেই যে রাজ্যে বাম-বিরোধী জোটের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তা প্রকারান্তরে কংগ্রেস নেতৃত্ব বুঝিয়েও দিয়েছেন।

শনিবার কলকাতায় প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটির ডাকা সভায় এই ব্যাপারে প্রস্তাবও নেওয়া হয়েছে। বৈঠকের পরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেন, "বিজেপি-কে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আমরা বামবিরোধী প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ জোট গড়তে চাই। তৃণমূল যদি এন ডি এ ছেড়ে বেরিয়ে আসে, তা হলে মমতার নেতৃত্বেই সেই জোট হতে পারে।" এমনকী, মমতা যাতে এন ডি এ ছাড়েন সে জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (এ আই সি সি) সাধারণ সম্পাদক মার্গারেট আলভা তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। এ দিন তিনি দিল্লিতে বলেন, "বামবিরোধী জোট গড়ার ব্যাপারে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গেই কথা বলব। মমতা তো আমার কাছে অপরিচিত নন। তাঁর সঙ্গেও কথা বলব।"

কংগ্রেস নেতৃত্ব কড়া মনোভাব দেখালেও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বরকত গণি খান চৌধুরী এ দিন মালদহে জানান, তিনি ওই জেলায় 'মহাজোট' করবেনই। মমতা অবশ্য এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি বলেন, "কোনও দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমি কোনও কথা বলব না। তবে সরকারি ভাবে আগে কংগ্রেসের প্রস্তাব আসুক। তার পরে আমার মতামত জানাব।"

তবে প্রদেশ কংগ্রেসের বৈঠকে অধিকাংশ নেতাই প্রণববাবুকে স্পষ্ট জানান, জোটের প্রয়োজন আছে ঠিকই। কিন্তু বিজেপি-কে সঙ্গে নিয়ে ভোটে গেলে কংগ্রেসের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। বিজেপি বা সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে হাত মেলালে রাজনৈতিক ভাবে ফল যে ভাল হয় না, তা প্রিয়রঞ্জন থেকে বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরী জানিয়ে দেন। বৈঠকে প্রিয়বাবু বলেন, "ইন্দিরা ও রাজীবকে হটাতে জ্যোতি বসুরা যে ভুল করেছিলেন, কংগ্রেস সে পথে হাঁটবে না।"

জোটের ব্যাপারে প্রিয়বাবু, সুব্রত মুখোপাধ্যায় গত পুর নির্বাচনের সময় থেকেই দাবি তুলেছিলেন। এ দিন প্রণববাবুও দলীয় নেতৃত্বকে জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপট ব্যাখা করে জানান, ধর্মনিরপেক্ষ বিভিন্ন প্রগতিশীল দলের সঙ্গেই কংগ্রেস জোট গড়বে।

সি পি এম অবশ্য কংগ্রেসের এই জোট গড়ার বিষয়টিকে পাত্তাই দিচ্ছে না। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস এ দিন বলেন, "এই জোট হল সোনার পাথরবাটি। এই ধরনের কোনও রাজনৈতিক শক্তি পশ্চিমবঙ্গে আছে নাকি? এখানে রাজনীতির পুরোপরি মেরুকরণ না হলেও, অন্য রাজ্যের তুলনায় বহুলাংশে হয়েছে। এখানে জনগণের সিংহভাগ রয়েছে বামফ্রন্টের দিকে। অন্য অংশ তৃণমূল-বিজেপি-র দিকে। এর মাঝখানে প্রণব মুখোপাধ্যায় পরিচালিত কংগ্রেস ছাগলের তৃতীয় সন্তানের মতো নেচে বেড়াচ্ছে।" অনিলবাবুর এই মন্তব্যে বেজায় চটেছেন কংগ্রেস নেতারা। প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, "এই সমস্ত মন্তব্য করে অনিলবাবু নিজেকে খেলো করছেন।"

৩২৭ টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সরানোর নির্দেশ কমিশনের

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ● চুঁচুড়া

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিসের ২০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় হুগলির ২৮৪টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। একই ভাবে হুগলির ৪৩টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র এতদিন বিভিন্ন ক্লাবের মধ্যে হওয়ায় সেইগুলিও সরানোর নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। কমিশনের নির্দেশ কার্যকর হলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে হুগলির মোট ৩২৭টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে হবে।

নির্বাচন কমিশনের তরফে জেলা নির্বাচন দফতরের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলিকেও ওই সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র কোন এলাকায় সরিয়ে নেওয়া হবে তার বিকল্প প্রস্তাব কমিশনকে দিতে বলা হয়েছে।

যদিও কমিশনের ওই নির্দেশ অনেকক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলগুলিকে খুশি করতে পারেনি। কোথাও কোথাও কমিশনের বিকল্প ভোট গ্রহণের জায়গা বাতলে দেওয়ার প্রস্তাবেও সাড়া দেয়নি রাজনৈতিক দলগুলি। হুগলির ১৯টি বিধানসভার মধ্যে জেলাসদর চুঁচুড়া এবং আরামবাগের গোঘাটে সবথেকে বেশি সংখ্যায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে। চলতি মাসের ১০ তারিখে জেলা নির্বাচন দফতরে নির্বাচন কমিশনের তরফে হুগলির দায়িত্বে থাকা এক পদস্থ কর্তা জেলার রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসছেন। জেলা নির্বাচন দফতরের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিলেও জেলা সদর নির্বাচন দফতরের পক্ষে বিকল্প কোনও ভোট গ্রহণ কেন্দ্র চিহ্নত করেও দেওয়া হয়নি। যদিও শুধুমাত্র জেলাসদর চুঁচুড়ায় মোট ৪১টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র সরিয়ে নেওয়ার কথা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী। অবশ্য জেলাসদর চুঁচুড়ায় যে সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পার্টি অফিসের ২০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত সেইগুলিকে চিহ্নত করে দেওয়া হয়েছে সদর নির্বাচন দফতরের তরফে। কিন্তু বিকল্প ভোটগ্রহণ কেন্দ্র চিহ্নত করার নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ কার্যকর করেনি জেলা সদর নির্বাচন দফতর। আরামাবাগ মহকুমার গোঘাটে মোট ৪৩ টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পার্টি অফিসের ২০০ মিটারের মধ্যে রয়েছে। সেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলি সরিয়ে বিকল্প জায়গা খোঁজার কাজ শুরু হয়েছে।

একইভাবে শ্রীরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ৩৯টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে পার্টি অফিসের ২০০ মিটারের মধ্যে। শ্রীরামপুর স্টেশন সংলগ্ন সি পি এমের জেলা সদর দফতরের অদূরেই একটি ভোটগ্রহণ রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ওই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রটিও সরিয়ে ফেলার কথা।

নির্বাচন কমিশনের ওই নির্দেশের ব্যাপারে হুগলি জেলা সি পি এমের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সুনীল সরকার বলেন,"আমরা নিয়মের বাইরে কিছু কবর না। আগে আলোচনা হোক। কমিশনের নির্দেশেই আমরা কাজ কবর।" জেলা তৃণমূলের তরফে প্রবীর মুখোরাধ্যায় বলেন, "নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিলেও যে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির ছোট পার্টি অফিস রয়েছে সেইগুলি ভোটের কয়েকদিন বন্ধ রেখে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সরিয়ে নেওয়ার ঝামেলা এড়ানো যেতে পারে। নাহলে বাড়ি থেকে বহু দূরে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র হলে মানুষ উৎসাহ হারাবে ভোট দিতে।"

এই বিষয়ে জেলাপ্রশাসনের এক পদস্থ কর্তা বলেন,"বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির থেকে বিকল্প প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ঠিক কতগুলি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সরিয়ে নেওয়া হবে তা সবদিক বিবেচনা করে চূড়ান্ত হবে।"

অস্বাভাবিক মৃত্যু। ধানের মরাইয়ে পুত্রবধূর বাসি কাপড় মেলাকে কেন্দ্র করে বচসার জেরে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন শাশুড়ি। তাঁর নাম শেফালি খাঁ (৭২)। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমানের মাধবডিহি থানার আঁখিনা গ্রামে। পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর সঙ্গে বচসা হয় পুত্রবধূর। ভর্তি করা হয় বর্ধমান মেডিকেলে।

ANADABAZAR PATRIKA

আজ রাজ্যে ধিক্কার মিছিল

অনিল: ওরা নির্মূল হবেই

আজকালের প্রতিবেদন: এ রাজ্য থেকে মাওবাদীদের নির্মূল করা হবে। সি পি এম রাজনৈতিকভাবেই ওই শক্তিকে মোকাবিলা করবে। শনিবার এ কথা জানিয়েছেন সি পি এম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। তিনি অভিযোগ করেন, মাওবাদীরা কংগ্রেস, তৃণমূলের হাতিয়ার হিসেবে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে কাজ করছে। গত পাঁচ বছরে মাওবাদী, ঝাড়খণ্ড পার্টির আক্রমণে সি পি এমের ৩১ জন কর্মী খুন হয়েছেন। এর মধ্যে পুরুলিয়াতেই ১১ জন পার্টিকর্মী খুন হয়েছেন। ২০০১ সালের মতো এবারও বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যে গোলমালের চেষ্টা করছে। তবে বামফ্রন্টকে সপ্তমবারের জন্য ক্ষমতায় এনে রাজ্যের মানুষ ওই সন্ত্রাসবাদী, নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব দেবেন। অনিলবাবু জানান, পুরুলিয়ায় মাওবাদীদের হাতে সস্ত্রীক সি পি এম নেতা রবীন্দ্রনাথ করের খুনের প্রতিবাদে আজ, রবিবার রাজ্যের সর্বত্র ধিক্কার মিছিল বার করবে বামফ্রন্ট। ওই ঘটনার প্রতিবাদে শনিবারই পুরুলিয়া জেলায় বন্‌ধ হয়। বাঁকুড়া, মেদিনীপুরে হাজার হাজার মানুষ মিছিল করেন। এই ঘটনার পর সি পি আই (মাওবাদী)-কে নিষিদ্ধ করা উচিত কি না জানতে চাওয়া হলে সি পি এম রাজ্য সম্পাদক বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কোনও সমস্যার সমাধান হয় না। তিনি বলেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দিয়ে নয়, মাওবাদী শক্তিকে রাজনৈতিকভাবে, গণতান্ত্রিকভাবেই মোকাবিলা করবে সি পি এম। এর জন্য

এরপর ৪ পাতায়

ওরা নির্মূল হবেই: অনিল

১ পাতার পর

সি পি এম কর্মীদের আরও প্রাণ দিতে হলে দেবেন। তিনি বলেন, মাওবাদীদের লক্ষ্যই হল সি পি এম এবং পুলিসকর্মী। মাওবাদীরা উন্নয়ন চায় না। তারা গণতন্ত্রের শত্রু, মানুষের শত্রু। শত্রুর মোকাবিলা যেভাবে করতে হয়, সেভাবেই করা হবে বলে অনিলবাবু জানান। উন্নয়ন আর গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ওই শক্তিকে নির্মূল করা হবে। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, যারা সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্পে হামলা চালায়, তারা গরিবের উপকার চায় না। মাওবাদী জঙ্গি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য না করায় কংগ্রেস ও তৃণমূলের সমালোচনা করেন সি পি এম রাজ্য সম্পাদক। তিনি বলেন, মাওবাদীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কংগ্রেস, তৃণমূল কোনও নিন্দা তো করছেই না, উপরন্তু তাদের কথাবার্তায় মাওবাদীরা ইন্ধন পাচ্ছে। কংগ্রেস, তৃণমূলের হাতিয়ার হিসেবেই মাওবাদীরা বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে কাজ করছে বলে অনিলবাবু অভিযোগ করেন। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, দিনেরবেলায় যারা ঝাড়খণ্ড পার্টি করে, তারা রাতে মাওবাদী। আবার কোথাও দিনে কংগ্রেস বা তৃণমূল, রাতে মাওবাদীদের সহায়তা করে। অনিলবাবু বলেন, ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি কখনও স্থায়ী হতে পারে না। ১৯৬৯-৭০ সালে নকশালদের হাতে প্রতিদিন ৩ জন সি পি এম কর্মী খুন হয়েছিলেন। ১৯৭৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ৩৩০০ পার্টিকর্মী খুন হয়েছেন। পুরুলিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অনিলবাবু বলেন, সবাই যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, সেই সময় মাওবাদীরা আক্রমণ চালায়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে কেরোসিন তেল এনে পেট্রল বোমা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ করের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, এই সময় ডিনামাইট ফাটানো হয়। আশপাশের মানুষ ছুটে এলে জঙ্গিরা এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। অনিলবাবু বলেন, শুধু প্রশাসনিক নয়, পার্টির খবরাখবরের ওপর নির্ভর করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পার্টির কিছু ব্যর্থতা আছে। তবে তা কাটিয়ে তোলা যাবে। শনিবার এই ঘটনা নিয়ে শরিক দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন অনিলবাবু। আজ রাজ্য জুড়ে ধিক্কার মিছিল বার করবে বামফ্রন্ট। উৎসবের পাশাপাশি এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মিছিলে সামিল হওয়ার জন্য রাজ্যের মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন অনিলবাবু।

0 1 JAN 2006

EC army on way, Left back to wall

A STAFF REPORTER

Calcutta, Jan. 6: Buddhadeb Bhattacharjee's government and the CPM appeared on the backfoot today with the Election Commission's announcement that a team of 19 observers led by K.J. Rao, the man who made even Bihar polls "free and fair", would oversee the electoral roll revision here.

"We knew that observers would be coming, but we did not bargain for Rao — at least, not so soon," a senior government official said at Writers' Buildings today.

He added that though a team of observers was expected to tour the districts during the roll revision, the government did not expect an observer for every district.

The state election office, which received the news yesterday evening, was buzzing with activity this morning.

"We're keeping all records relating to claims, objections and form disposals ready, as desired by the commission. It has also asked us to give wide publicity to the arrival of the team led by Rao, its adviser," said an official in the state election department.

Jyoti Basu told the media at the CPM office that the party was not at all worried about Rao's visit.

"West Bengal is not Bihar. Even he (T.N. Seshan) had said that after the peaceful 2001 elections. People will still vote for us," the veteran of many polls said.

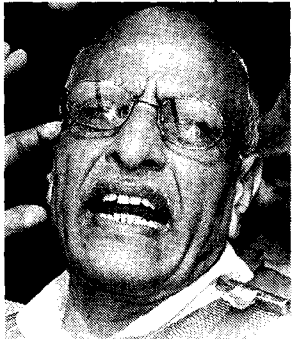

K.J. Rao: Top cop

ROGUE FIVE

Nadia
Murshidabad
North 24-Parganas
West Midnapore
Birbhum

He added: "I don't know what the Election Commission is up to this time. Till now, nobody has criticised us. Every election has been held in a free and fair manner."

State CPM secretary Anil Biswas, too, tried to put up a brave face. "Rao has efficiently handled the Bihar polls and we would be happy if free and fair elections are held in Bengal," he said.

Biswas added that Rao's trip to Nadia — most complaints regarding the pre-poll process have been reported from there — would be an eye opener for him. "It is good that he is visiting Nadia where nine Trinamul Congress activists have already been arrested for forging voter identity cards. Rao will get to see another face of the Trinamul Congress."

Contacted in Delhi, Rao refused to react to his Bengal assignment. "I can't say anything now. Let me first go there and have talks with all concerned," he said, adding that he would be coming here "with an open mind".

He will fly to the city from Chennai on Sunday evening and hold meetings with political parties in Nadia the next day.

Biswas is entrusted with the CPM affairs of Nadia.

During their weeklong stay, the observers will monitor distribution of voter identity cards, disposal of applications for inclusion/deletion of names from voter lists and claims and objections relating to the disposal.

R.K. Khandelwal, an IAS officer from Bihar, will tour Murshidabad and Sudhir Kumar, another IAS officer from that state, will go to North 24-Parganas.

Anil Garg and Anil Sant, two Uttar Pradesh cadre IAS officers, will camp in West Midnapore and Birbhum.

7 JAN 2006

THE TELEGRAPH

আরও ১৮ জনকে পাঠাচ্ছে কমিশন

বিহারের সেই রাও এ বার পশ্চিমবঙ্গের ভোটেও পর্যবেক্ষক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি ও কলকাতা: সি পি এমের অনিল বিশ্বাসেরা আদৌ 'চিন্তিত' নন। তবে সদ্য-সমাপ্ত বিহার বিধানসভা নির্বাচনের কাণ্ডারী কম্মা জশিউলা জগন্নাথ রাওকে শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

বিহারে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরে পর্যবেক্ষক করে পাঠানো হয়েছিল রাওকে। আর পশ্চিমবঙ্গের বেলায় তাঁকে ভোটার তালিকা সংশোধনের শেষ পর্যায়ের কাজ দেখতে পাঠিয়ে দিচ্ছে কমিশন। শুধু রাও নয়, তাঁর সঙ্গে আসছেন আরও ১৮ জন পর্যবেক্ষক। প্রত্যেক পর্যবেক্ষক এক-একটি জেলার দায়িত্বে থাকবেন। সাত দিন ধরে তাঁরা ওই সব জেলায় সরেজমিনে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং নাগরিকদের অভিযোগ শুনবেন।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনকে তারা যে আদৌ লঘু করে দেখছে না, রাও-সহ ১৯ জন পর্যবেক্ষককে তড়িঘড়ি পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়ে তা পরিষ্কার করে দিল কমিশন। রাজ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি। সবে খসড়া ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হতে চলেছে। চলছে সচিত্র পরিচয়পত্র তৈরির কাজও। এর মধ্যেই ভোটারদের পরিচয়পত্র এবং ভোটার তালিকা তৈরি নিয়ে অসংখ্য অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যের নির্বাচন দফতরের তদন্তেও পরিচয়পত্র তৈরি এবং বিলি নিয়ে অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। রাজ্য সরকারের ১৪ জন কর্মীকে কারণ দর্শানোর নোটিস দেওয়া হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাও-সহ ১৯ জন পর্যবেক্ষকের পশ্চিমবঙ্গ সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন নির্বাচন দফতরের অফিসারেরা।

বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দেবাশিস সেন বলেন, "আগে নির্বাচনের দিন ঘোষণার পরে পর্যবেক্ষকেরা দু'তিন দফায় পর্যবেক্ষণ করতে আসতেন। এ বার নির্বাচনের আগেই ১৯টি জেলায় আসছেন তাঁরা।" ১৯ জন পর্যবেক্ষকের সফরের আগেই দেবাশিসবাবু সরেজমিনে কয়েকটি জেলা সফরে বেরিয়েছেন। বিশেষ করে সীমান্ত এলাকায় ভোটার তালিকা তৈরি নিয়ে বিরোধীরা যে-সব অভিযোগ জানিয়েছেন, তা খতিয়ে দেখেন তিনি।

হঠাৎ এই সময় কমিশন এমন ভাবে পর্যবেক্ষকদল পাঠাচ্ছে কেন? কমিশন সূত্রের খবর, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই সংশোধন ও পরিচয়পত্র বণ্টনের কাজে গরমিল হচ্ছে বলে ভূরি ভূরি অভিযোগ জমা পড়েছে কমিশনের কাছে। বিরোধী দল ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন কমিশনের কাছে গিয়ে নির্দিষ্ট অভিযোগ জানিয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশন দিল্লি থেকে নিজের প্রতিনিধিদের পশ্চিমবঙ্গে পাঠায়। পাঁচ জনের দল দু'-দু'বার রাজ্যের কয়েকটি জেলায় আকস্মিক সমীক্ষা চালিয়ে দেখে, পরিচয়পত্র বিলি ও তালিকা সংশোধনের কাজে কমিশনের নিয়ম মানা হচ্ছে না।

প্রতিনিধিদল দিল্লি ফিরে রিপোর্ট পেশ করে। তাতে জানানো হয়, পশ্চিমবঙ্গের যে-সব জায়গায় আকস্মিক সমীক্ষা চালানো হয়েছে, তার অনেক ক্ষেত্রেই কমিশনের নির্দেশ যথাযথ ভাবে পালন করা হচ্ছে না। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে কমিশন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারকে কড়া চিঠি লেখে। তাঁকে দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়। কমিশন সাফ জানিয়ে দেয়, এই কাজে যদি কারও গাফিলতি প্রমাণিত হয়, তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। কী ব্যবস্থা নেওয়া হল এবং ভোটার তালিকা সংশোধন সুনিশ্চিত করতে রাজ্য নির্বাচন দফতরের তরফে কী ব্যবস্থা নেওয়া হল, সেই ব্যাপারে রিপোর্ট চেয়েছে নির্বাচন কমিশন।

কমিশন সূত্রে বলা হয়, এর আগে যখন পশ্চিমবঙ্গে দল পাঠানো হয়েছিল, তখন মাত্র কয়েকটি জেলায় এই সমীক্ষা চালানো হয়। তাতেই এত গরমিল পাওয়া গিয়েছে। যদি আরও বেশি জায়গায় ঘোরা সম্ভব হত, তা হলে আরও বেশি অসঙ্গতি ধরা পড়ত। সেই জন্য এ বার ১৯ জনের দল পাঠানো হচ্ছে। এক জন করে পর্যবেক্ষক রাজ্যের সব জেলাতেই যাবেন। কে জে রাওকেও একটি জেলার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। রাওকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি অবশ্য বলেন, "এখনও আমি কমিশনের নির্দেশ হাতে পাইনি। শুক্রবার দফতরে গিয়ে বিস্তারিত ভাবে সব জানতে পারব।" কমিশন সূত্রের বক্তব্য, ১৯ জনের পর্যবেক্ষকের দলে একমাত্র কে জে রাওই কমিশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত। বাকিরা বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী। তাঁরা যাচ্ছেন ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, দিল্লি থেকে।

অন্ধ্রপ্রদেশের দুঁদে আমলা রাও ২০০২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি কমিশনের সচিব হিসাবে অবসর নেন। কর্মদক্ষতার জন্য অবসরের পরেও কমিশনের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেন তিনি। গত বছর মার্চ থেকে তিনি কমিশনের উপদেষ্টা। বিহারে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভোট পরিচালনায়

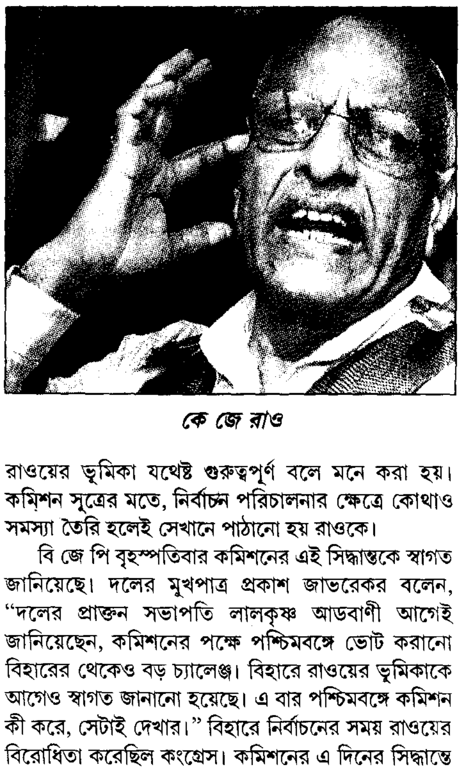

কে জে রাও

রাওয়ের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কমিশন সূত্রের মতে, নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোথাও সমস্যা তৈরি হলেই সেখানে পাঠানো হয় রাওকে।

বি জে পি বৃহস্পতিবার কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। দলের মুখপাত্র প্রকাশ জাভরেকর বলেন, "দলের প্রাক্তন সভাপতি লালকৃষ্ণ আডবাণী আগেই জানিয়েছেন, কমিশনের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে ভোট করানো বিহারের থেকেও বড় চ্যালেঞ্জ। বিহারে রাওয়ের ভূমিকাকে আগেও স্বাগত জানানো হয়েছে। এ বার পশ্চিমবঙ্গে কমিশন কী করে, সেটাই দেখার।" বিহারে নির্বাচনের সময় রাওয়ের বিরোধিতা করেছিল কংগ্রেস। কমিশনের এ দিনের সিদ্ধান্তে অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া জানাতে চায়নি তারা।

রাওয়ের এই সফরের বিষয়টিকে অবশ্য গায়ে মাখছে না সি পি এম। ওই দলের রাজ্য সম্পাদক অনিলবাবু বলেন, "১৯ জন কেন, ১৯ হাজার পর্যবেক্ষক আসুন। নির্বাচনী বিধি মেনে ভোট হলে বামফ্রন্টই জয়ী হবে। বিহারে নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কে জে রাও এলেও মানুষ যদি ভোট দিতে পারে, তা হলে আমরাই জিতব।"

Mamata dares police to arrest her, promises hell

ARINDAM Sarkar
Kolkata, January 5

WHAT HER "grand alliance" efforts have failed to achieve so far, the warrant against her looks well set to do: raise enough political heat and dust for the run-up to the state Assembly polls.

Almost welcoming the prospect of being arrested, Trinamool chief Mamata Banerjee on Thursday said, the people of Bengal would rise in rebellion and give the CPI(M) a fitting reply if she was put behind bars. "The people will decide my fate. It is for them to protest the warrant against me. It will be a test of their anti-Left credentials. If the police can arrest me against their wishes, let them arrest me. I will not surrender," Mamata, currently on a tour of North Bengal, said.

Mamata Banerjee

Her followers in Kolkata breathed fire. Alleging a CPI(M) plot to weaken the Opposition, they said Bengal would burn if the Left Front's police dared to touch their leader.

Mamata is expected to reach the city on Saturday morning by Darjeeling Mail. But the battle lines are drawn. Trinamool workers are planning to raise a human wall around their leader and beat back any attempt to arrest her.

On Thursday evening, Trinamool leaders of all ranks moved in to camp either at Mamata's Harish Chatterjee Stree tresidence or at the party office on the EM Bypass. Also, party workers across the state started feeding them with updates on police movements. Several telephones lines were activated to keep in touch with party workers in North Bengal.

The backroom boys too were at work. Sources said, the legal cell of the party, comprising Ajit Panja, Biman Banerjee and Kalyan Banerjee were busy poring over law books to draft a challenge against Mamata's likely arrest.

Leaders like state Trinamool Youth Congress president Madan Mitra, MLA Paresh Pal and Sanjay Bakshi were given the responsibility to lead the Trinamool army against the police and CPI(M) cadres. "We don't want violence. But if the police think that the party and the people of Bengal will sit idle if they arrest Mamata, they are making a big mistake. There will be mayhem in Bengal if the police act funny. The CPI(M) would do well to be ready for a fight to the last," Madan Mitra said.

Paresh Pal said, "Let them touch Mamata; we will show them what we are made of. If the CPI(M) thinks only its own men have the muscles, they are wrong."

Mamata herself didn't elaborate. She said her arrest would lead to serious consequences.

The warrant couldn't have come at a better time for her. With no strong political issue to raise against the Left Front, the Trinamool chief wants to cite it as an example of CPI(M) highhandedness against the main Opposition force and derive whatever pre-poll mileage it yields. Before that, her workers will observe Friday as Black Day, burn the chief minister's effigies and gherao police stations.

THE HIDUSTAN TIMES 06 JAN 2006

Bihar poll hero bound for Bengal

K.J. Rao leads 19-member team; CPM says numbers don't matter

HT Correspondent
Kolkata, January 5

THE HERO of Bihar polls is headed for poll-bound West Bengal. The EC is sending K.J. Rao at the head of an 18-member observers' team on January 9. This is the first time in the history of polls in the state that 19 observers — one for each district — are being sent even before the announcement of election dates. The observers' brief is to field complaints from the people on the revision of electoral rolls.

K.J. Rao (top) and Anil Biswas

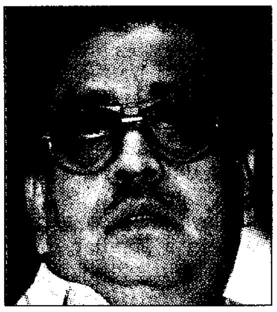

According to state EC officials, the CEC took serious note of the various complaints related to exercise of hearing and preparation of the electoral rolls.

The CEC is attaching a lot of significance to the electoral rolls, as only a foolproof and zero-error voters' list can ensure fair polls, hence the decision to send such a large team.

However, CPI(M) state secretary Anil Biswas is unruffled. "It does not matter whether the CEC is sending 19 observers or 19,000 observers. It also matters little if the CEC sends the observers that conducted polls in Bihar." According to Biswas, if the elections were conducted as per rules, it would help people exercise their voting rights smoothly.

The observers will fan out in the districts on January 10 and be there for nearly a week. Apart from making a note of complaints and trying to sort them out, they will also oversee the hearing process and roll revision.

The CEC has received complaints that state electoral officers had ticked off many genuine voters just because they had failed to appear on the hearing date. It has also taken serious note of fake birth certificates, fake ration cards and even fake ID cards doing the rounds.

Complaints of mismatch of photographs on the photo electoral rolls would be carefully looked into. The application forms for inclusion have reached 8.56 per cent of the electorate but the chief election commissioner plans to restrict it to 2 per cent. This means each application form will have to be carefully scrutinised.

THE HINDUSTAN TIMES 06 JAN 2006

Maoist mayhem

Purulia a case study for CPI-M

By complaining to the Centre that Maoists now have a convenient passage to south Bengal from Jharkhand, Orissa and Andhra Pradesh, the Chief Minister is suggesting that Bengal is bearing the brunt because these states have failed to rein in the Left radicals. The conclusion is a touch superficial. It must also appear somewhat surprising because as recently as November Mr Buddhadeb Bhattacharjee had got to the root of the Maoist insurgency when he articulated his angst over the failure of poverty alleviation schemes in Purulia. On the face of it, the Maoists may have a launching pad in Jharkhand, but the socio-economic malaise runs deeper. The killing of a CPI-M leader and former *zilla sabhadhipati* Rabindranath Kar and his wife by Maoists in Purulia's Bandwan village was as much an attack on the party as the institution of *panchayati raj*. Purulia is a basket case in any measurement of poverty levels, and this largely accounts for the spread of extremism in this belt bordering Jharkhand and Orissa. The Chief Minister was candid enough to admit that welfare schemes had made no impact on Purulia's 950 "poorest of the poor" families, an assessment made in the wake of the reported starvation deaths. He had even renewed his faith in the panchayat system with the promise of a radical decentralisation of rural governance.

As with several of his other plans, there is no indication yet that Mr Bhattacharjee has been able to convince the party. For far too long have panchayats been reduced to party hubs that have drifted away from the founding principles. The party cadres who run the panchayats have much to lose and the village poor much to gain in any reform of rural governance. Party interference must first be checked for the change to be effective. The government must be in a position to ensure the proper utilisation of the £130 million pumped into the rural sector by Britain's Department for International Development (DFID). Maoist insurgency can only escalate in Purulia, Bankura and Midnapore unless the CPI-M allows the Chief Minister to translate the paradigm shift to action.

THE STATESMAN

ছাড়তেই হবে এনডিএ

মমতাকে পেতে প্রণবকেই ভার দিলেন সনিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এন ডি এ থেকে সরিয়ে আনার দায়িত্ব প্রণব মুখোপাধ্যায়কেই দিলেন কংগ্রেসের সভানেত্রী সনিয়া গাঁধী।

এ আই সি সি সূত্রের খবর, মমতার সঙ্গে আলোচনা চালানোর নির্দেশ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিকেই দিয়েছেন সনিয়া। শনিবার রাতেই মমতার সঙ্গে এক প্রস্ত কথা বলেছেন প্রণববাবু। সেই বৈঠকে প্রণববাবুর প্রস্তাব ছিল, মমতা যদি বি জে পি-র সঙ্গ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন, তা হলে জোটের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁকে তুলে ধরেই নির্বাচনে লড়বে কংগ্রেস।

বি জে পি-র সঙ্গে থাকলে জোট গড়ার ব্যাপারে সনিয়ার আপত্তি আছে। ফলে মমতাকেই এখন এন ডি এ ছেড়ে বেরোনোর জন্য বোঝানোর তৎপরতা বেড়েছে। সনিয়া তা-ই চাইছেন। ব্যক্তিগত বিদেশ সফর থেকে আজ, বুধবার দিল্লিতে ফিরছেন তিনি। কিন্তু প্রণববাবু আজই নাগপুর চলে যাচ্ছেন। জোট নিয়ে দলের ভিতরে আলোচনার জন্য তিনি ৭ জানুয়ারি প্রদেশ কংগ্রেসের দফতরে বৈঠক ডেকেছেন। তার আগের দিন অর্থাৎ ৬ জানুয়ারি সনিয়ার সঙ্গে বৈঠক হবে তাঁর।

মমতা অবশ্য এই প্রসঙ্গে এ দিন কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি বলেন, "সরকারি ভাবে জানার পরে মন্তব্য করব। তবে আমি এখনও বলছি, একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দিয়ে লড়াই করতে চাই আমরা। সি পি এম-বিরোধী লড়াইয়ে যাঁরা আমাদের সঙ্গে আসবেন, তাঁদেরই স্বাগত জানাব।"

এই পরিস্থিতিতে মালদহের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বরকত গনি খান চৌধুরী বি জে পি-কে নিয়ে জোট গড়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। এ দিন মালদহে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ থেকে সি পি এম-কে উৎখাত করতে হলে মহাজোট গড়তেই হবে। বি জে পি সঙ্গে থাকলে ক্ষমতা দখল করা সহজ হবে। একা কংগ্রেসের পক্ষে ক্ষমতা দখল কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।" কিন্তু সনিয়ার আপত্তির কথা মাথায় রেখে গনি বলেন, "সনিয়া জোটের ব্যাপারে আপত্তি করতেই পারেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির কথা মাথায় রাখলে বি জে পি-কে সঙ্গে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।"

গনি এই সমাধানসূত্র বাতলালেও কংগ্রেসের পক্ষে তাতে সামিল হওয়া মুশকিল বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। এ দিন দিল্লি থেকে কলকাতা যাওয়ার আগে তিনি বলেন, "কংগ্রেস সরকারে রয়েছে। তাদের কিছু বাধ্যবাধকতাও আছে। বরং এই ক্ষেত্রে একটা সমঝোতা-সূত্র বার করা সমীচীন।" তাঁর মতে, বি জে পি-র বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থী দিক। কিন্তু কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেস পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবে না। এমন একটা পরিস্থিতিতে পৌঁছনোর জন্য আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। গনিও বলেন, "৭ জানুয়ারির বৈঠকে যেতে পারলে এই সমস্যা দূর করার উপায় জানাব। মালদহ জেলা পরিষদকে মডেল করে এগোতে পারলে মহাকরণ দখল করা সহজ হবে।"

এ দিকে, বাম-বিরোধী জোট গড়ার এই প্রচেষ্টার কড়া সমালোচনা করেছেন সি পি এম নেতৃত্ব। এ দিন সি পি এমের মুখপত্রের ৪০ বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, "এ যেন বিরোধীদের মহা মহাজোট। বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে গাঁধী-গডসের জোট হচ্ছে। বামফ্রন্টের বিকল্প হতে পারে না কেউ।" ওই অনুষ্ঠানে দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, "আমরা মতাদর্শের উপরে দাঁড়িয়ে রাজনীতি করি। আর বিরোধীরা বলছে একের বিরুদ্ধে এক— এটাই আমাদের কর্মসূচি। ওদের আর কোনও কর্মসুচি নেই।"

অবশ্য এই জোটের সম্ভাব্যতা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকায় রাজ্য কংগ্রেস নেতারা তাঁদের 'ঘর গোছানো'র কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জে এম এম) তো কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারের শরিক। এ দিন জে এম এম নেতৃত্বের সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ব্যাপারে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে ঝাড়খণ্ড পার্টি (নরেন)-র নেত্রী চুনিবালা হাঁসদা এবং অন্যেরাও ছিলেন। বৈঠকের পরে পরে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মানস ভুঁইয়া বলেন, "জে এম এম এবং জে কে পি নরেন গোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের জোট তো রয়েছেই। সেই সম্পর্কটা আগামী নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে আরও সুদৃঢ় করতে আলোচনা করলাম। এই ব্যাপারে আমরা এস ইউ সি-র সঙ্গেও কথা বলব।"

নির্বাচনের আগে জে এম এম এবং জে কে পি (নরেন)-র সঙ্গে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা-বাগানে আদিবাসী শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারি থেকে যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচিও নিয়েছে কংগ্রেস। তৃণমূলের সঙ্গে জোট হলে তা রাজ্যে বাম-বিরোধী শক্তিকে যে শক্ত ভিতের উপরে দাঁড় করাবে, তা স্বীকার করেছেন অজিত মাহাতো ও চুনিবালা হাঁসদা। জোট নিয়ে প্রণব-মমতা বৈঠককে স্বাগত জানিয়ে তাঁরা বলেন, "উদ্যোগটা ভালই। একের বিরুদ্ধে এক হলে আমাদের ভালই হবে।"

ANADABAZAR PATRIKA 04 JAN 2006

অবিলম্বে খাদ্যমন্ত্রীর ইস্তফা চাইলেন বিরোধীরা

রাজ্যে জনসংখ্যার চেয়ে রেশন কার্ড বেশি, মানলেন স্বয়ং বুদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা: যে-কার্ডের জোরে ভোটার তালিকায় নাম তোলা যায়, এ রাজ্যে সেই রেশন কার্ডের সংখ্যা জনসংখ্যার তুলনায় বেশি বলে স্বীকার করে নিল খোদ বামফ্রন্ট সরকারই। সোমবার সি পি এমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে দলীয় মন্ত্রীদের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যই এই তথ্য দিয়েছেন।

তবে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস জানাতে প্যারেননি, রেশন কার্ডের সংখ্যা কত বেশি। তিনি বলেন, "রাজ্যে জনসংখ্যা আট কোটি ১৫ লক্ষ। রেশন কার্ডের সংখ্যা তার থেকে বেশি। জাল কার্ড ধরার প্রক্রিয়া চলছে।" এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও সরকার অবশ্য ভোটের আগে আরও এক কোটি ৫৩ লক্ষ আবেদনকারীকে নতুন করে বি পি এল কার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, নথিবদ্ধ রেশন কার্ডের সংখ্যা কত? চেন্নাই থেকে খাদ্যমন্ত্রী নরেন দে বলেন, "আট কোটির বেশি। কত বেশি, খাদ্য দফতর মঙ্গলবার তা জানিয়ে দেবে।" খাদ্যমন্ত্রী বলেন, "জনসংখ্যার তুলনায় রেশন কার্ড কোনও জেলায় বেশি, কোনও জেলায় কম।" হিসাবটা কী? তাঁর জবাব, "রাজ্যে সবাই নথিবদ্ধ রেশন কার্ড পাননি। অথচ কার্ডের সংখ্যা জনসংখ্যাকে ছাপিয়ে গিয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায়, বহু মানুষের হাতে জাল রেশন কার্ড রয়েছে।"

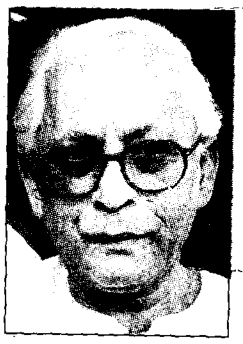

রাজ্যে জনসংখ্যার তুলনায় রেশন কার্ডের সংখ্যা বেশি, সি পি এম এটা স্বীকার করা মাত্রই বিরোধী দলগুলি খাদ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছে। কংগ্রেস ও তৃণমূলের বক্তব্য, আমাদের অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ওই সব জাল কার্ড দিয়েই সি পি এম ভোট করে। এর পরে নরেনবাবুর খাদ্যমন্ত্রীর পদ আঁকড়ে থাকা উচিত নয়। ফরওয়ার্ড ব্লক ওই দাবি নাকচ করে দিয়েছে। তৃণমুল নেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, ভোটের আগে জাল কার্ড বাতিল করতে হবে।

বি পি এল কার্ড বণ্টন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলার নিষ্পত্তি হয়নি এখনও। তবে আদালত গোটা দেশেই আট সপ্তাহের ছাড় দিয়েছে। রাজ্য সরকার সেই সুযোগেই ভোটের আগে দারিদ্রসীমার নীচের মানুষদের (বি পি এল) রেশন কার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নবজাতকদেরও নতুন রেশন কার্ড দেওয়া হবে। অনিলবাবু জানিয়েছেন, আট সপ্তাহের মধ্যে আর সাত সপ্তাহ বাকি। তার মধ্যেই যা করার করতে হবে। বস্তুত, তার পরেই ভোটের নির্ঘণ্ট জারি করবে নির্বাচন কমিশন।

জনসংখ্যার তুলনায় রেশন কার্ড বেশি, বুদ্ধবাবু-অনিলবাবুরা এ কথা বলায় বাম-শরিক ফরওয়ার্ড ব্লকই সব চেয়ে চাপে পড়ল। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে ওই দফতর তাদের দখলেই আছে। কিছু দিন ধরেই ফরওয়ার্ড ব্লক সরকারি নীতি এবং সি পি এমের মনোভাবের সমালোচনা করছিল প্রকাশ্যেই। এখন পাল্টা চাপে পড়ে তাদের নেতারা মুখ বন্ধ রাখতে পারেন। এর পাশাপাশি নতুন করে দেড় কোটি মানুষকে বি পি এল কার্ড দেওয়ায় ভোটের আগে দরিদ্রদের কাছে ফ্রন্টের জনপ্রিয়তা কিছুটা হলেও বাড়বে। গত চার বছর ধরে বি পি এল কার্ড না-পাওয়ায় বহু গরিব মানুষ সরকারের উপরে ক্ষুব্ধ। বিরোধীরাও বি পি এল কার্ড নিয়ে আন্দোলন করছিলেন।

খাদ্যমন্ত্রী যে ইস্তফা দেবেন না, তা জানিয়ে দিয়ে দলের রাজ্য সম্পাদক অশোক ঘোষ বলেন, "রাজ্যের জনসংখ্যার তুলনায় রেশন কার্ডের সংখ্যা বেশি, এই তথ্য নতুন নয়। সরকার বিষয়টি জানে। লুকোছাপার কিছু নেই। নানা ভাবে জাল কার্ড ছড়িয়েছে।" বিভিন্ন জায়গায় বহু জাল রেশন কার্ড উদ্ধারের কথা জানিয়ে অশোকবাবু বলেন, "জাল রেশন কার্ড খুঁজে বার করা এবং তা নষ্ট করা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তা চলছে।" কারা এই জাল কার্ড দেওয়ার জন্য দায়ী? তাঁর জবাব, "সবাই কমবেশি দায়ী।"

ভোটার তালিকা তৈরি থেকে শুরু করে নির্বাচনে সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র ছাড়াও রেশন কার্ড কাজে লাগে। এই কার্ড নাগরিকত্বের পরিচয়। বিরোধীদের দীর্ঘদিন অভিযোগ, সি পি এম-সহ বামফ্রন্টের শরিক দলগুলি ইচ্ছামতো রেশন কার্ড বিলি করেছে। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বড় অংশকে ভোট-ব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করার জন্যই তারা এ কাজ করেছে বলে কংগ্রেস ও তৃণমূলের অভিযোগ।

অনিলবাবুর মতে, জাল রেশন কার্ডের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তা ধরার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, "কিছু জাল রেশন কার্ড আছে, যা ভুয়ো। অনেক ক্ষেত্রে কেউ এক জায়গা থেকে অন্যত্র চলে গেলে তার পুরনো কার্ডও থেকে যায়। সে-ভাবেই কার্ডের সংখ্যা বেড়েছে।"

প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, "কী ভাবে এত রেশন কার্ড বিলি হল, কোনও নিরপেক্ষ সংস্থা তার তদন্ত করুক। এক-এক জনের নামে তিনটি করে রেশন কার্ড। তা দিয়েই নাম তোলা হয়েছে ভোটার তালিকায়।" তাঁর দাবি, বি পি এল কার্ড বিলির ক্ষেত্রে যেন সি পি এম, কংগ্রেস, তৃণমূল দেখা না-হয়। তৃণমুল নেতা পঙ্কজবাবু বলেন, "আমরা আগাগোড়া এই অভিযোগ করেছি। বিধানসভায় সরব হয়েছি বারবার। শেষ পর্যন্ত আমাদের অভিযোগই প্রমাণিত হল। পূর্ণ তদন্ত করে ভোটের আগে সব জাল রেশন কার্ড বাতিল করতে হবে।"

● **অর্থসঙ্কটের জেরেই নিয়োগে নিয়ন্ত্রণ, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী...পৃঃ ৮**

ANANDABAZAR PATRIKA 0 ... 2006

Left observes protest day across West Bengal

Ruling front condemns killing of party leader in Purulia district

Special Correspondent

- 31 Left members killed since 2001, says Biswas
- Extremists "receiving" support from Opposition party workers
- Processions taken out, meetings organised
- Leaders vow to counter extremist activity politically

KOLKATA: The ruling Left Front in West Bengal on Sunday observed a "protest day" across the State, condemning the killing of a senior district leader of the Communist Party of India (Marxist) and his wife by Maoists at Bandwan in Purulia district early on Saturday.

A week ago an improvised explosive device, suspected to be planted by Maoists, was found by the side of a road through which Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee passed 14 hours later to address a peasant's rally of the CPI(M) at Para in the same district.

The CPI(M) State leadership has described the killings as part of a "murderous" campaign of the Maoists to single out and attack party leaders. In all, 31 leaders and workers have been murdered by extremists operating in the State's south-western districts of Purulia, Bankura and West Midnapore since the last Assembly elections in 2001, according to the CPI(M)'s State secretary, Anil Biswas. Of this, 11 persons were killed in Purulia district alone.

Mr. Biswas, who is also a member of the party's Polit Bureau, has pointed out that leaders of both the Congress and Trinamool Congress — the main Opposition parties in the State — have been conspicuous in their silence over the spate of attacks by Maoist extremists on CPI(M) leaders and workers over the past years.

Biman Bose, chairman of the Left Front and also a member of the Polit Bureau, alleged that the extremists operating in the region were receiving support from workers of these two parties.

A victim of Saturday killings, Rabindranath Kar, a CPI(M) district secretariat member and former Purulia zilla sabhadhipati, was one of the senior-most party leaders to have been murdered by the Maoists. According to the party leadership the timing of the killing is significant — months before the Assembly polls due in the State. There were similar incidents of violence perpetrated by the extremists during the run-up to the 2001 elections and the recent murders could be an attempt to intimidate CPI(M) workers with the purpose of keeping them away from campaigning for the coming elections, party leaders have pointed out.

Processions were taken out in the districts and meetings organised by the CPI(M) during the day in protest against the killings.

Party leaders vowed that extremist activity in the region would be countered politically, even as the State police launched a massive combing operation in the region in search of the assailants.

THE HINDU 02 JAN 2006

বান্দোয়ানে ‘ছোট আঙারিয়ার প্রতিশোধ’

সস্ত্রীক সিপিএম নেতাকে পোড়াল মাওবাদীরা ● আক্রান্ত দেহরক্ষীরাও

প্রশান্ত পাল ও সমীর দত্ত ● বান্দোয়ান

বছরের শেষ দিন ভোররাতে আবার মাওবাদীরা হামলা চালাল পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে।

বান্দোয়ান থানার ভোমরাগোড়া গ্রামে সিপিএমের পুরুলিয়া জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রবীন্দ্রনাথ (ওরফে রবি) কর এবং তাঁর স্ত্রী আনন্দময়ীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারল মাওবাদীরা। শুক্রবার রাত দু'টো নাগাদ রবিবাবুর বাড়িতে চড়াও হয়ে মাওবাদীরা প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে বেপরোয়া গুলি চালায়। বোমা ছোড়ে। প্রাণের ভয়ে রবিবাবু ও তাঁর স্ত্রী দোতলার কোঠা ঘরে আশ্রয় নেন। মাওবাদীরা সেখানে ঢুকে খড়ের চালে কেরোসিন ও পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। দু'জনেই জীবন্ত পুড়ে মারা যান। পুলিশ প্রথমে রবিবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর দেহের সন্ধান পায়নি। পরে পোড়া খড়ের ভিতর থেকে ওই দম্পতির কাঠকয়লার মতো দেহাবশেষ উদ্ধার করে তারা। রবিবাবুর বাড়ির লাগোয়া টিনের চালের একটি ঘরে দু'জন দেহরক্ষী থাকতেন। দু'জনকে বেধড়ক পিটিয়ে তাঁদের ঘরটিও বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

সিপিএম বা পুলিশের উপর এর আগেও মাওবাদীরা হামলা চালিয়েছে। মাওবাদীদের হাতে নেতা ও পুলিশ খুনের ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু তার সবগুলিই ছিল ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ বা গুলি করে হত্যা। কাউকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার পথে এর আগে কখনও হাঁটেনি মাওবাদীরা। কেন তারা এমন নৃশংস ভাবে সস্ত্রীক ওই নেতাকে পুড়িয়ে মারল, তার কোনও সদুত্তর পুলিশ বা সিপিএমের কাছে এখনও নেই। ঘটনার পর সিপিএমের পুরুলিয়া জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর প্রায় সকলেই ঘটনাস্থলে গিয়ে মাওবাদীদের ফেলে যাওয়া লিফলেট দেখতে পান। তাতে লেখা, 'ছোট

তাণ্ডবের পরে রবিবাবুর বাড়ি। — সুজিত মাহাতো

আঙারিয়ার প্রতিশোধ। মাওবাদী পশ্চিমবঙ্গ স্কোয়াড।' ডিআইজি (মেদিনীপুর রেঞ্জ) গঙ্গেশ্বর সিংহ বলেন, "হামলায় পশ্চিমবঙ্গ স্কোয়াডের কথা বলা হলেও ঝাড়খণ্ড ও অন্ধ্র স্কোয়াডও ছিল বলে মনে হচ্ছে।"

সিপিএম জেলা জুড়ে ১২ ঘণ্টার বন্ধ ডাকে। পুরুলিয়া, জয়পুর, ঝালদায় পথ অবরোধ হয়। বান্দোয়ানের দুয়ারসিনির দিকে সাধারণত বছরের শেষ দিন পিকনিকের দল যায়। এ দিন তাদেরও দেখা মেলেনি। ঘটনাস্থল ঘুরে পুলিশকর্তারা ঘাটশিলার দিকে যান। রাতে আসেন রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশের কর্তারা।

ভোমরাগোড়ায় রবিবাবুদের বাড়ি কিছুটা পাকা, কিছুটা কাঁচা। বারান্দায় খোলার চাল। তার উপরে মাটির কোঠা ঘর। তাতে খড়ের ছাউনি। রবিবাবুর এক ছেলে ও সাত মেয়ে। ছোট মেয়ে বুলু জানান, বাড়ির নীচের তলার দু'টি ঘরে রবিবাবু, আনন্দময়ী ঘুমোচ্ছিলেন। ছিলেন রবিবাবুর মা এবং তাঁর এক বোনঝি সমাপ্তি। বুলু তাঁর ছেলে সায়নকে নিয়ে অন্য ঘরে শুয়েছিলেন। গভীর রাতে দরজায় জোরে ধাক্কার আওয়াজ শোনেন তিনি। রবিবাবুর নাম ধরে কেউ ডাকতে থাকে। রবিবাবুর জন্য দু'জন পুলিশের নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন ছিলেন। তাঁরা বাড়ির পাশেই টিনের চালের একটি ঘরে থাকতেন। অশোক ঘোষ এবং বিশ্বজিৎ গোস্বামী নামে ওই দুই দেহরক্ষীকেও মাওবাদীরা বেধড়ক পেটায়। অশোকবাবু পরে বলেন, "হামলাকারীরা বাড়ির চার দিক ঘিরে ফেলে। তার পর দরজায় ধাক্কা মেরে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে বলে। জঙ্গিরা হামলা করতে এসেছে বুঝতে পেরেই আমরা গুলি চালাতে শুরু করি।" দুই নিরাপত্তারক্ষীর কাছে মেশিন কার্বাইন এবং নাইন এম এম

এর পর আটের পাতায়

● রবিবাবুর অপরাধ ● মাওবাদী ঠেকাতে...পৃঃ ৫

THE STATESMAN

0 1 JAN 2006

BANGLA TERROR OUTFITS EYE KOLKATA & MUMBAI FOR 'LOCAL TIE-UPS'

Salem sleuths to help state fight Islamic, Left ultras

Anjan Chakraborty/SNS

KOLKATA, 1 Jan. — The sleuths interrogating gangster and Mumbai blasts accused Abu Salem will now lend a helping hand to the CID of West Bengal. The Anti-Terrorist Squad (ATS) of Mumbai Police, currently quizzing the extradited don, will help the state CID counter subversive threats from Islamic fundamentalist outfits in Bangladesh and help revamp CID's anti-Naxalite cell that has been floundering given the increasing incidence of ultra-Left terror.

The decision follows a recent meeting in Mumbai between Mr KP Raghuwanshi, who heads the ATS, and Mr Banibrata Basu, inspector-general of CID till October and now I-G, West. Apprehensions about fundamentalist groups teaming up with local outfits in Mumbai and Kolkata to fuel communal violence necessitated the meeting, it was learnt.

According to a senior CID officer, both police agencies agreed to share intelligence, particularly on cross-border movements of members of two Bangladeshi fundamentalist groups with direct links to terrorist outfits in that country. The two groups, the Jama'atul Mujahideen Bangladesh (JMB) and the Jagrata Muslim Janata Bangladesh (JMJB), led by Siddiqul Islam alias Bangla Bhai and Sheikh Abdur Rahman respectively, are believed to be targeting Kolkata and Mumbai to tie-up with like-minded groups in India. Top ranking members of these groups have been frequenting Kolkata and the CID has information that some JBMB activities are targeted at Mumbai too.

The ATS' Muslim Fundamentalist Organisation (MFO) cell had been alerted earlier by their Kolkata counterparts about the covert threat posed by Bangladeshi operatives. The ATS, along with the crime and special branches of Mumbai Police, have been working on leads provided by CID. When contacted in Mumbai, Mr Raghuvanshi, joint commissioner, ATS, said that since his agency is responsible for tracking down terrorists in Mumbai, it reaches out to counterparts in other states for information and coordination. "We have been discussing certain issues with (Bengal) CID, who also wanted to know the way we work here," he told The Statesman.

ATS also agreed to help to help revamp CID's anti-Naxalite cell. ATS officers will work with it to help preempt ultra-Left terror in Bengal. The ATS was formed by the Maharashtra government in 2004 to monitor and neutralise terrorists. It coordinates with IB, RAW and Central intelligence agencies apart from state police forces.